দীপরক্ষী

১ম খন্ড

ডিজিটাল প্রকাশক

তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষনা বিভাগ

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ

নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ

Mobile: *+8801787898470*
+8801915137084
+8801674140670

Facebook Page :

Satsang Narayangonj, Bangladesh

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র অনলাইন গ্রন্থশালা

কিছু কথা

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- দ্যাখ, আমার এই *dictation*-গুলি (বাণীগুলি), এগুলি কিন্তু কোন জায়গা থেকে নোট করা বা বই পড়ে লেখা না। এগুলি সবই আমার *experience* (অভিজ্ঞতা)। যা' দেখেছি তাই। কোন *disaster*-এ (বিপর্যয়ে) যদি এগুলি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আর পাবিনে। এ কিন্তু কোথাও পাওয়া যাবে না। তাই আমার মনে হয় এর একটা কপি কোথাও সরিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয় যাতে *disaster*-এ (বিপর্যয়ে) নষ্ট না হয়।

(দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা)

প্রেমময়ের বাণীগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাদের প্রতিটি সৎসঙ্গীর চেষ্টা থাকা উচিত। সেই লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ শাখা সৎসঙ্গের তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষণা বিভাগ ঠাকুরের সেই বাণীগুলোকে অবিকৃতভাবে সকলের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য কাজ করছে।

ঠাকুরের এই বাণী সম্বলিত গ্রন্থগুলো বর্তমানে সর্বত্র সহজলভ্য নয়। তাই আমরা এই গ্রন্থগুলো অনলাইনে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহন করেছি, যেন পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ গ্রন্থগুলো ডাউনলোড করে পড়তে পারেন। ভুলত্রুটি বা বিকৃতি এড়ানোর জন্য আমরা গ্রন্থগুলো স্ক্যান করে পিডিএফ ভার্শনে প্রকাশ করছি। কোন ব্যক্তিগত বা বানিজ্যিক স্বার্থে নয়, শুধুমাত্র প্রেমময়ের প্রচারের উদ্দেশ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

'দীপরক্ষী ১ম খণ্ড' গ্রন্থটির অনলাইন ভার্শন 'সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর' কর্তৃক প্রকাশিত ২য় সংস্করণের অবিকল স্ক্যান কপি। এজন্য আমরা সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘরের উদ্দেশ্যে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে, পরম কারুনিক পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের রাতুল চরণে সকলের সুন্দর ও সুদীর্ঘ ইষ্টময় জীবন কামনা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা কর্তৃক অনলাইন ভার্সনে প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের লিঙ্ক

আলোচনা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUHRwMndkdVd2dWs

আলোচনা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIaUVGMC1SaWh0d0k

আলোচনা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISTVjZE9lU1dCajA

আলোচনা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZXlvUWZLTW9JZ1E

আলোচনা প্রসঙ্গে ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIay0yb0Q0ZHJxTkk

আলোচনা প্রসঙ্গে ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZ1J5WnZxWm52YkU

আলোচনা প্রসঙ্গে ৭ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIbC0teFVrbUJHcG8

আলোচনা প্রসঙ্গে ৮ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMjJuVkl4d0VRNXc

আলোচনা প্রসঙ্গে ৯ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYUFZbmgtbXh1Vzg

আলোচনা প্রসঙ্গে ১০ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISE02akVxNGRvQXM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১১শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMFgxSkh5eldwSkE

আলোচনা প্রসঙ্গে ১২শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZy16TkdNaXRIeDA

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৩শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVVI1WHVmSXY4NTQ

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৪শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIczVXa2NTVVVxTHM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৫শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFITlJXTE1EMF9xX3M

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৬শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFINTlhR0ZVdi1mWEU

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৭শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIWHZuTlkzOU9YWms

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIX0t6bXl4NF83U2s

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৯শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVHJNckZrQjdSYzA

আলোচনা প্রসঙ্গে ২০শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIV2RXU2gyeW5SVWc

আলোচনা প্রসঙ্গে ২১শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVDJkMnVhTWlaNFU

আলোচনা প্রসঙ্গে ২২শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVFEwakV2anRXbmM

অনুশ্রুতি ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVnBHUDBObEgyaEU

অনুশ্রুতি ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXpRZy05NjJEQTg

অনুশ্রুতি ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIeVl0MVZJcWhPcDA

অনুশ্রুতি ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYmROWHFBNmhLM0U

অনুশ্রুতি ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIRDBPRWMtUjd2WG8

অনুশ্রুতি ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUDdoQzRQOVJBZUU

অনুশ্রুতি ৭ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIamZac1VSUDJIdmM

পুণ্য-পুঁথি

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVzNlWG56ZGM2Y0U

সত্যানুসরণ

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXhIZEdUY3k2N28

সত্যানুসরণ (ইংরেজি)

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMVIxemZMdExuQWM

ভক্তবলয়

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIQXZrb1FtTU1TNUk

দীপরক্ষী ১ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1s8gajL0knuUoZbrdqoc5AUh1prlojIAY

দীপরক্ষী ২য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1qNVM34s8-WaqnISbh60BAw3lbQk5LNEP

দীপরক্ষী ৩য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=12I_f1EiYXP5VvRSucIVgCNhEgmwppkjv

দীপরক্ষী ৪র্থ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1SOdENKZ2JiTJ_QnzPpR4zQmIQkdAFI8P

দীপরক্ষী ৫ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1yFPZO6Zbt19W7idfEAb-yyVNBG_qFhOV

দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1jK3MinnthheGw3nkwuQdu84FFZmTSKyK

কথা প্রসঙ্গে ১ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1VGCwgNrc0vgDF_iEiLr-wCt8uTcJE3z5

কথা প্রসঙ্গে ২য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1IAerP1Ah2sVEZjKT7Z5qaBJR8dd2_Utn

কথা প্রসঙ্গে ৩য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1UsePVu2NpnTIKeQeO11G0TX-Km3C_7Bt

নানা প্রসঙ্গে ১ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1Sbl6RdI1wOJPl2JZSVM0L9B1ErTwc8e_

নানা প্রসঙ্গে ২য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1GuQ2y_oBNfVTVX0ne7vjSKrUJmcPnJTe

নানা প্রসঙ্গে ৩য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1zP02UQHwVkppiqmcNNM33L217OJtHHt6

নানা প্রসঙ্গে ৪র্থ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=133lqE6aKIQmb1r3MDhtYtCmNmY9AB9j1

ইসলাম প্রসঙ্গে

https://drive.google.com/open?id=1hTDq4WRejj0eXfH6PzzxDjeZiaW3PeUb

The Message Vol 1

https://drive.google.com/open?id=1R14WahFzEtAnjFdt4F1SNvCeGv5co-tX

The Message Vol 2

https://drive.google.com/open?id=1xFv3hIry577W6u9e12VyprbLmKSjlGtU

The Message Vol 3

https://drive.google.com/open?id=1DEQoHn9sCOLZq374mp6X8HfQGwjjcFOz

The Message Vol 4

https://drive.google.com/open?id=1g3lXXFHnHruEF9PtbsnNGobAtWi_OPnm

The Message Vol 5

https://drive.google.com/open?id=1hMeJy2rOl37PfwXLcUge1Ik6WPWu9nr_

The Message Vol 6

https://drive.google.com/open?id=1pGMbCBKWjqN1q0qBgmou-NICOBifFGG2

The Message Vol 7

https://drive.google.com/open?id=1z4aEbbBVBfGZCqIX2tO72KAALyGijG0W

The Message Vol 8

https://drive.google.com/open?id=16N5A7em8YoC_XvTZgDp7BWDP0Wt1XcJ7

The Message Vol 9

https://drive.google.com/open?id=14803A8jigC5X15YY8ZJGTdnLh7YgiCtY

Magna Dicta

https://drive.google.com/open?id=13SmfYYHfKvIFhTiAlG9y_L_IcdBkxSiV

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

দীপরক্ষী

(প্রথম খণ্ড)

সংকলয়িতা—শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক ঃ

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাব্‌লিশিং হাউস্
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর
বিহার

প্রথম প্রকাশ ঃ

১লা বৈশাখ, ১৩৮২

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ

১লা বৈশাখ, ১৪০০

মুদ্রাকর ঃ

কাশীনাথ পাল
প্রিন্টিং সেণ্টার
১৮বি ভুবন ধর লেন
কলিকাতা—৭০০ ০১২

Deeparakshi, Vol. I
Compiled by Sri Deviprosad Mukhopadhyaya
2nd Edition, 1993

ভূমিকা

সেটা ছিল ইং ১৯৫২ সাল, তারিখ ৬ই আগস্ট। স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্ত্তি হ'তে যাব; তাই শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম করতে এসেছি। প্রণাম ক'রে উঠতেই বললেন তিনি— "এম-এ পাশ করতে এখনও দু'টি বছর। কিন্তু এই দুই বছরে তুমি অনেক এগিয়ে যেতে পার। আমার অনেক কাজ করার আছে। এখন থেকে লেগে যাও……।" আমি তাঁর এই আদেশ শিরোধার্য্য করার পর শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে তখন সৎসঙ্গ তপোবন-বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত করেন। নবম মাসে একদিন পরম দয়াল টেনে নিলেন আরও কাছে। বললেন—"আর ওখানে নয়। এখানে আমার কাছে চ'লে আয়।" বিদ্যালয়-কর্ত্তৃপক্ষ আপত্তি তুলে বলেছিলেন—"শিক্ষককে এভাবে নিয়ে নিলে স্কুল চলবে কী ক'রে?" সমস্ত কথা অগ্রাহ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন— "আমার বহুদিন থেকেই ইচ্ছা, ওকে আমি প্রফুল্লর এ্যাসিস্ট্যাণ্ট্ করব। মাস্টার তোমরা জোগাড় ক'রে নাও।"

ইং ১লা মে, ১৯৫৩ থেকে সুরু হ'ল আমার শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মতলে ব'সে তাঁর অমৃতময় কথানির্ঝ'র লিপিবদ্ধ করার মহাভাগ্যের জীবন। ধন্য আমি! অন্তরের অন্তঃস্থলে বহুদিন-পুষে-রাখা একটি স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটল। এই প্রসঙ্গে সে-কথাটাও বলা দরকার। ইং ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দেওঘরে আমার প্রথম শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শন হয়। তখন আমি কলাবিভাগের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। আশ্রমের অনেক প্রবীণ জ্ঞানবৃদ্ধ ভক্তকে দেখি। এক-একজনের কর্ম্মজীবন-সম্পর্কেও কিছু-কিছু জানলাম। অনেকের কাজও দেখলাম ঘুরেফিরে। কেন জানি না, সব থেকে ভাল লাগল শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার দাসের কাজটিকে। দিনরাতের মধ্যে অধিকাংশ সময়ে তিনি কী সুন্দর শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে থাকেন, দয়ালের কথাগুলি লেখেন, দয়াল বাণী দিলে তা' লিখে নিয়ে আবার তাঁকে শোনান। কোন-কোন লেখা শ্রীশ্রীঠাকুর হয়তো বার-বার ক'রে পড়তে বলেন, অপরকে শোনাতে আদেশ করেন, কোথাও আবার নিজেই সংশোধন ক'রে লিখিয়ে দেন। প্রফুল্লদার স্নানাহারের ধরাবাঁধা সময় নেই, বিশ্রামের পর্য্যাপ্ত অবকাশ নেই। বাঃ, এইতো সত্যিকারের আমার মনের মত কাজ। প্রফুল্লদা ভাগ্যবান!—ব্যস্, ঐ মনে-মনে ভাল লাগা পর্য্যন্তই। পরম দয়াল আমাকে যে এই প্রিয় কাজটির মধ্যেই টেনে আনবেন তা' তখন আমি চিন্তাও করতে পারিনি। তারপর ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্য্যন্ত যতবার আশ্রমে এসেছি, বেশীর ভাগ

সময়ই কাটিয়েছি শ্রীশ্রীঠাকুর-সন্নিধানে। গভীর মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করতে চেষ্টা করেছি তাঁর বাচনভঙ্গী, মুখভাব, ধাতুগত অর্থের ভিতর-দিয়ে শব্দের মৌলিক অর্থে পৌঁছাবার অপূর্ব্ব কৌশল। সাথে-সাথে লক্ষ্য করেছি প্রফুল্লদার লেখনী। অনেক সময় লেখার পরেই ওখানে ব'সে খাতা চেয়ে নিয়ে প'ড়ে দেখেছি।

আজ মনে হয়, অন্তরের এই গোপন ভাল-লাগার নীরব আহ্বান শুনেছিলেন বিশ্বপিতা। তাই, তিনি দয়া ক'রে চরণে ঠাঁই দিলেন, নিয়োগ করলেন আমাকে প্রফুল্লদার সহকারীরূপে।

১৯৫৩ সালের ১লা মে থেকে ১৯৬৯ সালের ২৬শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত লিখেছি তাঁর কথা। তার মধ্যে ১লা মে, ১৯৫৩ থেকে ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫ তারিখ পর্য্যন্ত কথোপকথনগুলি নিয়ে প্রকাশিত হ'ল দীপরক্ষী, প্রথম খণ্ড। দীপরক্ষী নামটি তাঁরই দেওয়া, নামকরণের সময় অর্থ করেছিলেন 'জীবনদীপকে যা' রক্ষা করবে'। আলোচনা-পত্রিকার ১৩৭৪ (বাং) সালের ফাল্গুন সংখ্যা হ'তে দীপরক্ষী নিয়মিত আলোচনায় প্রকাশিত হ'য়ে আসছে। ১৩৭৫ সালের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ইং ১।১২।৫৪ তারিখের কথোপকথন। এই পর্য্যন্ত প্রতিটি দিনের লিখিত কথাবার্ত্তাই পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর দয়া ক'রে শুনেছেন। ঐ মাঘ মাসের ১২ তারিখে নিখিলক্ষেমবিধাতা সেই পরমপুরুষ তাঁর লোকলীলা সংবরণ করেন। সেইজন্য ঐ ১।১২।৫৪ তারিখের পরবর্ত্তী লেখাগুলি পরম-পূজ্যপাদ বড়দাকে শুনিয়ে নিয়ে পত্রিকায় প্রকাশ করেছি।

আমেরিকার শিক্ষানুরাগী জন মাইকেল, বাংলার তৎকালীন এম-এল-এ সুহৃদ্ মল্লিকচৌধুরী, বিহারের এড্‌ভোকেট জেনারেল বলদেব সহায়, বলিহারের রাজা, সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে আলোচনার কিছু অংশ বর্ত্তমান খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে। তা' ছাড়াও আছে বাইবেল ও গীতার কয়েকটি বাণীর সর্ব্বসুসঙ্গত জগৎপাবনী ব্যাখ্যা, শিক্ষাদান-পদ্ধতি ও শিক্ষকদের নানাবিধ সমস্যার হৃদ্য সমাহারী সমাধান, প্রেরিতপুরুষগণের জীবন ও বাণীর অভ্রান্ত মূল্যায়ন, প্রেম-ভক্তি-ভালবাসার যথার্থ তাৎপর্য্য-উদ্‌ঘাটন, সাংসারিক দুঃখকষ্ট নিরাকরণের পথনির্দ্দেশ, শ্রীমুখে দয়াল ঠাকুরের নিজ জীবন-কাহিনীর অনবদ্য চমৎকারী বর্ণনা, লোকসংগঠন, ব্যবহারবিজ্ঞান, কয়েকটি রোগের ঔষধ-নির্দ্ধারণ প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়।

তিনি অনন্ত, অসীম। তাঁর ভাবের ইতি করা যায় না। সারাদিনে তাঁর কাছে এসেছে বহু রকমের মানুষ তাদের প্রশ্ন, সংশয় এবং সমস্যার বৈচিত্র্যের ডালি নিয়ে। কাউকেই বিমুখ করেননি তিনি। কল্পতরুর মতন শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাব্যক্তিত্ব হ'তে স্বতঃ-উৎসারিত হ'য়ে এসেছে দিব্য সমাধানবাণী, অমিয় চলনসঙ্কেত। কখনও হাসি

দিয়ে, কখনও কটাক্ষ দিয়ে, কখনও আদর ক'রে, কখনও বা আলোচনা ক'রে তিনি মানুষকে এনেছেন অন্ধকার থেকে আলোকে। সে-মহাভাবময়ের বিকাশ আমার লেখনীতে কীই বা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছি! এ দীনতা-প্রকাশ নয়, এ যথার্থ কথন। প্রথমদিকে লেখায় অভ্যস্ত হ'তে সময় লেগেছে। তাই, প্রথমদিকের লেখা কাটা-কাটা এবং সংক্ষিপ্ত মনে হ'তে পারে। তবুও সাধ্যমত কথাগুলি ধ'রে রাখতে চেষ্টা করেছি, কাঠবিড়ালীর সমুদ্রবন্ধন-প্রয়াসের মতন প্রয়াস পেয়েছি সেই ভূতমহেশ্বরের অচিন্ত্য পার্থিব প্রকাশকে চিত্রিত করবার। এ কাজের যা'-কিছু সৌন্দর্য্য সবই তাঁর দয়ায়, আর যেটুকু খাঁকতি বা অপূর্ণতা সবই আমার অযোগ্যতা-জনিত।

পরমপূজ্যপাদ বড়দার আদেশক্রমে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হ'ল। তাঁর চরণে আমার অন্তরের গভীর প্রণতি জানাই। প্রেসের সমস্ত কর্ম্মী, বিশেষ ক'রে বন্ধুবর কুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য যে ত্বরিত তৎপরতার সাথে বইখানি প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন তার জন্য তাঁকে ও আর সবাইকেই জানাই আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা। বইয়ের প্রুফ-সংশোধনের কাজে আমাকে সহায়তা করেছেন কল্যাণীয়া শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী এবং সূচী-প্রণয়নের কাজে সহায়তা করেছেন স্নেহভাজন শ্রীমান বিশ্বনাথ সেনাপতি। পরমপিতার শ্রীচরণে এঁদের ইষ্টনিষ্ঠানন্দিত সুস্থ সুদীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি।

সর্ব্বশেষ কথা, দীপরক্ষী প্রথম-খণ্ড যদি সুধী পাঠকবৃন্দকে ইষ্টমুখী হ'তে তথা তমসার পার সেই পরম-জীবনীয় পন্থা প্রাপ্ত হ'তে কিছুমাত্র প্রেরণা জোগায়, তাহলে আমার জীবন ধন্য মনে করব। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর **শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়**
১৬/৩/১৯৭৫

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

দীপরক্ষী প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হ'ল। বহুপ্রচারিত 'আলোচনা-প্রসঙ্গে' গ্রন্থাবলীর ন্যায় দীপরক্ষীর বিষয়বস্তুও পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের দিব্যজীবনের দিনলিপি এবং তাঁর সাথে কথোপকথন। সংকলয়িতা শ্রীমান দেবীপ্রসাদ নিজেই এই পুস্তকের বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী প্রণয়ন করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যান্য কথোপকথন গ্রন্থের মতন এই গ্রন্থটিরও আমরা ব্যাপক প্রচার কামনা করি।

সৎসঙ্গ, দেওঘর **প্রকাশক**
১৫ই চৈত্র, ১৩৯৯

সূচীপত্র

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয় **পৃষ্ঠা**

ব

বিষয়		পৃষ্ঠা

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আমার কথাগুলি যদি তোমার-
শুধু কথা-চিত্তেরই খোরাক মাত্র হয়-
করার বা আচরণের ভেতর দিয়ে
সেগুলিকে যদি-
বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পার-
তবে-
পাওয়া যে তোমার
উমশাক্কুরই রয়ে যাবে -
তা কিন্তু অতি নিশ্চয়–

তোমারই "আমি"

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

দীপরক্ষী

১৭ই বৈশাখ, ১৩৬০ (১লা মে, ১৯৫৩)

গতকাল রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে বলছিলেন—"কাল থেকে প্রফুল্লর (দাস) কাছে খাতা নিয়ে বসবি, লেখা শিখবি, যা' কয় শুনবি। প্রফুল্ল যদি মারে, বকে, তাহ'লে যেন মন খারাপ না হয়।" তাঁর কথামত আজ সকালে প্রফুল্লদার কাছে এসে বসেছি। প্রফুল্লদা একটা নতুন খাতা দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা লেখার জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে দক্ষিণাস্য হ'য়ে ব'সে আছেন। ননীদা (চক্রবর্ত্তী), যতীনদা (দাস), শরৎদা (হালদার) প্রমুখ যতিবৃন্দ উপস্থিত আছেন। কিছুদিন আগে শচীনদার (গাঙ্গুলী) পুত্রের মৃত্যু হয়েছে ইলেক্ট্রিক্ শক্ লেগে। শচীনদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ব'সে শোক প্রকাশ করছেন। তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে নানা কথা বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। কথাপ্রসঙ্গে বললেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুচ্ ধাতু মানে শোক করা, আবার পবিত্র হওয়া। শুচ্ মানে ক্লেদবিসারকও হয়, অর্থাৎ যে ক্লেদটা জমে, সেটাকে সরিয়ে দেয়। যার ব্যক্তিত্ব যতখানি strong (শক্তিমান), সে environment (পরিবেশ)-কে ততখানি mould (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারে। এই যে আমার মেয়ে সাধনা মারা গেল। বড়-বৌ এসে ঘরে ঢুকল কিন্তু একটা gorgeous (চকমকে) রকমে। ওর ঐ অবস্থা দেখে আমারও শোক সেরে গেল। অভিমন্যুবধের পরে অর্জ্জুনের শোকাবেগ হয়েছিল। ঐ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ আসলেন, অর্জ্জুনকে elated (উদ্দীপ্ত) করলেন। যার ঠেলায় অর্জ্জুন কত অক্ষৌহিণী সেনা ধ্বংস ক'রে ফেলল। সেইরকম হওয়া লাগে—'আজি রণে কর্ণবধ প্রতিজ্ঞা আমার'।

১৮ই বৈশাখ, ১৩৬০ (২রা মে, ১৯৫৩)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। শচীনদার (গাঙ্গুলী) চোখটা ইদানীং একটু খারাপ যাচ্ছে, সে-কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তিলের নাড়ু, তিলের বড়া এগুলি আমাদের দেশের খুব ভাল জিনিস। শচীনদা, আপনি যখনই চোখ ধোবেন, তখনই চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দেওয়া ভাল। খুব ভোরে উঠে অল্প আঁধার থাকতে বাইরে বেড়াবেন, আর খুব দূরে তাকিয়ে দূরের জিনিস দেখতে চেষ্টা করবেন।

কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তাপোষণী আয় আর সত্তাপোষণী ব্যয়, এর সামঞ্জস্য করা লাগে। এই সামঞ্জস্যটা হল progressive spine of the system (সংস্থিতির উন্নতিমুখর মেরুদণ্ড)।

গত রাত্রে ওয়েস্ট-এণ্ড-হাউসে সৎসঙ্গ-অধিবেশন হয়েছিল। তাতে ছেলেরা খুব নাচানাচি, হৈ-হল্লা করেছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সে-কথাগুলি বলা হ'লে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই যে সৎসঙ্গ হয়, একটা normal (সহজ) সৎসঙ্গ হওয়া দরকার। অল্প সময়ের মধ্যে খুব exalting (উদ্দীপনাময়) হওয়া চাই। একটা আছে নামকীর্ত্তন। অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন হয়, সে এক জিনিস। তা' না, লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে এক কাণ্ড ক'রে বসে। (একটু পরে, আপন মনে) ভাল হ'লে ভাল, কিন্তু over-dose (বেশীমাত্রায়) হ'য়ে পড়লে মুশকিল হয়।

ননীদা (চক্রবর্ত্তী)—ব্যভিচারী ভক্তিটা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যভিচারী ভক্তির কোন দাম নেই। ব্যভিচারী মেয়েলোকও যা', ব্যভিচারী ভক্তিও তাই।

সকাল ৯টা। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় এসে বসেছেন। অনেকে আছেন। শৈলেশদার (ব্যানার্জ্জি) ছেলে মানসকে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমন কথা বলবি না যা' কাজে করা যায় না। এমন কাজ করবি না যা' কথায় বলা যায় না। খুব ক'রে যাজন করা চাই—গ্র্যাজুয়েট, আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট সবাইকে। ওর (মানসের) presence of mind (উপস্থিতবুদ্ধি) খুব বেশী, intelligence (বুদ্ধি)-ও আছে।

পৌনে এগারটা বাজে। গরম বেশ। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরের মধ্যে এসে বসেছেন। কথাপ্রসঙ্গে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃতি, পরিবার, পরিবেশ ও ব্যক্তি কি-রকম conflict (সংঘাত)-এর ভিতর-দিয়ে কি-রকম পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, সেগুলি overcome (অতিক্রম) করতে হলে কেমন ক'রে কী করতে হয়, সেগুলো একটা normal (সহজ) বোধের মধ্যে আসা চাই।

তারপর কাঠের কারিগর মনোহরদাকে (মিস্ত্রী) ডেকে আমাকে ও রেবতীকে (বিশ্বাস) দেখিয়ে বললেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখ্, ওদের দু'জনের দু'খানা চৌকি লাগবে।

মনোহরদা—কিসের, লেখার ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, লেখার জন্যও লাগবে, আর শোবার জন্যও লাগবে—frame-ওয়ালা (কাঠামোওয়ালা), দুইখানা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(নিখিল ঘোষদাকে) তোরও লাগবি নাকি রে একখানা ?

নিখিলদা—চৌকি নিয়ে রাখব কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর (স্মিতহাস্যে)—ভাল ক'রে বুঝে দেখ। শেষে ওদের হবিনি, তুমি ফাঁকে প'ড়ে যাবেনে।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসেছেন। কথাবার্ত্তা চলছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে আছে, যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, করলে কাটে মহাভীতি—মহাভীতি মানে সকলে ধ'রে নেয় মৃত্যুভয়। তাই ওখানে বদলায়ে কওয়া লাগবেনে, 'বৃহৎ ভীতি'। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, করলে কাটে বৃহৎ ভীতি।

আমি—মহাভীতি মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মহাভীতি মানে বড়-বড় danger (বিপদ), বোমা পড়া-টড়া এই সব।

আমি—Accident (দৈব দুর্ঘটনা)-গুলো কি এর মধ্যে পড়ে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়লেন।

শচীনদা (গাঙ্গুলী) নিজ পুত্রের অকালমৃত্যুর কথা বলছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে—

শচীনদা—কর্ম্মফল কি অমোঘ ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-কর্ম্ম করি তার ফলভোগ করাই লাগে। যেমন, অনেকে ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে কাঁচ খায়, নাইট্রিক এসিড খায়। কিন্তু খেলে খাওয়ার যে ক্রিয়া তা' হবেই।

শচীনদা—যখন আমার কর্ম্মফল ভোগের সময় আসে, তখন আর কিছুতেই আপনার কথা শুনি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে আপনি ভক্ত না, যে-ভক্তি সম্পূর্ণভাবে তাঁতে অনুরক্ত থাকে। যে করে তার হয়। Sincerity (ঐকান্তিকতা)-কে যদি profitable (লাভের) না করতে পারেন তাহ'লে হয় না।

শচীনদা—'তুমিময়' মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—'ময়' মানে এই কথা যে, আমার সমস্ত প্রবৃত্তিগুলি তাঁতে অনুরক্ত হবে। প্রীতিটা কিন্তু সৌজন্য নয়কো,—টান। ঐ টান-অনুপাতিক কর্ম্ম ও কর্ম্ম-ফলগুলিও সব ঐ পথে adjusted (বিনায়িত) হ'য়ে আসে। কাউকে যদি আমি ভালই বাসি, তবে তার জন্য কষ্ট ক'রে আমার সুখ মনে হয়। ঠিক interest

(অন্তরাস) grow করা (জন্মানো) চাই। যেমন আপনার ছেলের কথাই কই। তার যে ইলেক্‌ট্রিক্‌ শক্‌ লাগল, পায়ে যদি তার রবারের জুতো থাকত তাহলে তার শক্‌ লাগলেও বেঁচে উঠত। তাই, তার করাগুলি ঠিক বিন্যস্ত হয়নি।

শচীনদা—সে কেন সাবধান হয়নি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হয়নি তার মানে ঐ-রকমটা ঠিক ছিল না।

শচীনদা—ছয় বছর ধ'রে কাজ করছে, তবু তার এ-রকম ভুল হয় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হয়তো মাঝে-মাঝে জুতা পরত না। ······ভাল তোমার যতই হোক, তার মধ্যে যদি চার আনা খারাপ থাকে, তবে সেই চার আনাই whole (সমস্ত)-টাকে নষ্ট করে। এই যে আমার মেয়ে সাধনা। তার মেয়ে হওয়ার পরে শরীর খুব ভাল হল। তার ছবিও বোধ হয় আছে। সেই সময় আমি বললাম—ওকে পাঁচ বছর শ্বশুরবাড়ী যেতে দিও না। বড়বৌ সে-কথা শুনল। আমি আরো বললাম—ওর যদি এখন আবার conception (গর্ভসঞ্চার) হয় তবে কিছুতেই বাঁচবে না। ওর শ্বশুরবাড়ীর সবাই শুনে বলল—'কী, মেয়ে বিয়ে দিয়েছে, শ্বশুরবাড়ী পাঠাবে না ?' তারপর জামাই এসে নিয়ে গেল। তারপরেই তো এই কাণ্ড। আমার কি কোন ক্ষমতা আছে ? যেমন আপনার ছাওয়ালের উপরে আপনার কোন ক্ষমতা নেই, তেমনি মানুষের উপরেও ভগবানের কোন ক্ষমতা নেই। জগন্নাথের কোন হাত নেই মানে হল ভগবানের কোন ক্ষমতা নেই। (একটু পরে) এমনি এক-একটা মানুষ আসেন তাঁরা ক'য়ে যান, কেঁদে যান, ব্যথা পান। যারা করে তারা পায়, হয়। যারা করে না—তারা পায় না, হয় না। তাঁর চরণধূলি আমরা নিই। চরণধূলি নয়, চলনধূলি। তাঁর সেই চলনে আমাদের চলতে হয়। যদি সেই চলনে চলতে পারি, তাহলে আমার আয়ু যা' আছে তা' বেড়ে যেতে পারে।

১৯শে বৈশাখ, ১৩৬০ (৩রা মে, ১৯৫৩)

সকাল ১০·৪০ মিঃ। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে চৌকিতে সমাসীন। অনেকে উপস্থিত আছেন। নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে। অনেকে অনেক প্রশ্ন করছেন—

নিখিলদা (ঘোষ)—আমরা ক'জন মিলে বহির্ভারতে tour (ভ্রমণ) করলে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব হবেনে। চল্লিশ জন মানুষ জোগাড় করতে পারলে হয়। Indian leaders (ভারতীয় নেতা) যদি তুমি জোগাড় করতে পার, আর তাদের যদি এখানে train up ক'রে (শিক্ষিত ক'রে) efficient (যোগ্য) ক'রে নাও,

তবে তারাই বাইরে যেয়ে আরো কত সৃষ্টি ক'রে নেবে।

তারপর কথাপ্রসঙ্গে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যে অপকর্ম্মগুলি করেছি প্রকৃতির কাছে, তার প্রায়শ্চিত্ত করাই লাগবে। তাই, speedy (দ্রুত) গতি ছাড়া পথ নেই। তোমার চলন যত speedy (দ্রুত), তোমার achievement (প্রাপ্তি)-ও তত প্রখর।

পঞ্চানন সরকারদা গীতার কয়েকটি কথা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। কথায়-কথায় বললেন—

পঞ্চাননদা—গীতায় একটা আসুরী প্রবৃত্তির কথা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসুরী প্রবৃত্তি যার আছে, আমার মনে হয়, আমি বিশ্বাস করি, —সেও বাঁচতে চায়।

পঞ্চাননদা—তার জৈবী-সংস্থিতিই যে খারাপ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জৈবী-সংস্থিতির ভিতর একটা inherent (ভিতরের) জিনিস আছে, তা' হচ্ছে যোগাবেগ, মানে যুক্ত হওয়ার আবেগ। এই যোগাবেগ যেখানে শিথিল সেখানে সব weak (দুর্ব্বল) হ'য়ে যায়।

পঞ্চাননদা—তাহ'লে আসুরিক প্রবৃত্তি কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসুরিক প্রকৃতিওয়ালা মানুষ আছে দেখেন না! তারা আসুরিক চলনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু বাঁচতে সবাই চায়। শালার রাক্ষসও রামচন্দ্রের ভক্ত হয়।

পঞ্চাননদা—যাদের আসুরিক প্রবৃত্তি, তাদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কথা বলতে বারণ করেছেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা আসুরিক-প্রবৃত্তিসম্পন্ন, তাদের কাছে যদি 'কেষ্ট ঠাকুর ভগবান' এই কথা কও তবে তারা বিশ্বাস করবে না। তার চাইতে যদি তাদের কাছে বাঁচার কথা, বাড়ার কথা কও, তাতে কাজ বেশী হয়।

২০শে বৈশাখ, ১৩৬০ (৪ঠা মে, ১৯৫৩)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়ালের বারান্দায় উপবিষ্ট। কাল রাতে ওড়িশা থেকে দুইটি দাদা এসেছেন। তাঁরা ভাল কাজ করেন, অথচ মানুষের কাছ থেকে বেশ লাঞ্ছনা পান। এইসব কথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে যত বেশী করবে, মানুষ তাকে তত বেশী ভুল বুঝতে পারে। তাই, ঈশ্বরকে মানুষ গালাগালি দেয় বেশী। কারণ, তিনি আমাদের জন্য সব থেকে বেশী করেন। কিছু করতে হ'লে পরেই নিজের সাবুদ হ'য়ে থাকা লাগে এমনভাবে যে, আমি যা' করতে যাচ্ছি তাতে মানুষ যেন আমার কিছু না করতে

পারে। শয়তানই হোক, পাজীই হোক, কুবুদ্ধিই হোক, সে নিজেকে ভালবাসে, বাঁচতে চায়, বাড়তে চায়। এই বাঁচার আকূতি সবার ভিতরেই আছে। যে চুরি-ডাকাতি করে সেও ভাবে—ঐ চুরি-ডাকাতি তার সত্তার উপকরণ। প্রত্যেকেই normally (সহজভাবে) বেঁচে থাকতে চায়, এর ভিতর-দিয়ে বেড়ে উঠতে চায়। তাই, তুমি সুখে বাঁচ, বাড়। তোমাকে মানুষ প্রীতি-অবদান দিক।

ওড়িশার দাদাদের একজন—তাহলে কীভাবে আমাদের চলতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর, খুব ক'রে যাও যা' বললাম। লোকসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়। Be fishers of men (মানুষ-ধরা জেলে হও)। আর, তার সাথে-সাথে খুঁজে বের কর চল্লিশ জন লোক।

ইতিমধ্যে এক-এক ক'রে অনেকেই এসে বসেছেন। কথাবার্ত্তা জমে উঠেছে।

জনার্দ্দনদা (মুখার্জী)—আমাদের না-করার দরুন যে পাপ আমাদের মধ্যে জমেছে, এখন তার ফলভোগ করতে হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাই তাই করা যেগুলি আমরা করিনি। এতকাল ধ'রে না-করার দরুন আমাদের দুর্দ্দশার আর সীমা নেই। এখন করার speed (গতি) খুব বাড়িয়ে সব ঠিক ক'রে নিতে হবে। মোটরের speed-এর (গতির) মতন চলা চাই। আবার, এরোপ্লেনের speed (গতি) আর একটু তাড়াতাড়ি হয়। কিন্তু ফাঁকিবাজী দিয়ে কাম হবে না। কোন কিছু বাদ দিয়ে shortcut (সোজা রাস্তা) ক'রে করলে হবে না কিন্তু।

মেন্টুদা (বসু)—আমাদের না-করাগুলি কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কত না-করা আছে। যার ফলে আমাদের সংহতি ভেঙ্গে গেল, মুসলমানরা বিরুদ্ধাচরণ করল, রাজপুতরা জহরব্রত করল। তার কারণ, common platform (সকলের জন্য সমান বেদী), common Ideal (সর্ব্বসাধারণের এক আদর্শ) নেই। শিবাজীকে Indian Napoleon (ভারতের নেপোলিয়ন) কওয়া যায়। কত বড় তেজ-বীর্য্য। সেই শিবাজী আবার দাঁড়াল রামদাসের mission work (সঙ্ঘের কাজ) করার জন্য। ঐ-রকম হওয়া লাগে।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। পড়ন্ত রোদে যতি-আশ্রমের উঠানটা ঝলমল করছে। যতিদের মধ্যে কেউ-কেউ আছেন। সুশীলদা (বসু) এসে বসেছেন। ভাষা নিয়ে কথা চলছে—

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে যত complex (প্রবৃত্তি)-কে তার আয়ত্তে আনে, তার ভাষাও তত সহজ। আর, যে complex-এ (প্রবৃত্তিতে) যত obsessed (অভিভূত) থাকে, তার ভাষাও তত কঠিন হয়।

সুশীলদা—তাহলে আমরা complex (প্রবৃত্তি)-কে যত আয়ত্তে আনতে পারব, আমাদের ভাষাও তত সহজ হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। Language (ভাষা)-টা আসে তো বোধের থেকে! আপনি একটা বাঁদরের কাছে ব'সে থেকে দেখবেন, তার চলাফেরাগুলি আস্তে-আস্তে আপনার কাছে বোধগম্য হ'য়ে উঠবে।

পরে বিষয়ান্তর-প্রসঙ্গে—

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা অভিভূত হই বটে, কিন্তু প্রদীপ্ত হই না। প্রদীপ্ত হ'লে সে adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হ'য়ে ওঠে। যে মাদী কুকুরের কয়েকবার বাচ্চা হয়েছে, তাকে যদি একটা ভাল কুকুর দিয়ে breed (গর্ভসঞ্চার) করানো হয়, তাহলেও তার ঐ কালো, কালো-সাদা প্রভৃতি নানা রংয়ের বাচ্চা হতে থাকে। কারণ, আগের কুকুরগুলির impression (ছাপ)-এর দ্বারা ঐ কুকুরটা অভিভূত হ'য়ে থাকে। এটা হ'ল অভিভূতি, আর একটা আছে অভিদীপ্তি। অভিভূত এবং অভিদীপ্ত—এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, অভিভূত হ'লে আর পারিপার্শ্বিক-সম্বন্ধে conscious (চেতন) থাকি না। অভিদীপ্তিতে আমরা হ'য়ে উঠি চক্ষুষ্মান। অভিভূতিতে আছে obsession (গ্রস্ত হওয়া), আর অভিদীপ্তিতে আছে surrender (আত্মসমর্পণ)—অপরামৃষ্টতা।.........ইষ্টার্থপরায়ণ হ'লে পরেই তখন বুদ্ধি আসে ইষ্টের অনুচর্য্যা করার। তাঁর অনুজ্ঞাবাহী হ'তে হয়। তাঁকে পালন-পোষণ-রক্ষণ করতে হয়। আর এ থাকলে, সে চোর হোক, ডাকাত হোক, affected (ক্ষতিগ্রস্ত) না হ'য়ে exalted (উদ্দীপ্ত) হ'য়ে ওঠে। তোমাদের কাছে এসে সবাই যেন প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে।

রাত সাড়ে আটটা বেজে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-প্রাঙ্গণে উম্মুক্ত আকাশের নীচে একটি বাঁধানো জায়গায় ব'সে আছেন। পর-পর কয়েকটি বাণী দিলেন। প্রফুল্লদা (দাস) ও নিখিলদা (ঘোষ) সেগুলি লিখে নিলেন। এর পরে হাউজারম্যানদা (মিঃ রে আর্চার হাউজারম্যান) শ্রীরামচন্দ্র-সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রামচন্দ্রের brain (মাথা) কম ছিল না। কিন্তু বশিষ্ঠ যা' করাতেন, তিনি তাই করতেন। বশিষ্ঠ ছিলেন prime minister (প্রধানমন্ত্রী)। রাম ছিলেন executive head (প্রশাসনিক প্রধান)। বশিষ্ঠের cabinet (মন্ত্রিসভা) ছাড়া তাঁর চলার উপায় ছিল না।

হাউজারম্যানদা—রাম নিজে কিছু না ক'রে হনুমানকে দিয়ে সব করালেন কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হনুমানের করাই তো নিজের করা হ'ল।

হাউজারম্যানদা—পরমপুরুষ যদি সবই পারেন তাহলে যীশু নিজেকে বাঁচালেন না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি তো নিজের সম্বন্ধে দেখেন না, দেখেন আমাদের সম্বন্ধে—যারা তাঁর environment (পরিবেশ)। তাদের জন্যই করেন। তিনি নিজের জন্য করতে চান না। (পরমপুরুষ-সম্বন্ধে) আগুন জানে না যে—সে কী। কিন্তু কোথাও fire (আগুন) লাগিয়ে দাও, সব পুড়ে যাবে।

জনার্দ্দনদা—তিনি তো সবই জানেন, তবুও তিনি অস্বীকার করেন কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—'অবতার নাহি কহে আমি অবতার'। এই তুমি যেমন বক্তৃতা দাও, লোকে ভাবে—ওরে বাবা, কত বড় পণ্ডিত। কিন্তু তুমি ভাব—আমি কত বড় গোমুখ্যু।

হাউজারম্যানদা—একদল লোক আছে তারা শুধু ভালবাসা দিয়ে যায়, আর একদল শুধু নিয়েই যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা দিতে চায়, তারা profit (লাভ) নিয়ে যায়। আর, যারা শুধু নিতে চায়, তারা পায় শুধু লোকসান। যে দেয়, সে অজচ্ছল পায়। যারা পেতে চায়, দেয় না, তারা empty (শূন্য) হ'য়ে যায়। ভালবাসাটা হ'ল যোগাবেগ। Affinity between sperm and ova (রেতঃ ও ডিম্বের মধ্যেকার যোগ-আকূতি) আমাদের ভিতর love (ভালবাসা) হ'য়ে ফুটে বেরোয়।

২১শে বৈশাখ, ১৩৬০ (৫ই মে, ১৯৫৩)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর দালানের ঘরে আছেন। স্পেন্সারদা, হাউজারম্যানদা ও আরো অনেকে এসে বসলেন। আলোচনা সুরু হল—

হাউজারম্যানদা—ব্রহ্মা, ব্রহ্ম এবং ব্রাহ্মণ, এর মধ্যে পার্থক্য কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্রহ্মা—The Creator (স্রষ্টা), ব্রহ্ম—the hose of becoming (বর্দ্ধনার ধারক ও সম্প্রেরক), আর ব্রাহ্মণ—he who knows ব্রহ্ম (যিনি ব্রহ্মকে জানেন)।

হাউজারম্যানদা—বাইবেলে এইরকম একটা কথা আছে, By contact with salt you'll become salt, by contact with the light you'll become light. এর মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'—same thing (একই জিনিস)।

তারপর বনবিহারীদার (ঘোষ) দিকে তাকিয়ে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—হৃদয় আমার উথলে ওঠে যোগাবেগী নর্ত্তনে বা আবেগভরা নর্ত্তনে,—

এই যেমন আমি এটা compose (রচনা) করলাম। এরকম ছোট-ছোট প্রীতির কবিতা তৈরী ক'রে গাওয়া লাগে।

স্পেন্সারদাকে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—Love-song (প্রেমগীতি) লেখা যায় না ছোট-ছোট—like the Vaishnavas (বৈষ্ণবদের মত) ?

স্পেন্সারদা চেষ্টা করবেন বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যেমন আছে, সখি! প্রণয় পরম বেদ ; একে ইংরাজীতে এভাবে বলা যায়—O sweetheart! Aware, love is the supreme knowledge.

হাউজারম্যানদা—ভালবাসা থাকলে intelligence (বুদ্ধি)-টা যেন একটু blunt (ভোঁতা) হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরে বাবা, ভালবাসা যতই থাকে, মানুষ intelligence-এ (বুদ্ধিতে) ততই adorned (শোভিত) হয়।

হাউজারম্যানদা—এখানে চারশ' বছর আগে শ্রীচৈতন্য এলেন, একশ' বছর আগে রামকৃষ্ণ ঠাকুর এলেন। কিন্তু ইউরোপে কতদিন কেটে গেল কেউ এলেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Deepest concentration of evil (অসৎ-এর প্রগাঢ় জটলা) যেখানে, সেখানে তিনি আসেন। ইউরোপেও তিনি এসেছেন ছাড়া কি ?

হরিনন্দনদা (প্রসাদ)—খুব বড় ভক্ত হ'লে সে বড়-বড় philosophy (দর্শনের কথা) আওড়ায়, তার মধ্যে কোন scientific reason (বৈজ্ঞানিক যুক্তি) নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Philosophy (দর্শনের কথা) সে নামে কয়। সে যা' করে তাই philosophy (দর্শন), যা' করে তাই science (বিজ্ঞান)।

প্রেম চির-চক্ষুষ্মান, এই নিয়ে কথা চলছিল—

বনবিহারীদা—এমন দেখা যায় যে, প্রিয় তার প্রিয়তমকে খুঁজতে যেয়ে গাছের কাছেও তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করে। সেটা তো কি-রকম একটা পাগলাটে ভাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু সেটা out and out correct (সম্পূর্ণরূপে ঠিক)। সে ভাবে, মানুষের মতই গাছ। মানুষের ভিতর যা' আছে, গাছের ভিতরেও তাই আছে। এই বোধ তার গজিয়ে ওঠে। তাই তো—প্রণয় পরম বেদ।

হাউজারম্যানদা—Love (ভালবাসা) কোন সময় cruel (নিষ্ঠুর) হয় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Love (ভালবাসা) নিজের উপরে cruel (নিষ্ঠুর) হ'তে পারে, কিন্তু ever-kind to the Beloved (প্রিয়তমের উপরে চির-সদয়)। Love (ভালবাসা) যেখানে ফোটে, সেখানেই সে active (সক্রিয়) হ'য়ে ওঠে ; আর যেখানে ফোটে না, সেখানে তা' অলস হ'য়ে থাকে।

সুশীলদা (বসু)—বৈষ্ণবশাস্ত্রে তো পুরুষ একজন এবং আর সকলেই প্রকৃতি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবমাত্রেই প্রকৃতি, মানে production of প্রকৃতি (প্রকৃতির প্রসব)।

ভালবাসা নিয়ে আরো আলোচনা চলছে—

জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়)—আমরা বাইরে ঘুরি নানা জায়গায়। কোথাও যদি আমাকে কেউ ভালবাসে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার ভালবাসা ছড়িয়ে দাও, কিন্তু তুমি কারো ভালবাসা নিতে যেও না। আর, কাউকে ভালবেসে কৃতার্থ হ'তে যেও না।

জনার্দ্দনদা—যারা ভালবাসবে তাদের উপরে আমার করণীয় কী হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালবাসবে তার মত। কিন্তু তার ভালবাসা পেয়ে বা তাকে ভালবেসে কৃতার্থ হ'তে যেও না। আর, যেখানে ভালবাসা থাকে, সেখানে মানুষ obsessed (অভিভূত) হয় না। তোমাদের অমনি হোক পরমপিতার দয়ায়। শালা বেদের ছেলে হও।

(সুর ক'রে) যাদুকরের মেয়ের মত
কত রঙ্গ তুই মা জানিস্।

তাই, তোমরাও তেমনি হও।

(সুর ক'রে) যাদুকরের ছেলের মত
কত রঙ্গ তুই রে জানিস্।

আমি কেমন তা' আমি জানি না। কিন্তু তোমাদের এমন দেখতে ইচ্ছা করে। যাই হোক, ইষ্টার্থকে কিছুতেই বিসর্জ্জন দিও না। আর, খুব cordial (হৃদ্য) হও।

চুনীদা (রায়চৌধুরী)—কিন্তু মানসিক জগতে হয়তো অনেক সময় বিক্ষেপ হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিক্ষেপ হবেই না। তুমি যদি with every sincerity (সর্ব্ব আন্তরিকতা দিয়ে) কাউকে ভালবাস, তাহলে সেই আত্মা যাকে বরণ করে সেইরকমটা হয়। এই হ'লে কিছু হবে না। মন তো অনেক নীচে। আসল হ'ল বোধ আর যোগাবেগ।

আমি—যোগাবেগটা কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যোগাবেগ না হ'লে বোধেরই সৃষ্টি হয় না। আবার, কারো প্রতি ভালবাসা না আসলে কোন সম্বন্ধেই বোধ গজায় না। Intellingence (বোধি) মানেও তো তাই—to choose between (বেছে ঠিক করা।)

পরে জনার্দ্দনদাকে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—কৌটিল্য বহু রকমের আছে। মৈত্রী-কৌটিল্য, কাম-কৌটিল্য, ক্রোধ-কৌটিল্য, গ্রহ-কৌটিল্য, এমনি বহু কৌটিল্য আছে। আর, কৌটিল্য হল—কোন বিষয়কে good purpose-এ (শুভ উদ্দেশ্যে) খেলিয়ে দিয়ে তাকে যোগ্যতায় অভিদীপ্ত ক'রে তোলা।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০ (১৯শে মে, ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে উপবিষ্ট। বৈকুণ্ঠদার (সিং) সাথে কথাপ্রসঙ্গে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—Attachment (যোগ) হ'ল everactive (চিরসক্রিয়)। বাংলায় একটা কথা আছে—

"স্বাতী নক্ষত্রের জল
পাত্র বিশেষে ফল,"

যার উপরে যেমন attachment (যোগ), তার ফলও তেমনি হয়। ঐ স্বাতী নক্ষত্রের জল হাতীর মাথায় পড়লে মুক্তা হয়, ঝিনুকের মধ্যে পড়লে শুক্তি হয়, সাপের মাথায় পড়লে মণি হয়। এইরকম আর কি। অবশ্য এটা প্রবাদবাক্য।

হরিনন্দনদা—সন্ন্যাস নিলে কি মানুষ dull (নির্ব্বোধ) হ'য়ে যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সন্ন্যাস হ'লে মানুষ dull (নির্ব্বোধ) হবে কেন ? সন্ন্যাস হ'ল একটা আশ্রম। সন্ন্যাস নেওয়া যায় না—আপনিই আসে।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-প্রাঙ্গণে খোলা বাঁধানো জায়গাটিতে এসে বসেছেন। কাছে অনেকে আছেন। অল্প-অল্প কথাবার্ত্তা চলছে। এর মধ্যে রমণ সাহা-দার মা এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও রমণের মা, তুমি এসেন্স মাখ, পাউডার মাখ। নানারকম রঙ মাখ, সব ভাল। কিন্তু মর্ ব'লে গালাগালি দেও কী জন্যে ? আর ঐ 'ছেলের মাথা খাওয়া'—ও-সব কী কথা ?

রমণদার মা—আমি তো কই, আমারে নিয়ে মরিস্ কী জন্যে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ 'মরা' কথাটারই মোটে কাম কী ? ও-কথা বাদ দিয়ে কথা কওয়া যায় না ?

রমণদার মা—কালীষষ্ঠী, শৈল, সাধনা মিলে আমাকে তো একেবারে মেরেই ফেলল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই মারাতে যে তোমার কত বড় উপকার করছে তা' তো বুঝতে

পারছ না! বুড়ো হ'লে মানুষ পয়সা দিয়ে লোক রাখে দলাই-মলাই করবার জন্য। আর, ওরা তোমারে বিনাপয়সায় সে কাম সেরে দিচ্ছে।

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০ (২০শে মে, ১৯৫৩)

সকালে—বড়ালের ঘরে।

শব্দের ধাতু ও উপসর্গ নিয়ে আলোচনা চলছিল। এই প্রসঙ্গে একটি বাণী দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তারপর ঐ বাণীর অর্থটা পরিষ্কার ক'রে দেবার জন্য বলতে লাগলেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধাতুর অর্থ কোনসময় পরিবর্ত্তিত হয় না। তবে উপসর্গের যোগে সেই অর্থ 'বলাৎ অন্যত্র' নেওয়া হয়। যেমন, হৃ-ধাতুর পরে ঘঞ্-প্রত্যয় করে 'হার' হ'ল। কিন্তু আহার মানে সম্যকরূপে হরণ ক'রে পেটে দেওয়া। বিহার মানে বিশেষভাবে হরণ করা—গমনটাকে। ব্যবহার—বিশেষভাবে রক্ষা করে যা' তাকে হরণ করে আমার কাজে লাগানো। এই সব জায়গায় কিন্তু ধাতুর অর্থটা ঠিক থাকছে। সংহতির মধ্যে হন্-ধাতু আছে। হন্ মানে বধ। তাহলে সংহতি মানে বলা যায়, একটা idea (মত)-দ্বারা বিদ্ধ হ'য়ে যে integration (একতা) হয়। মানুষের জীবনও ঐ-রকম। যেমন ধর, প্রফুল্ল (দাস) তোমার উপসর্গ। তোমার এক-রকম temperament (প্রকৃতি) আছে। প্রফুল্ল তোমাকে দিয়ে যখন একটা কাজ করালো, তখন তুমি প্রকৃতিতে ঠিক থেকেও অন্য হ'য়ে গেলে।

৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০ (২৩শে মে, ১৯৫৩)

বিকালে—যতি আশ্রমে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—

আর্য্যদের নিত্যকর্ম্মই ছিল যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ। যাজনে weight of energy (শক্তির ভার) বাড়ে। যাজনের ভিতর-দিয়েই দেখা যায়—একটা মানুষের stand (স্থিতি) কি-রকম। বোঝা যায়, সে কতখানি practical (বাস্তববাদী), সঙ্গতিশীল। এ যেন একটা শিকারীর মতন ব্যাপার। শিকারী প্রাণীকে হনন করতে চায়। আর, যাজন মানুষকে make up (তৈরী) করে।

লালমোহনদা (দাস)—যাজনের পরে যদি কেউ দীক্ষা নেয়, তাহলে সে মানুষ এত উদ্দীপ্ত হয় যে, তার বাড়ী গেলে সে কী খাওয়াবে, কী দেবে তা' ভেবেই পায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যাজনকারীর মধ্যে মানুষ সত্তার food (খাদ্য) পায়, অস্তিত্বের food (খাদ্য) পায়। তার রোখই হয়—কী ক'রে অসৎকে নিরোধ ক'রে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

লালমোহনদা—বঙ্গবাসী কলেজের দুইজন প্রফেসর যাজনে আপনার প্রতি খুব আকৃষ্ট হয়েছেন। তাঁদের কি এখানে এনে দীক্ষা দেব, না দীক্ষা দিয়ে নিয়ে আসব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে কী আছে—

"সময় বুঝিয়া সাধনার পথ ধরাইয়া তারে দেবে,
বাকী যাহা কাজ আমিই করিব মোর কাছে পাঠাইবে।"

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০ (২৬শে মে, ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর কাঠের কারখানার পাশে অশ্বত্থগাছের তলায় এসে বসলেন। অনেক লোকজন আছেন। পাশে মিস্ত্রীরা কাজ করছে। সকালের রোদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এখানে একটু ঠাণ্ডাভাব। ঝিরঝির ক'রে বাতাস বইছে।

মেণ্টুদা (বোস)—Balanced চলনটা (সাম্য চলনটা) ঠিক কি-রকম ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার চলনটা আমার উদ্দেশ্যে ঠিকমত বিনায়িত করাকে balanced (সাম্য) চলন বলে। তুমি নিজে যতই ভাল হও, যদি সঙ্গতিশীল না হ'য়ে ওঠ তাহলে কিন্তু কিছুই হ'ল না। (একটু পরে) মানুষের অন্তরে আছে যোগাবেগ। তাকে কয় রাগ—রাগদীপনা। এটা থাকলে পরেই একজনের উপরে আনতি হয়। আনতি হ'লে হয় ভাব। ভাব হ'লে তার করণগুলি চরিত্রে জাগে, আর চরিত্রে অমনটা জাগলেই মানুষ adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়। এই হ'ল ভক্তির ভাব। ভক্তি থাকলে ঐ-রকম রাগ জাগে। আর, ভক্তি না থাকলে শুধু অনুশীলন ক'রে-ক'রে কিছুই হয় না। ঐ যে কী আছে—

"বহুনাং জন্মানামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥"

নাম করা নিয়ে কথা উঠল—

রেবতী (বিশ্বাস)—নামটা শুধু mechanically (যন্ত্রের মতন) ক'রে গেলে হয় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হয়। অনুরাগ থাকলে যেমনটা হয় তা' হয় না।

চন্দ্রেশ্বরপ্রসাদ (শর্ম্মা)—অনুরাগ নামের প্রতি না ইষ্টের প্রতি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টের প্রতি।

যোগেন্দ্র সিং সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পৈতাটি মালার মত করে গলায় পরা। সেদিকে তাকিয়ে—

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর পৈতা নেই?

যোগেনদা—আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ও-রকম ক'রে পরেছিস্ কেন? ওটা হ'ল up-to-date style (আধুনিক ঢঙ্)। ও-রকম ক'রে পরাতে পৈতার sanctity (পবিত্রতা) নষ্ট হ'য়ে যায়। তোর কাছে যে পৈতা আছে তা' ঐ চন্দ্রেশ্বরকে দিয়ে ঠিক ক'রে পরিস্।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর খোলা বাঁধানো জায়গাটিতে এসে বসেছেন। কাছে অনেকে আছেন।

জনৈক দাদা—আমার চোখের অসুখের জন্য ডাক্তার কালীদাকে দেখিয়েছিলাম, তিনি বললেন এ রোগ আরোগ্য হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই শোন্। কৃষ্ণতিল খা আর কলা খা। আর, দিনের মধ্যে মিনিট পাঁচেক (দুই হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রেখে) এমনি ক'রে থাকলে ভাল হয়। যখনই মুখ ধুবি, তখনই চোখে চার-পাঁচ বার পরিষ্কার জলের ঝাপটা দিবি। চোখ যখন ঢেকে রাখবি, তখন আলগা ক'রে রাখবি। আর, খুব ভোরে উঠে দূরে তাকাবার চেষ্টা করবি। তিলটা কালো তিল হওয়া দরকার। আর কলা, সবরী অথবা বীচে কলা হলে ভাল হয়। এই ক'রে দেখ্ কী হয়।

১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০ (২৭শে মে, ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু আগে যতি-আশ্রম থেকে উঠে এসে বড়াল-বাংলোর বারান্দার চৌকিতে বসেছেন। সকাল নয়টা। আজকাল অনেক বাণী দিচ্ছেন। প্রফুল্লদা (দাস) সেগুলি পরিষ্কার ক'রে লিখে এনে শ্রীশ্রীঠাকুরকে শোনাচ্ছেন। কলকাতা থেকে একজন এম. এল. এ. শ্রীসুহৃদ মল্লিক চৌধুরী এবং অর্থনীতির অধ্যাপক চিত্তদা এসেছেন। তাঁদের সাথে কথাবার্ত্তা চলছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যাই কিছু করি তার পিছনের চাহিদাই হ'ল যাতে আমি বাঁচি, বাড়ি। তোমরা যেমন নেতা। নেতা মানে যে মানুষকে বাঁচাবাড়ার পথে নিয়ে যায়। এই যে provincialism (প্রাদেশিকতা), এটা মানুষের কত ক্ষতি করে। তুমি কিন্তু কেবল বাঙ্গালী নও; আর্য্যাবর্ত্তের মানুষ, বাংলায় এসে বসবাস করছ, এমন ভাব থাকা দরকার। বিহারের কোন মন্ত্রী প্রয়োজন হ'লেই যেন বাংলায় মন্ত্রিত্ব করতে পারেন, বাংলার জনসাধারণের সাথে পরিচিত হ'তে পারেন,

এমন হওয়া চাই। ……কাপড়ের কল থেকে হুড়-হুড় করে কাপড় বেরোয়। কিন্তু একটা সুতো ছিঁড়ে গেলেই stop (বন্ধ) হ'য়ে যায়। তাকে আবার adjust (নিয়ন্ত্রিত) ক'রে দিলে তখন ঠিক চলতে থাকে। তেমনি, ধর তুমি হয়তো Prime Minister (প্রধানমন্ত্রী) আছ। দেশের কোথাও এক জায়গায় সামান্য একটু গণ্ডগোল হ'ল। তুমি সেখানে যেয়েই সব ঠিক ক'রে দিলে। তুমি মেশিনের control-এ (অধীনে) থাকবে না, মেশিন সব সময় তোমার control-এ (অধীনে) থাকবে। বক্তৃতার মধ্যে যখন কথা বলবে তখন fact-এর (বাস্তব বিষয়ের) উপরে দাঁড়িয়ে বলবে। কাউকে নিন্দা করবে না, কিছু না। অথচ fact-এর (বাস্তব বিষয়ের) উপরে দাঁড়িয়েই এমন কথা বলবে যাতে মানুষ exalted (উদ্দীপ্ত) হ'য়ে ওঠে।

চিত্তদা—মানুষের যে-রকম অধোগতি তা' কিভাবে ঠিক করা যাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্যেই তো আমি কই চল্লিশ জন মানুষের কথা। আস না কেন, লাগ না কেন ? কত মানুষ তো গাঁজা-ভাঙ খেয়ে জীবন কাটায়। এবার একটু এই ভাঙ খেয়ে লাগ না কেন ? চল্লিশ জন জোগাড় কর। ঐ চল্লিশ জনের কেউ হয়তো গেল আমেরিকায়, কেউ সাউথ আমেরিকায়, কেউ বা এশিয়ায়। ভেবে দেখ, কি রকম দোলা দেবার কারবার লেগে যাবে। কী কাণ্ডটা হবে! ঐ চল্লিশ জনই আবার কত চল্লিশ জন সৃষ্টি ক'রে ফেলবে।

সুহৃদদা—আপনাকে অনেকে ভগবান ব'লে মনে করেন। আমার মনে হয় তারা আপনার কাছে এসে এমন ভালবাসা পায় যাতে ঐ-রকম ভাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি ভগবানই কও, অবতারই কও, ৺শিব চক্রবর্ত্তী মশায়ের বড় ছেলে অনুকূল চক্রবর্ত্তীই কও, আর মেথর-ডোমই কও, আমি যা' আমি তাই। আমি শুধু তোমাদের বলি—তোমরা বাঁচ, তোমরা বাড়, সুখে সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক। এমন কাজ ক'রো না, এমন কথা ব'লো না, এমন চিন্তা ক'রো না যাতে তোমাদের জীবন-বৃদ্ধি ক্ষুণ্ণ হ'তে পারে। তোমরা অমৃতের সন্তান। সেই রকম তোমাদের যে পূর্ব্বপুরুষ ছিল, তোমরাও তেমনি হ'য়ে ওঠ। আর যা'-কিছুই বল, তার সাথে স্মৃতিবাহী চেতনা থাকা চাই। তাহ'লে ঐ যে কী আছে—

> "আকাশে পাখী কহিছে গাহি
> মরণ নাহি, মরণ নাহি।"

ঐ-রকম হ'য়ে ওঠে। (চিত্তদাকে বলছেন) চাষবাস যা' করি তার সাথে যদি মানুষের চাষ না করি, তাহ'লে কিছুই হ'ল না। মানুষই যদি না বাঁচে তবে

চাষই করবে কে, বাসই বা করবে কে? ধানের চাষ ক'রে ফল পেতে কয়েক মাস লাগে, আর মানুষের চাষ ক'রে ফল পেতে লাগে ষোল থেকে কুড়ি বছর। (সুহৃদদাকে) দেখ, আর এক কথা কই। তুমি কি কুলীন?

সুহৃদদা—না, আমি মৌলিক কায়স্থ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে আর কুলীনের মেয়ে নিও না। কুলীনের মেয়ে নিলে degeneration (অবনতি) আসবে। ঐ-রকম যেখানে-যেখানে হয়েছে দেখবে, তাও adjusted (নিয়ন্ত্রিত) ক'রে ফেলানো লাগবে। এইসব জন্যে কই, চল্লিশ জন জোগাড় ক'রে নাও। তাদের training (শিক্ষা) দাও, তারপর সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড় আমেরিকায়, ইউরোপে।

সামনে বৈকুণ্ঠদা (সিং) বসেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৈকুণ্ঠ! তাড়াতাড়ি বাংলা শিখে ফেলাও লক্ষ্মী! লাল, তাড়াতাড়ি শিখে ফেলাও। চন্দ্রেশ্বর কেমন বাংলা বলে। সবার সাথেই হিন্দী কয়, কিন্তু আমার সাথে বাংলাই কয়। আমি তো বুড়বাক। আমার তো হ'ল না কিছু।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই শেষের কথাটি বলার ভঙ্গীতে সবাই হেসে ফেললেন।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে এসে বসতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার শরীর কেমন আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার শরীর তো আছে একরকম। কিন্তু তোরা চ্যাংড়া মানুষ, তোদের দিকে চাইলে যে আর ভরসা থাকে না। আমি বুড়ো হ'য়ে গিছি, তা' সত্ত্বেও তো এখনও ঠিক আছি।

কিছু পরে ওড়িশার কৃষ্টি নিয়ে কথা চলছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জগন্নাথদেবের যে মন্দির আছে ওখানে, তা' ছিল একটা culture-এর (কৃষ্টির) কেন্দ্র। সে যে কত আগের থেকে ছিল তার ঠিক পাওয়া যায় না। চৈতন্যদেবের সময় থেকে না, তারও আগে থেকে। ওখানে একটা বিরাট culture (কৃষ্টি) ছিল। তার সাক্ষী দিচ্ছে জগন্নাথদেবের মন্দির, ভুবনেশ্বরের মন্দির, কোনারকের মন্দির। ······জগন্নাথদেবের ভোগের মধ্যে আছে পান্তাভাত। পান্তাভাতে যথেষ্ট পরিমাণে বি-ভিটামিন থাকে। ওতে একটা flavour (মৃদু গন্ধ) থাকে, ওটা health-এর (স্বাস্থ্যের) পক্ষে খুব উপকারী। পান্তাভাত, কলা, দই—খুব উপকারী, অথবা পান্তাভাত, কাঁচা লঙ্কা আর নুন।

তারপর সকলকে ডেকে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—কে কে পান্তাভাত খেয়েছে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমেরিকায় বা বিলেতে পান্তাভাত তৈরী করা কঠিন ব্যাপার। শীতকালে তো একেবারে বরফ হ'য়ে যাবে।

কথাপ্রসঙ্গে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা নেতা তারা হ'ল গণেশ, গণপতি। সেজন্য গণেশের পূজা আগে করা হয়। এরা কখনও servant of the government (সরকারের চাকর) হবে না।

জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়)—গণেশের হাতীর মাথার তাৎপর্য্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গণেশের দুই হাত লেখে আর দুই হাত কাজ করে। গণেশের হাতীর মত মাথা না হ'লে চলবে কী করে?—যা'তে সে সমস্ত কিছুর ভার নিতে পারে। (একটু পরে) বামুনও পতিত হয় government-এর (সরকারের) পয়সা খেলে, রাজার দান নিলে। তার আজীব হওয়া উচিত—লোকপ্রসাদ। এ-রকম বুদ্ধি না হ'লে তো মানুষ লোকের interest-এ (স্বার্থে) interested (স্বার্থান্বিত) হ'য়ে ওঠে না। তুমি যদি আমার কথা শুনে চল, তাহলে তুমি দেশের প্রেসিডেণ্ট হ'লেও মানুষ যখন তোমাকে দু'টো টাকা দিয়ে প্রণাম করবে, দু'টো শাক-ভাত খেতে দেবে, তাই-ই তুমি সম্পদ মনে করবে। আর, লোক-সম্পদই সম্পদ, টাকা সম্পদ নয়। মানুষই টাকা আনে।

সুহৃদদা—আপনি যে চল্লিশ জনের কথা বলছেন, তারা কি সংসারত্যাগী হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সংসার ত্যাগ করতেই হবে তার কোন মানে নেই। সংসারে থাকলেও হয়, না থাকলেও হয়। আসল কথা, পেছটানে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে এইটাকে predominent (প্রধান) রাখা দরকার। পেছটান যেন তাকে টেনে না নামাতে পারে। ......এইভাবে দেশশুদ্ধ—একেবারে whole India (সমস্ত ভারতবর্ষ) পাগল ক'রে তোলা চাই।

সুহৃদদা—অন্যান্য যে-সব party (দল) আছে তারা ভাবে, সৎসঙ্গ যদি এখন কাজে নামে তাহলে আমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে ভয় নেই। ওদের অস্তিত্ব বিলোপ পাবে না, বিবৃদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারে। রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে না বেড়িয়ে যদি লোকে একটা মানুষের কাছে যেয়ে unified (একত্রিত) হয়, তাহলে সেটাই কি ভাল নয়?

চিত্তদা—আজকাল তো বহু দল হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লাখ দল থাকুক, তাতে কিছু আসে যায় না—যদি তারা এক principle-এ (নীতিতে) অন্বিত হ'তে পারে। যত মানুষ তত দলও হ'তে পারে। যেমন শরীরের প্রত্যেকটি কোষ আলাদা। কিন্তু কোষগুলি যদি পরস্পরের সাথে

অন্বিত হ'য়ে না ওঠে, তাহ'লে তো শরীর গঠন হয় না। এ-কথা ঠিক বুঝো—দল-গুলি যদি বাঁচা-বাড়ার worshipper (পূজারী) হয়, তাহলে তাদের বাদ দেওয়া চলে না।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০ (২৮শে মে, ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসেছেন। অনেকে উপস্থিত আছেন। নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চারিদিকে তাকালে দেখা যায়, মানুষের সাধারণ intelligence (বোধ) ক'মে গেছে।

প্রশ্ন—Intelligence (বোধ) এভাবে ক'মে যাওয়ার কারণ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Intelligence (বোধ) কমার প্রথম কারণই হ'ল genetics-এ (জননবিজ্ঞানে) ভুল হওয়া। মানুষের জীবনে Ideal (আদর্শপুরুষ) না থাকলে ঐরকম ভুলই হয়।

পরে কথাপ্রসঙ্গে—

শ্রীশ্রীঠাকুর—India (ভারতবর্ষ) যদি একবার ফিরে দাঁড়ায় তবে এর মত জাত আর নেই।

জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়)—আমরা সৎসঙ্গীরা যা'-কিছু করি, আদর্শের জন্যই করি ; এটাই তো ঠিক পথ ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, এটা psycho-physical adjustment (মানস-শারীর সঙ্গতি) নিয়ে আসে। মনে-মনে তুমি রাজা হ'লে তাতে কিন্তু হবে না, কাজে রাজা হওয়া চাই। আবার নিজে হ'লে হবে না, তোমার পরিবেশ-শুদ্ধ রাজা হ'তে হবে।

জনার্দ্দনদা—মানুষের মধ্যে শোষণ-প্রবৃত্তিটা খুব বেশী। প্রত্যেকে প্রত্যেককে exploit (শোষণ) ক'রে বাঁচতে চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যাপারটা কি-রকম ? যেমন, আমার যে শোষণ করার মনোবৃত্তি আছে তা' না। কিন্তু আমার বাঁচার জন্য হয়তো তোমার জীবনচর্য্যার উপর নির্ভর করতে হয়। আমরা এক-রকম শোষক হয়েই জন্মেছি। জন্ম নিয়ে বাপ-মাকে শোষণ করিনি ? কিন্তু শোষক হ'য়ে থাকলে তো চলবে না। শোষকের ভিতর-দিয়ে পোষক হ'য়ে উঠতে হবে।

জনার্দ্দনদা—আজকাল classless society (শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা) দিয়ে রাষ্ট্রগঠনের ধুয়ো উঠেছে। সেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থাকবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—State (রাষ্ট্র) যদি গঠন করতে হয় তবে সেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

থাকাই চাই। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জ্জন দিয়ে যদি state (রাষ্ট্র) গঠন করতে চাও তাহ'লে সে state (রাষ্ট্র) তোমার হবে না। কারণ, ব্যষ্টি নিয়েই সমষ্টি।

জনার্দ্দনদা—আজকাল একটা দল অন্যান্য দলগুলিকে বাদ দিয়ে চলতে চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা কিন্তু আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত কাউকে বাদ দাও না। (একটু পরে) তোমার বাঁচাবাড়ার বিরুদ্ধ যা' তাকে যেমন নিরোধ করবে, তেমনি তোমার পাশে যে আছে তাকেও protect (রক্ষা) করবে। তুমি সবাইকে বল—বাঁচ। আর, তুমি কারো বাঁচার অন্তরায় হয়ো না, তোমার বাঁচার অন্তরায়ও কেউ হবে না।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০ (২৯শে মে, ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট। রাজনীতি নিয়ে কয়েকটা বাণী দিয়েছেন আজ সকালে। সেগুলি পড়ে শোনানো হ'ল। বেলা নয়টা বাজে। দাদা ও মায়েরা অনেকেই এসে বসেছেন। আলোচনা চলছে।

প্রশ্ন—আধ্যাত্মিকতা ব্যাপারটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আধ্যাত্মিকতার মধ্যে 'অধি' আছে। অধির মধ্যে আছে ধা-ধাতু, মানে—ধারণ-পোষণ। আর, আত্মা হচ্ছে অত্‌-ধাতু থেকে, মানে—গতি। সেইজন্য আত্মিক সম্বেগ মানে তাই যা' তোমাকে mobile (চলমান) ক'রে রাখে। আত্মিক শক্তিকে যা' ধারণ ও পোষণ করে তাই-ই আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিকতার মধ্যে physique (দেহ) ও spirit-এর (জীবনীশক্তির) সুসঙ্গত চলন আছে। Spirit (জীবনীশক্তি) মানেও তাই, by which your physical body lives on (যার দ্বারা তোমার শারীরদেহ বর্ত্তমান থাকে)। আবার physique (দেহ) বাদ দিয়ে spirit-এর (জীবনীশক্তির) কোন মানে নেই। আর, এই দু'টো combined (মিলিত) হ'লেই হয় existence (সত্তা)।

সুহৃদদা (মল্লিক)—সত্তাটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার আছে শরীর, মন ও জীবনদীপনা। এই তিনটার যে concrete exposition (বাস্তব প্রকাশ) তাই তোমার সত্তা। আবার, যার সাথে তুমি ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছ তাও তোমার সত্তা। সে-অর্থে তোমার বাড়ী, জমি এ-সবও তোমার সত্তার অংশ।

কিছুক্ষণ ধ'রে এইসব বিষয়ে আলোচনা চলার পরে চন্দ্রেশ্বরদা (শর্ম্মা) জিজ্ঞাসা করলেন—Atom-এরও (অণুরও) কি consciousness (চেতনা) আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Atom মানে তো অণু। তার প্রথম অভিব্যক্তি যদি হয় চিদণু,

তাহলে তার consciousness (চেতনা) আছে। আর, atom-এর ভিতরে তা' আছেও।

চিত্তদা—কিন্তু মনের যেরকম consciousness (চেতনা), atom-এর (অণুর) কি সেই রকমটাই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Atom-এরও (অণুরও) consciousness (চেতনা) আছে, তবে তার মতন ক'রে।

চিত্তদা—Atom কি মনের মতই ক্রিয়াশীল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন ক্রিয়াশীল। Atom-এর মধ্যেও ক্রিয়াশীলতা আছে। আর, তা' আছে ব'লেই atom bombard ক'রে কত কাণ্ড ক'রে ফেলতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ধাতুগত অর্থের উপরে দাঁড়িয়ে শব্দের অর্থ ঠিক করেন কেন তাই নিয়ে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি আগে বড় বেফাঁসে প'ড়ে গিয়েছিলাম। গীতা-টীতা দেখতাম, বোধ করতাম, কিন্তু গীতার ব্যাখ্যা প'ড়ে আর কিছুই মিল পেতাম না। তারপর একদিন একটা কথার অর্থ দেখলাম ধাতুগতভাবে। দেখলাম—ওরে বাবা, ঠিক মিলে গেছে তো! বুঝলাম—intent of words (শব্দের মূল উদ্দেশ্য) যদি না ধরি, তাহ'লে তো কিছুই ধরা যায় না। তখন থেকে ধাতু দেখে কথার অর্থ ঠিক করতে লাগলাম।

চিত্তদা অর্থনীতির অধ্যাপক। বললেন—বর্ত্তমান economics (অর্থনীতি) বলে যে আমাদের wants unlimited (চাহিদা অনন্ত), কিন্তু means limited (উপকরণ সীমিত)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Wants (চাহিদা) থাক্। কিন্তু প্রথমেই দরকার ঐ পালন-পোষণ-পূরণ। এর উপরে দাঁড়িয়ে তারপর wants-কে (চাহিদাকে) unlimited (অনন্ত) ক'রো। কারণ, বাঁচাবাড়াই আসল কথা। প্রত্যেক বাড়ার সাথে যদি বাঁচাটা না থাকে তাহ'লে তো হয় না। সত্তাপোষণী সংস্থিতি অর্থাৎ সত্তার আপূরণী ও সংরক্ষণী সংস্থিতি যেটা, তা' যদি বেড়ে না ওঠে তো কিছুই হবে না। যাই কিছু করি না কেন, তার সাথে যদি এটার সঙ্গীত না থাকে তাহ'লে তা' economy (অর্থনীতি) নয়। সত্তাসংরক্ষণী ব্যবস্থিতি দিয়েই গ'ড়ে ওঠে গৃহস্থালীর ব্যবস্থিতি। সমাজের বা রাষ্ট্রের ব্যবস্থিতিও ঐভাবে হয়।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০ (৩০শে মে, ১৯৫৩)

বিকালে, যতি-আশ্রমে।

আমি—একজন যদি বহুদূরে মারা যায় তাহ'লেও কি তার আত্মীয়স্বজনের অশৌচ

মানবার দরকার আছে ? কারণ, এক্ষেত্রে তো contamination (সংস্পর্শদোষ) হ'তে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অশৌচ মানাই ভাল। না মানলে tradition (কুলপ্রথা) নষ্ট হ'য়ে যায়।

আমি—আর জন্মাশৌচের বেলায় তাহ'লে কী করণীয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানতে পারলেই ভাল হয়। তা'ছাড়া, জন্মাশৌচ তো অত তীব্রও না।

রেবতী (বিশ্বাস)—পরমপিতার সাথে যুক্ত থাকলে কি মানুষের মুখ দিয়ে দরকার-মতন যে-কোন ভাষাই বের হ'তে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর সাথে যুক্ত হওয়া মানেই তোমার চরিত্রে তাঁকে প্রাপ্ত হওয়া। আর, প্রাপ্তি মানেই আপ্তি—তাঁকে আপন বা স্বীয় ক'রে নেওয়া।

সমালোচনা করা নিয়ে কথা উঠল—

শ্রীশ্রীঠাকুর—Criticise করা যাকে কয়, সমালোচনা তা' নয় কিন্তু। সম্যক আলোচনা করা, সম্যক দেখা। তাতে কোনভাবে coloured (রঙ্গিল) হ'লে চলবে না। Uncoloured (অরঞ্জিত) হ'য়ে দেখতে হবে। তোমরা coloured (রঞ্জিত) থাকবে কেন ? ও-রকম না হ'লেই কিন্তু প্রতিটি জিনিস ঠিকভাবে বিচার করতে পারবে।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০ (৩১শে মে, ১৯৫৩)

বিকালে, যতি-আশ্রমে।

হরিদাসদা (সিংহ) একজন লোকের সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বলতে-বলতে বললেন—সে খুব রোখা লোক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রোখা লোক ভাল যদি concentric (সুকেন্দ্রিক) হয়।

দেওঘর সহর থেকে ডাকুবাবু এবং আরো কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন। ইদানীং কিছুকাল যাবৎ স্থানীয় 'ডাম্পিং গ্রাউণ্ড' থেকে দুর্গন্ধ উঠে সৎসঙ্গ আশ্রম ও তার চারপাশের অঞ্চল ভরিয়ে তুলেছে। এই গন্ধটা যাতে তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়, ডাকুবাবুকে তার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তারপর বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই দেখেন, আপনি এখানে এসেছেন। আসামাত্রই আমি গু-র গন্ধের কথা বলতে আরম্ভ করেছি। এ বলি কেন ? তার মানেই হচ্ছে—আমি

বাঁচতে চাই, বাড়তে চাই। সেইজন্য সবারে ডাকি—তোমরা এস, আমাকে বাঁচাও, আমার পরিবেশকে বাঁচাও। আবার, অন্যে না বাঁচলেও আমার বাঁচা হয় না। আমার বাঁচা নির্ভর করে আমার পারিপার্শ্বিকের উপর। গন্ধ-র গন্ধ যে একা আমার নাকে আসে তা' কিন্তু নয়। যার নাক আছে, তার নাকেই আসে। প্রত্যেকেই এর জন্য suffer (ভোগ) করে। যেমন, আমার যদি বড়লোক হ'তে হয় তাহলে আমার পরিবেশের টাকা থাকা চাই। পরিবেশের যা'-কিছু প্রয়োজন, সেই প্রয়োজনকে serve (সেবা) ক'রে আমি লাভবান হই। সেবার বিনিময়ে যা' আসে তাই হয় আমার প্রাপ্তি। তাই, সবাই নির্ভর করে পরিবেশের উপর। যারা বড় হয়েছে, তারা অমনি ক'রেই হয়েছে। এই গেল বাঁচার কথা। আর, বাড়তে হ'লেই চাই পরমপিতার দয়া। জাহাজ সমুদ্রে যেয়ে যদি দিশেহারা হ'য়ে পড়ে তাহলে তার পথ ঠিক করে আকাশের ধ্রুবতারা। তেমনি ঈশ্বরকে আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা ক'রে রাখতে হয়। তাহলে আর পথ ভুল হয় না। আমি হয়তো সব বুঝি না। কিন্তু যেমনতর ভাবি, তাই বলি। আর, সৎসঙ্গ মানেও তাই। সৎ মানে বাঁচাবাড়া। বাঁচাবাড়ার সঙ্গই সৎসঙ্গ। বাঁচতে চায়, বাড়তে চায় একটা পোকাও, একটা বদমাইশও। কিন্তু মানুষ সাধারণতঃ উল্টো পথেই যায়। তারা পথ চেনে না, বোঝে না। বোঝে না যে ও-পথে গেলে কাজ হয় না। হয়তো একজনের পকেট মেরে আর একজন কিছু পয়সা নিল। জীবিকার জন্যে মানুষ যা' উপার্জ্জন করে তার থেকে এইভাবে নেওয়া মানে তার সত্তার উপর হস্তক্ষেপ করা। এতে যে ঐ-ভাবে নেয়, সে-ই ফাঁকিতে পড়ে। কিন্তু সেটা এখন বুঝতে পারবে না, বুঝতে পারবে পরজীবনে।

এর পরে ঐ ভদ্রলোকেরা বিদায় নিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কথা বলতে-বলতে বাঁধানো খোলা জায়গাটিতে এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাই কিছু কর না কেন, দেশে যদি common Ideal (সমান আদর্শ) না থাকে তা'হলে কিছু হ'য়ে ওঠা কঠিন। India (ভারতবর্ষ) দরিদ্র, দেখা যাক India-কে (ভারতবর্ষকে) বড়লোক করা যায় কিনা।.........আমার বুদ্ধিশুদ্ধি নেই, লেখাপড়া জানি নে, তবুও তোমাদের যা' দিয়ে গেলাম সেটা কিন্তু first-hand knowledge (প্রত্যক্ষ জ্ঞান)। আর একটা কথা, বর্ণাশ্রমটা যদি ঠিক থাকে তাহলে এখনও ফেরার সম্ভাবনা আছে। ঐ দাঁড়া ভেঙ্গে গেলে জাতও তখন যাবে।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০ (২রা জুন, ১৯৫৩)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। প্রফুল্লদার (দাস) শরীর খারাপ

থাকায় আজ কয়েকদিন যাবৎ নিয়মিত শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে বসতে পারছেন না। সেই কথার উল্লেখ ক'রে প্যারীদাকে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—টেরামাইসিন দিয়ে হোক বা যা' দিয়ে হোক, প্রফুল্লকে ভালভাবে সুস্থ ক'রে দিতে হয়। ও যে মাঝে-মাঝে এ-রকম absent (অনুপস্থিত) হয়, তাতে আমার দারুণ loss (ক্ষতি) হয়।

হাউজারম্যানদা কার্য্যোপলক্ষে বাইরে গেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সম্বন্ধে খোঁজখবর নিলেন। নিখিলদাকে (ঘোষ) বললেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—রে'র ঠিকানা তোর কাছে আছে নাকি? (মিঃ রে আর্চ্চার হাউজারম্যানকে শ্রীশ্রীঠাকুর সংক্ষেপে 'রে' ব'লেই বলেন ও ডাকেন)

নিখিলদা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওকে একখানা চিঠি লিখে দিলে হ'ত যাতে এখনই চ'লে আসে।

নিখিলদা—চিঠি দিলেও তো যেতে তিনদিন লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে টেলিগ্রাম ক'রে দিতে হয়। কারণ, কাল রাতে স্বপন দেখছিলাম, রে এসেছে। এসে আমাকে প্রণাম করল। গায়ে কিরকম সাদা-কালো spot (দাগ)। যেন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত—tired (ক্লান্ত)। দেখে বড় কষ্ট লাগল।

সকাল ৮টা বাজে। বেশ গরম লাগছে এখনই। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়ালের ঘরে এসে বসলেন। বহুলোক উপস্থিত হয়েছেন তাঁর অমৃতমধুর বাণীরস পান করবার আশায়, সেই নয়নবিমোহন মূর্ত্তি বারংবার দর্শন ক'রে হৃদিপটে তা' চিত্রিত ক'রে তুলবার প্রত্যাশায়। শ্রীশ্রীঠাকুর সহসা মধুর সুরে গেয়ে উঠলেন—

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।"

পরে হরিনন্দনদার (প্রসাদ) দিকে তাকিয়ে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—Love-এর (ভালবাসার) রকমই ঐ। কোন সময়ে cool (ঠাণ্ডা) হয় না।

বৈদ্যনাথদা (শীল)—বৈষ্ণব কবিতায় আছে, তুই না হইবি সতী না হবি অসতী, থাকিবি লোকের মাঝে,—এর তাৎপর্য্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে তুমি সৎ-ও হয়ো না, অসৎ-ও হয়ো না। তোমার প্রীণন-পরিচর্য্যায় যা' বিহিত তাই কর।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০ (৩রা জুন, ১৯৫৩)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়ালের বারান্দায় চৌকির উপরে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আছেন।

মায়া মাসীমা—আজকাল কোন ভাল জিনিস রাঁধলে আমি একে-তাকে ডেকে-ডেকে খাওয়াই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যেমন মানুষকে খাওয়াও ডেকে-ডেকে, ভগবানও তেমনি তোমায় অফুরন্ত দিন।

ইতিমধ্যে জব্বলপুর থেকে যতীন্দ্রনাথ সাহা নামে এক দাদা এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। কথায়-কথায় আলোচনা উঠল—

যতীনদা—চাকরীর মধ্যে নানারকম প্রতারণার ব্যাপার চলছে। কী করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রতারণা চারিদিকেই হচ্ছে। তার মধ্যে তুমি যদি এমন একটা শক্ত soil (ভূমি) হ'য়ে উঠতে পার যাতে সকলে তোমাকে ভালবাসে, তাহলে তো হয়। তুমি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হ'য়ে ওঠ। তাহলে প্রত্যেকেরই একটা loving heart (দরদী অন্তর) হবে তোমার উপরে।

যতীনদা—এখন তো প্রত্যেকেই স্ব-স্ব স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। Oiling (তৈলপ্রদান) না করলে তো আর টিঁকে থাকবার উপায় নেই!

শ্রীশ্রীঠাকুর—Oiling (তৈলপ্রদান) মানে মানুষের সাথে এমন আচরণ করা যাতে মানুষ তোমার প্রতি খুশি হ'য়ে ওঠে। সবাইকে স্নেহ করা চাই। স্নেহ কথার মধ্যেও oil (তেল) আছে। এমন করতে হয় যাতে তোমার পরিবেশের lowest creature (সর্ব্বনিকৃষ্ট জীব) থেকে highest creature (সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রাণী) পর্য্যন্ত সকলেই খুশি হয়। এই রকম চলার ভিতর-দিয়ে মানুষ তোমার প্রতি attracted (আকৃষ্ট) হবে। এতে যা' হয় শাসনে তা' হয় না। শাসন হচ্ছে দণ্ড, একটা আপাত-curative (আপাত-সংশোধক)। ধর, তোমার কাছে একটা কুলী আসল। তা'কে বললে—'এই মধু, সকালে চা খেয়েছিস?' এর ভিতর-দিয়ে সে অনেকখানি exalted (উদ্দীপ্ত) হ'য়ে ওঠে। হয়তো তার কাপড়ের খানিকটা ছিঁড়ে গেছে। তুমি তাকে একখানা কাপড় দিলে। সে ভাবল—'ওরে বাবা! বাবু তো সোজা না। কিরকম বাবু!' মানুষ বেশী চায় না। কিন্তু সে যেটুকু পাবে তা' cordial (হৃদ্য) হওয়া চাই। কুলীরা হয়তো টাকা রোজগার করে কম। কিন্তু তথাকথিত ভদ্রলোকের চাইতে কুলীদের মধ্যেই loving heart (দরদী অন্তর) পাওয়া যায় বেশী। মানুষের সেবা ক'রেই তারা পয়সা উপার্জ্জন করে। সেবার অনুগ্রহ তুমিও খাও, আমিও খাই, রাজাও খায় মানে state-ও (রাষ্ট্রও) খায়। কিন্তু তার মধ্যে মানুষকে যে যত service (সেবা) দেয়, সে তত বড় প্রসাদভুক হয়। এই প্রসাদের মত exalting (সন্দীপনী) আর কিছুই নেই।

যতীনদা—আচ্ছা, কোন জায়গায় একটা অন্যায় দেখলাম তখন সেই অন্যায়টা যেভাবে পারি নিরোধ করব তো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অন্যায়কে নিরোধ করতে গেলেও তার নীতি আছে। যে যত বিরোধ না ক'রে নিরোধ করে, তার নিরোধ তত মিষ্টি। আর, যে যত বিরোধ করে, তার নিরোধ তত ঝাল। এই বুঝে যা' করা দরকার তা' করতে হবে। আবার, করতে-করতে বোধও বেড়ে যাবে।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ছোট্ট একটি বাণী দিলেন—

দুর্দ্ধর্ষ হও—
কিন্তু তা' দুর্দ্দান্ত দক্ষতায়।

বাণীটির প্রকৃত তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করা হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর মানে হ'ল তুমি দক্ষতা নিয়ে দুর্দ্ধর্ষ হও। দক্ষতাবিহীন দুর্দ্ধর্ষ হ'তে গেলে মানুষের উপর অত্যাচারী হ'য়ে উঠবে।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে আছেন। বেনারস থেকে একটি দাদা এসেছেন। উনি উত্তরপ্রদেশের অধিবাসী। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কিছু কথা বলতে চান। চন্দ্রেশ্বরদা (শর্ম্মা) ওঁর হ'য়ে প্রশ্ন করলেন—একবার দীক্ষা হ'লে কি আবার দীক্ষা নেওয়া যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সদ্‌গুরু করা লাগে।

চন্দ্রেশ্বরদা—সদ্‌গুরু কাকে বলে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচার্য্য, realised man (অনুভূতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব)। একগুরু করার তো নিয়মই আছে। কিন্তু culture-কে (অনুশীলনকে) বাড়াবার জন্যই সদ্‌গুরুর দরকার।

এরপরে শ্রীশ্রীঠাকুর authority শব্দটির ধাতুগত অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন। অভিধান. দেখে বলা হ'ল—শব্দটি এসেছে 'augere'-ধাতু থেকে, মানে to cause things to increase (বিষয়গুলিকে বাড়িয়ে তোলা)। তারপর বললেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—Authority (প্রামাণিকতা) তারই হয়, যে actively (সক্রিয়ভাবে) জানে এবং work out (সম্পাদন) করতে পারে, যার ভিতর progressive push (উন্নতিমুখী সম্বেগ) আছে, অনুশীলনলব্ধ যোগ্যতা আছে। অনুশীলন ক'রে যোগ্য যে হয়েছে তাকেই বলা যেতে পারে 'Authority' (প্রামাণ্য পুরুষ)।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০ (১২ই জুন, ১৯৫৩)

বেনারস থেকে এক স্কুলের হেডমাস্টার-মশাই এসেছেন। তিনি বলছিলেন যে,

তাঁদের স্কুলে বেসিক ট্রেণিং-এ শিক্ষা দেওয়া হয়। তা' শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

বেসিক ট্রেণিং মানেই তাই, যে-ট্রেণিং আমার সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখে। (একটু পরে) প্রাচীনের সূত্রে যদি নবীনের উদ্‌গতি না হয় তবে becoming (বর্দ্ধন) হয় না। প্রাচীনকে কেটে দেওয়া হ'লে পরে শিক্ষা হয় না। বাপ-মা'র অস্তিত্ব যদি না থাকে তবে সন্তানেরও কোন অস্তিত্ব থাকে না। যেমন প্রদীপের থেকেই প্রদীপ জ্বলে, তেমনি বাপ-মা থেকেই ছেলে-মেয়ে হয়। দুনিয়ার তিনিই প্রদীপ, যাঁর থেকে আমাদের consciousness (চৈতন্য) প্রজ্বলিত হয়। সেইজন্য বলে, "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"। আর, ব্রহ্মই পরম প্রদীপ। ঐ প্রদীপত্ব যাঁর ভিতর মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে, তিনিই পুরুষোত্তম। যিনি নিজে আচরণ ক'রে আমাদের সব-কিছু দেখিয়ে ও জানিয়ে দেন, তিনিই আচার্য্য। মহাপুরুষ হচ্ছেন fulfiller the great (মহান পূরণকারী), আর পুরুষোত্তম হচ্ছেন fulfiller the best (শ্রেষ্ঠ পূরণকারী)। সেইজন্য অনেকে তাঁকে বলেন, world-teacher (বিশ্বের শিক্ষক)। তিনি কোন বিশেষ দেশের জন্য আসেন না। তিনি আসেন সমগ্র দুনিয়ার জন্য। সেইজন্য তাঁকে বলা হয় অবতার-পুরুষ। Prophet (প্রেরিত) কথার মানেও হ'ল—এগিয়ে যাওয়ার বার্ত্তা যিনি দেন। তিনি বার্ত্তিক, পরম বার্ত্তিক। তার থেকে হ'ল messenger (বার্ত্তাবহ)। Christ, শ্রীচৈতন্য ইত্যাদি বড়-বড় incarnation of godhood (ঈশ্বরত্বের অবতরণ) যাঁরা, সবাই কিন্তু incarnation of good-hood (কল্যাণের অবতরণ)—Sivahood (শিবত্ব)। সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্। তাই বলে God is good (ঈশ্বর মঙ্গলময়)। তাঁরা সবাই নানান ভাষায় নানান কায়দায় ঐ এক কথাই বলেছেন—how to live and how to grow (কেমন ক'রে বাঁচতে ও বাড়তে হবে)। সব দেশের শিয়াল এক ডাক ডাকে।

উক্ত হেডমাস্টার—যুদ্ধের পরে আমাদের দেশে অনেক এমেরিকান এসেছে। তাদের intention (ঝোঁক) কী রকম? Exploit (শোষণ) করার বুদ্ধি আছে নাকি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন প্রত্যেকটি মানুষ তার পরিবেশ ছাড়া বাঁচে না, তেমনি প্রত্যেকটি country-ও (দেশও) তার পরিবেশ ছাড়া বাঁচে না। দান-প্রতিগ্রহ সব জায়গাতেই আছে। কিন্তু যারা শুধু exploit (শোষণ) করার বুদ্ধি নিয়ে আসে তারা কিছুই পায় না।

হরিনন্দনদা (প্রসাদ)—কিন্তু ওদের intention (ঝোঁক)-টা ঠিক ধরা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাই থাক্, বুদ্ধি যদি খারাপ থাকে তবে খারাপ হবে। আর, বুদ্ধি খারাপ থাকলে ওদেরও খারাপ, আমাদেরও খারাপ হবে।

উক্ত হেডমাস্টার—বিনোবা ভাবে যে ভূদান যজ্ঞ করছেন, এটা কি-রকম ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালই। কিন্তু যতই যা' কর, মানুষ ঠিক না হ'লে কিছুই হয় না। তার জন্য চাই common Ideal (সর্ব্বসাধারণের আদর্শ পুরুষ) এবং তদনুবর্ত্তী হ'য়ে অনুশীলনের সাথে-সাথে যোগ্যতা বাড়ানো।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০ (১৩ই জুন, ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট। সহাস্য বদনে চারিদিকে তাকিয়ে দেখছেন আর টুকিটাকি কথাবার্ত্তা বলছেন। ইতিমধ্যে পঞ্চাননদা (সরকার) এসে প্রশ্ন করলেন—নারায়ণের অনন্তশয্যার ব্যাখ্যাটা কিরকম ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনন্ত হ'ল unbounded (সীমাবিহীন) সত্তা। অনন্তনাগের উপরে নারায়ণ শুয়ে আছেন, লক্ষ্মী তাঁর পদসেবা করছেন। এই অবস্থায় নারায়ণের নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার জন্ম হ'ল। এখানে লক্ষ্মী হচ্ছেন চর বা negative (রিচী মেরু) এবং নারায়ণ স্থয়ী বা positive (ঋজী মেরু)। চর এবং স্থয়ী মিলিত হওয়াতেই সৃষ্টি সম্ভব হ'য়ে উঠল। আবার, ব্রহ্মা যখন থেকে সৃষ্টি করতে লাগলেন, তখনই হ'ল ব্রহ্মাণ্ড। আর, নারায়ণ হচ্ছেন eternal existence (সনাতন সত্তা), বৃদ্ধির পথ।

পঞ্চাননদা—অনন্তনাগ যে বলা হয়, সেখানকার নাগ মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নগ মানে যে চলে না, তার থেকে নাগ, অর্থাৎ অচল শয্যায় যিনি শুয়ে আছেন। ঐ যে কি কয়—

'নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।'

বেলা ৮-৪৫ মিঃ। শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রম থেকে উঠে এসে বসলেন বড়াল-বাংলোর বারান্দায়। বিহারের এডভোকেট জেনারেল শ্রীবলদেব সহায় শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে দেখা করতে এলেন। হাউজারম্যানদা সাথে ক'রে নিয়ে এসেছেন। সামনে একটা চেয়ারে বসলেন। কুশল বিনিময়াদির পর আলোচনা উঠল।

বলদেববাবু—Crime (অপরাধ) এবং sin-এর (পাপের) মধ্যে পার্থক্য কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাপ মানে হ'ল তাই, যা আমাদের বাঁচা-বাড়া থেকে পাতিত করে। বরঞ্চ crime (অপরাধ) ভাল extreme point-এ (চরম অবস্থায়), কিন্তু sin (পাপ) ভাল নয়।

বলদেববাবু—Sin (পাপ) করলে একা আমিই ক্ষতিগ্রস্ত হব, কিন্তু crime (অপরাধ) করলে সমস্ত society-কে (সমাজকে) নষ্ট করা হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যে শুধু আমার জন্য দায়ী তা' নয়। আমার পারিপার্শ্বিকের

জন্যও আমি দায়ী। অবশ্য, এমন যদি কোন অনুশাসন থাকে যা' ধর্ম্মের বিরোধী, কিন্তু state-এর (রাষ্ট্রের) আদেশ, সেক্ষেত্রে সেটা violate (অতিক্রম) করা ভাল। কিন্তু অস্তি-বৃদ্ধির পথ violate (অতিক্রম) করা ঠিক নয়। সে-পথ থেকে বিচ্যুত হ'লে ভগবানকে অস্বীকার করা হয়।

বলদেববাবু—চোরকে শাস্তি দেওয়া সম্বন্ধে আপনার মত কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তাকে শাস্তি দেব তাকে rectify (সংশোধন) করার জন্য। কিন্তু যদি কাউকে মিথ্যা ক'রে শাস্তি দেই, তবে সব নষ্ট হ'য়ে যাবে। আবার, কেউ হয়তো রাগের মাথায় মেরে-মেরে কাউকে মৃতভুল্য ক'রে ফেলেছে। তাও একরকম। কিন্তু যারা একজন honest person-কে (সৎলোককে) intentionally harass করে (ইচ্ছাপূর্ব্বক বিব্রত করে), তারা more punishable (বেশী শাস্তি পাওয়ার যোগ্য)।

বলদেববাবু—কিন্তু পাপীকে যদি ক্ষমা করা যায়, তবে সে ক্ষমাকে তো crime-এর (অপরাধের) পর্য্যায়ে ফেলা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো ক্ষমা ক'রে ও-রকম crime (অপরাধ) বহু করেছি। কিন্তু আমি মানুষকে mould (নিয়ন্ত্রণ) করতে পেরেছি।

বলদেববাবু—অবশ্য ক্ষমা ক'রে মানুষকে mould (নিয়ন্ত্রণ) করা যায় বেশী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই আমি society (সমাজ) এমন ক'রে mould (নিয়ন্ত্রণ) করতে চাই যাতে প্রত্যেকটি মানুষ cured হ'তে (আরোগ্যলাভ করতে) পারে।

আইন ভঙ্গ করা উচিত কিনা এই নিয়ে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আইন যদি কেউ ভঙ্গ করে, তবে তারই ভঙ্গ করা উচিত যে আইন বিশেষভাবে রাখতে পারে।

বলদেববাবু—কেউ যদি অন্যায় করে তবে সেটা তো পুলিশকে জানাতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পুলিশকে জানানো ভাল, কিন্তু উদ্দেশ্য থাকা উচিত মানুষকে reformed (সংশোধিত) করা। (কথার মোড় ঘুরিয়ে) হিন্দীর সাথে বাংলার এতই সঙ্গতি আছে যে, এই দুটিই প্রায় একরকম। যাঁরা হিন্দী জানেন তাঁরা একটু নজর দিলেই বাংলা বুঝতে পারেন।

বলদেববাবু—আইন ঠিক কেমন হওয়া উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আইন এমন হওয়া উচিত যা' existence-কে (সত্তাকে) hampered (ব্যাহত) না করে।

ঈশ্বরের একত্ব নিয়ে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—God is unique (ঈশ্বর অদ্বিতীয়)। সেইজন্য প্রতিটি মানুষই

unique (অদ্বিতীয়)। বলদেববাবু একটাই হয়, দুটো নয়।

হাউজারম্যানদা সত্য কথা বলা-সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্য মানেই অস্তির ভাব, বাঁচার ভাব। যাতে মানুষ বাঁচে-বাড়ে, তাই-ই সত্য। তাই-ই শুভ, মঙ্গল।

হাউজারম্যানদা—আর happiness-টা (সুখটা) কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুভই happiness (সুখ)। Happiness lies in goodness (শুভের মধ্যেই সুখ নিহিত), happiness lies in সত্য (সত্যের মধ্যেই সুখ নিহিত)।

বলদেববাবু—ঠিক বুঝলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন ধরুন, কাউকে যদি illegitimate son (অবৈধ সন্তান) কই, তাতে সে shocked (দুঃখিত) হবে। আমিও হতাম, যদি আমারও ঐ অবস্থা হত। ও-রকমভাবে বলাটা বাঁচাবাড়ার সহায়ক নয়। সত্য তাই যা বাঁচাবাড়ার সহায়ক। একটা কথা যথার্থ হ'তে পারে, কিন্তু তা' সত্য নাও হ'তে পারে। সত্যের character (চরিত্র) হচ্ছে—সৎ, চিৎ, আনন্দ। এই তিনটারই যখন একটা combined (সম্মিলিত) রকম হয় তখনই সত্যের আবির্ভাব হয়। সত্যম্-শিবম্-সুন্দরম্। সুন্দরম্—আদরণীয়ম্। যা' existence-এর for-এ (সত্তার পক্ষে) তাই সত্য।

বলদেববাবু (হাউজারম্যানদাকে)—ঠাকুর কি নিজের জীবনের কোন অনুভূতির কথা বলেন ? শুনতে ইচ্ছা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ইচ্ছা করে বলদেববাবুর জীবনের কথা শুনতে। তিনি কত লোককে বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন।

বলদেববাবু—আমি তো কিছুই জানি না। কিন্তু ঠাকুরের কথা কত লোকে শোনে। আমার জানতে ইচ্ছা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যখনই দেখতে যাই আমি কী জানি, তখনই দেখি আমি কিছুই জানি না।

বলদেববাবু—তবুও তিনি যা' জানেন তা' বললেই শুনতে পেতাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথায়-কথায়ই বেরোয়ে পড়বে।

আবার আইন সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Law-কে (আইনকে) আমরা যদি realise (বোধ) করতে চাই তবে বিধিকে realise (বোধ) করতে হবে। আর, বিধিকে realise (বোধ) করতে গেলে বিধাতাকে realise (বোধ) করতে হবে। বিধাতা—বিশেষভাবে যিনি

ধ'রে রাখেন। আর বিধি—যেমন ক'রে যা হয়। Law (আইন) মানে আমি বুঝি, যেমন ক'রে যার ভিতর-দিয়ে যা' হয়।

বলদেববাবু—আমি political law (রাষ্ট্রীয় বিধি) নিয়ে বহুদিন (culture (অনুশীলন) করেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Politics-এর প্রথমেই আছে পৄ-ধাতু, মানে পূরণ, পালন। পৄ থেকে পুর্, পুর্ থেকে পুলিশ, politics। যা' সত্তাকে বা ধর্ম্মকে পূরণ-পালন করে তাই politics (রাজনীতি)।

বলদেববাবু—আপনারা নিশ্চয়ই perfect diet (পরিপূরণী খাদ্য) গ্রহণ করেন। সেটা কি-রকম ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে আনন্দবাজার আছে। ওখানে খাওয়া হ'ত ডাল, ভাত, একটা তরকারি। যেদিন এক চামচ ঘি দেওয়া হ'ত, সেদিন একেবারে feast (নিমন্ত্রণ) হ'য়ে যেত। আর, ঐ খাওয়ার জন্যই পাবনায় কুড়ি বছরের মধ্যে একটা লোকও মরেনি। শেষে সকলে বলতে লাগল, এতে শরীর খারাপ হ'য়ে যাবে। তাতে আমি ভোটে হেরে গেলাম। ওরা আনন্দবাজারে ভাল খাওয়াবার ব্যবস্থা করল। কিন্তু ঐ rich diet infuse (ভাল খাবার প্রবর্ত্তন) করার পর একজন লোক মারা গেল কালাজ্বরে। তাতে Bengal-এর (বাংলার) নানা জায়গা থেকে complain (অভিযোগ) আসতে লাগল—আশ্রমে মানুষ মারা যায় কেন ! কিন্তু ঐ ডাল-ভাত খেয়ে আশ্রমে কুড়ি বছরের মধ্যে একটা লোকও মরেনি।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)—নিরামিষ খাওয়া আরম্ভ করার পর আমাদের যে-সব ছেলেমেয়ে হয়েছে, তাদের দেখেছি এক বছরের কথাও মনে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর একটা মজা দেখি, এই রকম যারা হয়েছে, তারা অল্পবিস্তর মিষ্টি ভালবাসে।

কিছুক্ষণ পরে আত্মভোলাভাবে ঐ বলছেন—আমাদের custom (প্রথা) ছিল, মানুষের জীবনে প্রথমেই আচার্য্যের কাছে উপনীত হওয়া, সেটা খুবই দরকার। অবশ্য সেটা এখন যেমন, তখন তেমন ছিল না।

হাউজারম্যানদা—চূড়াকরণের significance (তাৎপর্য্য) কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'। শ্রদ্ধা না থাকলে জ্ঞানার্জ্জন করা যায় না। চূড়াকরণে শিশুকে গুরুজনরা আচার্য্যের কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ক'রে দিতেন। বলতেন—'তোমার আচার্য্য কত ভাল। তোমাকে কত ভালবাসেন। তাঁর কাছে যেয়ে তোমাকে শিখতে হবে।' এগুলি হ'ল tradition—কৌলিক প্রথা। ……মানুষ তপস্যা করে কোন-কিছু achieve (অধিগত) করার জন্য। তপস্যার

সময় আমাদের কোষের ঔপাদানিক বিন্যাস হ'তে থাকে, inter-cellular adjustment (ভিতরের কোষগত বিন্যাস) হয় through love to the Acharya (আচার্য্যের প্রতি ভালবাসার ভিতর-দিয়ে)।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০ (১৪ই জুন, ১৯৫৩)

সন্ধ্যার আগে আকাশে বেশ মেঘ জমেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রম থেকে উঠে এসে বাইরের প্রাঙ্গণে খোলা বাঁধানো জায়গাটিতে বসলেন। গুরুকুল থেকে কয়েক-জন সাধু ও অধ্যাপক শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে দেখা করতে এলেন। তাঁরা প্রণাম জানিয়ে সামনে ব'সে কথা তুললেন।

প্রশ্ন—আপনার প্রতাপের কথা শুনে আমরা আপনাকে দেখতে এসেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার প্রতাপ কিছু নেই। আমার প্রতাপ আপনাদের ভালবাসা। আপনারা এসেছেন, আমার মহাসৌভাগ্য।

প্রশ্ন—আপনার তপস্যার কথা অনেকেই বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তপস্যা যদি কিছু থাকে তা' হ'ল ঐ প্রীতি।

প্রশ্ন—প্রকৃত কল্যাণের পথ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঈশ্বরই কল্যাণের প্রভু। আর, যিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ মহাপুরুষ, তাঁর জীবনই হ'ল ঈশ্বরের রূপ। আমরা যতই তাঁর অনুশাসনে আত্মনিয়োগ করি তদনুগ পন্থায়, কল্যাণ ততই আপনি আসে। ঐ যে গীতায় আছে "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্", সেটা বাস্তবায়িত হ'য়ে ওঠে।

কথা বলতে-বলতে বৃষ্টি এসে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে দাঁড়িয়ে চন্দ্রেশ্বরদাকে ডেকে বললেন—'চন্দ্রেশ্বর! দাদাদের ঐ যতি-আশ্রমে নিয়ে যেয়ে আলাপ কর।' চন্দ্রেশ্বরদা ওঁদের নিয়ে গেলেন যতি-আশ্রমে। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়ালের বারান্দায় যেয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি একটু কমল। প্যারীদা (নন্দী) সামনে এসে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্যারী, বৃষ্টি হবে নাকি রে? দেখ্ তো মেঘের গোড়া সব দিক দিয়ে আলগা আছে নাকি?

প্যারীদা (দেখে এসে)—পশ্চিম দিকে মেঘ দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো মুশকিল।

কাছে এখন লোকজন কম। বর্ষার জন্য সবাই এদিকে-ওদিকে আটকে গেছেন। সুনীল (করণ) বলছিল—আমার একটা জিনিস জানতে ইচ্ছা হচ্ছে। অন্যান্য দেশে মস্তক আবৃত করার বিধান আছে, কিন্তু আমাদের দেশে নেই কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের দেশের climate-এ (আবহাওয়ায়) মাথায় ঢাকা না দিলেও চলে। কিন্তু যেখানে climate-এর (আবহাওয়ার) রকমারি আছে—হঠাৎ গরম, হঠাৎ ঠাণ্ডা—সেখানে ঢাকা দেবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু যাদের প্রথা আছে, তারা এদেশেও দিতে পারে।

২২শে আষাঢ়, সোমবার, ১৩৬০ (৬ই জুলাই, ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট। যতিদের মধ্যে অনেকেই আছেন। প্রফুল্লদা (দাস) একপাশে ব'সে কিছু লিখছেন। টাটানগর থেকে আগত একটি দাদা এসে প্রণাম ক'রে জানালেন, তাঁর বর্ত্তমানে কোন চাকরী নেই। বড় কষ্টে সংসার চলছে, কী করবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঘাবড়াস নে। ঘাবড়াস কেন? তোদের ঘাবড়াতে দেখলে আমিও ঘাবড়ে যাই। তোর কত জিনিস জানা আছে। ইচ্ছা করলে অসম্ভব সম্ভব ক'রে ফেলতে পারিস্।

একটু থেমে বলতে লাগলেন—

ক'টা জিনিস যদি ঠিক রেখে চল তাহলেই হয়। প্রথমে চাই sincere adherence (ঐকান্তিক নিষ্ঠা), তদনুগ আত্মনিয়ন্ত্রণ, তারপর সঙ্গতিশীল active (সক্রিয়) অনুচর্য্যাপরায়ণ behaviour (ব্যবহার), বাক্য ও ব্যবহারের সঙ্গতি রেখে go-between-শূন্যতা অর্থাৎ কথায়-কাজে মিতালি, অশ্রেয়-উপসেবী ভ্রান্তির প্রতি প্রীতিবিহীন হ'য়ে উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনী ইষ্টার্থপরায়ণ active (সক্রিয়) অনুবেদনা, বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্টার্থে ক্লেশসুখপ্রিয় আত্মপ্রসাদ। মাত্র এই কয়টা জিনিস যদি habit (অভ্যাস) হ'য়ে তোমার মনে গাঁথা থাকে যজন-যাজন-ইষ্টভৃতিকে base (ভিত্তি) ক'রে, তাহলে দুনিয়াটাকে ওলট-পালট ক'রে দেওয়া যায়। কক্ষনো কাউকে bluff (ধাপ্পা) দিয়ে কিছু নেবে না। ভুল কথা কইতে পার, কিন্তু ভুলের প্রতি প্রীতি না থাকে। মনে রাখবে, আসল capital (মূলধন) হ'ল মানুষের চরিত্র—সুবিনায়িত সুকেন্দ্রিক চরিত্র।

৩রা শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৬০ (১৯শে জুলাই, ১৯৫৩)

বর্ষাকালীন ঋত্বিক্-অধিবেশন উপলক্ষে বাইরে থেকে অনেকে এসেছেন। আজ অধিবেশন শেষ হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে অনেকে বাড়ী যাওয়ার অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ছেন। বিকেলে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। শ্রাবণের পড়ন্ত রোদ চারিদিক উজ্জ্বল ক'রে রেখেছে। যতি-আশ্রমের বেড়ার পাশে-পাশে দাদা

ও মায়েরা দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রাণভরে দর্শন করছেন। কেউ-কেউ যতি-আশ্রমের ভিতরে এসে দু'একটি কথাও ব'লে যাচ্ছেন, নিয়ে যাচ্ছেন জীবন-সমস্যার সমাধানী-সূত্র। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রশান্ত বদনে সবার সাথে কথা বলছেন।

একটি দাদা এসে আয়-উপার্জ্জনের জন্য কোন্ জাতীয় কাজ আরম্ভ করবেন জানতে চাইলেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের যোগ্যতার উপরে দাঁড়িয়ে কিছু করতে চেষ্টা কর। আর, সব কাজের মধ্যে যজন-যাজন যেন ঠিক থাকে। যাজন ছেড়ে যে-কোন কাজই কর না কেন, সব কিন্তু sterile (বন্ধ্যা) হ'য়ে যাবে।

ইতিমধ্যে নরেনদা (মিত্র) তামাক সেজে আনলেন। তামাক খেতে-খেতে কথা কইতে লাগলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

জনৈক দাদা—আপনার ধ্যানে বসলে আমার সামনে রামকৃষ্ণদেবের মূর্ত্তি ভেসে আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল লক্ষণ।

উক্ত দাদা—আমার স্ত্রী স্বপ্ন দেখে যে সে গোপালপূজা করছে। এর অর্থ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে তার আরাধ্য ব'লে দেয় 'আমিই গোপাল, আমাকেই ভজনা কর'।

আর এক দাদা—আমি আগে ব্যবসা করতাম। পরে কিছু লোকসান হয়। ব্যবসা কি এখনও চালিয়ে যাব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চেষ্টা ক'রে দেখাই তো ভাল। ব্যবসার নীতিগুলি ঠিক-ঠিক পালন করে চ'লো। কারো হাতে যেও না। নিজে দেখে-শুনে বুঝে চলবে। ভুল কর তাও ভাল, কিন্তু পরের মুখে ঝাল খেও না। আমার কতকগুলি ব্যবসার নীতি দেওয়া আছে সেগুলো দেখো।

অপর এক দাদা—বাবা আমাকে দেখলেই রেগে যান কেন বুঝতে পারি না। আমার দিক থেকে তো চলার কোন ত্রুটি নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঈশ্বর আমাকে ভালবাসেন কিনা তা' দিয়ে আমার দরকার নেই। আমি তাঁকে ভালবাসি কিনা তা' দেখা দরকার। সেইজন্য বাবার প্রতি তোমার করণীয় কর্ত্তব্য, শ্রদ্ধা, ভক্তি সব ঠিকমত ক'রে চলবে।

উক্ত দাদা—সৎ থেকেই যদি জগৎ সৃষ্টি হ'য়ে থাকে, তাহলে অসৎ-এর প্রাদুর্ভাব হ'ল কোথা থেকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অসৎ আছেই। জগতে সৎ-অসৎ দু'টিই আছে। তুমি কিন্তু

অসৎ-এর শিষ্য হয়ো না, সৎ-এর শিষ্য হও। শাতনের শিষ্য হয়ো না, ভগবানের শিষ্য হও।

একটি ছেলে—ঠাকুর! মনে মোটেই শান্তি পাই না, তৃপ্তি পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবানের তৃপ্তি হয় যা'তে তাই কর। ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে ওঠ। আর, জগতের বুকে তেমনিভাবে চলার জন্য প্রস্তুত হও।

জনৈক দাদা—আমার শরীরটা মোটেই ঠিক থাকে না বাবা!

শ্রীশ্রীঠাকুর—শরীর যাতে ভাল হয় তাই কর্। সদাচারপরায়ণ হ'। খাওয়া-দাওয়ার দিকে ভালভাবে নজর রাখিস।

উক্ত দাদা—কাজকর্ম্মও যেন ভালভাবে করতে পারি নে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারি নে কি রে ডাকাত! কর্। ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে চলতে-চলতেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

উক্ত দাদা—আমি আগে কাটা কাপড়ের দর্জ্জির কাজ করতাম। এখন আলাদা-ভাবে কাপড়ের দোকান দিতে চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগেই এক লাফ দিয়ে গাছে উঠতে যাস্ নে। আস্তে-আস্তে করিস।

২৬শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৬০ (১১ই আগষ্ট, ১৯৫৩)

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। কাছে নিখিলদা (ঘোষ), প্রফুল্লদা (দাস), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), মণিদা (ভাদুড়ী), শরৎদা (হালদার) প্রমুখ আছেন। নানা জায়গা থেকে মানুষ অনেক দুঃখকষ্ট, অভাব-অশান্তির কথা জানিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে চিঠি দেয়। সেই সব চিঠির উত্তর দেওয়ার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা চলছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ডাক্তারের মনোভাব নিয়ে সবগুলির ব্যবস্থা করা লাগে। তুমি যদি মানুষের কথায় benumbed (অভিভূত) হ'য়ে পড়, তাহলে তার কিছুই solution (সমাধান) দিতে পারবে না।

নিখিলদা—রোগব্যাধির কথা অনেকে এমন জটিলভাবে লেখে, যার উত্তর ঠিকভাবে দেওয়াই মুশকিল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রোগের কথা লিখলেই তার নিরাকরণী পদ্ধতি, ওষুধ-বিষুধের ব্যবস্থা ইত্যাদি যতটা লেখা সম্ভব তা' তো লিখবেই, সাথে-সাথে সদাচার পালন করার কথা বিশেষভাবে mention (উল্লেখ) ক'রে দিও। যেই চিঠি লিখুক, সব সময়েই দেখা লাগে মানুষের যোগ্যতা কিভাবে বাড়ে। আর, তা' দেখতে হবে

concretely (বাস্তবে)। 'যোগ্যতা বাড়াও' কেবল এ-কথা লিখলেই হবে না, বাড়াবার পথও দেখিয়ে দিতে হবে।

৮ই ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৬০ (২৫শে আগষ্ট, ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর কয়েকদিন বেশ খারাপ গেল। রক্তের চাপ বাড়াতে বেশ কষ্ট পেয়েছেন। আজ কথঞ্চিৎ ভাল। সকালে তিনি বড়াল-বাংলোর বারান্দায় আছেন। কাছে অল্প লোক। নবদ্বীপ থেকে একটি মা এসেছেন। তাঁর মাথার একটু গোল-মাল আছে। শ্বশুরবাড়ী কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারছেন না, সেই সব কথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন অনর্গলভাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখ্, আমি যদি তুই হতাম, তাহ'লে এমন করতাম যে সমস্ত মানুষ এসে আমার পায়ে 'মা, মা' ব'লে লুটিয়ে পড়ে। মনে রেখো, ভগবান আছেন। কেবল 'আমি-আমি' ক'রো না, 'তুমি-তুমি' ক'রো। অপরের দোষ দেখার আগে নিজে ঠিক হ'য়ে চল।

উক্ত মা—লোকে আমাকে পাগল বলে। কেউ আমাকে বিশ্বাস করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমনভাবে চল যা'তে তারা তোমাকে তেমন কথাই বলতে না পারে। মানুষের সাথে মিষ্টি কথা বল, সদ্ব্যবহার কর। কেউ তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করলেও তুমি ভাল ব্যবহার ক'রো। এই যা' বললাম, আসল কথাই বললাম। ক'রে দেখ কী হয়। লাখ লোকেই তোমাকে খারাপ বলুক না কেন, তুমি তা' গ্রাহ্যই করো না।

উক্ত মা—আমি ঠাকুরের শিষ্য ব'লে শ্বশুরবাড়ীর লোক খুব খোঁটা দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শিষ্য মানে জানিস্ তো? শিষ্য মানে যে অনুশাসিত হয়।

মা-টি শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শোনার অপেক্ষায় না থেকে ক্রমাগত নানা কষ্টের কথা ব'লে যাচ্ছেন আর শ্বশুরবাড়ীর লোকদের নিন্দা করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি এত কথা বলছ, কিন্তু আমি যা' বলছি তা' তো শুনছ না।

একটু পরে মা-টির দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন—সম্বিৎ মানে জানিস্ তো? সম্বিৎ মানে সম্যকরূপে জানা। আর সন্ধি মানে অনুসন্ধান দ্বারা মিলন ঘটানো।

উক্ত মা—তাহলে আমি এখন কী করব? কোথায় যেয়ে থাকব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্বশুরবাড়ী যেয়ে থাক। 'শ্বশুরে সম্রাজ্ঞী ভব' শাস্ত্রেই আছে এই কথা। সেখানে যেয়ে ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে শ্বশুরবাড়ী জয় কর।

উক্ত মা—আমার স্বামী কি আমাকে ভালবাসতে পারবে? যদি না পারে তাহ'লে আমি কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি আমার থাক বা না থাক, আমি তোমার আছি, এই রকম ভাব'। লাখবার বল—আমি তোমারই, আমি তোমারই, আমি তোমারই। ঠাকুর তোমার স্বামীর বুকের মধ্যে আছে, তাঁকে সেবা-সম্বর্দ্ধনায় তুমি বাড়িয়ে তোল। তাঁকে বলবে, তুমি মেয়েমুখো হয়ো না। মা-বাবাকে ভক্তি-সহকারে যেমন সেবা করা দরকার তা' করবে। তুমি কখনও মুখর হ'য়ো না। অল্পভাষী হও। স্মিত-ভাষী হও। মুখখানি সবসময় হাসি-হাসি রাখবে। তোমার ঐ দুর্গামূর্ত্তি দেখে সবাই যেন তোমাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। নারীর কিন্তু কোনরকম ঔদ্ধত্যভাব থাকবে না।

উক্ত মা—আমার শ্বশুর একটু ধর্ম্মপরায়ণ, কিন্তু তাঁর ছেলের যে মোটে ধর্ম্মভাব নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে ধর্ম্মভাবে চলুক আর না-ই চলুক, তোমার চরিত্র এমন সুন্দর সেবাপটু আকর্ষণীয় হওয়া চাই যে, বেশী ধর্ম্মকথা না বললেও সকলে যেন তোমাকে ধর্ম্মপরায়ণা ব'লে ভাবতে পারে।............যেমনভাবে বললাম তেমনিভাবে চলিস্। ছেলেপিলে রসগোল্লা পেয়ে যেমন আনন্দ করে, তারাও বৌমা বলতে যেন তেমন আনন্দ পায়। সব সময় মানুষের ভেতরের ভালটাকে উসকে দিয়ে খারাপটাকে দূর করবি। চরিত্র এমনই ক'রে ফেলবি যে, পাথর-চাপা দিলে বা মারধোর করলেও তোকে টলাতে পারবে না। ভালবাসা থাকলে মারধোর করতেই পারবে না।

উক্ত মা—এখন কি তাহ'লে শ্বশুরবাড়ী যেয়েই থাকব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে, এতক্ষণ ধ'রে তাই তো ক'লেম। সেখানে যাও। 'শ্বশুরে সম্রাজ্ঞী ভব'। আয়-ব্যয় সব দিক দিয়েই তাদের যাতে উপচয়ী ক'রে তুলতে পার তার চেষ্টা কর। কত অল্পে কত বেশীর খরচ চালাতে পার দেখবে। এমনি ক'রে চলতে থাক।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই দরদভরা কথায় মা-টির চঞ্চলতা ধীরে-ধীরে শান্ত হ'য়ে এল। মুখে হাসি ফুটে উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুরকে আভূমি প্রণাম ক'রে তিনি উঠে দূরে যেয়ে বসলেন।

১৩ই ভাদ্র, রবিবার, ১৩৬০ (৩০শে আগষ্ট, ১৯৫৩)

সকাল ৮টা বাজে। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়ালের ঘরে চৌকির উপরে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আছেন। চারিদিকে অনেকেই এসে বসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের করুণাবিভোর আঁখি

দুটি যেন ঘরে-ঘরে সকলের উপরে অজস্রধারে করুণা বর্ষণ ক'রে চলেছে। ইতিমধ্যে নবদ্বীপের সেই মা-টি এসে জানালেন যে, তিনি যেখানে ছিলেন কাল রাতে সেখান থেকে তাঁকে বেরিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার পেটের ছেলেও তোমাকে অমনভাবে বলতে পারে, কিন্তু তাতে মুষড়ে পড়লে হবে কেন? তোমাকে আমি যা' বলি তেমনভাবে চল না কেন?

উক্ত মা—কিন্তু আমি পাগল ব'লে কি আমাকে যা'-তা' বলবে, বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলবে? (কাঁদতে লাগলেন)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষকে তুমি আপন ক'রে নাও যাতে কেউ তোমাকে কিছুই বলতে না পারে। বাড়ীর লোকে যদি তোমাকে মারে-ধরে বা উপহাস করে, সে-কথা তুমি বাইরে অন্য মানুষের কাছে বলতে যাও কেন? তাতে অনেকে তোমাকে ছোট ভাবতে পারে। মনে রেখো, তোমার সমস্ত চলনা হবে ইষ্টার্থ-অনুদীপনায়। ঐ-ই একমাত্র পথ।

উক্ত মা—কিন্তু আমি আর সহ্য করতে পারছি না, আমি আজই ও-বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাব (অভিমানের স্বর)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার ইচ্ছা হয় তুমি বেরিয়ে যেতে পার। কিন্তু আমার ইচ্ছা নয় যে, তুমি কোথা থেকেও discredit (অসম্মান) নিয়ে আস। তাদের manipulate (নিয়ন্ত্রণ) করতে হবে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে নয়, অন্তর দিয়ে। তোমার চলনা এমন-তরই হবে যাতে কেউ কিছু বলার অবসরই না পায়। আমি যা' যা' বললাম মনে রেখো। ভুলে যেও না।

উক্ত মা—আপনার কথা আমি ভুলিনি, ঠিক মনে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কথা শুনলে, কিন্তু কাজে করলে না, সেটা ভোলাই হ'ল। 'পারব না' এ-কথাটাই মোটে বলবে না। তুমি যদি সকলের মন জুগিয়ে চলতে না পার, তোমার মন জুগিয়ে কে চলবে বল?

উক্ত মা—কিন্তু আমাকে অপমান করবে, যা'-তা' বলবে, তা' আমি সহ্য করতে পারব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আরে পাগল, বুঝিস নে! আমি বুড়ো মানুষ। এখানে ব'সে থেকে কত লোকের মন জুগিয়ে চলছি। আর তুই তো মা—ধরিত্রী। তোর তো আরো অনেক বেশী সহ্য করা লাগবে।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর খোলা প্রাঙ্গণে বসেছিলেন। হঠাৎ মেঘ ক'রে বৃষ্টি এল। তখন উঠে এসে গোল তাম্বুতে বসলেন। কাছে ননীদা (চক্রবর্ত্তী), শরৎদা (হালদার), প্রফুল্লদা (দাস), ননীমা, সেবাদি প্রমুখ আছেন। নাটক নিয়ে

আলোচনা চলছিল। বাণীমন্দিরে পূজনীয় ছোড়দা নতুন-নতুন বই ধরছেন, মহড়া চলছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Sentiment, emotion and rational adjustment (ভাবানুকম্পিতা, আবেগ এবং যুক্তিপূর্ণ সঙ্গতিসাধন) থিয়েটারে যদি এগুলি না থাকে তবে তা' হৃদয়গ্রাহী হয় না।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকটির কথা উল্লেখ ক'রে ননীদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—

—তোরা ঐ বইখানা করিস্‌নি ?

ননীদা—না, ওখানা আমাদের হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওখানা তোরা করলে প্যারিস। ওরকম comedy (মিলনান্তক নাটক) সাধারণতঃ দেখা যায় না। সেই যে, 'বিদ্যুৎ, আর একবার চমকাও তো!' আবার হরিশ্চন্দ্র যখন খানিকটা বুঝতে পেরেছে তখন আবেগভরা কেমন বলছে—'শোন, শৈব্যা ব'লে কাউকে কি জানতে ? রোহিতাশ্ব ব'লে কেউ কি তোমার ছিল ?' আবার বলছে—'কত আংরাখার কাপড় খুলে নিয়ে কয়লার বিছানা ক'রে দিয়েছি। সেই আমি, আমিও একদিন ঘুমাব।'

কাটা-কাটা পার্ট আবৃত্তি হলেও শ্রীশ্রীঠাকুরের বলার অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা সবাই তন্ময় হ'য়ে দেখছিলেন, শুনছিলেন তাঁর শব্দ পরিবেষণের অনবদ্য শৈলী। ধীরে-ধীরে বৃষ্টি ধ'রে এল। অন্যান্য আলাপ চলতে লাগল।

১৯শে ভাদ্র, শনিবার, ১৩৬০ (৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩)

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-প্রাঙ্গণে আমগাছের নীচে একটা চৌকিতে ব'সে আছেন। আশ্রমের বিভিন্ন বাড়ীর সৎসঙ্গীরা একে-একে আসতে আরম্ভ করেছেন। প্রণাম ক'রে সামনে বসছেন।

আমি—এক দাদা চিঠিতে তাঁর অভাবের কথা আপনাকে জানিয়েছেন। ছেলেদের মাইনে দিয়ে পড়াতে পারছেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অভাব! অভাব তখনই প্রবল হ'য়ে দাঁড়ায় মানুষের কাছে যখন সে আর অপরের জন্য কিছু করে না। করার ক্ষেত্র যখন বিস্তৃত না হ'য়ে সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ে তখনই ঐ অবস্থা হয়।

আমি—তাহ'লে যারা অভাবের জন্য কষ্ট পায় তাদের প্রত্যেকেরই কি ঐ একই কারণ ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, সব। ধর, আমি তোমাকে খেতে-পরতে দিই। খাওয়া-পরার

জন্য তোমার আর আলাদাভাবে কোন চেষ্টা করা লাগে না। ফলে, ঐ অতখানি সময় তোমার saved হ'য়ে (বে'চে) যায়। সেই সময়টুকুতে তুমি অন্যের জন্য কিছু কর না কেন ? এমন অনেকে আছে, যারা নিজেদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা তো আমার কাছ থেকে জোর ক'রে করেই, আবার বুঝিয়ে-পড়িয়ে লোককে নিয়ে আসে। বলে, ঠাকুরের কাছে যেয়ে তুমি সব কথা কও, তোমার সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

আমি—এদের বুঝিয়ে বলতে গেলে এরা চটে যায়। বলে, তিনি দয়াল, তিনি আমাদের জন্য করবেনই তো !

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি দয়াল, তুমি দয়াল হও না কেন ? তাঁর দয়া যেটুকু তুমি পাও, সেটুকু কাজের ভিতর-দিয়ে বোধ কর। দয়াশব্দের দয়্-ধাতুর মানে রক্ষা, পালন। তাঁকে এবং তাঁর নির্দেশগুলিকে রক্ষা ও পালন ক'রে চল তোমার সমস্ত কাজের মধ্যে। তখনই তাঁর দয়া তোমার বোধে আসবে। না করলে কিছু হওয়ার উপায় নেই।

২৭শে ভাদ্র, রবিবার, ১৩৬০ (১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩)

রাত প্রায় ৯টা। শ্রীশ্রীঠাকুর গোল তাম্বুর বারান্দায় একখানা চৌকিতে অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় আছেন। সামনে আছেন হরিনন্দনদা (প্রসাদ), বৈকুণ্ঠদা (সিং), লালদা (রামনন্দন প্রসাদ), চন্দ্রেশ্বরদা (শর্ম্মা) প্রমুখ। শিক্ষাপ্রসঙ্গে আলোচনা চলছিল—

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর, কেউ ডাক্তারী পড়েছে। ডাক্তারী পাশ ক'রে বেরোবার সাথে-সাথেই কিন্তু সে educated (শিক্ষিত) হয় না। Practice (অভ্যাস) ক'রে-ক'রে সেই বিষয়ে তাকে experienced (অভিজ্ঞ) হ'তে হবে। তেমনি আজকাল যারা বি-এ, এম-এ, পাশ ক'রে বেরোচ্ছে, তারাও বিহিত অনুশীলনের অভাবে ঠিকমত educated (শিক্ষিত) হ'য়ে উঠতে পারছে না। আবার, আজকালকার university curriculum (বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়) এত stiff (শক্ত) যে ছাত্রদের পক্ষে তা' আয়ত্ত করতেই কষ্ট হয়। এই যে ম্যাট্রিকে Row & Webb-এর একখানা বিরাট ইংরাজী গ্রামার ছিল। সে পড়াই তো বিপুল ব্যাপার। কিন্তু ওর একখানা ছোট সংস্করণ ছিল, সেখানা পড়ালেই হয়। আমাদের পড়ার সময় ওখানা ছিল। আমার ইচ্ছা করে, ম্যাট্রিকের সমস্ত বই সংক্ষেপে নতুন ক'রে লেখা হয়। ইংরাজী গ্রামার হয়তো একখানা লেখা হ'ল তিন পাতার মধ্যে। বিরাট একখানা পাটিগণিত, সেটাকে ছোট ক'রে ফেলতে হবে। জ্যামিতিটাও, বাবা রে বাবা কী প্রকাণ্ড !

লালদা—আমার মনে হয়, ছেলেপেলেদের পাঠ্য বিষয়ে যদি আগ্রহ সৃষ্টি ক'রে

দেওয়া যায়, তাহ'লে তারা সহজে জিনিসগুলি বুঝতে পারে। আগ্রহ সৃষ্টি করাটাই বড় কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ ঠিক। তুমি তো বুঝেছ। ছাত্র যদি interest (আগ্রহ) না পায়, তবে সে কিছুই শিখতে পারে না। এখন একখানা Geometry Made Easy তৈরী ক'রে ফেল। কেষ্টদা আগে একখানা কেমিষ্ট্রির বই লিখেছিল। ঐ-রকম subject (বিষয়), কিন্তু কিরকম novel-type (উপন্যাসের মত) ক'রে ফেলল। পাঠ্যপুস্তকগুলি সবই যদি একরকম হয় তাহ'লে বোধহয় ভালই হয়। সেজন্য প্রত্যেকটি বই-ই আবার নতুন করে লেখা লাগবে। কেষ্টদাকে একখানা ফিজিক্স-এর বই লিখতে বলেছিলাম। কিছু দূর লিখেও ছিল। তারপর কী হয়েছে কি জানি! এখনকার Matric syllabus-এ (ম্যাট্রিকের পাঠ্যসূচীতে) বোধহয় কোন science subject (বিজ্ঞানের বিষয়) নেই। তাই না?

হরিনন্দনদা—আজ্ঞে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ম্যাট্রিকে কিছু-কিছু science subject (বিজ্ঞানের বিষয়) থাকা ভাল। তা' না হ'লে দেখ না, একটা আর্টসের ছেলের কাছে যদি সায়েন্সের একটা কথা কও, সে একেবারে আকাশ থেকে পড়ে। তা' ছাড়া, দৈনন্দিন জীবনেই তো একটু সায়েন্সের প্রয়োজন হয়।

পরে উমাপদদার (বাগচী), দিকে ফিরে বললেন—

—কাজলের কেমন হচ্ছে রে? (কাজলদা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, উমাপদদা তাঁর গৃহশিক্ষক)।

উমাদা—ভালই হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল আমি তখনই বুঝব যখন তার সব জিনিসটা automatic (স্বতঃস্ফূর্ত) হ'য়ে যাবে।

রাত বেশী হ'য়ে যাওয়ায় সবাই উঠে পড়লেন এবার। শ্রীশ্রীঠাকুরভোগের সময় হ'ল।

৪ঠা আশ্বিন, সোমবার, ১৩৬০ (২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩)

সকাল ৮টা। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়ালের বারান্দায় উপবিষ্ট। অনেকে এসে বসেছেন। নিখিলদা (ঘোষ) ও হাউজারম্যানদা সামনে ব'সে কথা বলছিলেন। তাঁদের লক্ষ্য ক'রে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্যানুসরণের মতন ক'রে একখানা বই লিখলে হয়। মানুষের সমস্ত quiry (জিজ্ঞাসা)-গুলি নিয়ে তাতে deal (আলোচনা) করা থাকবে। তার মধ্যে মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় সব-কিছুই যেন পায়। আমার

দেওয়া আছে বহুৎ। কিন্তু সেগুলি ছোট ক'রে briefly (সংক্ষিপ্ত আকারে) simply (সরল ক'রে) একখানা বই বের করতে পারলে ভাল হয়।

৯ই আশ্বিন, শনিবার, ১৩৬০ (২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩)

কুমারটুলি থেকে জীবনদা নামে একটি দাদা আরো কয়েকজনকে নিয়ে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে গোল তাম্বুর বারান্দায় সমাসীন। নিজের কিছু টাকা অপব্যয় হ'য়ে যাওয়ায় জীবনদা সমস্যাপীড়িত। শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলছিলেন—ছেলেকে ব্যবসার জন্য কিছু টাকা দিয়েছিলাম। কিন্তু অন্যরকমভাবে খরচ ক'রে নষ্ট ক'রে ফেলল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছেলেমানুষ তো! টাকা হাতে পেয়েই মনে করেছে রাতারাতি বড়লোক হওয়া যাবে। কিন্তু আসলে "slow but steady wins the race" (ধীর অথচ দৃঢ় ব্যক্তিই দৌড়ে জয়লাভ করে)।

জীবনদা—আমার সাথে এই যে ডাক্তার-দা এসেছেন, ইনি বলছেন, ইষ্টভৃতি রোজ না ক'রে মাসে কিছু টাকা দিলেই তো হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টভৃতির ভয়ানক গুণ। ওটা আগন্তুক অনেক ব্যাঘাত ঠেকিয়ে দেয়। আমাদের গীতাতে আছে, ইষ্টকে না দিয়ে যে খায় সে চোর হয়। এমন-কি, আমেরিকান সাহেব জেম্স্‌-ও বলেছেন যে, এইভাবে দেওয়ার action (ক্রিয়া) অসম্ভব। ওটা করাই লাগে। ইষ্টভৃতিটা তো চাঁদা নয়, গুরুকে যা' দিত সেই বার্ষিকীও নয়। এর যে কী গুণ, তা' ঠিকমত করলেই বোঝা যায়। যখনই চলার পথে কোন ভুল হয়, তখনই বুঝতে হবে ইষ্টভৃতিতে কোন গণ্ডগোল আছেই। অত simplest (সরলতম) এবং strongest (সব থেকে শক্তিশালী) পথ আর নেই। ওটা দৈনিকই করতে হবে এবং ত্রিশ দিনের দিন পাঠিয়ে দিতে হবে।

জনৈক দাদা—আমি দৈনিক ইষ্টভৃতি করি বটে, কিন্তু ত্রিশ দিনের দিন পাঠানো হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে ঐ জায়গায় আমার গণ্ডগোল আসার পথ খোলা থাকে। আর, মাথায় বিষয় ও ব্যাপারগুলির adjustment (নিয়ন্ত্রণ) ঠিকতম হয় না। আমার বাবা ব'সে আছেন দূরে। আমি যদি ত্রিশ দিনের দিন না পাঠাই তাহ'লে তিনি যে না খেয়ে থাকবেন, এইরকম চিন্তাটি ক'রে নিলেই হয়।

উক্ত দাদা—আমার এই ইষ্টভৃতি করা নিয়ে কত লোকে ঠাট্টা করে, নানারকম propaganda (প্রচার) করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি খাই, আমি পায়খানায় যাই, এ-সব জিনিস নিয়ে মানুষ যদি propaganda (প্রচার) করে তাহ'লে তো সে জীবনধারণের উপযোগী যা' তাই

propaganda (প্রচার) করছে। এইরকম করতে-করতেই তারা একদিন বুঝতে পেরে বলে ওঠে—'ও, ও-বুড়ো যা' বলেছিল তা' ঠিকই বলেছিল।'

উক্ত দাদা—দেশের অবস্থাই এমন হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেশ দিয়ে আমি করব কী? আমি নিজে কতখানি ঠিক হয়েছি তাই দেখা দরকার।

উক্ত দাদা—ঠাকুর যদি আমার মনের বলটা বাড়িয়ে দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই পথে চলতে থাকলেই বল বাড়ে। ডাম্বেল হাতে ক'রে exercise (ব্যায়াম) করতে-করতেই গায়ের জোর বেড়ে যায়।

সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। বাইরে অবিশ্রান্ত বর্ষা হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আরও কয়েকটি বাণী দিলেন।

২০শে আশ্বিন, বুধবার, ১৩৬০ (৭ই অক্টোবর, ১৯৫৩)

শারদীয়া বিজয়া-উৎসব আগতপ্রায়। চারিদিকে কাজকর্ম্ম হচ্ছে পুরোদমে। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়ালের বারান্দায় চৌকিতে উপবিষ্ট। কাজকর্ম্মের খোঁজখবর নিচ্ছেন। প্রবোধদা (মিত্র) এসে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজ ইংরাজী কত তারিখ?

প্রবোধদা—সাত তারিখ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে তো কাম এগিয়ে এসেছে!

প্রবোধদা—হ্যাঁ, অধিবেশনের আর ঠিক বারো দিন আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর মধ্যে কি ঘর ঠিক হবিনি?

যতি-আশ্রম সংলগ্ন দীক্ষাগৃহ ও অশ্বত্থতলার একখানি বড় থাকার ঘর তাড়াতাড়ি উৎসবের আগেই শেষ করতে বলেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। সেই প্রসঙ্গেই কথা বলছেন। খগেনদাকে (তপাদার) ডেকে উৎসবের আগেই ঘরগুলির নির্ম্মাণকাজ শেষ করতে বলেছেন।

খগেনদা—এর মধ্যে হওয়া তো সম্ভব দেখি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উৎসবের আগে না উঠলে ও-ঘর দিয়ে তো কামই হবি না নে।

বেলা ৭-৪৫ মিঃ। শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরের মধ্যে এসে বসেছেন। পাটনার এক উকিল শ্রীসচ্চিদানন্দ সহায় এসেছেন। হরিনন্দনদা (প্রসাদ) তাঁকে দীক্ষা দিয়ে নিয়ে এলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দীক্ষা হ'য়ে গেছে?

শ্রীসহায়—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার সব সময় মনে হয়, আমার দ্বারা কিছু হওয়া সম্ভব নয়। আপনার কৃপায় যদি কিছু হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হবে ভাবাও ভাল না, হবে না ভাবাও ভাল না। নিজেকে দুর্ব্বল ভাবাও ভাল না, অভিমানী ভাবাও ভাল না।

"লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং কুতস্তেষাং পরাজয়ঃ।
যেষামিন্দীবরশ্যামো হৃদয়স্থো জনার্দ্দনঃ॥"

আবার আছে—

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥"

নিজেকে ইষ্টার্থে নিয়োজিত করা চাই। তাঁর মনোজ্ঞ হ'য়ে ওঠা চাই। হরিনন্দন! ওঁকে কথাবার্ত্তা ব'লে ঠিক ক'রে নাও। উনি তো পাটনায় থাকেন। পাটনায় যদি work (কাজ) করতে পারেন।

সন্ধ্যার আগে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠানে এসে বসেছেন। অজয়দা (গাঙ্গুলী), সুশীলদা (বসু), নিখিলদা (ঘোষ) প্রমুখ আছেন। স্থানীয় পাব্লিসিটি অফিসার ও তাঁর তিনজন সহকর্ম্মী শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে দেখা করতে এলেন। সুশীলদা ওঁদের বসিয়ে আগামী উৎসব-সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলছেন। কিছুক্ষণ পরে অফিসার ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন—

—আমার চাকরী করতে ইচ্ছা করে না, ছেড়ে দেব কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা ছাড়তে হ'লে পরেই আর-একটা ধ'রে তারপর ছাড়া ভাল। জোঁক যেমন একটা জায়গা ধরে তারপর আর-একটা জায়গা ছাড়ে, অমনি ক'রে জোঁকের মতন চলা ভাল।

প্রশ্ন—আমার যদি চাকরীতে থাকতেই হয়, তাহ'লে এর ভিতর-দিয়ে আমার প্রগতি সম্ভব হ'তে পারে কিনা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রগতি নির্ভর করে ব্যক্তিত্বের উপর, concentric (কেন্দ্রায়িত) হ'য়ে চলার উপর।

প্রশ্ন—Concentration (কেন্দ্রিকতা) বাড়ে কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টের প্রতি ভালবাসা যত বাড়ে, যত serviceable (সেবাপরায়ণ) হই তাঁর, ততই concentration (কেন্দ্রিকতা) বাড়ে।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে কিছুক্ষণ। উক্ত অফিসাররা এবারে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বিদায় চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা, আবার সুবিধা হ'লেই চ'লে আসবেন।

একটু-একটু হিম পড়ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর সবাইকে নিয়ে বারান্দায় এসে বসলেন। কথায়-কথায় ৮টা বেজে গেল। রেণুমা এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর রাতের খাওয়া-দাওয়ার খোঁজ নিলেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজ কী বরাদ্দ রে?

রেণুমা—আজ শুধু ভাতে ভাত, আর ও-বেলার সেই তরকারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিরকম ভাতে ভাত?

রেণুমা—এই আলু ভাতে, কুমড়ো ভাতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(সানন্দে) ওঃ, খুব ভাল।

মৃদু-মৃদু হাসছেন।

২১শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৬০ (৮ই অক্টোবর, ১৯৫৩)

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-প্রাঙ্গণে একখানা চেয়ারে এসে বসেছেন। সুশীলদা (বসু), গোপেনদা (রায়), রমেশদা (চক্রবর্ত্তী) ও আরো অনেকে আছেন। হরিনন্দনদা একটি ডাক্তারের কথা বলছিলেন। তাঁর আমেরিকায় যাওয়ার কথা হয়েছে। ইণ্টারভিউয়ের সময় তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—তিনি গীতা, রামায়ণ, মহাভারত পড়েছেন কিনা, আমেরিকায় যেয়ে অখাদ্য-কুখাদ্য খাবেন কিনা, ইত্যাদি। শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

এইসব খুব ভাল। এ-সবে মানুষের নিজের ঐতিহ্য, কুল-কৃষ্টি ইত্যাদির দিকে নজরটা আসে। আগেকার দিনের university (বিশ্ববিদ্যালয়)-ও ছিল এই আমার এখানকার মত। সেই সব university-র (বিশ্ববিদ্যালয়ের) ছাত্র ছিল উপমন্যু, উদ্দালক, আরুণি। তারা গুরুর আদেশে গরু চরাত, ক্ষেতের কাজ করত। এই করতে-করতেই সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হ'য়ে উঠল। ওগুলো আমার এত ভাল লাগে! Student (ছাত্র)-রা নিজেরাই সব কাজ দেখেশুনে করত। বাইরের থেকে কিছু impose (আরোপ) করানো হ'ত না। আমার এখানেও বাঁধন নেই, আছে সাধন। আগেকার দিনের সেই ভরদ্বাজের আশ্রম, বশিষ্ঠের আশ্রম, গৌতমের আশ্রম, কত ছিল! সেখানে প্রত্যেক student (ছাত্র)-ই ছিল teacher (শিক্ষক)। আবার, প্রত্যেক teacher-এরও (শিক্ষকেরও) attitude (মনোভাব) ছিল student-এর (ছাত্রের) মত। ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ এঁরা ছিলেন সব principal (অধ্যক্ষ)। ভরদ্বাজ ছিলেন মস্তবড় scientist (বৈজ্ঞানিক)। প্রত্যেক ঋষিরই কলেজ ছিল। কিন্তু একটা কলেজের সাথে আর একটা কলেজের কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। কোন কলেজ যদি কোন theory (মতবাদ) বের করত, আর একটা কলেজকে

তা' জানাবার জন্য student (ছাত্র) পাঠিয়ে দিত।

এরপরে মঙ্গলা-মা তামাক সেজে এনে দিলেন। তামাক খেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদার সাথে কথা বলতে-বলতে বড়াল-বাংলোর পশ্চিম দিককার মাঠে এসে বসলেন।

২৬শে আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৬০ (১৩ই অক্টোবর, ১৯৫৩)

আজ সকাল থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর বেশ খারাপ। বিকালে তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছিলেন কাশিমবাজারের মহারাজার গুরুদেব শম্ভুবাবু, যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের জনৈক অধ্যাপক ও তাঁর স্ত্রী (বেথুন কলেজের অধ্যাপিকা)। তাঁরা কথাবার্ত্তা ব'লে চ'লে যাওয়ার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়ালের বারান্দায় একখানা চৌকিতে এসে বসেন। খুব অস্বস্তি বোধ করছেন। এর মধ্যেই নিখিলদাকে (ঘোষ) ডেকে বিহারী গুরুভাইদের মধ্যে কে-কে ভাল বক্তৃতা করতে পারেন তার খোঁজখবর নিলেন। আগামী উৎসবে পাটনা থেকে কে-কে আসছেন সে-সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন।

রমণদার মা'র অসুখ করেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীদাকে ডেকে ওঁর তদ্বির ও চিকিৎসা যাতে ভালভাবে হয় তা' দেখতে বললেন। মায়া মাসীমা বলছিলেন—রমণের মা যে তাঁবুটার মধ্যে থাকে, সেটার মধ্যে উৎকট গন্ধ, কাছে যাওয়া যায় না, ভারি নোংরা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও বলে যে ওরা খাঁটি বৈশ্য। কিন্তু খাঁটি বৈশ্যরা কী ক'রে এমন নোংরা থাকে কি জানি। আমি এই হরিপদদের (সাহা) বাড়ীতে গিয়েছিলাম। বাপ রে! ওরা কত ছিমছাম। পায়খানায় যাওয়ার জন্য আলাদা কাপড়। কাচা কাপড় ছাড়া কেউ রান্নাঘরে ঢুকতে পারত না। সেখানেও তোমার মত এক বুড়ি ছিল। অনাচার দেখলেই সে একেবারে পেল্লায় কাণ্ড করত।

২৮শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৬০ (১৫ই অক্টোবর, ১৯৫৩)

আশ্বিন মাস শেষ হ'য়ে এল। আজ মহাসপ্তমী। একটু ঠাণ্ডা বোধ হয় সকালের দিকে। শ্রীশ্রীঠাকুর পাতলা একটা জামা গায়ে দিয়ে বড়ালের বারান্দায় বসে আছেন। দেওঘর বাজারে মাদারদার (কুণ্ডু) কাপড়ের দোকান। তাঁকে কয়েকখানা বেনারসী শাড়ী নিয়ে আসতে বলেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। মাদারদা যথাসময়ে শাড়ী-সহ এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেবাদিকে দেখিয়ে বললেন—

—ওর কোন্‌খানা মানায় দেখ্ তো!

যেখানা মানাতে পারে, এমন একটা কাপড় মাদারদা সেবাদির হাতে তুলে দিলেন।

তিতিরদিকে ডেকে তাকেও ঐভাবে একখানা কাপড় দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

বেলা ১০টা বাজে। শ্রীশ্রীঠাকুর দালানের ঘরে এসে বসেছেন। নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলছে। একপাশে সেবাদি একটা মগ নিয়ে জল আনতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ হাত থেকে মগটা প'ড়ে যেয়ে ঝন ঝন ক'রে বেজে উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুর সেইদিকে তাকিয়ে বললেন—

—ঐ যে হাত থেকে অমনভাবে প'ড়ে গেল, আমার কর্ত্তামা যদি থাকত তাহ'লে একেবারে চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করত। কর্ত্তামা বড়বৌকেও কত শাসন করিছে।

আজকাল রোজই বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর ডিগরিয়া পাহাড়ের দিকে খোলা মাঠে বেড়াতে যাচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের গাড়ীটা পূজ্যপাদ বড়দা নিজে চালান। সাথে আরো দু'তিন খানা গাড়ী থাকে। আজও বিকালে যাওয়া হ'ল। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), সুশীলদা (বসু), প্রফুল্লদা (দাস), নিখিলদা (ঘোষ) প্রমুখ সাথে আছেন। পাহাড়ের কাছে একটা মাঠে সতরঞ্চ বিছানো হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিছানাকে ঘিরে সকলে বসেছেন। কথাবার্ত্তা চলছে। প্রফুল্লদা সব লিখে নিচ্ছেন। রেল-লাইন কাছেই ছিল। সন্ধ্যার কাছাকাছি একখানা ট্রেণ যেতে দেখেই শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে ব'লে উঠলেন—

—কেষ্টদা! সুশীলদা! ঐ দেখেন, একখানা গাড়ী যাচ্ছে।

ট্রেণটা যতদূর দেখা যায়, ততদূর পর্য্যন্ত তাকিয়ে রইলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তারপর বলছেন—

—কেষ্টদা! আপনার গাড়ী দেখতে ভাল লাগে না?

কেষ্টদা—হ্যাঁ, গতি আছে ব'লেই বোধহয় চলন্ত গাড়ী দেখতে ভাল লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই আমার মনে হয়, সত্তার একটা liking-ই (চাহিদাই) হচ্ছে গতি-সম্বেগ।

দু'খানা মোটর-কার কেনার কথা বার-বার বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর—

—কেষ্টদা! দু'খানা গাড়ী আমাকে কিনে দেন দাদা! (বড়দাকে) বড় খোকা! হিলম্যান হোক, মরিস হোক, হিন্দুস্থান হোক, যাই-ই হোক, দু'খানা গাড়ী আমাকে কিনে দাও বাবা!

প্রায় সাতটার সময় আশ্রমে ফিরে আসা হ'ল। ফিরে এসেও শ্রীশ্রীঠাকুর ভুপেশদা (দত্ত) ও জ্ঞানদাকে (গোস্বামী) ডেকে দু'খানা গাড়ী তাড়াতাড়ি কিনতে বললেন।

আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর ভালই আছে। প্রসন্ন আননে সবার সাথে কথাবার্ত্তা বলছেন। ওয়েস্ট-এণ্ডের মন্দিরে সন্ধ্যারতির পরে কীর্ত্তন হচ্ছে। সেইদিকে লক্ষ্য ক'রে—

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাঁচনটা খেয়ে আমার শরীরে এত স্ফূর্ত্তি লাগছে যে, ঐরকম কীর্ত্তন করতে ইচ্ছে হ'চ্ছে।

এই ব'লে দু'হাত দিয়ে নিজের হাঁটু দুটি কিছুক্ষণ বাজালেন। তাঁর এই আনন্দিত ভাব দেখে সবাই খুব খুশি। একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর গুন-গুন ক'রে কী একটা গান করছিলেন। পরে বললেন—

—আমার শরীর একটু ভাল থাকলেই খুব স্ফূর্ত্তি লাগে। আজকাল আবার একটু-একটু গানও বেরোয়। আমার মনে হয়, আমার শরীরটা যদি ঠিক থাকে তাহ'লে এখনও বোধহয় ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রবের পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর হরিদাসদাকে (সিংহ) ছয়খানা শাড়ী আনতে বলেছিলেন বাজার থেকে। সুশীলদাকে সাথে ক'রে নিয়ে যেয়ে শাড়ী কিনে আনলেন হরিদাসদা। শ্রীশ্রীঠাকুর বিছানার উপরে রেখে হাত দিয়ে দেখছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওঃ, খুব ভাল মাল হয়েছে। কাপড়-চোপড় বা এই জাতীয় জিনিস কিনতে স্মরজিৎ (ঘোষ) আর সুশীলদা খুব expert (দক্ষ)।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর সেবাদি, তিত্তিরিদি ও মংলীদিকে ডাকতে বললেন। ওরা এলে প্রত্যেককে দু'খানা ক'রে কাপড় দিয়ে অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে হাত নেড়ে ব'লে উঠলেন—

—যাঃ, একেবারে ফতুর।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বলার কায়দায় সবাই হেসে অস্থির।

২৬শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৬০ (১২ই নভেম্বর, ১৯৫৩)

"নিভৃত-কেতন" নামে যে কাঠের ঘরটি নতুন তৈরী হয়েছে, শ্রীশ্রীঠাকুর আজকাল সেখানেই থাকেন। তাঁর পিঠে একটা ফিক ব্যথা হয়েছে ইদানীং। তার জন্য একটু কষ্ট পাচ্ছেন। সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। কাছে লোকজন কম। মায়েদের মধ্যে দু'চারজন আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—এক দাদা চিঠি লিখেছেন। তিনি একটা জমি কিনেছেন বাড়ী করার জন্য। কিন্তু সেই জমির উপরেই একটা মা-কালীর ঘর ছিল। এখন সেখানে বাড়ী করবেন কিনা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে যতটা জমি কিনেছে, তার মধ্যে যে-জায়গাটাতে মা-কালীর ঘর ছিল, সেখানে মণ্ডপ-ঘর তৈরী ক'রে রেখে বাকী জমিটাতে বাড়ী করতে পারে।

কথাপ্রসঙ্গে বললেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষকে দিয়ে-দিয়ে একেবারে জখম ক'রে ফেলা যায়। পরে উঠে আর যোগ্যতা অর্জ্জন ক'রে ধানের ভাত খেতে হয় না।

হরিনন্দনদা (প্রসাদ) এক উকিল ভদ্রলোককে নিয়ে এলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কিভাবে সুগতি হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুগতি হওয়াতে হ'লে সুকেন্দ্রিক হওয়া চাই। আর, সুকেন্দ্রিক হ'তে গেলেই দীক্ষার প্রয়োজন। আমরা যে যেমনই হই না কেন, প্রত্যেকে শুভই চাই। সবার সত্তার ভিতরেই আছে সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্। আগে আমাদের প্রথা ছিল, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরও পাঁচ বছরেই দীক্ষা হয়ে যেত। দীক্ষিত হ'য়ে নিয়মমত ক'রে চললে ভিতরের শুভটা জাগ্রত হয়। সেই custom-টা (প্রথাটা) এখনও ধ'রে রাখা হয়েছে উপবীতের ভিতর-দিয়ে।

হরিনন্দনদা—যার বিহিত সময়ের মধ্যে দীক্ষা হয়নি, তার তো সেজন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সদ্গুরু যে পায় তার সব প্রায়শ্চিত্ত হ'য়ে যায়। কারণ, তখন ঐ ইষ্টকেন্দ্রিক চলনার ভিতর-দিয়ে tradition (ঐতিহ্য)-গুলি re-established (পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত) হয় আস্তে-আস্তে। এই হ'লেই সে সবটা বোঝে এবং তেমনি রকমে পরিবার-পরিজন সকলকেই চালাতে পারে।

প্রশ্ন—সংসারে শান্তি কিভাবে পেতে পারি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতাকে যত ভালবাসবে, ততই শান্তি পাবে। আর, শান্তি মানে স্তব্ধ হয়ে যাওয়া নয়, বরং সব অবস্থাতেই সমভাব রক্ষা ক'রে চলা।

এর পরে ওঁরা বিদায় গ্রহণ করলেন।

১৮ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৬০ (৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৫৩)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর নিভৃত-কেতনের পূবের দিকের বারান্দায় এসে বসেছেন। অল্প-অল্প শীত পড়েছে। পাতলা জামার উপরে পাতলা একখানা চাদর গায়ে দিয়ে ব'সে আছেন তিনি। তাঁর ডান দিকে মেঝের উপরে একখানা সতরঞ্চি পেতে পূজনীয় কাজলদা ব'সে আছেন। স্কুল ফাইন্যালের টেষ্ট পরীক্ষা দিতে আজ কাজলদাকে বর্দ্ধমান যেতে হবে। সকালে বাবার কাছে এসে বসেছেন। তাঁর কোন্ বিষয়ে প্রস্তুতি কেমন হয়েছে, শ্রীশ্রীঠাকুর সেই সব কথা জিজ্ঞাসা করছেন। কাছে নিখিলদা (ঘোষ), সুশীলদা (বসু), রেবতী (বিশ্বাস) প্রমুখ আছেন।

রত্নেশ্বরদাকে (দাশশর্ম্মা) লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—মানুষের make-up (সংগঠন) এমনতরই থাকে, যা' দেখে তার characteristics (চরিত্রলক্ষণ) determined (নির্দ্ধারণ) করা যায়। কতকগুলি flow of activities-এর (কর্ম্মপ্রবাহের) ভিতর-দিয়ে আপনি determined (নির্দ্ধারিত) হ'য়ে আছেন।

যেমন, শকুন্তলাকে দেখে দুষ্মন্তের তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা হ'ল। কিন্তু অন্তরে সে এতখানি determined (নিশ্চিন্ত) আছে যে, যেহেতু তার ক্ষত্রিয়-মন শকুন্তলার দিকে আকৃষ্ট হয়েছে, অতএব শকুন্তলা নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ-কন্যা নয়। কারণ, তার মন কখনও অন্যায় দিকে ঝুঁকতেই পারে না। আপনার যা' characteristics (চরিত্র-লক্ষণ) তা' আপনার ছাওয়ালের ভিতর-দিয়ে flow করতে (প্রবাহিত হ'তে) পারে। Father-element (পিতৃধারা) ও mother-element (মাতৃধারা) যদি সৎসঙ্গতিসম্পন্ন হয়, তবেই এটা হওয়া সম্ভব।

রত্নেশ্বরদা—তাহ'লে গুরুকরণ বা সাধন-ভজনের কী প্রয়োজন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে, তিনি না হ'লে তো আমার evolution (বিবর্ত্তন) হবে না।

রত্নেশ্বরদা—কিন্তু মূলতঃ আমার সত্তায় যা' আছে তার বেশী তো হ'তে পারবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো সোজা কথা না। একটা বীচির মধ্যে যদি অত বড় একটা বটগাছ থেকে থাকে, তবে আপনার সত্তার ভিতরেও যে কী probability (সম্ভাব্যতা) থাকতে পারে, তা' কে জানে ?

এই সময় শ্রীশ্রীবড়মা বাটিতে ক'রে একটু ছানা-মুড়ি মেখে এনে শ্রীশ্রীঠাকুরকে খাইয়ে গেলেন। জল-টল খেয়ে সুপারি মুখে দিয়ে বসলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

জনৈক দাদা—ঠাকুর! নারদ ঋষি যে প্রহ্লাদকে দীক্ষা দিলেন, তিনি কি ঋত্বিক্ ছিলেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' জানি না। দীক্ষা সকলেই, মানে ব্রহ্মজ্ঞ হ'লেই দিতে পারে।

প্রফুল্লদা (দাস) 'আলোচনা-প্রসঙ্গে' কিছুটা অংশ প্রস্তুত ক'রে নিয়ে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি নিয়ে সেটুকু প'ড়ে শোনালেন। শোনার পরে চুনীদাকে, (রায়চৌধুরী)—

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেমন হয়েছে ?

চুনীদা—এ লেখা একেবারে জীবন্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের রুচিটাকে developed (উন্নত) ক'রে becoming-এর (বর্দ্ধনার) দিকে নিয়ে যায় যে লেখা, সেই লেখাই তো আসল লেখা।

কিছুক্ষণ পরে একটি দাদা এসে জিজ্ঞাসা করলেন—আমি ব্যবসা করতাম। কিন্তু সংসারটাকে কিছুতেই ঠিক করতে পারছি না। বড় অভাব। কী করি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল ক'রে ব্যবসা কর। মূলধনে হাত দিও না। যদি কিছু পার তো মূলধনে সঞ্চয় করবে। লোকের সাথে কথার খেলাপ করো না। সবার সাথে

সদ্‌ব্যবহার ক'রো। আর, বাকী দিও না। বাকী দিলেই মুশকিল হ'য়ে পড়বে। অল্প মূলধন নিয়েই আরম্ভ কর, সাথে-সাথে এই নিয়মগুলি মেনে চলো।

এর পরে সুশীলদা ও ছোটমা এলেন। তাঁদের সাথে কাজলদার থাকা, খাওয়া, পরীক্ষা দেওয়া ইত্যাদি নিয়ে কথাবার্ত্তা কইতে লাগলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

২২শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৬০ (৮ই ডিসেম্বর, ১৯৫৩)

আজকাল প্রায়ই দুপুরের পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর খারাপ হয়। আজও হয়েছে। বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুপুরবেলায় খেয়ে ওঠার পর থেকেই আমার শরীরটা এত খারাপ হয় যে তা' আর বলার নয়। আজ একটু যেন বেশী খারাপ লাগে।

নিভৃতকেতন থেকে বেরিয়ে বড়াল-বাংলোর পশ্চিম দিকের মাঠে বেড়াতে গেলেন। সাথে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), পঞ্চাননদা (সরকার), হাউজারম্যানদা প্রমুখ আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের তামাকের সরঞ্জাম, জল, পিকদানী প্রভৃতিও সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মাঠে বসার পরে কাঁচরাপাড়ার রেলওয়ে মেডিক্যাল অফিসার সপরিবারে দেখা করতে এলেন। প্রণাম করে ব'সে বললেন—

আমার স্ত্রীর তিন বছর যাবৎ ঘুমই হয় না। কী করব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অশ্বগন্ধার মূল শুকিয়ে গুঁড়ো ক'রে ভাল গাওয়া ঘি ও চিনি মিশিয়ে সিকি পরিমাণ ক'রে প্রতিদিন খাইও। রাতে শোবার সময় একবার ক'রে খেলেই হবে। আর, সাথে-সাথে ভাল ক'রে ভগবানের নাম-টাম করা লাগে।

প্যারীদা উক্ত ভদ্রলোকের কাছে এগিয়ে এসে ওষুধটার ব্যাপার আরো ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলেন।

জনৈক দাদা—আমি নানা অসুবিধায় জড়িয়ে পড়েছি। চাকরীক্ষেত্রে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারছি না। পোষ্য অনেক। পাঁচ-ছয়টি ছেলে। কিন্তু সব কয়টি অপোগণ্ড। একজনও আমার কথা শোনে না। পারিপার্শ্বিকের সাথেও মনোমালিন্য। কী যে করব বুঝতে পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুনিয়ায় চলতে হ'লে পরেই আমার যোগ্য হওয়া লাগবে, উপার্জ্জন করা লাগবে, শক্ত হ'য়ে দাঁড়ানো লাগবে। মানুষকে ভালবাসা লাগবে। মানুষকে ধাপ্পা দিয়ে চলা ভাল না। তাদের profitable (লাভজনক) ক'রে তোলা চাই। এই যে দেখ আমি এখানে আছি। আমার কী আছে ? তোমরা দেও, তাই খাই। মানুষই আমার সম্বল। সকলে যাতে ভাল থাকে তাই ক'রে যাবে। আর, ছেলেদের

পিতৃভক্ত ক'রে তোলা চাই। নিজে ঠিকমত চল। ছেলেরা আপনা থেকেই ঠিক হ'য়ে উঠবে। কাম কর, স্ফূর্ত্তি ক'রে চল। লেগে যাও।

উক্ত দাদা—ছেলেদের এত ক'রে বলি। তাদের প্রতি আমার ভালবাসাও আছে। তবুও তারা কিছু করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছেলেদের ভালবেসে তাদের যোগ্য ক'রে না তুলতে পারলে তো হবে না। বেশী চিন্তা ক'রো না। যা' বললাম সেইভাবে কাম কর।

অপর এক দাদা—আমি গয়া থেকে মায়ের পিণ্ড দিয়ে আসছি। মায়ের জন্য মন বড় উতলা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিক-ঠিক মাতৃভক্ত যে, সে গুরুভক্ত, ইষ্টভক্ত হ'য়েই ওঠে। যেমন শিবাজী ছিল। সে মাতৃভক্ত ছিল, কিন্তু রামদাসভক্তও ছিল, যে-পরাক্রমে সে অত বড় সম্রাট আওরঙ্গজেবকেও গ্রাহ্য করল না।

উক্ত দাদা—সংসারে বড় অভাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাই-নাই ভাবতে নেই। মানুষের ক্ষতির কারণ হ'য়ো না। সবার ক্ষতিকে উদ্ধার করবার জন্য চল।

সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছিল। এখন বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। তাই, আর না ব'সে উঠলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। নিভৃতকেতনের বারান্দায় একটু জিরিয়ে ঘরে যেয়ে শুলেন। প্যারীদাকে ডাকলেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই প্যারী! দেখ্ তো পটল বায়ুনাশক কিনা?

প্যারীদা বইপত্র ঘেঁটে বললেন—পটলের অশেষ গুণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে যা, বড় বৌকে ক'য়ে আয়, আজ শুধু পটল খাব। পটল ভালভাবে পুড়িয়ে যেন খাওয়ায়।

প্যারীদা শ্রীশ্রীবড়মাকে বলতে চ'লে গেলেন। ইতিমধ্যে প্রকাশদা (বসু) সামনে এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই প্রকাশ! আমাকে রোজ পটল খাওয়াতে পারিস?

প্রকাশদা সানন্দে সম্মতি জানিয়ে পটলের খোঁজে বেরোলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কলকাতা ও বর্দ্ধমানে ফোন ক'রে পটল পাঠাতে বললেন। সেইভাবে ফোনে জানানো হ'ল।

১৮ই মাঘ, সোমবার, ১৩৬০ (১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪)

বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে অবস্থিত গোল তাম্বুটি ভেঙ্গে চারকোণা এবং অনেকটা প্রসারিত ও উঁচু করা হয়েছে। আজ সকালে দিন দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীবড়মার সাথে ঐ

ঘরে প্রবেশ করেছেন। কিছুক্ষণ ওখানে ব'সে একটু গল্প ক'রে যতি-আশ্রমের সামনে পেয়ারাতলায় এসে বসলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। এখানে আজকাল মাঝে-মাঝে সকালে-বিকালে এসে বসছেন। চাঁদোয়া খাটিয়ে, চৌকি পেতে জায়গা ক'রে রাখা হয়েছে। সকালের রোদটা বেশ চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। ভক্তবৃন্দ একে-একে এসে চৌকির চারপাশে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), জনার্দ্দনদা (মুখাজ্জী), বিহারের জনৈক শর্ম্মাদা প্রমুখ আছেন। ইতিমধ্যে আমেরিকা থেকে জন মাইকেল নামে নবাগত এক সাংবাদিক ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন। প্রথমেই জানতে চাইলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর কেমন আছে। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি নিয়ে কিছু প্রশ্ন করতে লাগলেন।

কেষ্টদা অনুবাদ ক'রে বলতে লাগলেন সবটা।

মাইকেল—আপনার ভাবধারা কি শুধু সৎসঙ্গেরই উন্নতি করবে, না সমস্ত দেশের উন্নতি করবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, সমস্ত দেশেরই উন্নতি করবে।

মাইকেল—আপনার এই message (বার্ত্তা) সবাই কিভাবে জানতে পারবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জানতে পারবে through man and through activities (মানুষ এবং কর্ম্মধারার মধ্য-দিয়ে)।

মাইকেল—ঠাকুরের এই সমস্ত শিক্ষার উৎসটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা existence-কে (সত্তাকে) ভালবাসি। বাঁচতে চাই, বাড়তে চাই। এই হ'ল innate hankering (অন্তরের বাসনা)। আর, বাঁচতে হলেই চাই God (ঈশ্বর), নিজের এবং পারিপার্শ্বিকের adjustment (নিয়ন্ত্রণ)।

কেষ্টদা—কিন্তু এর উৎস কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Existence-ই (সত্তাই) উৎস।

মাইকেল—এটা কি ঠিক যে, ঠাকুর নিজের জীবনে যা' বোধ করেছেন তাই বলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যা' directly feel (প্রত্যক্ষভাবে বোধ) করি তাই বলি। কারণ, আমি লেখাপড়া ভাল জানি না।

মাইকেল—এই জ্ঞান লাভ করার পথ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পথ হ'ল concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়া। আর, তা' নিজের ভিতরে হ'লে হবে না। আমার বাইরে একজন কেউ থাকা চাই। যেমন ক্রাইষ্ট (যীশুখৃষ্ট) আছেন। তাঁতে আমার concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'তে হবে। আর, ঐভাবে concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়ার ভিতর-দিয়েই পাওয়া যাবে পথ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

কেষ্টদা মাইকেলকে কথাগুলি ভাল ক'রে ব্যাখ্যাসহকারে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। মাইকেল শুনে-শুনে চিন্তা করছেন। তারপর—

মাইকেল—তাহ'লে জীবন্ত ইষ্ট ছাড়া পথ পাওয়া যাবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাওয়া সম্ভব নয়। তাই আমার বাইবেল খুব ভাল লাগে। ঐ যে বাইবেলেই কী আছে—I am the way, the truth, the life (আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন)।

মাইকেল—আর্য্য বলতে ঠাকুর কী বোঝেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাঁরা culture-এর (কৃষ্টির) পথে ক্রমাগত advance ক'রে (এগিয়ে) চলেছেন।

মাইকেল—ঠাকুরের কথাগুলি আমেরিকার পক্ষে কেমনভাবে প্রযুক্ত হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাদের existence (অস্তিত্ব) নিয়ে থাকতে হয়, তাদের জন্য যেখানে যেমনভাবে লাগে তাই লাগাবে।

মাইকেল—আমি এইসব কথার দ্বারা ঠাকুরের অসুবিধা করছি না তো?

কেষ্টদা—না-না।

মাইকেল—ক্লান্তিকর বহু কর্ম্মের দ্বারা আমরা আজ মৃতপ্রায় হ'য়ে পড়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Unbalanced (সমতাবিহীন) হ'লেই অমনতর হয়। আমাদের activity (কর্ম্ম) এমন হওয়া চাই যা' being-কে (সত্তাকে) সমর্থন করে। সেইজন্য concentric activity (সুকেন্দ্রিক কর্ম্ম) চাই।

মাইকেল—ঠাকুরের কথা শুনতে-শুনতে আমার বাইবেলের সেই কথাটি মনে হচ্ছে যে, একজন মানুষ যদি তার আত্মাকে হারায় তবে সমস্ত পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য দিয়েও তার কিছু লাভ হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিক কথা। আমরা concentric যদি না হই, তাহলে আমাদের life-urge-টা (জীবনসম্বেগটা) বাইরের impulse-এর (সাড়ার) আঘাতে dissipated হ'য়ে (ছড়িয়ে-ছিটিয়ে) যায়। তা' তখন আর becoming-কে (বর্দ্ধনাকে) fulfil (পরিপূরণ) করে না, disintegrated (ভগ্ন-ভগ্ন) হ'য়ে যায়। কিন্তু যদি আমরা concentric (সুকেন্দ্রিক) হই তাহ'লে আমাদের nerve (স্নায়ু)-গুলিও concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'য়ে integrated (সংহত) হ'য়ে ওঠে।

মাইকেল—হাউজারম্যানের কাছে শুনে আমার মনে হয়, ঠাকুরের কথা আমেরিকার পক্ষে খুব বেশী প্রয়োজনীয়। সেখানে এ জিনিস নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের অস্তিত্বের ক্ষুধাই এগুলিকে নিয়ে যাবে। মানুষ বাঁচতে

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

চায়, বাড়তে চায়। জীবনকে সে ভালবাসে। এই সত্তা যেমন ক'রে পরিপোষিত হয় সেই রকমগুলিই তার ভাল লাগে।

মাইকেল—আমাদের দেশে তথাকথিত কম্যুনিজম্-এর দ্বারাও অনেকে আক্রান্ত হ'য়ে পড়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে ism-ই (বাদই) হোক, existence-ism is the best 'ism' (সত্তাবাদই শ্রেষ্ঠ বাদ)। কাউকে ধাক্কা না দিয়ে যদি আমাদের এই সত্তার কথা বলি, তাহলে বোধহয় সকলেরই ভাল লাগবে।

মাইকেল—আমার আবার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হচ্ছে—বিশেষ ক'রে আমেরিকায় এটা কোন্ উপায়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে?

কেষ্টদা—ঠাকুর প্রথমেই এর উত্তর দিয়েছেন—through man and through activity (মানুষ এবং কর্ম্মের মধ্য-দিয়ে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Christ-এর (খ্রীষ্টের) বারো জন মানুষ ছিল দেখা যায়। যা' করার তারাই করেছিল।

মাইকেল—আমেরিকা থেকে অনেকে এসেছেন এখানে, এই ভাবধারায় অনুপ্রাণিতও হয়েছেন। কিন্তু নিজে অনুপ্রাণিত হওয়া এক কথা, আর এর প্রচার করা আর এক কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চেষ্টা করলেই পারা যায়। করতে গেলে হয়তো মানুষ ঠকে, ধাক্কা খায়, কিন্তু urge (সম্বেগ) থাকলেই ঠেলে ওঠে। University-তে (বিশ্ব-বিদ্যালয়ে) সকলেই পড়তে পারে। কিন্তু যার যতখানি urge (সম্বেগ) সে ততখানি শেখে।

ইতিমধ্যে স্থানীয় কাহার-ভাই ভোলানাথ একটি ঝাঁকা মাথায় ক'রে এসে দাঁড়াল।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—ও কী রে?

ভোলানাথ—বাবা, আপনার জন্যে চাল এনেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা, দিয়ে আয় গে।

মাইকেল—অরবিন্দ, বিবেকানন্দ এঁদের শিষ্যরা সব আমেরিকায় আছেন। তাঁদের কী ক'রে বোঝাব যে, ঠাকুরের মিশনটাই সর্ব্বপরিপূরক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কথা যারা বুঝবে, তারা সেগুলি ঠিক প্রচার করতে পারবে। আগে নিজের বোধে সবটা আসা চাই। পল্ নাকি প্রথম জীবনে Christ-এর (খ্রীষ্টের) against-এ (বিরুদ্ধে) ছিল, পরে সে-ই আবার Christ-এর (খ্রীষ্টের) গভীর ভক্ত হ'ল। এমনি ক'রে Christ-এর (খ্রীষ্টের) কথা যেখানে-যেখানে নেওয়া হ'য়েছে, সেখানেই তাঁর কথা অনেকে বুঝেছে।

মাইকেল—তাহ'লে ঠাকুরের কথা প্রতিটি ব্যক্তির মধ্য দিয়েই সঞ্চারিত হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তাই আশা করি এবং হবে তার খাদমাফিক।

বেলা ১০টা বাজে। এবার মাইকেল বিদায় নিচ্ছেন। সমবেত সকলকে 'thank you' (ধন্যবাদ) জানিয়ে উঠলেন। জনার্দ্দনদা, শর্ম্মাদা প্রমুখ ওঁকে সাথে ক'রে নিয়ে হরিনন্দনদার যাজন-চৌকির দিকে গেলেন। একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুরও তামাক খেয়ে স্নানে গেলেন।

২৬শে মাঘ, মঙ্গলবার, ১৩৬০ (৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪)

আজকাল রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাম্বু-ভেঙ্গে-গড়া নতুন ঘরখানিতেই থাকেন। সকালে পূবের বারান্দাতে বসেন। আজও বসেছেন। সামনের প্রাঙ্গণে সকালের রোদ বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। ৭টা বেজে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সুশীলদা (বসু), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), হরিপদদা (সাহা) প্রমুখ আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আজকাল অনেক বাণী দিচ্ছেন। মোট ৬০০০ বাণী দেবেন বলেছেন, সেই কথা উল্লেখ ক'রে সুশীলদাকে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—৩০০০-এর ১০০ পুরে গেল। আর যেন ২০০ কত আছে। কিন্তু এই এত লেখার মধ্যে আগাগোড়া একই কথা। (একটু থেমে) প্রথমদিকের সত্যানুসরণ একখানা জোগাড় করতে পারেন কিনা দেখেন। ওতে বোধ হয় 'অসৎ-নিরোধী' কথাটা নেই।

সুশীলদা—না থাকলেও ওটা যুক্তিপূর্ণভাবেই এসে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসে, কিন্তু explicitly (পরিষ্কারভাবে) নেই।—আমার লেখা একরকমের হয়তো অনেক আছে, কিন্তু প্রত্যেকটারই aspect (বিষয়ের দিক) আলাদা।

সামনের প্রাঙ্গণে একটা কুকুর তার বাচ্চাকে নিয়ে খেলা করছে। বড়টা বাচ্চাটাকে আক্রমণ করছে, চিৎ করে ফেলছে, আবার তাকে ওঠার সুযোগ দিচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুক্ষণ তাকিয়ে ঐ খেলা দেখে বলছেন—

—How to resist against attack (আক্রমণের বিরুদ্ধে কিভাবে প্রতিরোধ করতে হয়)—তাই শেখাচ্ছে।

২রা ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৬০ (১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪)

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর মাঠের দিক দিয়ে একটু ঘুরে বেড়িয়ে এলেন। সন্ধ্যার আগে নতুন ঘরের বারান্দায় এসে বসেছেন। হরিনন্দনদা (প্রসাদ) ভাগলপুর থেকে

আগত কয়েকজন ভদ্রলোককে নিয়ে এলেন। তাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন—

প্রশ্ন—আচ্ছা, গীতায় যে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ", সেখানে সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ করার কথা বললেন কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তির ধর্ম্ম আছে, তারপর বহুনৈষ্ঠিক হ'য়ে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করা আছে। এই যা'-কিছু পরিত্যাগ ক'রে তুমি আমার দেওয়া নীতিগুলি পালন কর, তবে আমি তোমাকে উদ্ধার করব। এই হল ওর অর্থ। আবার, এমনটা হ'তে গেলেই আমাদের concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়া লাগবে। ওতে আমাদের complex (প্রবৃত্তি)-গুলি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হবে। এর ভিতর-দিয়ে আমাদের বোধি বেড়ে যাবে, মুক্তি হবে।

প্রশ্ন—ভগবানের আত্মাই যখন আমাদের মধ্যে, তখন তা' কলুষিত হয় কী ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মা যখন প্রবৃত্তি-অভিভূত হয়, তখনই হয় শাতন। আত্মা হচ্ছে অত্-ধাতু, মানে motive power (চালক শক্তি)। আমার এই আত্মা দিয়ে ভগবানকে ভালবাসলে তবেই আমার লাভ।

প্রশ্ন—তাহ'লে প্রধান জিনিসই হল কর্ম্ম করা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, কর্ম্ম করা ঠিকই। কিন্তু ভক্তি না থাকলে কর্ম্ম সুষ্ঠু হয় না। ভক্তি ছাড়া কর্ম্ম disintegrated (সংহতিহারা) হ'য়ে যায়। ভক্তি নিয়ে আসে জ্ঞান। যেখানে love (ভালবাসা) সেখানেই lore (জ্ঞান)। আমরা যখন ভগবানকে ভালবাসি, তখনই আমাদের লাভ হয়। নিজে যদি নিজেতে concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়ার চেষ্টা করি তাতে ফয়দা খুব বেশী নেই। তাঁতে concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়া লাগবে।

হরিনন্দনদা ঐ ভদ্রলোকদের সাথে আলাপ করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। সেইদিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—হরিনন্দন খুব ভাল, কেমন সুন্দর কথা বলে।

এরপর ওঁরা প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

৮ই ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৬০ (২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪)

নতুন ঘরের পূবের বারান্দায় শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্ব্বাস্য হ'য়ে সমাসীন। বিশ্বম্ভরদা (প্রামাণিক) এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের দাড়ি কামিয়ে দিলেন। প্যারীদা (নন্দী) শ্রীশ্রীঠাকুরের রক্তের চাপ ও নাড়ীর গতি পরীক্ষা ক'রে বসলেন কাছে। সকাল ৭টা। কাছে ননীদা (চক্রবর্ত্তী), নিখিলদা (ঘোষ), সুশীলদা (বসু), রত্নেশ্বরদা (দাসগুপ্ত),

হরিপদদা (সাহা) প্রমুখ আছেন। বালেশ্বর থেকে সুশীলদা (দাস) আজ সকালে এসে পেঁছেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কাছে ওদিককার কাজকর্ম্মের খবর জিজ্ঞাসা করছেন।

সুশীলদা—ওখানকার কয়েকজনের সাথে আলাপ হ'ল। তারা ত্যাগের আদর্শ বোঝে না, ভোগ করাটাই বোঝে। কিন্তু ভারতে তো ত্যাগেরই মর্ম্ম ঘোষিত হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ত্যাগ কিন্তু আমাদের আদর্শ নয়। ভোগের জন্যই ত্যাগ। কারণ, becoming (বর্দ্ধনা) যখন চাই তখন ভোগই চাই। ত্যাগটা হ'ল secondary (গৌণ)। আবার দেখ, সাততলা বাড়ীতে থাকলেও আমার অসুবিধা হবে না যদি ঐ বাড়ীখানা আমার being and becoming-এর (অস্তিত্ব ও বর্দ্ধনার) পরিপন্থী না হয়। আবার, এর মধ্যে আর একটা জিনিস আছে। যদি তুমি minimum-এর (কমের) ভিতর accustomed (অভ্যস্ত) হ'তে পার তাহ'লে maximum (বেশী) পেলেও তোমার অসুবিধা হবে না। ত্যাগ তাই করব, যা' নাকি আমাদের বেঁচে থাকা ও বেড়ে ওঠার অন্তরায়। তাই, আমার মনে হয়, সকলকেই capitalist (ধনবান) ক'রে তোল। তা' না হ'লে আমার সুখ হবে না। আমার বাড়ার ভিতর-দিয়ে যদি আমার উপভোগ হয় তবে আমার পরিবেশ কিসে বর্দ্ধনমুখর হয়, আমি তারও চেষ্টা করব। আবার, ঐ minimum-এর মধ্যে থাকতে অভ্যাস করলে maximum (বেশী) তো সামনে আছেই। আমার enjoyment-ই (উপভোগই) হচ্ছে স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনা। যা' খেয়ে আমার স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনা আমি হারাই তা' আমি খেতে যাই কেন? এমন কোন অসত্য যদি থাকে, যা' সপারিপার্শ্বিক তোমার সত্তার পরিপোষণী, লাখ অসত্য হলেও তা' সত্য। আবার, এমন যদি কিছু থাকে যাতে সপারিপার্শ্বিক তোমার ধৃতি বজায় থাকে তা' লাখ অধর্ম্ম হলেও ধর্ম্ম'ই।

রত্নেশ্বরদা—তা' আবার অধর্ম্ম হয় কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—লোকচক্ষুতে। আবার, সদাচার মানেও তাই। সদাচারের প্রথমেই আছে সৎ, অর্থাৎ জীবন-বৃদ্ধি। যে-আচারে তুমি বাঁচতে পারবে, বাড়তে পারবে, তাই-ই সদাচার।

সুশীলদা—মনের দারিদ্র্য খুব বেশী দেখা যায় আজকাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনের দারিদ্র্য থাকলেই হয় মুশকিল। মনের দারিদ্র্যওয়ালা মানুষদের যোগ্যতা নেই, কিন্তু প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজন হয়তো সে মেটাতে পারছে না। তাতে তার ধারণা হ'য়ে আসে সব মানুষ বুঝি শোষক। আসলে তার যোগ্যতাহীনতাটাই যে তার না-পাওয়ার কারণ, তা' সে বুঝতে চায় না।

এরপরে শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদাকে তাঁর জিনিসগুলি সাবধানে রাখতে বলছেন যেন চুরি না যায়। কিছুদিন আগে হরিপদদার কম্বল, প্যারীদার সাইকেল চুরি গেছে, সেই কথা উল্লেখ ক'রে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—চুরি যাওয়াটা আমার কাছে বড় insulting (অপমানকর) মনে হয়। প্যারী যদি সাইকেলটা একজনকে দিয়ে দিত, তাতে দুঃখ ছিল না, বরং একটা আত্মপ্রসাদ হ'ত। কিন্তু চুরি যাওয়াটাই বড় বিশ্রী।

১০ই ফাল্গুন, সোমবার, ১৩৬০ (২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪)

আজ সারাদিনই আকাশে অল্প-অল্প মেঘ ছিল। বিকালে মাঠ থেকে ঘুরে এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। সন্ধ্যার পর নতুন ঘরের মধ্যে চৌকিতে এসে বসলেন। পঞ্চাননদা (সরকার), ক্ষিতীশদা (সেনগুপ্ত) প্রমুখ আছেন। শিক্ষা-সম্বন্ধে কথা উঠল—

শ্রীশ্রীঠাকুর—পঞ্চাননদার মধ্যে ঐ গুণটা খুব পরিষ্কার আছে যে উনি ছেলেকে যখন পড়ান, তাতে ছেলে মোটে টেরই পায় না যে সে পড়ছে।

ক্ষিতীশদা—যাদের মোটে পড়ায় আগ্রহ নেই তাদের কী করা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমাদের কাজই তো তাকে পড়াতে আগ্রহশীল ক'রে তোলা। মানুষের অন্তর্নিহিত যোগাবেগ আছেই। এই যোগাবেগ জায়গামত ঢেলে দেওয়াতে পারলেই হ'ল। মাষ্টারের এমন হওয়া লাগবে যে, খেলার সাথীর চাইতেও মাষ্টারকে বেশী ভালো লাগা চাই। যদি ছেলের পড়ার দিকে ঝোঁক করাতে চাও তাহ'লে কাম সারা। তোমার দিকে মানে মাষ্টারের দিকে ঝোঁক হওয়া চাই। তাহলেই একেবারে বাজী মাৎ। (পঞ্চাননদাকে) একসাথে বেশী পড়া দিতে নেই ছেলেদের। প্রথমেই যদি আপনি পাঁচ মাইল পথ এগিয়ে যেতে থাকেন, তারপরে দম না পেলে হাঁপিয়ে পড়বেন। তাই, প্রথমে অল্প-অল্প পড়া দিয়ে আয়ত্ত করিয়ে নিলে শেষে এক ঠেলাতেই অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবেন।

ব্রজগোপালদা (দত্তরায়) এসে বসলেন। তাঁকে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্রজগোপালদাকে আমি কই, একখানা বাংলা ব্যাকরণ লিখে ফেলান। রজত (ব্রজগোপালদার ছেলে) এলে তাকেও ক'ব—বাবা ! একখানা সংস্কৃত ব্যাকরণ লেখ্। পঞ্চাননদাকে অনেকদিন আগে কইছিলাম একটা ইংরাজী grammar (ব্যাকরণ) লিখতে। কেষ্টদাকে বলেছিলাম এই এতটুকু ক'রে Physics (পদার্থ-বিদ্যা) ও Chemistry (রসায়নবিদ্যা) লিখতে। আপনারা লিখবেন বটে, কিন্তু (হাত দিয়ে ছোট ক'রে দেখিয়ে) এই এতটুকু হওয়া চাই। অথচ তা' পড়ে যেন

ছেলেরা বি-এ, এম-এ, পাশ ক'রে যেতে পারে। ছেলেপেলে মোটে বুঝতেই পারবে না যে তারা পড়ছে। এমন করে লেখা চাই যেন ছেলে পড়তে-পড়তে ভাবে—বাঃ কী সুন্দর! যেন সে একখানা নভেল পড়ছে বা হয়তো সিনেমা দেখছে। ব্যাকরণের বই যেন একখানা ব্যাকরণের সিনেমা।

ক্ষিতীশদা—Text (পাঠ্যপুস্তক) কেমন হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Text (পাঠ্যপুস্তক) তোমাদের যা' খুশি তাই হোক না কেন। শেক্‌স্‌পীয়রই না হয় পড়তে দিলে, তাতেই বা কী! কী ক'ন পঞ্চাননদা! Ground (ভূমি)-টা ঠিক হওয়াই আসল কথা। পঞ্চাননদা, আপনারা যদি আরম্ভ করেন তাহলেই হয়। উপকরণের অভাব আপনাদের নেই। ব'সে গেলেই হয়। বই আপনি লিখে ফেলান, বেশ বড় না হয়। Arithmetic, Algebra (অঙ্ক, বীজগণিত) সব এমন জায়গায় এনে ফেলান যাতে তারা টক ক'রে ধ'রে ফেলায়। আর, grammar (ব্যাকরণ) যদি পড়াতে চাও তবে grammar-এর (ব্যাকরণের) নাম উচ্চারণ করবা না। যদি Arithmetic (অঙ্ক) শেখাতে চাও তবে Arithmetic-এর (অঙ্কের) নাম উচ্চারণ করবা না। ব্যাকরণের উদাহরণের মধ্যে কথার মানুষ, কথার ক্রিয়া দিয়ে বলবে। যেমন, আমি সেখানে গিয়াছিলাম। এটা ব'লে বোঝাও—কে গিয়াছিল ?—আমি। কোথায় গিয়াছিলাম ?—সেখানে। কী করিয়াছিলাম ?—গিয়াছিলাম। এই রকম টোটকা সব আর কি। এই আমি যা' বলছি, এর চাইতেও সহজ কথায় বলা যায় হয়তো। আবার, হয়তো ছেলেকে বলতে অভ্যাস করালে—ডিডিম ভুণ্ডা, ডিডিম ভুণ্ডা, ডিডিম-ডিডিম ভুণ্ডা। এটা বলতে-বলতে আবার হয়তো বলতে অভ্যাস করালে—বাবলাগাছে বাঘ বসেছে, বাবলাগাছে বাঘ বসেছে। একই তালে বলবে। তারপর খুব তাড়াতাড়ি বলুক, বাবলাগাছে বাঘ বসেছে (শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকবার দ্রুতগতিতে উচ্চারণ ক'রে দেখালেন) —এইরকম করুক। বলতে-বলতে হঠাৎ হয়তো তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল বাবলাগাছে বাপ বসেছে। সঙ্গে-সঙ্গে ধরলে। বাবলাগাছে বাপ বসেছে কী রে ? ঐ তো হেরে গেলে। তখন ছেলে দেখল, সে যা' বলতে চাইছিল তা' তো হচ্ছে না। এইভাবে সে নিজের ভুল নিজেই বের করতে শিখবে।

১৪ই ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৬০ (২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর কোন উদ্দেশ্যে আমার বাবাকে (হেমচন্দ্র মুখার্জী) ১২৫টি টাকা সংগ্রহ করতে বলেছেন, ব'লেই আবার কয়েকজন লোককে বলেছেন কিছু-কিছু সংগ্রহ ক'রে বাবাকে দিয়ে আসবার জন্য। বাবা ১০০ টাকা নিয়ে এলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের

কাছে। বিকাল বেলা। শ্রীশ্রীঠাকুর নিভৃতকেতনের পূর্ব্ব বারান্দায় সমাসীন। বলছেন—

পরমপিতার দয়ায় তোমরা ঋত্বিকরা যদি ঠিক হ'য়ে উঠতে পার তাহলেই হয়। তোমাদের পায়ের ধুলো মানুষ যেন তাবিজ করে রাখতে চায়, এমনতর হ'য়ে ওঠ। চরিত্রে গেঁথে নাও সবটা। মানুষ যেন পরম বান্ধব মনে করে তোমাদের। তারা যেন তোমাদের সম্বন্ধে ভাবে—কে তা' চিনি না। কিন্তু এইটুকু বুঝি যে পরম বান্ধব। দুঃখকষ্টের জন্য ডরায়ো না। পরমপিতার জন্য কর।

ইতিমধ্যে হরিপদদা (সাহা) আর ২৫টি টাকা এনে দিলেন। সেদিকে তাকিয়ে—

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই দেখ, মানুষের জন্য যদি কর তবে কেমনভাবে পাও।

বাবা—আমি আর কী করলাম। সবই তো আপনি করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, আমি কয়েকজনকে কইছি, তোমরা হেমকে দেখো, সে যেন অসুবিধায় না পড়ে।

বাবা—আপনার দয়ায় অনেকেই সাহায্য করেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাইবেলে আছে, তুমি যদি আমার জন্য কিছু ক'রে থাক তবে তার শতগুণ ফিরে পাবে। আর তা' যদি না পাও তাহ'লে বুঝতে হবে যে তুমি আমার জন্য কিছুই করনি।

বাবা—আমি পাচ্ছি ; শতগুণ কেন, বহুগুণ পাচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাও, ঐ টাকা কয়টা ননীর কাছে দিয়ে আস গে।

বাবা ননীদার (চক্রবর্ত্তী) কাছে টাকা দিতে গেলেন।·········

বীরভূম থেকে বংশীধর কুণ্ডু, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, দিবাকর ফৌজদার প্রমুখ দাদারা এসেছেন। ওঁদের মধ্যে দু'জন সহ-প্রতিঋত্বিকের পাঞ্জা পাবেন। তাঁদের বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—লক্ষ্য রেখো, একটা যজমানও যেন প'ড়ে না যায়। সাংসারিক দিক দিয়ে, অর্থের দিক দিয়ে, চরিত্রের দিক দিয়ে, নীতির দিক দিয়ে কেউ যেন প'ড়ে না যায়। (বাবাকে) ভাল ক'রে সব বুঝিয়ে দিও এদের।

২৪শে ফাল্গুন, সোমবার, ১৩৬০ (৮ই মার্চ, ১৯৫৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকদিন যাবৎ সর্দ্দি, কাশি ও জ্বরে খুব ভুগলেন, অন্যান্য দিকে ভাল হ'লেও কাশিটা কিছুতেই কমছে না। কাশতে-কাশতে পেটে পাকা ফোঁড়ার মত ব্যথা হ'য়ে যায়। কয়েকদিন পরে আজ একটু সুস্থ আছেন। তাঁর গলার স্বরটা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা হয়েছে। দুপুরে ঘুমাতে পারেননি অস্বস্তিতে। দালানে আছেন

অসুখের পর থেকে। বিকালের দিকে একটু ভাল বোধ করছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তরুমাকে বলছেন—

—আজ রাত্রে আবার কাশি না হয়, তাহ'লে শান্তি হয়।

ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে আগত একটি দাদা বললেন,—আপনি বলেছেন, সাংসারিক জীবনে যে অকৃতকার্য্য, আধ্যাত্মিক চক্ষু তার তমসাচ্ছন্ন। আমার তো তাই হ'য়ে চলেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সংসারের দিকে চিন্তা যদি বেশী থাকে, তবে সাংসারিক জীবনে অকৃতকার্য্যতাই আসে।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন। আগামী উৎসবের প্রস্তুতি কেমন হচ্ছে, সে-সব কথা বলতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সব আগ্রহভরে শুনছেন। পরে বললেন—

—কয়দিনের মধ্যেই সৎসঙ্গ এত improve (উন্নতি) করেছে যে তা' আর ক'বার না।

রাত প্রায় ৮টার সময় জগজ্জ্যোতিদা (সেন) এসে প্রণাম করলেন।

জগজ্জ্যোতিদা—এখন শরীর কেমন লাগছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল না। আমার মনে হয় পেটেই গণ্ডগোল আছে। সেই-জন্যেই এই কাশি।

জগজ্জ্যোতিদা—আনার খেলে নাকি পেট অনেকটা ভাল থাকে। আনার দেখতে লাল ডালিমের মত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, ও আমি খুব ভালবাসি। আগে-আগে আসতও খুব।

জগজ্জ্যোতিদা—আচ্ছা, এবার আমি যেয়েই ওটা পাঠাব।

রেণুমা এসে জিজ্ঞাসা করলেন—রাতে কী খাবেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী আর খাব? বড়-বৌ যা' কয়। খিদে আমার মোটেই নেই।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। পরে জগজ্জ্যোতিদাকে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমাদের মাজায় জোর এত বেড়ে গেছে যে তা' আর ক'বার না। অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তুলছ। তার মানে, তোমাদের যোগ্যতা অতখানি বেড়ে গেছে। তোমরা আজকাল কিছুতেই 'না' কও না, এমনভাবে 'কী হবে, কী হবে' ক'রে মাথাও চুলকাও না (মাথা চুলকিয়ে ভঙ্গিমা-সহকারে দেখালেন যেন কত চিন্তাগ্রস্ত)।

জগজ্জ্যোতিদা—আপনি যা' বলেন, আমরা তা' পালন করার চেষ্টা করি মাত্র।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর ব'লেই কতখানি হচ্ছে, তা' দেখাও যাচ্ছে এখন। আর, ঐ যে চাল্লিশ জন মানুষের কথা বলেছি তা' জোগাড় কর।

জগজ্জ্যোতিদা—চাল্লিশ জনের কি একজনও হয়নি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হয়েছে, দু'-তিন জন আছে।

প্যারীদা এসে কাশির জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের গলায় ওষুধ লাগিয়ে দিলেন। একটু পরে—

কালিষষ্ঠীমা—আচ্ছা, এই যে সাধু-সন্ন্যাসীরা যে যজ্ঞ করে, এতে কি কোন ফল হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু ঘি পোড়ালেই যজ্ঞ হয় না। যজ্ঞের মধ্যে লোকসেবা আছে। তা' না করলে যজ্ঞ হয় না। যজ্ঞের সব পুরোহিত থাকে। ব্রহ্মা থাকে, ঋত্বিক্ থাকে। সেখানে লোকসমাগম হয়। তাদের ঐ ঋত্বিক্‌রা উপদেশ দেয়। সেই উপদেশমত চললে পরে মানুষের ভাল হয়।

রমণদার (সাহা) মায়ের জ্বর হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীদাকে পাঠিয়েছিলেন তাঁকে দেখে আসার জন্য। প্যারীদা এসে খবর দিলেন—রমণের মার জ্বর এখন ৯৯ ডিগ্রী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরে একটু দেখো। জ্বর ওরই প্রথমে হইছিল। ও আমার কাছে এসে বসত, তার থেকে আমার হয়। তারপর আমার সেরে গেল, কিন্তু ওর এখনও সারেনি।

কথা বলতে-বলতে রাত সাড়ে ন'টা হ'য়ে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর-ভোগের ব্যবস্থা করা হবে এখন। আমরা প্রণাম ক'রে সবাই উঠে পড়লাম।

২৯শে ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৬০ (১৩ই মার্চ, ১৯৫৪)

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর খোলা বাঁধানো জায়গাটিতে এসে বসেছেন। ৪টা বাজে। কলকাতা থেকে সুধীর সমাজদারদা অমূল্য মুখোপাধ্যায় নামে একটি দাদাকে সঙ্গে ক'রে এনেছেন। শ্রীযুত মুখোপাধ্যায় কলকাতার 'রূপমঞ্চ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়ের ভাই। অমূল্য মুখোপাধ্যায় কাছে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে কয়েকটা কথা বলার অনুমতি চাইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুমতি দিলে বললেন—

অমূল্যবাবু—আমি নানারকম সমস্যায় প'ড়ে বিব্রত হচ্ছি। কিভাবে এগুলো overcome (অতিক্রম) করতে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কাছে জিজ্ঞাসা করলে আমি তো ক'ব নে—একটাকে ধরা লাগে। ঐ যে কী আছে—"কিং কুর্বন্তি গ্রহাঃ সর্ব্বে যস্য কেন্দ্রে বৃহস্পতিঃ"। বৃহস্পতিকে কেন্দ্রে ধ'রে রেখে চলতে হয়।

অমূল্যবাবু—ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আমার একটা miraculous conception (অলৌকিক ধারণা) ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Miracle (অলৌকিক) কিছু হোক বা না-হোক, তাঁকে ধরতে গেলেই এমন ক'রে ধরা লাগে যে 'ঠাকুর, তুমি আমাকে ভালবাস বা না-বাস, আমি তোমাকে ভালবাসতে চাই, তোমার সুখই আমার সুখ।' আমাদের শরীরের সমস্ত কোষগুলিই concentric (সুকেন্দ্রিক), আর concentric (সুকেন্দ্রিক) আছে ব'লে সেগুলি টিঁকে আছে সমস্ত শরীরসহ। সেজন্য আমাদের জীবনটাকেও যদি concentric (সুকেন্দ্রিক) না ক'রে তুলি তাহ'লে disintegrated (বিচ্ছিন্ন) হ'য়ে যায় সব-কিছু।

অমূল্যবাবু—জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের পথে এত conflict (সংঘাত) কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Conflict (সংঘাত) থাকবেই। Conflict-এর (সংঘাতের) ভিতর-দিয়ে দাঁড়া ঠিক রেখে সব-কিছু meaningfully adjusted (সার্থকভাবে নিয়ন্ত্রিত) ক'রে নিতে হয়। ঐ যে বললাম, এমন ভাব থাকা চাই—'আমার প্রতিষ্ঠা কিছু চাই-টাই না। ঠাকুর! তুমি প্রতিষ্ঠালাভ কর। তুমি সুখে থাক। হে ঈশ্বর! তুমি আমাকে ভালবাস বা না-বাস, আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি তোমাকে ভালবাসব। তোমার জন্য করব। তোমার অনুচর্য্যা, তোমার কর্ম্মই আমার কর্ম্ম।' আমারও কিন্তু ঐ-রকম। এই ক'রে কিছু হবে বা কিছু পাব, এ বুদ্ধি আমার কোনদিন ছিল না। শুধু নিষ্ঠা নিয়ে চলতাম।

অমূল্যবাবু—নিষ্ঠাটা কি-রকম ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিষ্ঠা হ'ল নি-স্থা, নিবিষ্টভাবে লেগে থাকা।

অমূল্যবাবু—তাহ'লে বুঝতে পারছি, আপনি দীক্ষা নেবার কথা বলছেন। কিন্তু যদি আমি নিজের আদর্শ follow (অনুসরণ) ক'রে চলি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো হয় না। আদর্শ—যাঁকে দেখে চলতে হয়। আদর্শহীন জীবন হ'ল complex-prominent (বৃত্তিপ্রধান)।

অমূল্যবাবু—কিন্তু দীক্ষা নিতে গেলে আবার ভাল দিন-তারিখ চাই তো! সব দিনে তো দীক্ষা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দিন-তারিখ হিসাব ক'রে জন্মিনি। মরব যখন তখনও দিন-তারিখ হিসাব ক'রে মরব না। তবে জীবনমন্ত্র যখন নিচ্ছি, তখন আবার দিন-তারিখের হিসাব কী ?

অমূল্যবাবু—এখানে আর একটা কথা শুনলাম, আচার্য্য নাকি দীক্ষা দেন না, অন্যের মারফত দীক্ষা নিতে হয়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচার্য্যের আদেশে একজন শুধু impart (সঞ্চারিত) ক'রে দেন। গুরু কিন্তু তিনি নন। গুরু ঐ আচার্য্য। আমারও দীক্ষা ঐভাবে হয়েছিল।

অমূল্যবাবু—আর একটা কথা আমার জিজ্ঞাস্য আছে। আমি ব্যবসা করতাম। কিন্তু ব্যবসায় খুব লোকসান হ'য়ে গেছে। আবার কিছুদিন সাংবাদিকের কাজও করেছি। পত্রিকা চালাবার কাজও আমার জানা আছে। এখন কোন্‌টা ধ'রে থাকব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর উপরে আমার লোভ আছে। সাংবাদিক জীবন খুব ভাল। একজন এগারো কাঠা জমি দেছে। সেখানে একটা প্রেস start (আরম্ভ) ক'রে তিনখানা কাগজ বের ক'রে ফেল। এই কাজ নিয়ে যারা আছে তাদের সাথে যোগ দাও। ঐ যে ঋত্বিক্‌ আছে বীরেন মিত্র। ও অসুস্থ হ'য়ে পড়ে অনেক সময়। ওর পেটে ব্যথা। সেজন্য হয়তো অনেক সময় go-between (কথার খেলাপ) ক'রেও ফেলায়। Be added with him (তার সাথে যোগ দাও)।

অমূল্যবাবু—তাহ'লে এই সাংবাদিক লাইনেই আমার মঙ্গল হবে তো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মঙ্গল-অমঙ্গল দিয়ে আমার কী হবে ? ঐ-রকম হ'তে হয়—'ঠাকুর ! এই নাও তোমার মঙ্গল, এই নাও তোমার অমঙ্গল। তোমার স্বার্থই আমার স্বার্থ। তোমার কাজই আমার কাজ।' আর চলতেও হয় সেইভাবে।

অমূল্যবাবু খুশিমনে প্রণাম ক'রে উঠে এলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের আজ কাশিজনিত একটু দুর্ব্বলতা আছে।

৬ই চৈত্র, শনিবার, ১৩৬০ (২০শে মার্চ, ১৯৫৪)

প্রাতঃকাল। গোলতাম্বু-ভেঙ্গে-গড়া নতুন ঘরখানির মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণাস্য হ'য়ে উপবিষ্ট। দাদারা ও মায়েরা অনেকে এসে চারিপাশে দাঁড়িয়েছেন। দর্শন করছেন তাঁদের হৃদয়রাজকে আকুল নয়নে। শিশির দা এসে প্রণাম করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ওঁকে বলছিলেন, তরুমার ছেলে মণ্টুনকে পড়াবার জন্য। সেই প্রসঙ্গে বললেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—তরুর ছাওয়ালকে পড়াচ্ছিস তো ?

শিশিরদা—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Beginning-এ (সুরুতে) অল্প পড়া দিবি। প্রত্যেকটার লিখে উত্তর নিবি। খুব লেখাবি। ইংরাজী থেকে বাংলা করাবি, আবার বাংলা থেকে ইংরাজী করাবি। এইরকমভাবে composition (রচনাকৌশল) ঠিক করাবি। এইরকম করতে-করতে যখন আর ভুল যাবে না, তখন একটু-একটু ক'রে বাড়াবি।

শিশিরদা—ও যে ভুলগুলো করে তা' সবই ওর জানা। ধরিয়ে দিলেই ধরতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলেই দেখ্, ওর মনে রাখা আর লেখার অভ্যাসের সাথে co-ordination (সঙ্গতি) নেই। হয়তো মুখে যা' বলে, হাতে তা' বেরোয় না। আবার, হাতে যা' বেরোয়, মুখে তা' বলে না।

ইতিমধ্যে রমণদার (সাহা) মা এসে নিজের ঘরবাড়ীর নানা অসুবিধার কথা অনর্গলভাবে ব'লে চলেছেন। সেইদিকে তাকিয়ে—

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকেই পরার্থ কিছু-না-কিছু বোঝে, কিন্তু ও কিছুই বোঝে না। স্বার্থ বাগাতে হ'লেই চাই পরার্থপোষণা। স্বার্থ মানে স্ব-এর অর্থ। স্ব বাড়াতে হ'লেই পরিবেশের ভিতর-দিয়ে বাড়াতে হবে। তাই, পরিবেশের প্রতি যে যতখানি সেবাপরায়ণ তার স্বার্থ তত পুষ্ট হয়। পরিবেশকে যে যত পুষ্ট ক'রে নিজে বড় হ'তে পারে, তার তত বড় স্বার্থ। হয়তো একটা ছেলেকে তুমি খাইয়ে-দাইয়ে বড় ক'রে তাকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দিলে। ঐ হ'ল স্বার্থ। এইভাবে একটা আমগাছও তোমার স্বার্থ কিন্তু। তাকে সুস্থ রাখলে তার থেকেই তোমার স্বার্থ পরিপূরিত হ'তে পারে, তুমি পুষ্ট হ'তে পার। এ-যেমন গাছের বেলায়, তেমনি মানুষের বেলায়, তেমনি কুকুর-ছাগলের বেলায়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চৌকির আশপাশে সরোজিনীমা, সুধাপাণিমা, সেবাদি প্রমুখ দাঁড়িয়ে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সুধাপাণিমার দিকে স্নেহভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলছেন—

—সুধাপাণিকে দেখতে একেবারে সরপুঁটির মতন।

সুধাপাণিমা আনন্দে গ'লে গিয়ে হাসতে-হাসতে শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতে সুপারি ও লবঙ্গ এনে দিচ্ছেন। সুপারি আগে হাতে দিয়ে তারপর লবঙ্গের আধখানা দিতে গেলে হাত ভিজে থাকায় সেখানা সুধাপাণিমার হাতে বেধে বাইরে এসে পড়ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর (লবঙ্গ দেখতে না পেয়ে)—লবঙ্গ কই ?

সুধাপাণিমা—দিয়েছি তো!

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাইনে কেন ? কাম সারিছিস্। খোঁজ শীগগীর!

বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর কাপড়চোপড় ঝাড়ছেন। সবাই খুঁজছেন। কিন্তু লবঙ্গের টুকরাটি আর পাওয়া যাচ্ছে না। শ্রীশ্রীঠাকুর বিছানা ছেড়ে মেঝের উপর দাঁড়িয়ে প'ড়ে কাপড়ের ভাঁজে-ভাঁজে দেখছেন। মায়েরা বিছানা ওলটপালট করছেন। কিন্তু লবঙ্গ আর মেলে না। প্রায় কুড়ি মিনিট পরে বিছানার পশ্চিম কোণা থেকে সেবাদি টুকরাটি আবিষ্কার করলেন—এই যে লবঙ্গ।

শ্রীশ্রীঠাকুর লবঙ্গটা হাতে ক'রে সুস্থির হ'য়ে ব'সে সুধাপাণিমাকে বলছেন—

—দূর বেকুব! আজ তো একেবারে খাওয়া-দাওয়াই বন্ধ ক'রে দিতিস্।

একটু পরে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন।

অপরাধপ্রবণতা-সম্বন্ধে কথা উঠল—

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধারণতঃ অপরাধপ্রবণতার ভিত্তিই হচ্ছে কামবৃত্তি। অপরাধ-প্রবণরা হয় শ্রেয়সঙ্গতিহারা। তাদের পথে চলতে-চলতে যখন শ্রেয়ের সাথে ঠোকর লাগে তখনই শ্রেয়পথ পরিত্যাগ ক'রে তারা অশ্রেয়টাকেই গ্রহণ করে।

কেষ্টদা—অনেকে আবার মার খাওয়ার জন্যই অপরাধ করে। মার খাওয়াটাই নাকি তাদের ভাল লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে অনেক রকম থাকে। ঐ মার খাওয়ার ভিতর-দিয়ে সে sex (কাম)-টাকেই উপভোগ করে। অপরাধপ্রবণরা কখনও sexual enjoyment (যৌন উপভোগ) পায় না। তাদের হয় sexually damaged (বিধ্বস্ত যৌনতা)-এর রকম।

সকাল সাড়ে ন'টা বাজে। শ্রীশ্রীঠাকুর এখান থেকে উঠে বড়ালের বারান্দায় যেয়ে বসলেন এবং পর-পর অনেকগুলি বাণী দিলেন। প্রফুল্লদা (দাস) ও নিখিলদা (ঘোষ) লিখতে লাগলেন সেগুলি।

৮ই চৈত্র, সোমবার, ১৩৬০ (২২শে মার্চ, ১৯৫৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতঃক্রিয়াদি সেরে এসে বসেছেন নতুন ঘরের পূবের বারান্দায়। শরীরটা একটু খারাপ বোধ হওয়ায় ডান কাত হ'য়ে আধশোয়া অবস্থায় আছেন। সরোজিনীমা তাঁর পায়ে আস্তে-আস্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

কাল রাতে হরিনন্দনদার (প্রসাদ) বাড়ীর মাকে কাঁকড়া বিছায় কামড়ায়। প্যারীদাকে ওঁরা ডেকে নিয়ে যান। প্যারীদা যেয়ে কোন ওষুধ না দিয়ে ঐ মায়ের মাথায় শুধু জল ঢালতে লাগেন। কিছুক্ষণ পরেই মায়ের খুব শীত করতে থাকে এবং তিনি ধীরে-ধীরে সুস্থ হ'য়ে ওঠেন। এখন প্যারীদা এসে এই গল্প করলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে। শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে ব'সে বলছেন—

—এই বিছে কামড়ালে জলের মত ওষুধ আর নেই। শুধু নাম ক'রে-ক'রে জল ঢালতে হয়। মাথা দিয়ে ঢালতে হবে যেন সমস্ত গা বেয়ে পড়ে। নিঃশ্বাস বন্ধ না হ'য়ে যায় এমনভাবে ঢালা লাগবে। কেউ-কেউ আবার কয় যে, ওষুধ দিয়ে ফেললে নাকি ফল হয় না। কারণ, জলে বিষটা সরিয়ে ফেলতে পারে, কিন্তু ওষুধ দিয়ে ফেললে তার উপর নাকি ক্রিয়া করতে পারে না। (একটু থেমে) ঐ যে লখিন্দরের কথা আছে, তাও আমার মনে হয় ঐ-রকমই কিছু একটা হবে। জলে থাকতে-থাকতেই

effect (ফল) হ'ল। জল এমন ক'রে ঢালতে হবে যে একেবারে থর-থর ক'রে কাঁপতে থাকবে। এই যে ওঝারা ঐ-রকম ক'রে জল ঢালে আর একেবারে যা'-তা উচ্চারণ করতে থাকে। সে একেবারে অশ্রাব্য কথা। সমস্ত কথাই কিন্তু sexual impetus-ওয়ালা (যৌন উত্তেজনাপূর্ণ)। সব filthy words (নোংরা কথা)। ওর মধ্যে ঐ জল ঢালাটাই আসল। আর, ঐ-সব কথা কয় তার কারণ মনে হয়, একটা psychological effect (মানসিক প্রতিক্রিয়া) সৃষ্টি করার জন্য।

ইতিমধ্যে অনেকে এসে বসেছেন। কেউ বা দাঁড়াচ্ছেন সামনের প্রাঙ্গণে। ক্ষিতীশদা (সেনগুপ্ত), কেশবদা (রায়), ব্রজগোপালদা (দত্তরায়) প্রমুখ এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ক্ষিতীশদাকে তপোবন-বিদ্যালয়ের জন্য দু'জন শিক্ষক তাড়াতাড়ি জোগাড় করতে বলেছেন। সেই কথা আবার উল্লেখ ক'রে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন আমার মনে হয় যে, University (বিশ্ববিদ্যালয়) করা খুব একটা কষ্ট হবে না। মনে একটু সাহস হয়। আমার যে plan (পরিকল্পনা) আছে, দশ কোটি ইঁট যদি কাটিয়ে ফেলতে পারি, তাহ'লে এই আপনারা বুড়ো-ধুড়ো সকলে মিলে লেগে গেলেও University (বিশ্ববিদ্যালয়) গড়া খুব কষ্টকর হবে না। (ক্ষিতীশদাকে) তোমাদের তপোবনের অবস্থা দেখে মনে হয়, এখন বি-এসসি ক্লাসও এখানে খোলা খুব অসম্ভব না। আর, সব সময় লক্ষ্য রাখবা, কত কম খরচে চালাতে পার। ছোটবেলা থেকেই আমার মনে আর-একটা ইচ্ছা ছিল—একটা বেশ বড় রকমের হাসপাতাল করব। তাতে কয়েক শ' 'বেড্' থাকবে। একটা department (বিভাগ) থাকবে শুধু হাসপাতালের, আর-একটা থাকবে relief-এর (সাহায্য দেওয়ার) জন্য। তারপর হাজার বার শ' বিঘা জমি নিয়ে একটা ফার্ম্মা-সিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ খুলে ফেলানো। সেখানে যারা থাকবে তাদের হাতে-কলমে সব শেখানো হবে।

তারপর কথা বলতে-বলতে বেলা নয়টা বেজে যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর আস্তে-আস্তে বড়ালের বারান্দায় এসে বসলেন। প্রফুল্লদা (দাস) এসে জিজ্ঞাসা করলেন—

—একজন চিঠিতে জানতে চেয়েছেন, কুলীন এবং বংশজের মধ্যে বিবাহাদি কাজ চলতে পারে কিনা!

শ্রীশ্রীঠাকুর—বামুনের মধ্যে বংশজ বলতে বুঝতে হয়—যে-কুলীনেরা অকুলীনের ঘরে মেয়ে দিয়েছে। কুলীন হ'য়ে অকুলীনের ঘরে মেয়ে দেওয়া যে পাপ, তার শাস্তিস্বরূপ সমাজ ওদের 'বংশজ' আখ্যায় আখ্যায়িত ক'রে রাখল। কিন্তু এই বংশজ মানে কুলীন-বংশজ। কুলীনের মেয়ে যদি ওদের ঘরে দেয়ও তাহ'লে কুলীনের

blood-এর (রক্তের) purity (পবিত্রতা)-টা তো নষ্ট হ'ল না। তাই, কুলীনের সাথে বংশজের বিবাহাদি ব্যাপারে কোন বাধা আছে ব'লে আমাদের তো মনে হয় না। —এইভাবে লিখে দাও।

১২ই চৈত্র, শুক্রবার, ১৩৬০ (২৬শে মার্চ, ১৯৫৪)

আজ সকালে একটু শীতের ভাব আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর পাতলা একখানা চাদর গায়ে জড়িয়ে নতুন তাম্বুর ঘরে চৌকির উপরে উপবিষ্ট। আগামী উৎসব-সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলছেন। সুধামা এসে প্রণাম করলেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—জায়গা যদি পাওয়া যায়, ইঁট কাটতে পারবি তো আবার?

সুধামা—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দশ-বার কোটি ইঁট যদি কেটে ফেলানো যায়, তবে অনেক কাম করা যাবে নে।

অতুলদা (বসু) সামনে বসেছিলেন। এগিয়ে এসে বললেন—মাথা আর পেটের ব্যয়রাম মোটে সারেই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদা, আমলকী আর থানকুনিপাতা একসঙ্গে বেঁটে সকালে-বিকালে খাওয়া ভাল। সাথে-সাথে রোজ সকালে পান্তাভাতের জল খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়। আর এক কাজ যদি করতে পারেন তো আরো ভাল হয়। রাতে শোবার সময় কয়েক চামচ ক'রে টাটকা-মধু জল দিয়ে মিশিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করবেন।

প্রফুল্লদা (দাস) এসে একটি বামুনের ছেলের সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। তার একটি কায়স্থ মেয়ের সাথে ভালবাসা হয়। পরে পরস্পরের দৈহিক মিলনও হয়। এখন উভয়েই উভয়কে বিয়ে করার জন্য পাগল। এক্ষেত্রে কী করণীয়।

শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর হাত নেড়ে মধুর ভঙ্গীতে সুর ক'রে বললেন—"মম মানসে সদা ভজ, হরিচরণ-পঙ্কজ"। পরে বললেন—

—এ-ছাড়া আর উপায় কী? এখন বিয়ে করুক। কিন্তু সবর্ণা না করলে ও-বিয়ে অসিদ্ধ।

প্রফুল্লদা—সবর্ণা বিবাহ কি এই বিবাহের আগে করতে হবে, না পরে করলেও চলবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগেও ক'রে নিতে পারে। মোট কথা, না করলে এটা অসিদ্ধ।

২৪শে বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩৬০ (৭ই মে, ১৯৫৪)

শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর আজ একটু অসুস্থ। দালানের ঘরেই আছেন। সতীশ কর-দাকে ডাকতে বললেন। সতীশদা রেঙ্গুণে শিক্ষকতা করতেন। এখন এখানেই আছেন। সতীশদা এলে তাঁকে ছেলেদের পাঠ্যপুস্তক খুব ছোট-ছোট ক'রে লিখতে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর। ঐ প্রসঙ্গে বলছেন—

—ভাষা যেন সুললিত হয়। আর, বই যেন বেশী মোটা না হয়। বইয়ের ভারেই এখন ছেলেপেলেরা অস্থির হ'য়ে ওঠে। ইংরাজী, ইতিহাস সব ঐভাবে লেখা লাগবে।

সতীশদা চেষ্টা করবেন বললেন। সকাল সাতটা। একটু পরে হরিনন্দনদা (প্রসাদ), দামোদরদা (ঠাকুর), শান্তিদি (সরকার) প্রমুখ এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এনট্রান্স পরীক্ষা কতদিন আগে ছিল ?

হরিনন্দনদা—১৯০৯ সালে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে এখন আর সে-সব বই পাওয়া মুশকিল। এখনকার বইয়ের যে-রকম valuation (দাম), সেইরকম ভার। একেবারে basket (ঝুড়ি) বোঝাই।

হরিনন্দনদা—হ্যাঁ, এখন একটা ছেলের বই নিতে একটা গাধার দরকার হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Spelling-book (বানান শেখার বই) যত আছে, তার মধ্যে আমার সব চাইতে ভাল লাগে প্যারীচরণ সরকারের ফার্স্ট বুক। Modern spelling-book (আধুনিক বানান শেখার বই)-এর চাইতেও ওটা ভাল মনে হয়। কেষ্টদা একখানা কেমিস্ট্রী লিখেছে। সেখানা print করা (ছাপানো) হয়নি। সে একেবারে নভেলের মতন। ফিজিক্স্ একখানা লিখেছিল। কিন্তু তা' হারিয়ে গেছে। (হরিনন্দনদাকে) তুমি যদি half an hour (আধ ঘণ্টা) ক'রে devote (ব্যয়) কর, তবে খুব ভাল হয়। Grammar (ব্যাকরণ) লিখলে একখানা ছোট ক'রে, কিন্তু সে একেবারে যেন এম-এ পর্য্যন্ত চলে। History-র (ইতিহাসের) 'পরেও তো তোমার interest (আগ্রহ) আছে। একখানা history (ইতিহাস) লিখে ফেলানো লাগে। Language (ভাষা)-টাও অমন ক'রে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা লাগে, যাতে novel-এর (উপন্যাসের) মত হয়। অনেক ছেলেপেলের পড়ার বই পড়লে মনে থাকে না, কিন্তু novel (উপন্যাস) পড়লে মনে থাকে।

এই সময় বৈদ্যনাথদা (শীল) এসে বসলেন। তাঁকে লক্ষ্য ক'রে বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর—

—আর বৈদ্যনাথ যদি একখানা সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখে ফেলায়। ঐ-রকম ছোট

ক'রে হ'লে খুব ভাল হয়। যেমন উপক্রমণিকা আছে, ঐ-রকম, কি ওর চাইতেও ছোট ক'রে লিখে ফেলাতে হয়। শব্দরূপের দিকে একটু নজর দেওয়া লাগে।

বৈদ্যনাথদা—কিন্তু উপক্রমণিকার চাইতে ছোট তো হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই দেখ, আগেই কয় 'হয় না'।

বৈদ্যনাথদা—কিন্তু সংস্কৃত লিখতে গেলে তো আগে পাণিনি প'ড়ে নেবার দরকার হয়। পাণিনি কার কাছে পড়ি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও তো রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতেই প'ড়ে নেওয়া যায়।

প্রবোধদা (মিত্র) এসে প্রণাম করে দাঁড়ালেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই, এনট্রান্স-এর বই জোগাড় ক'রে দিতে পারিস্?

প্রবোধদা—দেখি চেষ্টা ক'রে।

১৬ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৬১ (১লা জুলাই, ১৯৫৪)

বিকালে যতি-আশ্রমের সম্মুখে খোলা প্রাঙ্গণে একটা চৌকিতে ব'সে আছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। সৎসঙ্গীরা এসে প্রণাম ক'রে-ক'রে একটু দূরে বসছেন। কাছে তাঁর পরিচর্য্যার জন্য দু'চার জন আছেন। ইতিমধ্যে জনৈক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক এসে প্রণাম জানিয়ে বসলেন। উনি জনসংঘের কর্ম্মী। শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), সুধীরদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখ আছেন। ঐ ভদ্রলোকের সাথে কথোপকথন-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

—Fanaticism (নিষ্ঠা) চাই। যেমন ঐ গাছটার যদি ছাল ছাড়িয়ে নিই, তাহ'লে ওটা আর বাড়তে পারবে না। এই রকম আমার গায়ের চামড়া যদি আমি তুলে নিই তাহ'লে আমি আর বাড়তে পারব না। সেইজন্য যাকে আমি বাড়াতে চাই, তাকে রক্ষা করতে হবে আগে। দেশের ভাল করতে গেলে দেশের মানুষগুলো নষ্ট না হ'য়ে যায় তা' দেখতে হবে। আবার, দেশ কথাটা এসেছে আদেশ থেকে এবং আদেশ আসে আদর্শ থেকে।

প্রশ্ন—আদর্শ আবার ভাল হওয়া চাই তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদর্শ যেমন ভাল হওয়া চাই, তেমনি সেই আদর্শে love (ভালবাসা) থাকা চাই। আদর্শে love (ভালবাসা) থাকলেই শক্তির স্ফুরণ হ'য়ে ওঠে। Love (ভালবাসা) মানে একটা imbecile (দুর্ব্বল) অবশায়িতা নয়কো। Love is faith (ভালবাসাই বিশ্বাসের সৃষ্টি করে)। Love (ভালবাসা) আনে power (শক্তি)। Love (ভালবাসা) যার ভিতর থাকে, power-ও (শক্তিও) তার ভিতর থেকে উদ্ভূত হয়।

শৈলেনদা—আমরা তো আদর্শ বলতে একটা নীতি বুঝি, তাকে কি ক'রে ভালবাসব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদর্শ মানে principal (প্রধান ব্যক্তি), idea (ধারণা) নয়—Ideal (আদর্শপুরুষ)। আদর্শ মানে যাকে দেখে আমি চলতে পারি। ঐ যে কী কয়—

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।"

সবার গোড়াতেই ঐ বুদ্ধ। আর বাকী সবগুলি crystallised in Buddha (বুদ্ধে দানাবাঁধা)। বুদ্ধকে বাদ দিলে সবই ফাঁকা।

প্রশ্ন—কিন্তু এ-রকম কোন Living Ideal (জীবন্ত আদর্শ)-এর কথা তো কিছু বলা নেই আমাদের শাস্ত্রে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেকি! এখনও শুনি ঐ 'সীতারাম-সীতারাম' ধ্বনি। এখনও আমরা কই 'মন্দিরে যাওয়া'। মন্দির মানে আমার আদর্শ যেখানে বাস করেন। সীতারামের পাথরের মূর্ত্তি গড়েছি আমরা। আর, সেখানে যেয়ে এখনও মাথা নত ক'রে কই—ভগবান, ভগবান, ভগবান।

শ্রীশ্রীঠাকুর শয্যার উপরেই মাথা নত ক'রে অপূর্ব্ব প্রণামের ভঙ্গী ক'রে দেখালেন। আবার বলতে লাগলেন—আমি এইরকম ভাবি। আর, আমার মতন এমন বেকুব এখনও অনেক আছে।

শৈলেনদা—অনেকে বলে, আদর্শকে আমরা সব-কিছু দিয়ে দেব কেন? আমাদের নিজেদের একটা স্বাতন্ত্র্য আছে তো!

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বাতন্ত্র্য তো ঐ আদর্শানুগতিতেই। ব্যক্তিত্ব যখন আমাকে আদর্শের অনুসরণের ভিতর-দিয়ে balanced (সাম্যভাবাপন্ন) ক'রে দেয়, তখনই আমার স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি হয়। তার আগে প্রবৃত্তির টান থাকে, স্বাতন্ত্র্য থাকে না। সুনিষ্ঠাই স্বাতন্ত্র্যের স্রষ্টা। যাতেই স্বাতন্ত্র্য চাও, তাতে সুনিষ্ঠা চাই—তা' আদর্শে হোক, টাকায় হোক বা যাতেই হোক।

ননীদা—আমরা আদর্শ বলতে পুরুষোত্তম কথাটা use (ব্যবহার) করেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পুরুষোত্তম মানে Fulfiller the Best (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূরণকারী), আর মহাপুরুষ হলেন Fulfiller the Great (মহান পূরণকারী)।

ননীদা—তাঁদের accept (গ্রহণ) করতে হ'লে আমরা কয়জন যে তাঁদের মত কষ্ট স্বীকার ক'রে অগ্রসর হব তা' সন্দেহের।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Accept (গ্রহণ) কর আর নাই কর, একটা মানুষকে ভালবাস, আর তার জন্য কর। Love and do for him (ভালবাস ও তার জন্য কর)—তাতে তোমার স্বাতন্ত্র্য থাক আর না-ই থাক। ছোটবেলায় একটা থিয়েটার দেখেছিলাম, তা'তে একটা গান আছে—

"ভালবাসার নিদানে
পালিয়ে যাওয়ার বিধান বঁধু
লেখা কোন্‌খানে!"

তাই, ভালবাসলে করাটাই আসে। দায়িত্ব এড়াবার বুদ্ধি কখনও হয় না।

ননীদা—জীবন্ত আদর্শের কথা সবাই ভালভাবে বোঝেন, তা' মনে হয় না। গীতায় যে আছে, 'ধর্ম্মের গ্লানি হ'লেই তিনি আসবেন।' তাও লোকে শুধু আবৃত্তিই ক'রে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি আসুন আর না-ই আসুন, আমার বাঁচতে হ'লেই চাই একজন মানুষ—সে বামুনই হোক, কায়েতই হোক, মেথরই হোক আর ডোমই হোক। আর, তিনি হওয়া চাই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ।

সুধীরদা—একটা মানুষ যে সবাইকে ভালবাসতে পারে, এমন বোধই অনেকের নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি তোমার ছেলেমেয়েকে ভালবাস, এ-বোধটা তো আছে। এটা sublimated (ভূমায়িত) হ'লেই সবাইকে ভালবাসতে পার।

সুধীরদা—আমার মনে হয়, সকলে নিজেকেই ভালবাসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা মানুষ নিজেকে ভালবাসে ব'লে পরিবেশকেও ভালবাসতে পারে। আর, ভারতবর্ষে যখন সে-রকম দিন আসবে, তখন ভারতের যে কী হবে তা' আর কওয়া যায় না।

শৈলেনদা—কিরকম দিন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেদিন সবাই বুদ্ধে সংহত হ'য়ে উঠবে—

'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'।

বলতে বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখমুখ আনন্দোদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। সমবেত সকলের চিত্তেও ঐ দিব্য ভাবের সঞ্চারণা। ঐ ভদ্রলোক বিদায় নিলেন।

এর পরে এই আলোচনার উপর দাঁড়িয়েই শ্রীশ্রীঠাকুর পর-পর অনেকগুলি বাণী দিলেন।

৮ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৬১ (২৪শে জুলাই, ১৯৫৪)

জুলাই মাসের ঋত্বিক্‌-অধিবেশন চলছে। দুপুরের বিশ্রামের পর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়ালের বারান্দায় বসেছেন। খুব বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টি একটু কমলে যতি-আশ্রমে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। যতি-আশ্রমে যতিবৃন্দ, জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ উপস্থিত আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এখানে এসে বসতেই আবার প্রবল বর্ষণ সুরু হ'ল। বাইরে বেড়ার পাশে-পাশে বহু দাদা ও মা বর্ষার তোড় উপেক্ষা ক'রে ছাতা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বর্ষা কমলে আবার অন্যান্যরা এসে দাঁড়াচ্ছেন, আকুল নয়নে দর্শন করছেন তাঁদের হৃদয়-দেবতাকে।

টুকিটাকি কথাবার্ত্তার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—এই, আর দশ জন গ্র্যাজুয়েট যদি জোগাড় করতে পারিস্ তো ভালো হয়। এই সব যাজনচৌকিগুলোতে বসবে। হরিনন্দন যেমন তার ওখানে নিয়মিত বসে।

এই অধিবেশন-উপলক্ষে একটি আশীর্ব্বাণী দিয়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। সেটার কথা উল্লেখ ক'রে শরৎদাকে (হালদার) জিজ্ঞাসা করছেন—ওটা কেমন হইছে শরৎদা!

শরৎদা—খুব ভাল। (একটু পরে) আচ্ছা, এই একলব্যের fact-টা (বিষয়টা) আমরা কিভাবে সমর্থন করব? সে তো দ্রোণের সাহচর্য্য না নিয়েও বড় হ'য়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু দ্রোণের সাথে পরিচয় ছিল তার। দ্রোণের মৃন্ময়-মূর্ত্তি গঠন ক'রে তাঁর পূজা করত। দ্রোণের 'পরে ছিল অসম্ভব শ্রদ্ধা। ঐ শ্রদ্ধাই তার পথ-প্রদর্শন করেছে। তাঁর ঐ মূর্ত্তির সেবা-পূজা-আরাধনা করতে-করতেই তার প্রজ্ঞা জন্মাল।

যতীনদা (দাস)—মূর্ত্তিপূজা ক'রেই যদি এতখানি হয় তাহ'লে আর Living Ideal (জীবন্ত আদর্শ)-এর প্রয়োজন কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে, Living Ideal-এর (জীবন্ত আদর্শের) সাথে তার দেখাশুনা ছিল।

শরৎদা—দ্রোণ তো একলব্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু একলব্য দ্রোণাচার্য্যকে প্রত্যাখ্যান করেনি। সেইজন্য আমি কই—ভগবান তোমারে ভালবাসুন কি না-বাসুন তাতে বেশী কিছু আসে যায় না। কিন্তু তুমি তাঁকে ভালবাস। (একটু থেমে বলছেন)—দেখেন, 'ধনুর্ব্বেদ' ব'লে একখানা বই আছে আমি শুনেছি। পারেন তো বইখানা জোগাড় করবেন।

জনার্দ্দনদা—আজ হ্যারল্‌ড্ ল্যাস্কির একখানা ভাল বই দেখছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জোগাড় ক'রে ফেলা। আর আমি কই, 'ক্যাপিটাল' নামে একখানা বই লিখতে পারিস্ কিনা দেখ্। তার মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকবে না। তোমার মতন ক'রে

তুমি সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাবা। যে বই-ই পড় note করতে (টুকে রাখতে) হয় প্রয়োজনীয় জিনিস। Note না করলে (টুকে না রাখলে) পরে মনে থাকে না।

অঝোরধারে বৃষ্টি হ'চ্ছে। শ্রাবণের বিকাল বেশ কালো রঙের হ'য়ে উঠেছে। সামনের সেগুন গাছগুলি থেকে টুপ্-টুপ্ ক'রে বৃষ্টিধারা পাতায় প'ড়ে মাটিতে পড়ছে। এর মধ্যেও লোকজনের যাওয়া-আসার অন্ত নেই। দূর থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে কেউ ছাতা মাথায় দিয়েই একটু দাঁড়াচ্ছেন, কেউ বা কাছাকাছি কোন ছাউনির তলে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। যতি-আশ্রমের বারান্দায় শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঘিরে কতিপয় ভক্ত সমাসীন।

শরৎদা প্রশ্ন তুললেন—

—যারা মদ খায় তাদের অনেকে বুঝতে পারে যে মদ খাওয়াটা খারাপ। তবুও ছাড়তে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেকের মদ খাওয়ার একটা period (সময়) থাকে। ঐ period-টাকে (সময়টাকে) এমন ক'রে অন্য জায়গায় engaged (নিয়োজিত) ক'রে ফেলতে হয় যাতে সে আর এ কাজের সুযোগই না পায়।

জনার্দ্দনদা—ঠাকুর! আমাদের তপোবন-বিদ্যালয়ে কিভাবে শিক্ষা দিলে ছোট ছেলেরা তিন বছরের মধ্যে ম্যাট্রিক পাশ করতে পারবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতকগুলি জিনিস আছে, সেগুলি আমরা এখনও ক'রে উঠতে পারিনি। ঐ যে ছোট একখানা বই আছে যার মধ্যে শেক্স্পীয়রের বড় বইগুলি ছোট ক'রে লেখা আছে, আমি সেইরকম বই লিখতে বলেছিলাম। যেমন 'উপক্রমণিকা' আছে। ঐ উপক্রমণিকা প'ড়েই কত জনে মেরে দিয়ে গেল। Education-এর (শিক্ষার) tactics (কৌশল) এমন হওয়া দরকার যে ছেলেপেলে টেরই পাবে না যে সে পড়ছে। এমন সব scheme (নক্সা) আছে, কিন্তু তা' আমাকে না খোঁচালে তো বেরোবে না। (শরৎদাকে) আপনারা যদি থাকেন, আর সাথে ওরা যদি থেকে question (প্রশ্ন) করে তবে আমি ব'লে যেতে পারি—Volumes after volumes (খণ্ডের পর খণ্ড) হ'য়ে যায়।

জনার্দ্দনদা—অন্যান্যগুলি একরকম। কিন্তু grammar (ব্যাকরণ) বা ঐ-জাতীয় জিনিস ঠিক করতেন কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Grammar-এর (ব্যাকরণের) একটা chart (তালিকা) ক'রে ফেলেছিলাম। Etymology (শব্দরূপ ও ধাতুরূপ প্রকরণ) মানে কী, syntax (বাক্যাংশে পদের বিশুদ্ধ বিন্যাস-প্রকরণ) মানে কী, noun (বিশেষ্য) মানে কী—এইরকম ভাবে সাজাতাম। আবার, এর সাথে-সাথে concretely (বাস্তব

রকমে) সব example (উদাহরণ) দেবারও ব্যবস্থা করতে হ'ত। যেমন ধর, noun-এর (বিশেষ্যের) উদাহরণ দিতে হ'লে কও—এই খুঁটি। খুঁটি হ'ল নাম বা noun (বিশেষ্য), ক্রিয়াটা হ'ল verb (ক্রিয়া), এইভাবে বোঝাও। ছাত্রছাত্রী নিয়ে এইভাবে আমি ক্লাশ করেছি। আপনারা তো দেখেছেন।

শরৎদা—আপনি তো খুব ছেলে-বয়সে স্কুলে ভর্ত্তি হবার কথা বলেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বারো বছর থেকে first term (প্রথম বছর) আরম্ভ করার কথা বলেছি। তিন বছরে সম্পূর্ণ course-টা (পাঠ্য বিষয়টা) পড়া শেষ হবে।

শরৎদা—স্কুলে আজকাল অনেকে চৌদ্দ বছরেই ম্যাট্রিক দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাজলও তো চৌদ্দ বছরে ম্যাট্রিক দিল। এক-একটা ছেলের আবার training-এর tactics (শিক্ষার পদ্ধতি) এক-একরকম। Cramming-এর (ঠাসাঠাসির) ভিতর-দিয়ে বুঝ করানো ঠিক না। বরং বুঝের ভিতর-দিয়ে cramming (চাপ সৃষ্টি) করতে পার।

শরৎদা—ছেলেদের এমন ক'রে পড়াতে হবে যাতে সে কখনই বুঝতে না পারে যে সে 'পারে না'।

শ্রীশ্রীঠাকুর—'পারি না' এই বুদ্ধি আসলেই মুশকিল। তাতে কোন একটা case (বিষয়) আসলে পরেই 'পারি না' এই ধারণার দ্বারা obsessed (অভিভূত) হ'য়ে থাকে। আবার, competition-ও (প্রতিদ্বন্দ্বিতাও) ভাল না। অমুকে পারে, আমি পারি না, এ বুদ্ধি ভাল না। এতে হয় কী ?—ধর তুমি পার না, শরৎ-দা পারে, এই ভাবতে-ভাবতে শরৎ-দার ঐ পারার মূর্ত্তিটা তোমার মধ্যে ঢুকে এমনতর knot (গিঁট) সৃষ্টি ক'রে তোমাকে overwhelmed (আচ্ছন্ন) ক'রে দিল যে, ঐ না-পারা ভাবের দ্বারা তুমি obsessed (অভিভূত) হ'য়ে থাকলে। বুঝলে ? প্রথমে teacher (শিক্ষক)-কে এমন হতে হবে যাতে সে father and mother combined (মিলিতভাবে পিতা ও মাতা) হ'য়ে ওঠে, স্নেহল হ'য়ে ওঠে। তা' ছাড়া, বি-টি পাশ ক'রে আসলাম আর আমার লেজ বেরোল তা' নয় কিন্তু। লেজ তখনই বেরোল যখন তুমি ঐ রকমটা হ'য়ে উঠলে। ঐ রকম হ'য়ে উঠে তারপর ছেলের সাথে deal (ব্যবহার) করবে। তাতে ফল পাবে। ছেলের গায়েই হাত তোলা লাগবে না।

শরৎদা—প্রশ্নও এমন করা দরকার যার উত্তর দেওয়া সকল ছেলের পক্ষেই সহজ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রশ্ন করবে খুব সোজা, কিন্তু বইয়ের সাথে তার কোন সম্বন্ধ থাকবে না—এই হওয়া চাই। বই নিয়ে লিখলেও ফল হবে না। আবার, ওর

মধ্য-দিয়ে অভ্যাস করানো লাগে, লেখ তো—আঢ্য। কেউ লিখল ঢ, কেউ লিখল ট, কেউ বা প। তখন তাকে বলবে, আঢ্য বলেছি, আট্য তো কইনি। এইভাবে তাকে লেখাবে, মুখ দিয়ে কওয়াবে না। লেখা তো আগেই শিখিয়ে দেবে। আমি নিজে ফেল ক'রে-ক'রে বের করেছি—ছেলেরা কখন ফেল করে, কেন ফেল করে। তারপর কিভাবে তাদের পাশ করানো যায়, সেই বুদ্ধি বের করতে লাগলাম। আগে তো conjugation (ধাতুরূপ) দেখলেই আমার ভয় লাগত। এক আর একে কি ক'রে দুই হয় তাই বুঝতাম না।

জনার্দ্দনদা—অঙ্কের interest (আগ্রহ) কি ক'রে আনতেন আপনি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অঙ্কের অ-ও জানি নে আমি। এক সময় বড় খোকা আমাকে decimal fraction (দশমিক ভগ্নাংশ) শেখাত। যখনই বুঝতে পারলাম যে আমি শিখছি, তখন থেকেই কিরকম হ'য়ে গেলাম। আর শিখতে পারলাম না। অঙ্ক তোমার প্রকৃতি থেকে যত grow (উৎপন্ন) করাবা ততই ভাল হবে। খেলার মধ্য-দিয়ে করাতে হয়। নামতা, শতকিয়া এসব ভালভাবে মুখস্থ করানো দরকার। যেমন তিন-সাতে একুশ। প্রথমে ছেলেকে গুণ ক'রে শেখাবে। তারপর তাকে সাত আর সাত আর সাতে যোগ ক'রে কেমন ক'রে একুশ হয় তাও দেখাবে। হেসে জিজ্ঞাসা করবে—কত হ'ল রে? ভাবতে পার যে এত সময় নষ্ট করার কাম কী? কিন্তু এতে ফল আছে। এর ভিতর-দিয়ে আস্তে-আস্তে সবটাই তার normal mathematical attribute (স্বাভাবিক গণিতের বৈশিষ্ট্য) হ'য়ে উঠবে। আবার, হয়তো ছেলেকে লিখতে বললে ১২৩৪, এর কতরকম permutation and combination (সমবায় ও বিন্যাস) হতে পারে, যেমন ৪৩২১, ২১৩৪, ৩২৪১ ইত্যাদি, এগুলি ছেলেকে দিয়ে লেখাও। তাতেও অঙ্কের মূল বোধ অনেক সোজা হয়ে আসবে।

জনার্দ্দনদা—General education-এর (সাধারণ শিক্ষার) মধ্যে বর্ণানুপাতিক শিক্ষা কিভাবে থাকত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—General education (সাধারণ শিক্ষা) তোমাদের ছিল বিপ্র, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের। আর, শূদ্রের ছিল practical education (হাতেকলমে শিক্ষা)। এই হয়তো test tube (টেস্ট টিউব)-টি এগিয়ে দিত, কখনও dictionary (অভিধান) দেখত। এইরকম চলত। প্রথমেই theoretical knowledge (তাত্ত্বিক জ্ঞান)-এর দিকে গেলে ক্ষতি হ'ত, grasp করতে (ধরতে) পারত না। ঐভাবে নানারকম কাজ হাতেকলমে করার ভিতর-দিয়ে যতই তার conception (ধারণা)-গুলি accuracy-র (ভ্রমশূন্যতার) দিকে যেত, ততই

তার বোধ পাকা হ'ত জ্ঞানের পথে।

জনার্দ্দনদা—কিন্তু বর্ত্তমানে যে অবস্থা চলছে তাতে তো বর্ণানুপাতিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্যেই তো আমি কচ্ছি, ঐ কাঁকসার জমিটা কোনরকমে নিয়ে দে। ওখানে যেয়ে একটা university (বিশ্ববিদ্যালয়) করি। তারপর সেখানে এইগুলি সব একে-একে দাঁড় করাই, ক'রে দেখিয়ে দিই university (বিশ্ববিদ্যালয়) কারে কয়, শিক্ষাপদ্ধতি কারে কয়। একটা এ-রকম যদি দেখানো যায়, তাহ'লে সেটার উপর দাঁড়িয়ে আরো চলতে পারে। কিন্তু বুড়োই হ'য়ে গেলাম। দেখি তোরা যদি করতে পারিস তাহ'লে হয়।

তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন ক'রে—

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতীনদা, আজ আপনাদের কী রান্না হইছে?

যতীনদা (দাস)—এই ডাল, ভাত, তরকারি।

বাইরের বৃষ্টি দেখিয়ে বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর—আজ কিন্তু খিচুড়ি খাওয়ার দিন।

এর পর মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে কথা উঠল—

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর, তোমাকে পাঁচটা টাকা দিয়ে একটা জিনিস আনতে দিলাম। তুমি সেই জিনিসের সব চাইতে ভালটা কি ক'রে পাঁচ টাকারও কমে আনতে পার চেষ্টা কর। এতে তুমি elongated (বর্দ্ধিত) হ'য়ে উঠবে। কারণ, ঐ করার জন্য তোমাকে মানুষের সাথে মেশা লাগবেনে, দেখা লাগবেনে—কিভাবে কার সাথে কেমন রকমে ব্যবহার করলে পাঁচ টাকার জিনিস সাড়ে চার টাকায় বা তিন টাকায় আনতে পারবা। আর, তা' করতে গেলেই চাই মানুষের heart win (হৃদয় জয়) করা। বিক্রেতা যেন এমন বলে—বাবু, আমি কিছু চাই নে, আপনি নিয়ে যান। তুমি আবার দেখবা, তার কোন লোকসান না হয়। কিন্তু যদি তিন টাকার জিনিস দশ টাকা দিয়ে আন তাহ'লে তুমিও গেলে, সে-ও গেল।

কথার শেষে আর একবার তামাক খেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রম থেকে উঠে এলেন। রাত নয়টার কাছাকাছি বর্ষা ধ'রে এল।

১২ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৬১ (২৮শে জুলাই ১৯৫৪)

প্রাতঃকাল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুর মধ্যে উপবিষ্ট। অনেকে এসে বসেছেন। ব্রজগোপালদা (দত্তরায়) এসে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেমন আছেন আজকাল?

ব্রজগোপালদা—সবই ভাল, কিন্তু বড় constipation (কোষ্ঠবদ্ধতা)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিমগুলঞ্চ রাত্রে থে'তো ক'রে জলে ভিজিয়ে রেখে সকালে ঐ জলে একটু মধু মিশিয়ে খাবেন। ওতে liver function (লিভারের ক্রিয়া) ভাল হয়।

একটি দাদা প্রশ্ন করলেন—আমরা খাওয়ার আগে যে খাদ্য নিবেদন করি, তা' তো পিতামাতা বা অন্য গুরুজনদেরও নিবেদন করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ আমি তো তাই করি। গুরুকে আগে নিবেদন ক'রে নিই। তারপর সেই নিবেদিত জিনিস সকলকে নিবেদন করি।

প্রশ্ন—একে-একে সবাইকে নিবেদন করতে পারা যায় তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি গুরুজনদের সবাইকে নিবেদন করি পারম্পর্য্যানুপাতিক। প্রথমে ঠাকুর্দ্দা, পরে বাবা, তারপর মা, এইভাবে করি।

প্রশ্ন—যাদের পিতা বেঁচে আছেন, তারা তো পিতার পিণ্ডদান করতে পারে না। করলে কি কিছু দোষ হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাবা যদি বলেন, তুমি গয়ায় যেয়ে আমার পিণ্ড দিয়ে এসো তাহ'লে যাওয়া যায় অর্থাৎ বাবার আদেশ হ'লে দেওয়া যেতে পারে।

১৩ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬১ (২৯শে জুলাই, ১৯৫৪)

সকালবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুতে ব'সে আছেন। কর্ম্মীরা একে-একে এসে প্রণাম ক'রে বসছেন। ঋত্বিক্‌দের চলা-সম্বন্ধে কথা উঠল—

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঋত্বিক্‌রা যদি hygenic law (স্বাস্থ্যের নিয়ম) ঠিক-ঠিক follow (অনুসরণ) না করে তবে যজমানদের তো ঠিক করতে পারবে না। ঋত্বিক্‌-সমাজ নিজেরা যদি ঠিক না হয় তবে অন্যকে ঠিক করবে কি ক'রে! ঋত্বিক্‌রা এই বিষয়ে যদি কঠোর না হয় তাহ'লে কামই হবিনানে।

ইতিমধ্যে শরৎদা (হালদার) এসে বসলেন। তাঁকে শ্রীশ্রীঠাকুর—শোনেন, আপনাদের ঋত্বিক্‌রা যদি hygenic law observe (স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন) না করে তবে যজমানকে ঠিক করবে কি ক'রে? ওগুলি ঠিকমত না-মানার জন্য কতরকম infection (সংক্রামক রোগ) যে ছড়ায় তার ঠিক নেই। ঋত্বিক্‌রা যদি জীবনীয় চরিত্র, জীবনীয় বাণী, জীবনীয় অনুচর্য্যা, জীবনীয় অনুপ্রেরণা বহন না করে তবে যজমানদের দেবে কী? (নিকুঞ্জ মিশ্রদাকে) তুই যেখানে-সেখানে চা-টা খাস্‌ নাকি?

নিকুঞ্জদা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার-তার হাতে খাস্‌ নে তো?

নিকুঞ্জদা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল। যার-তার হাতে খাবিনে, যার-তার কাপড় পরবি নে,

যার-তার বিছানায় শুবি নে। এমন ক'রে চলাই ভাল।

অজিতদা (গঙ্গোপাধ্যায়)—এক বাড়ীতে যদি কয়েকজন ঋত্বিক্ একসাথে যান তবে কি প্রত্যেকেই আলাদা রান্না ক'রে খাবেন? এ করতে গেলে সে-বাড়ীতে হয়তো অনেক অসুবিধা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শত অসুবিধা হোক, hygenic standpoint (স্বাস্থ্যবিধির মানদণ্ড) ঠিক রাখা দরকার। আগে শরীর, না আগে হাঁড়ির economy (মিতব্যয়িতা)?

শরৎদা—আচ্ছা, ওঁদের মধ্যে যদি একজন বামুন ঋত্বিক্ থাকেন তাহ'লে তিনি রান্না করলে তো সকলে খেতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর--পারে, কিন্তু তাহ'লে ঐ টিলেমি চারায়ে যাবে। সদাচার-পালনই শ্রেয়। আবার, এমন লোকও আছে যাকে বাইরে থেকে দেখছ খুব সদাচারী, কিন্তু ভেতরে যে কী তা' কওয়া যায় না। তাই সকলের হাতে খাওয়া নিষেধ।

যামিনীদা (রায়চৌধুরী)—আচ্ছা, বামুনবাড়ী খেয়ে তো আমরা থালা মাজি, কিন্তু বৈদ্যবাড়ী খেয়ে কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেখানেই যাও না কেন, নিজের থালা নিজেই মাজা ভাল।

একটি দাদা--বাড়ীতে অনেক সময় ঝি-চাকর থাকে, তারাও তো মাজতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঋত্বিকের বেলায় ও-সব খাটে না। সে যত ঐ-সব করবে, তত তা' চারায়ে যাবে। ঋত্বিকের চলনা মানুষের কাছে যেন জীবনীয় হয়। ঋত্বিক্ fall করলে (প'ড়ে গেলে) সবই গেল।

যজ্ঞেশ্বরদা (সামন্ত)—যজমানদের বাড়ীতে যেয়ে থালায় খাওয়ার চেয়ে কলার পাতায় খাওয়াই ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কলার পাতায় খাওয়াটা খুবই জীবনীয়।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের সম্মুখের ছাউনিতে এসে বসেছেন। কর্ম্মিবৃন্দ আগামী জন্মোৎসব-সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—

—এটাকে successful (সফল) ক'রে তুললে কত যে effect (ফল) হবে! তুমি benefitted (উপকৃত) হবেনে, যজমানরা benefitted (উপকৃত) হবেনে, সকলেরই উপকার হবেনে। তুমি জীবনীয় কর্ম্ম কর, আর তোমার করাই ঐ যজমানগুলিকে তদ্‌ভাবে অনুপ্রেরিত ক'রে তুলুক। আর, যেখানে তুমি হাতে-কলমে করতে পার না, সেখানে তোমার মুখও অনেক কাজ করতে পারে। নিজে চল। ইঞ্জিন নিজে চলে ব'লেই অতগুলি গাড়ী টেনে নিয়ে যেতে পারে। ঋত্বিক্ কিন্তু উন্নতির অগ্রদূত।

এক দাদা আগামী কাল যাওয়ার অনুমতি চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেয়ে লেগে যাও। এবার যেয়ে এমন ক'রে লাগবে যেন একেবারে বন্যা সৃষ্টি ক'রে ফেলতে পার।

বলা হ'ল, বিভূতি মিশ্রদা এবার চাকরী ছেড়ে দিয়ে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-কথা শুনলে ভাল লাগে। মনে হয়—দম আছে, কলজেয় জোর আছে।

বনবিহারীদা (সামন্ত)—পুরানো field-এ (কর্ম্মক্ষেত্রে) যেয়ে বেশ অসুবিধা হয়। যারা সব ছেড়ে দিয়ে ব'সে আছে, তাদের ঠিক করা মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল যাজন করা লাগে। পুরানো field-এ (কর্ম্মক্ষেত্রে) একটু পরিশ্রমের দরকার। চাষ দিতে-দিতে হয়। ধানের চাষা হ'ল ক্ষেতের চাষা, আর তোমরা হ'লে মানুষের চাষা। রীতিমত পরিশ্রম করা চাই। এই করার ভিতর-দিয়ে তোমার efficiency (যোগ্যতা) আর-এক জনকে induce (প্রলুব্ধ) করে, আবার আর-এক জনের efficiency-ও (যোগ্যতাও) তোমাকে induce (প্রলুব্ধ) করে। আর মাঝে-মাঝে ঋত্বিক্-বৈঠক করা লাগে, তাতে মানুষ কর্ম্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়।

একটি দাদা জানালেন যে, তিনি প্রেসের জন্য পাঁচশ' টাকা দিয়েছেন। তা' শুনে উল্লসিত হ'য়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

—খুব ভাল। সকলে যদি টাকা দিয়ে দুটো প্রেস ক'রে ফেলাতে পারিস্ তাহ'লে একেবারে পাবনার মত হ'য়ে যায়। আমার মনে হয়, জেলায়-জেলায় যদি ক্রাউন সাইজ-এর একটা ক'রে প্রেস থাকে তাহ'লে মানুষেরও কাজ হয়, আর ওখান থেকে তোরা বইও বের করতে পারিস্, কাগজও বের করতে পারিস। সেইসব কাগজপত্রে কৃষি, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখাও চলে।

একটু থেমে আবার বলছেন—

—একটা district-এ (জেলায়) যদি cultural centre (সাংস্কৃতিক কেন্দ্র), educational centre (শিক্ষার কেন্দ্র), agricultural school (কৃষি-বিদ্যালয়), medical school (চিকিৎসা বিদ্যালয়) ইত্যাদি সবরকম থাকত তাহ'লে যে কত ভাল হ'ত! এখন মানুষগুলোকে যদি successful (কৃতকার্য্য) ক'রে তুলতে পার, প্রত্যেকটা পরিবারকে যদি ঠিক করতে পার, তাহ'লে দেখ কী কাম হ'য়ে যায়। আর, এই-ই হচ্ছে সব-কিছুর প্রথম পদক্ষেপ।

১৬ই শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৬১ (১লা আগষ্ট, ১৯৫৪)

সকালবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুর মধ্যেই উপবিষ্ট। কাছে লোকজন কম। নিকুঞ্জ মিশ্র বলছিলেন—

—Field-এ (কর্ম্মক্ষেত্রে) অনেকে ইষ্টভৃতি নিয়মিত করছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অভ্যাস করানো লাগে। অভ্যাস করাতে-করাতে হয়। দেখ না, আমার যদি একটা সুপারি হারিয়ে যায় তবে তা' খুঁজে বের না করা পর্য্যন্ত আমার আর নিস্তার নেই। মানে, ঐ অতটুকু করা যদি ছেড়ে দিই তাহ'লে আমার চরিত্রেরও অতখানি খাঁকতি র'য়ে গেল। ঐ-রকম পৈতের যদি জড়া বাঁধে তাও না খোলা পর্য্যন্ত আমি স্বস্তি পাই না। সব-কিছুই এইভাবে করতে হয়।

সুরেনদা (বিশ্বাস)—প্রয়োজনের ব্যাপারে অর্থসংগ্রহ করতে আমি ঠিক পারি না। অনেক জায়গায় ঠিকমত ব'লেও হয়তো ফল হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের প্রতি sympathetic attitude (সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব) নিয়ে তোমার প্রয়োজনের কথা যদি বল, তাহ'লে তোমার প্রতি মানুষের normal inclination (স্বাভাবিক ঝোঁক) হয়। তাকে বলবে—তোমার কষ্ট হয় তো দিও না, তুমি যোগ্য হ'য়ে ওঠো এই আমি চাই। তোমার জন্য করতে-করতেই কিন্তু সে efficient (যোগ্য) হ'য়ে উঠবে। আর দেখতে হয়, প্রত্যেকে যাতে শ্রদ্ধার সাথে দেয়। একটা কুৎসিত লোকও যদি শ্রদ্ধার সাথে তোমাকে কিছু দেয় তবে তা' না নিলে সেইজন্য তোমার পনের বছর শাস্তি ভোগও হবে। শাস্ত্রে নাকি এমনতর কথাই আছে।

সুরেনদা—কোন অশৌচ-বাড়ী থেকে যদি আমাকে কিছু দেয়, তা' কি আমি নিতে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাকে এমনভাবে বলতে হয়—'তুমি ওটা এখন রাখ। আজীবন আমাকে দিও, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এই দুঃখের সময় তোমার কাছ থেকে কিছু নিতে আমার ভাল লাগে না'। আর, ওটা নেওয়া যায় কি না-যায়, প্রাচীন পদ্ধতিতে আছে কিনা, তা' পণ্ডিতমশায়ের কাছে শোনা লাগে।

সুরেনদা—অনেক সময় এমন হয়, একজনের কাছে আপনি কিছু চেয়েছেন, সে আপনার নাম ভিক্ষা ক'রে বেড়াচ্ছে। তাকে আমাদের কেমনভাবে সাহায্য করা উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা জানতে পারলে তোমার সাহায্য করা উচিত। কারণ, আমার চাওয়াটা তোমাদের উভয়ের কাছেই common principle (সাধারণ সূত্র)। চাওয়াটা দু'রকমের হয়। এক হ'ল, 'আমার কাছে ঠাকুর চেয়েছেন, তুমি যদি কিছু পার তো দাও।' আর বলা যায়, 'আমি ঠাকুরকে দেব, তোমার সম্ভব হ'লে কিছু দাও।'

সুরেনদা—'আমি দেব' বললে হয়তো চার আনা দেয়, কিন্তু 'ঠাকুর চেয়েছেন' বললে সেই লোকই হয়তো পাঁচ টাকা দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেখানে তোমার প্রেরণা দুর্ব্বল। কারণ, ঐ জায়গায় object (লক্ষ্য) হ'য়ে পড়ছ তুমি। ঠাকুর যেন তোমার জন্য, তুমি ঠাকুরের জন্য নও। তাই, মানুষকে অতখানি rise (উত্থান) করাতেও পার না।

কথা বলতে-বলতে বেলা হ'য়ে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে পায়খানায় গেলেন। এর পর স্নানে যাবেন।

২রা ভাদ্র, বুধবার, ১৩৬১ (১৮ই আগষ্ট, ১৯৫৪)

ক'দিন ধ'রে বেশ বৃষ্টি হ'চ্ছে। আজও সারাদিনই প্রায় বৃষ্টি চলল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুতে এসে বসেছেন। শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), নিখিলদা (ঘোষ) প্রমুখ আছেন। সন্ন্যাস, বানপ্রস্থ ইত্যাদি নিয়ে কথাবার্ত্তা চলছিল। তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—

—আমি আগে-আগে করতাম কি—রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার দুদিকে কী আছে না আছে, ভাল ক'রে দৃষ্টি দিয়ে চলতাম। সব-কিছুর details (বিশদ বিবরণ) ঠিক রাখতাম। মনেও থাকত অনেক। কোথায় বাঁশগাছ আছে, কোথায় পাথরচুনির গাছ আছে, সব মনে থাকত। নাম করতাম খুব, আর এগুলি অভ্যাস করতাম।

কিরণদা—এ-রকম শুনেছি, চল্লিশ মাইল স্পীডে একখানা গাড়ী গেলেও তার ভেতরের সব-কিছু নাকি ঠিক ধরতে পারতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, ঐ-রকমই হ'ত। গাড়ীতে কত মানুষ আছে তা' কি ধরা যায়? তবে known face (চেনা মুখ) থাকলে ধরা যেত। ধর, তুমি আছ কি আর কেউ আছে চেনা মানুষ, তা' ঠিক ধরা যায়।

নিখিলদা—কিন্তু এ তো অসম্ভব মনে হয়, যেন একটা ফটো তোলার মতন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, ফটো তোলার মতনই হয়। তুমি দু'দিন practice (অভ্যাস) কর, তোমারও হবেনে। পদ্মার কথা মনে পড়ে। একদিন সে কত মাইল দূর থেকে কালো কী একটা ভেসে যাচ্ছিল, মনে হ'ল মোষ। খুব ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখলাম, হ্যাঁ মোষই।

কিরণদা—এটা কিভাবে ঠিক করলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন ক'রে দেখে সেইভাবেই। এর মধ্যে অলৌকিকত্ব কিছু নেই। আমরা তো সমস্ত ইন্দ্রিয়ের exercise (ব্যায়াম) করিনে। আবার, কয়েকটা যদিও করি, একসাথে সবগুলোর করিনে। আমি কিন্তু করতাম। Part by part (ভাগ-ভাগ) ক'রে কিন্তু নয়, দেখার সাথে শোনার কী সম্বন্ধ, শোনার সাথে ঘ্রাণের

কী সম্বন্ধ, ঘ্রাণের সাথে স্পর্শের কী সম্বন্ধ ইত্যাদি সবগুলি একসাথে ক'রে practice (অভ্যাস) করতাম। Education-এ (শিক্ষায়) কতকগুলি জিনিস দরকার, সেগুলি আমরা culture (অনুশীলন) করিনে। তাতে education (শিক্ষা) না হ'য়ে অজ্ঞতাই আসে। এ-সম্বন্ধে আমি সাতটা point (বিষয়) দিয়েছি। কী যেন সেগুলি?—

আমি খাতা দেখে point-গুলি একে-একে পড়লাম—(1) Concentricity (সুকেন্দ্রিকতা), (2) Alertness (সতর্কতা), (3) Agility (তীব্রতা), (4) Inquisitiveness (অনুসন্ধিৎসা), (5) Judicious attitude (বিচার-প্রবণতা), (6) Presence of mind (উপস্থিত-বুদ্ধি), (7) Cordial go of life (হৃদ্য অনুচলন)।

সবগুলি পড়ার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলতে লাগলেন—প্রথমেই চাই সুকেন্দ্রিকতা। তোমার সব-কিছু হওয়া চাই তাঁরই জন্য। তিনিই যেন তোমার সব চাইতে মুখ্য হ'য়ে ওঠেন। যা'-কিছু করবে সবই হয় যেন তাঁকে খুশি করার জন্য। তারপরে চাই alertness অর্থাৎ সতর্কতা। চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলতে হবে। হয়তো একখানা গাড়ী এখান থেকে গেল। গাড়ীখানা কী গাড়ী, ড্রাইভার কে আছে, গাড়ীতে কয়জন লোক আছে, চেনা লোক আছে কিনা, এ-সব ঠিক রাখতে হবে। তারপর agility, মানে কাজগুলি খুব শীঘ্র সম্পাদন করতে হবে। কিন্তু তার মধ্যে নৈপুণ্য থাকা চাই। আবার, খরনৈপুণ্য নিয়ে কেবল একটা কাজ নিয়েই যদি ব'সে থাক তাতে হবে না। হয়তো রাঁধছ তো কেবল রান্নাই করছ, তা' যেন না হয়। একটা কাজের মধ্যে আর একটা কাজ এমনভাবে ক'রে ফেলবে যে মানুষ টেরই পাবে না—এটা কখন হ'ল, কেমন ক'রে করল! তুমি হয়তো এক জায়গায় আছাড় খেয়ে প'ড়ে গেলে তারপর তাড়াতাড়ি উঠে এমনভাবে ঠিক হ'য়ে রইলে যে কেউ জানতেই পারল না কিছু। সবাই ভাবল, এততেও কিছু হয়নি। সাথে-সাথে চাই সন্ধিৎসা। বেশ অনুসন্ধানী দৃষ্টি রেখে চলবে চারদিকে। ধর, তুমি চুপ ক'রে ব'সে আছ। কেন ব'সে আছ? হয়তো ভাল লাগছে না। এই ভাল না লাগার কারণ কী সেটা বের ক'রে ফেলবে। আবার, ধর তুমি দশ হাত দূরে আছ। কিন্তু আমার একটা চোখের ইঙ্গিত এই দশ হাত দূরত্বকে যেন এক হাত ক'রে ফেলে। টক্ ক'রে যেন ধরতে পার কখন কী প্রয়োজন আমার, তারপর সেটা মেটাতে পার। তারপর কী?

বললাম—Judicious attitude.

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, বিচার ক'রে পথ চলা। তার জন্য চাই বিধিকে জানা—কী

ক'রে কী হ'ল বা কিসে কী হয়। কাকে কখন কিভাবে কোন্ কথা বললে তার ফল কী দাঁড়াতে পারে সে-বিষয়ে বেশ হিসেব ক'রে চলবে। যদি কোন কথা তোমাকে বলা হয় তবে সেটা অন্য কাউকে বলা উচিত কিনা ভেবে দেখে বলবে। বললে হয়তো তার ভালও হ'তে পারে, খারাপও হ'তে পারে। তাই, বেশ বিচার ক'রে দেখে বলবে। তারপর থাকা চাই উপস্থিতবুদ্ধি। বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে কখন কী করতে হবে, সে-সম্বন্ধে বোধ যেন ঠিক থাকে। আর, এটা একদিনে হয় না, অভ্যাস করতে-করতে হয়। তারপর কী?

বললাম—Cordial go of life.

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। ধর, কেউ তোমার প্রতি খুব cruel (নিষ্ঠুর) ব্যবহার করল। কিন্তু তুমি প্রীতিসহকারে তার প্রতি এমন cordial (হৃদ্য) ব্যবহার করবে যাতে সে নিজেকে সংশোধিত ক'রে নিতে পারে। সবার প্রতিই এমন ব্যবহার নিয়ে চলবে।

সেবাদি—আপনি তো এত বললেন, কিন্তু পারিপার্শ্বিক-সংঘাত মনটা ভেঙ্গে দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন ভেঙ্গে গেলে তুমি fight (যুদ্ধ) করবে কী ক'রে?

আমি—এই কয়টা জিনিস দেখে মনে হয়, প্রত্যেকটির সাথেই প্রত্যেকটি জড়িত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই-ই তো। সেইজন্য কয়—ব্রহ্মসূত্র। অন্বিত সঙ্গতিশীল জ্ঞানই আস্তে-আস্তে ব্রহ্মজ্ঞানে নিয়ে যায়। বোধে যা' গ্রহণ করবে, বাস্তবের সাথে তার মিল থাকা চাই। তবেই সে-জ্ঞান পাকা হ'য়ে ওঠে।

৮ই ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৬১ (২৪শে আগষ্ট, ১৯৫৪)

প্রাতঃকাল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুতেই আছেন। এখনও কাছে বিশেষ কেউ এসে পৌঁছাননি। ডাঃ প্যারীদা শ্রীশ্রীঠাকুরের নাড়ীর গতি ও রক্তের চাপ পরীক্ষা ক'রে গেলেন। শুভ্রশয্যায় সমাসীন শ্রীশ্রীঠাকুর। সেবাদিকে জিজ্ঞাসা করলেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যেন কী-কী জিনিস culture (অনুশীলন) করতে বলেছিলাম সেবা?

সেবাদি—Concentricity, alertness, agility, inquisitiveness, judicious attitude, presence of mind এবং cordial go of life.

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, এই সবগুলোর সঙ্গতিপূর্ণ চলন থাকা চাই। সবগুলিই আবার জীবনের সাথে সঙ্গত হওয়া চাই। তোমার হয়তো loving attitude (প্রীতিপূর্ণ মনোভাব) আছে। সেটা যে শুধু বুকেই থাকবে তা' নয়। চোখ

আছে, মুখ আছে, নাক আছে, কান আছে, সব জায়গায় ঐ loving attitude (প্রীতিপূর্ণ মনোভাব) ফুটে ওঠা চাই। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সম্মিলিত চর্চ্চা করতে হবে অন্বিত সঙ্গতিসহকারে।

সেবাদি—কিন্তু এগুলো সব সময় তো ঠিক থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে attention (মনোযোগ) থাকে না। Attention (মনোযোগ) থাকা চাই, সাথে-সাথে অভ্যাসও করতে হয়। অভ্যাস করতে-করতে এগুলো ঠিক হ'য়ে ওঠে। (একটু থেমে) কাউকে কিছু অভ্যাস করাতে হ'লে দুটো জিনিস লাগে—একটা loving push (দরদী প্রেরণা), আর একটা শাসন। বড়-বৌকে কর্ত্তামা এইভাবে শেখাত সব। আর সেই মানুষ এখন কর্ত্রী। জায়গায় ব'সে থেকে এতগুলি মানুষকে পালন করে।

সেবাদি—Cordial go of life-টা (হৃদ্য অনুচলনটা) কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন কথা কচ্ছি। কিন্তু ভাব, ভঙ্গী, কথার ধরণ সব cordial (হৃদ্য) হওয়া চাই। Cordial মানে হৃদ্য। হৃদ্য মানে হৃদয়গ্রাহী। এমন যদি হয় তাহ'লেই কাম বাগায়ে ফেলতে পারবা। যেমন হয়তো বিছানা করছ, তার মধ্যেও ঐ থাকা লাগবে। বিছানাটা পাতা যেন হৃদয়গ্রাহী হয়। প্রতিটি angle (কোণ), প্রতিটি টানা যেন সুন্দর সমান হয়। আবার হয়তো ঝাঁট দিচ্ছ। তখন ঠিক রাখা চাই, ঝাঁটাটা কতখানি উঁচু ক'রে ধরতে হবে। নতুন ঝাঁটা দিয়ে তো সবাই ঝাঁট দিতে পারে, পুরাণো ঝাঁটা দিয়ে তুমি কেমন ঝাঁট দিতে পার দেখা চাই। ঝাঁট দিতে-দিতে ঝাঁটার আগাগুলো ভেঙ্গে গেলেও তাকে কেমন ক'রে কাজে লাগাতে পার দেখতে হবে। এইভাবে প্রত্যেকটি বিষয় ঠিক ক'রে তুলতে হয়।

সেবাদি—Presence of mind (উপস্থিতবুদ্ধি) কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন ধর, কোন্ কথার কী উত্তর দেওয়া লাগবে, কোন্ ব্যাপারে কখন কী করা লাগবে, সেগুলি টক্ ক'রে ধরতে পারা চাই। তারপর কী?

সেবাদি—Alert inquisitiveness.

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে সতর্ক অনুসন্ধিৎসা। সব সময় সতর্ক থাকবে। তোমার চারপাশে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা' নিখুঁতভাবে লক্ষ্য করার জন্য চোখ-কান সব তীক্ষ্ন তরতরে ক'রে রাখবে।

সেবাদি—আর judicious attitude (বিচার-প্রবণতা)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কার কথায় কেমন উত্তর দেব, কোন্ কাজ কেমনভাবে করব, তার বিশেষ বিচার।

ইতিমধ্যে ব্রজগোপালদা (দত্তরায়) এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হয়তো ব্রজগোপালদার দিকে তাকাচ্ছ। কেমন ক'রে তাকালে সেটা cordial (হৃদ্য) হ'য়ে ওঠে, তিনি তোমার প্রতি স্নেহশীল হ'য়ে ওঠেন, তা' দেখতে হবে। এগুলি একেবারে জীবনের সাথে সম্বন্ধান্বিত হ'য়ে ওঠা চাই। কেউ তোমাকে গালাগালি করছে হয়তো। তার সাথে তুমি এমনভাবে কথা বলবে যে, তার গালা-গালিটা যেন আপনা হতেই ক'মে যায়। যারা খুব গালাগালি করে, তাদের সাথে যদি cordially (হৃদ্যভাবে) সত্য কথাটা বলা যায় তবে তারা ঠাণ্ডা হয়। আমার কর্ত্তামাও খুব গালাগালি করতো। তার মুখোমুখি জবাব করলে সে একেবারে দিত ঝেড়ে (মৃদু হাসলেন)। যে সব সময় তোমাকে শাসন করে, তোমার 'পরে খড়গহস্ত, তার কাছ থেকে সোহাগ আদায় করা চাই।

সেবাদি—আপনি একবার বলছিলেন—

"শাসন করা তারই সাজে
সোহাগ করে যে।"

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী, কী ?

সেবাদি আবার বললেন ওটা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথাটা খুব ভাল কথা।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় সমাসীন। বেলা ৩-৪০ মিঃ। শ্রীশ্রীবড়মা একটু দূরে একখানা চেয়ারে ব'সে আছেন। কাছে দু'-তিন জন মায়েরা আছেন। উমাপদদার (নাথ) মা এসে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মাকে প্রণাম ক'রে চ'লে যাচ্ছেন। শ্রীশ্রীবড়মা তাঁকে ডাক দিয়ে বললেন—এই, কোথায় যাস্ ?

উক্ত মা—কমলের জন্য একটা এ্যাজামণ্ডিট নিতে এসেছিলাম। (কমল ওঁর ছোট ছেলে।)

শ্রীশ্রীবড়মা—কেন, কী হইছে ?

উক্ত মা—সকালের থেকেই পাতলা পায়খানা করছে। এখনও বন্ধ হয়নি। তাই একটা এ্যাজামণ্ডিট নিয়ে যাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন্ ডাক্তার দেখছে ?

উক্ত মা—এখনও কোন ডাক্তার যায়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাগল নাকি তুই ? সকাল থেকে পায়খানা করছে, আর কচ্ছিস্ এখন ?

উক্ত মা—তাহ'লে কী করব বাবা !

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা প্যারীকে নিয়ে যা। এত দেরী করতে হয় ? এই প্যারী, যা—।

প্যারীদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে একটা ওষুধ খাইয়ে উক্ত মাকে নিয়ে রওনা হলেন। তারপর

শ্রীশ্রীঠাকুর একটা লেখা দিয়ে অশ্বত্থতলায় এসে বসলেন একখানা চেয়ারে। চারটা বেজে গেছে। অনেকে এসে বসছেন। একটু দূর থেকে দেখা গেল রমণদার (সাহা) মা আসছেন অনেক বকতে-বকতে। সেইদিকে তাকিয়ে রহস্যভরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—কে—? লেডী রমণের মা আসতিছে নাকি ?

তারপর মৃদু হেসে আবার বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেশে আ'লো ভগবান

মানুষ-গরু সাবধান।

ইতিমধ্যে লালদা (রামনন্দন প্রসাদ) এসে সমস্তিপুর যাওয়ার অনুমতি চাইলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য তামাক আনতে যাচ্ছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল সুরভি তামাক আনা চাই, sweet-scented (মিষ্টিগন্ধযুক্ত), গলায় না লাগে। টানলেই যেন বেশ গোলাপী-গোলাপী ভাব লাগে—এমনতর।

লালদা—কেত্না লায়েঙ্গে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই ২০/২৫ সের। ভাল ক'রে note ক'রে (লিখে) নাও।

লালদা প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন। আজ বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর গ্রন্থিমোচন কিভাবে হয় সে-সম্পর্কে একটি লেখা দিয়েছেন। সেই বিষয়ে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—গ্রন্থিমোচনের একমাত্র উপায়ই হচ্ছে শ্রেয়ার্থ-কেন্দ্রিকতা।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

হরিনন্দনের যেমন আছে। কোন লোক না থাকলেও সে তার ঐ যাজনচৌকিতে একা-একা চুপ ক'রে ব'সে থাকে—একেবারে যাজ্ঞবল্ক্যের মতন। ও যেন ওখানে at home (বাড়ীর মতন) feel (বোধ) করে। আমি ওকে ওখানে বসতে বলেছি, সেটা ও ঠিক রেখে চলছে। আবার, বইকেও কয় গ্রন্থ, তার মানে যেখানে ভাবধারাগুলি গ্রথিত হ'য়ে আছে।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আশুদাকে (জোয়ারদার) পঞ্চাশ টাকা জোগাড় ক'রে আনতে বললেন। আশুদা টাকার যোগাড়ে গেলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে—

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই মানুষগুলি সব ব্যাঙ্ক, Bank of ability—যোগ্যতার ব্যাঙ্ক। মানুষ যদি pauper (দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত) হ'য়ে ওঠে তবে আমার বড় কষ্ট হয়। তার জন্য একটা line বা সীমারেখা থাকা লাগে যার মধ্যে মানুষ easily (সহজভাবে) কাজ করতে পারে। যেমন, তোমার চলনা বজায় থাকে হয়তো ১০০ বা ২০০ টাকা হ'লে। তুমি কখনই তা' exceed করো না (বাড়িয়ে তুলো না)। তোমার

running (চলতি) খরচ যেন এর মধ্যেই থাকে। তুমি ১০০০, ২০০০ কি ৫০০০ টাকা পেলেও প্রয়োজনকে কখনও সেইভাবে বাড়িয়ে তুলো না।

১৫ই ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৬১ (৩১শে আগষ্ট, ১৯৫৪)

প্রাতঃকাল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুতে আছেন। ভোরের সব কাজ শেষ ক'রে সুপারি ও তামাক খেয়ে বসেছেন। গতরাত্রে দেখা স্বপ্নের কথা বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কাল সারারাত্রি ধ'রে শুধু স্বপন দেখেছি। কোথায় যেন যাচ্ছি। সঙ্গে অনেক লোক। বোধহয় কলকাতার দিকেই যাচ্ছিলাম। যাদের আগে দেখেছি ব'লে মনে হয় এমন অনেককে দেখলাম। কিন্তু এদের যে কোথায় দেখেছি তা' ঠিক করতে পারিনি। যাত্রার সময় সাথে অনেক লোক ছিল। পরে ক'মে গেল। শেষ পর্য্যন্ত কেষ্টদা ছিল। তারপরে কেষ্টদাও আর থাকল না।

আমি—হেঁটেই যাচ্ছিলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, আর হাঁটা কি! একেবারে এরোপ্লেনের মত বেগে হাঁটা। যেতে-যেতে কত দেশ, কত মাঠঘাট যে পেরিয়ে যাচ্ছি।

কিছু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর নিভৃত-কেতনে এসে বসলেন। ভক্তবৃন্দ এসে বসলেন। আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল গীতার বিভিন্ন শ্লোক নিয়ে। শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ বিষয়ে পর-পর অনেকগুলি বাণী দিলেন। বাইরে মেঘমুক্ত আকাশ থেকে সোনালী রোদ ঝ'রে পড়ছে। শরতের আবহাওয়া চারিদিকে। খোলা দরজা দিয়ে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে বললেন—

জ্যৈষ্ঠের রোদে heat (তাপ) বেশী, কিন্তু ভাদ্রের রোদে মনে হয় ultra violet ray (আলট্রা ভায়োলেট রে) বেশী। শীতকালের রোদেও তাই। সেইজন্য এই সব সময়ে বিছানাপত্র রোদে দেবার বিধি আছে।

১৬ই ভাদ্র, বুধবার, ১৩৬১ (১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪)

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর অশ্বত্থতলায় এসে বসেছেন। দেখতে-দেখতে আকাশে কালো মেঘ ঘনিয়ে এলো। কিছু পরেই জোর হাওয়া ও বর্ষা শুরু হল। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়ালের বারান্দায় চ'লে এলেন। কিন্তু এখানেও বৃষ্টির ছাঁট প্রবলভাবে লাগছিল। তাই ভিতরে ঘরের মধ্যে যেয়ে বসলেন। কাছে স্থানীয় মায়েরাই বেশী আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর চৌকির উপরে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রয়েছেন। এই ঝমঝমে বৃষ্টির মধ্যে একটি ছাতা মাথায় দিয়ে এলেন রমণদার (সাহা) মা। তাকে দেখার সাথে-সাথেই শ্রীশ্রীঠাকুর সোল্লাসে চীৎকার করে ব'লে উঠলেন—

সেকি ! তুমি আইছাও !

বলার সাথে-সাথে শ্রীশ্রীঠাকুর এমনভাবে ন'ড়ে-চ'ড়ে উঠে বসলেন যে উপস্থিত সকলে হাসিতে ফেটে পড়লেন। তারপর রমণদার মা আজ দুপুরে কী খেয়েছেন এবং রাতে কী কী খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন, শ্রীশ্রীঠাকুর তাই জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। হেমপ্রভা-মাকে ডাকতে বললেন। হেমপ্রভামা এসে দাঁড়াতেই দেওয়াল ঘড়িটা দেখিয়ে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই ঘড়ির মতন বড় এক-একখানা লুচি করতে পারিস রমণের মার জন্যে ?

সবাই শুনে স্তম্ভিত।

হেমপ্রভামা—পারা যাবে না কেন, তবে অনেকখানি ক'রে ঘি লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখ্ তো পারিস কিনা ?

আজ দুপুরে উপাদেয় আলু-সিংড়ী ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর রমণদার মাকে খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন। সাথে সুন্দর ক'রে পাতা দই ছিল। দইটা সামান্য টক হ'য়ে যায়। সেইসব কথা জিজ্ঞাসা করছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও রমণের মা, আলু-সিংড়ী কেমন খাইছিলে ?

রমণদার মা—ঐ একরকম। কিন্তু দই বেজায় টক।

কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর হেমপ্রভামাকে ডেকে বেশ মজা ক'রে বলছেন—

—শোন, তোমার দই খুবই ভাল হইছিল, কিন্তু বড় টক।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা বলার ভঙ্গী দেখে আমরা হাসতে-হাসতে অস্থির।

কালিষষ্ঠী মা একখানা আসন হাতে আসছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মধুযামিনি ! কনে যাস্ ?

কালিষষ্ঠী মা—এই এখানেই আসতিছি।

সামনে এসে আসন পেতে বসলেন তিনি। তারপর নানা রকমের কথাবার্ত্তা চলতে লাগল।

২৩শে ভাদ্র, বুধবার, ১৩৬১ (৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪)

আজ সারাদিনই প্রায় আকাশ মেঘলা। সন্ধ্যার আগে থেকেই বৃষ্টি মাঝে-মাঝে জোর ক'রে আসছে, কমে যাচ্ছে, আবার আসছে। এইভাবে চলছে। সাতটা বেজে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের সম্মুখের ছাউনিতে আছেন। কাছে মায়েরাই বেশী রয়েছেন। বর্ষার দিন বলে আর ভীড় হয়নি। আমরা দু'চার জন আছি।

শৈলমার শরীর খারাপ চলছে। শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীদাকে দেখাতে বলেছিলেন। শৈলমা প্যারীদার কাছ থেকে এসে বলছেন—প্যারী বাবা বলছে ওষুধের জন্য আট টাকা লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ওষুধ এনে খাও।

শৈলমা—টাকা আমি কোথা থেকে দেব ?

সামনে সুরেন ঘোষালদা দাঁড়িয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই ঘোষেল! শৈলর ওষুধের আটটা টাকা দিস নে ক্যা ?

সুরেনদা ভাল বুঝতে না পেরে কাছে এগিয়ে এলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আটটা টাকা দিবি শৈলর ওষুধের জন্য ?

সুরেনদা—এখন তো হাতে কিছু নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দূর, তোর আবার না-থাকা! চেষ্টা কর্।

(আবৃত্তির সুরে) "যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি

সে মুহূর্তে কিছু তব নাই,

তুমি তাই

পবিত্র সদাই।"

সুরেনদা অর্থ-সংগ্রহের জন্য বেরিয়ে গেলেন।

সেবাদি—যখন কিছু থাকল না, তখন কী ক'রে পূর্ণ হ'ল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, তখন শুধু আমি আছি আর তুমি আছ। তোমার সত্তা যদি সম্পূর্ণরূপে আমাকেই দিয়ে দাও তাহ'লে তোমার ব'লে আর কিছু থাকল না। তোমার কিছু থাকল না বটে, কিন্তু তুমি পূর্ণ হ'য়ে উঠলে। "তুমি তাই পবিত্র সদাই, তুমি তাই পবিত্র সদাই।"

নিখিলদা (ঘোষ)—আচ্ছা, common sense (সাধারণ জ্ঞান) কি বাড়ানো যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি ইষ্টের 'পরে affinity (যোগাবেগ) থাকে, তবে একটু বাড়েই।

নিখিলদা—বাড়বে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাড়বে তার মতন ক'রে ঐ টান-অনুপাতিক।

নিখিলদা—আমরা কেউ-কেউ হয়তো আপনার কাছে থাকি, অহরহ আপনার কথা শুনি, অথচ কোন্ কথার পরে কী বলতে হবে তা' বুঝতেই পারিনে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বুঝতে যে পার না, এটা তো ধরতে পার। এই ধরতে পারাটাই শুভলক্ষণ। অনেকে এটুকুই ধরতে পারে না। নিজের defect (দোষ) নিজে ধরাটা ভাল। Mental impotency (মানসিক দৌর্ব্বল্য) থাকলে আর ধরা যায়

না। Mental deafness (মানসিক বধিরতা), mental blindness (মানসিক অন্ধতা), mental dumbness (মানসিক মৌনতা) অনেকেরই থাকে। কিন্তু এগুলি সারানো খুব কঠিন না। আমি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় কোথায় কোন্ গাছ, কোথায় কোন্ জিনিসটা আছে, তা' ঠিক রাখার চেষ্টা করতাম। আবার, একটা গাছের পাতাগুলি দেখে infer (অনুমান) করার চেষ্টা করতাম—ঐ গাছে কত পাতা থাকা সম্ভব! আবার, দূরের শব্দ শোনার চেষ্টা করতাম। তার মধ্যে হয়তো haziness (অস্পষ্টতা) থাকত। তা' সত্ত্বেও বুঝতে ও ধরতে চেষ্টা করতাম কোন্‌টা কোন্ শব্দ হ'তে পারে।

নিখিলদা—কিন্তু এ-গুলি তো সবই অনুশীলনের ব্যাপার?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, সবই তো অনুশীলন।

নিখিলদা—কিন্তু যতটুকু ভিতরে আছে, অনুশীলন ক'রে তাই তো জাগতে পারে। দু'আনা থাকলে দু'আনাই হবে, চৌদ্দ আনা তো হবে না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, তাই হবে। চৌদ্দ আনা হবে না, ষোল আনাও হবে না, আঠারো আনাও হবে না। তবে হবেই।

মানুষের নামের অর্থ নিয়ে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নামের মানে তো আছেই। যেমন আমার নামের মানে আমার মা করিছিল—

অকূলে পড়িলে দীনহীন জনে,
নুয়াইও শির কহিও কথা,
কূল দিতে তারে সেধো প্রাণপণে
লক্ষ্য করি তার নাশিও ব্যথা।

সেবাদি—আপনি মানুষের যে নাম দেন, বড় হ'লে কি ঐ নাম-অনুযায়ী তাদের স্বভাব হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড় হবার পরে ঐ নামের দিকে যদি তার লক্ষ্য যায়, আর সাথে যদি আভিজাত্যবোধ থাকে, তবে ঐ-রকম স্বভাবের হ'তে পারে। যেমন, কারও নাম হয়তো রাখলেম 'তৃপ্তী', তার এইরকম ভাব থাকা চাই—মানুষকে আমি তৃপ্ত করব। যেমন, তোর নাম সেবা। তোর লক্ষ্য থাকা চাই মানুষের পালন-পোষণ-পূরণ-ধারণ।

সেবাদি—ও-রকম হওয়ার ইচ্ছা থাকলে হওয়া যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইচ্ছা কথাটা এসেছে ইষ্-ধাতু থেকে, মানে—পুনঃ-পুনঃ করণ। পুনঃ পুনঃ করার এবং হওয়ার চেষ্টাটা থাকা চাই। আমাকে যদি ভালবাস, তখন

আমি যা' ভালবাসি তাই তোমার করতে ইচ্ছা করবে।

এই সময় রমণদার মা এলেন। মুংলীদিকে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই মুংলী, রমণের মা গুঁড়ি কচুর অম্বল খেতে চেয়েছে, রেঁধে দিস্। (তারপর রমণদার মার দিকে ফিরে) রমণের মা, তুমি নোলক পরবে?

রমণের মা—ছোটবেলায় পরতেম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন পরার ইচ্ছে হয় কিনা তাই কও।

রমণের মা—তা'—(একটু হাসলেন)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বুড়ি ইচ্ছে করলে তোমাকে একটা নোলক দিতে পারে।

রমণদার মা স্থুর ক'রে বললেন—সারা গায়ে গওনা নেই পায়ে দু'গাছা মল, আর কোন জায়গায় ঘর নেই বা'রবাড়ী একটা ঘর।

বুড়িমা—আপনার যদি পরতে ইচ্ছে করে তো ক'ন।

রমণদার মা—সে তোমার কথায় আমি পরবই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর কথা কী! তুমি যদি পর তবে ও দিতে পারে।

রমণদার মা—নোলক কি মানুষ বুড়োকালে পরে? যৈবনকালেই (যৌবনকালেই) তো কতরকম পরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর মণি চ্যাটার্জিদাকে রমণদার মা'র জন্য বারো খানা 'দিলখোশ' সন্দেশ বিশেষভাবে অর্ডার দিয়ে তৈরী করিয়ে আনতে বলেছিলেন। মণিদা এখন সন্দেশগুলি নিয়ে এসে পৌঁছালেন। রমণদার মা তাড়াতাড়ি হাত পেতে সন্দেশগুলি নিলেন। সকলেই হৈ-হৈ ক'রে রমণদার মাকে নিয়ে খুব তামাশা করতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে এখানে ব'সেই একখানা খেতে বললেন। খাওয়া হ'লে বাকীগুলি নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে চ'লে যেতে বললেন। একখানা কোনরকমে খাওয়ার পরে রমণদার মা'র দ্রুত যাওয়ার ভঙ্গী দেখে সবাই হাসছেন।

২৮শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৬১ (১৪ই অক্টোবর, ১৯৫৪)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট, উত্তরাস্য। সুশীলদা (বসু), ব্রজগোপালদা (দত্তরায়), আকুদা (অবিনাশ অধিকারী) প্রমুখ ব'সে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব-সমাধি নিয়ে তাঁরা কথাবার্ত্তা বলছেন। একসময় সুশীলদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—এই অবস্থা হওয়ার আগে কিছু কি টের পেতেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেদিন বুঝতে পারতাম বা ঐ-রকম করতে চাইতাম সেদিন আর হ'ত না। এটা প্রথম কখন আরম্ভ হয়?

সুশীলদা—আরম্ভ হয় বোধ হয় ১৩২০ সালে। তখন কিছুই লেখা হ'ত না। বাংলা ১৩২১ সাল থেকে লেখা সুরু হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন আমার বয়স কত ?

সুশীলদা—২৬ বছর।

আকুদা—সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। Heart-beat (হৃৎস্পন্দন) নেই, pulse-beat (নাড়ীর স্পন্দন) নেই, অথচ মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে। চোখে না দেখলে এ-জিনিস হয়তো বিশ্বাস করতাম না। টেলিগ্রাফের তারের মধ্যে যেমন একটা বোঁ-বোঁ শব্দ হয়, সেইরকম শব্দ হ'ত আপনার পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের মধ্যে। বোঁ-বোঁ ক'রে শব্দ হ'ত যেন current (বিদ্যুৎশক্তি) pass করছে (চ'লে যাচ্ছে)। বুড়ো আঙ্গুলটা মাঝে-মাঝে একটু-একটু নড়ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ জিনিস realise (উপলব্ধি) করার লোকও তো চাই। আমার আপসোস হয়, তখন যদি সব record (লিপিবন্ধ) করা থাকত তাহ'লে কী কাণ্ড হ'ত।

সুশীলদা—কত রকম আসন হ'ত। তখন শরীরে কোন হাড়-টাড় ছিল ব'লে মনে হ'ত না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু এখন তার একটাও করতে পারব না।

ব্রজগোপালদা—অসংখ্য আসন হ'ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি দেখেছেন ?

ব্রজগোপালদা—না আমি দেখিনি। সুশীলদা ওঁরা দেখেছেন।

এই সময় বড়দা এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন বড় খোকা হইছিল ?

সুশীলদা—হ্যাঁ, বড় খোকার জন্ম ১৩১৮ সনে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথমে কিভাবে হয় তা' বোধহয় কিছু লেখা নেই।

সুশীলদা—না, প্রথমের কিছুই লেখা নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেক miss হ'য়ে (নষ্ট হ'য়ে) গেছে। সব রাখলে বিরাট বড় একখানা বই হ'ত।

আকুদা—বাবা প্রথম শুনলেন অনন্তদার কাছ থেকে। অনন্তদা বললেন—'এইরকম-এইরকম হয়, তুমি একটু যেও। দেখো।' তারপর ঐ কথায় বাবা যান। যেয়ে দেখেন—এ তো গৌরাঙ্গের ভাব। তখন থেকেই তিনি সেগুলো record (লিপিবন্ধ) করতে আরম্ভ করেন। বলতেন যে, 'কথা একটাও ছাড়িস্ নে। পরে দেখতে পাবি revelation (অনুভূতি) জিনিসটা কী ?' একদিন ঐ-রকম হ'লে

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

পরে আপনার heart (হার্ট) দেখলাম, beat (স্পন্দন) নেই, pulse (নাড়ী) দেখলাম, beat (স্পন্দন) নেই। কিন্তু পায়ের বুড়ো আঙ্গুল একটু-একটু নড়ছে, আর ঐ-রকম বোঁ-বোঁ শব্দ হচ্ছে, যেন electric current pass করছে (বিদ্যুৎশক্তি চ'লে যাচ্ছে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৃন্দাবনবাবু (আকুদার বাবা) যেগুলো দেখেছে সেগুলোর সব record আছে। তার আগে-আগে অনন্ত দেখত, কিশোরী দেখত, কিন্তু তাদের কিছুই record নেই।

বড়দা—দেখতেন অনেকেই। কিন্তু কেউই বুঝতে পারতেন না কিছু। Record করার কথাও তাঁদের মনে হয়নি।

এরপরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষা নিয়ে কথা উঠল।

আকুদা—আমার কাছে আগের সব language (ভাষা) আছে। সেগুলি কেমন যেন সহজ, সরল। পরের লেখাগুলি বেশ কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখনকার language যেন শেখা language. আগেকার কথাগুলো যেন automatically (আপনা থেকে) বেরিয়ে আসত। আঁকুপাঁকু ক'রে কইতাম তখন। আগে তো আর language (ভাষা) দিয়ে expression (প্রকাশ) দেবার বালাই ছিল না।

আকুদা—এই atomic bombardment-এর (আণবিক বিস্ফোরণের) কথা আপনি ইংরাজী ১৯১৮ সালে বলেছিলেন। বলেছিলেন, এই-এই ভাবে চেষ্টা করলে atom-কেও (অণুকেও) ভাঙ্গা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু তখন তো এর conception-ও (ধারণাও) আসেনি।

আবার সমাধি-অবস্থার কথায় ফিরে এসে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টদা বোধহয় এ-সব দেখেনি।

আকুদা—না। আপনার একটা থার্মোমিটার ছিল। একদিন ঐ অবস্থায় সেটা কেউ আপনার হাতে ধরেছিলেন। ধরার সাথে-সাথে ১১০ ডিগ্রী temperature (তাপ) উঠে গিয়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, গায়ে জল দিলেও বাষ্প হ'য়ে উড়ে যেত। গাছগুলো ধরলেই ন'ড়ে উঠত। (একটু চুপ ক'রে থেকে, আত্মস্থভাবে) রূপকথার মতন লাগে সব।

কথা বলতে-বলতে সাতটা বেজে গেল। বিষয়বস্তুর বিরাটত্ব সুন্দর সকালটাকে যেন আরো মহিমাময় ক'রে তুলেছে। সবাই এরপরে উঠলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শুভ্র শয্যার উপরে একটু কাত হ'য়ে শুলেন। কয়েকদিন যাবৎ তাঁর শরীর বেশ খারাপ থাকার পরে আজ একটু ভাল।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

২৯শে আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৬১ (১৫ই অক্টোবর, ১৯৫৪)

দুপুরে একটু বিশ্রামের পরে শৌচাদি সেরে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় এসে বসেছেন। বেলা ২-৩০ মিনিট। একটি মা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তাঁর নানা দুঃখের কাহিনী বলছেন। তিনি কোথায় কী কর্ত্তব্য বুঝতে পারেন না, সাধন-ভজন করতে পারেন না, জীবনে শান্তি পান না, ইত্যাদি। উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—শান্তি মানে সাম্যভাব। দুঃখেও বিচলিত হবে না, সুখেও বিচলিত হবে না। তার মানে এ-নয় যে তুমি দুঃখ বোধ করতে পারবে না। দুঃখ তুমি বোধ করতে পারবে, কিন্তু বিচলিত হবে না। শান্তিলাভ করতে হ'লেই চাই সুকেন্দ্রিকতা। এমন একটা এককে ভালবাসা চাই যাকে নিয়ে তুমি ব্যাপৃত থাকতে পার, যাকে ভালবেসে জীবন তোমার পূর্ণ হ'য়ে থাকে। আর, ভালবাসা মানে তাঁর ভালতে বাস করা। যেমন তোমার ছেলেকে ভালবাস। ভালবাস মানে কিসে সে বড় হয়, কিসে ভাল থাকে, কিসে ভালভাবে পরীক্ষায় পাশ করতে পারে, এইসব দেখ। ঠিক অমনিভাবে দেখতে হবে তোমার আচার্য্যকে—আপনতম জন হিসাবে। আর, তাঁকে নিয়েই চলবে। সেইজন্য আচার্য্য হওয়া চাই একজন জীবন্ত মানুষ। তিনিই আমার জীবন-বেদী। তাঁকে ভালবেসে, তাঁর জন্য কর্ম্ম ক'রে আমার জীবন পূর্ণ হ'য়ে ওঠে।

উক্ত মা—আমি দীক্ষা নিয়ে চলছি। কিন্তু গুরু কিছু দিচ্ছেন কিনা বোধ করতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি আমাকে কী দিলেন তা' দেখতে নেই। আমি তাঁতে কতখানি ব্যাপৃত হ'য়ে উঠতে পারি তার চেষ্টা করতে হবে। ভগবান্ আমাদের কতখানি ভালবাসেন তা' মেপে দেখতে নেই। কিন্তু আমরা কতখানি তাঁকে ভালবাসি তাই দেখতে হবে। আর, ভাগবানের কাছে যাওয়ার রাস্তাই হলেন সদ্‌গুরু। তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে হয়।

উক্ত মা—আমি কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছি। সদ্‌গুরু কোথায় পাব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কুলগুরুর কাছে গেলেও সদ্‌গুরুর কাছে যাওয়া লাগে। কুলগুরুরা culture (কৃষ্টি)-টাকে ধরিয়ে দেন। আগেকার কুলগুরুরা বলতেন—'সদ্‌গুরু পেলেই দীক্ষা নেবে।' এখনকার কুলগুরুরা বোধহয় তা' বলেন না, কিন্তু ঐ কথা বলাই উচিত।

উক্ত মা—বাবা! মৃত্যুর পরে আবার কিভাবে আমাদের জন্ম হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই জন্মে আমরা যে-সব কর্ম্ম করি, সে-গুলি আমাদের সত্তায় গ্রথিত হ'য়ে ওঠে। আর, তার দ্বারাই আমাদের পরজন্ম নিয়ন্ত্রিত হয়।

উক্ত মা—ভগবান্ যা' করাচ্ছেন তাই তো আমরা করি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান্ যা' করাচ্ছেন তাই কি আমরা করি? করি আমাদের প্রবৃত্তিমাফিক। তিনি জীবনীয়, সবারই জীবনস্বরূপ। আত্মিক-সম্বেগ তিনিই। তিনিই ধাতা, পাতা। ধাতা মানে যিনি ধারণ-পোষণ করেন। তিনি আবার পাতা অর্থাৎ পালনকর্ত্তা। আমাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। আমার মন আছে, বুদ্ধি আছে। সব দিয়ে যদি তাঁর সেবা করতাম তাহ'লে তো বেঁচেই যেতাম। কিন্তু তা' তো করি না। খোদার উপরে খোদকারী করি। পরের কথা শুনে চলি। তাতেও ক্ষতি হ'ত না—যদি সেগুলি বাবার কাজে লাগাতে পারতাম। আমরা যাই কিছু করি, সেই কর্ম্মগুলি যদি সাত্ত্বিক সংহতি নিয়ে বিনায়িত হ'য়ে ওঠে তবে আর ভাবনা থাকে না।

উক্ত মা—আমি নাম-টামও করি। সত্যপথে চলার চেষ্টা করি। তবুও কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্য মানে কি জানিস তো?—সতের ভাব। যথার্থ হ'লেই যে একটা কথা সত্য হ'ল তা' কিন্তু নয়। যার মধ্যে অস্তিত্বের কথা আছে, বাঁচার কথা আছে, তাই সত্য।

উক্ত মা—এখন আমি কী করব তাহ'লে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি সদ্‌গুরু পাস্ তাহ'লে তাঁকে ধরু, নাম করু। তিনি আমার বাবা, তোর বাবা, সকলের বাবা। তাঁকে ভালবাস্। কেষ্টঠাকুর ছিল অর্জ্জুনের সখা। সখা মানে অর্জ্জুন তাঁকে ভালবাসত। কেষ্টঠাকুর তাকে বলত—'তুই আমাকে ভালবাস্, আমার কথামত চল।' তারপর কেষ্টঠাকুরের কথামত চ'লে যখন অর্জ্জুনের ভাল হ'ল, তখন সে কেষ্ট ঠাকুরকে চিনতে পারল। তখন অর্জ্জুন কয়—'তুমি আমার গুরু, তুমি আমার উপাস্য। আমি না জেনে কত কথা বলেছি তোমাকে, আমাকে ক্ষমা কর।' তাঁর সাথে যুক্ত না হ'লে এ কখনও বোধে আসে না। তাই আগে যুক্ত হ'তে হয়।

ঐ মায়ের চোখমুখ শান্ত হ'য়ে এল শ্রীশ্রীঠাকুরের মধুর কথাগুলি শুনতে-শুনতে। আরও কিছুক্ষণ ঠাকুরদর্শন ক'রে মা-টি আভূমি প্রণাম ক'রে আস্তে-আস্তে উঠে গেলেন। অন্য মানুষ এসে পড়ায় শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের সাথে কথাবার্ত্তা কইতে লাগলেন।

১লা কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৬১ (১৮ই অক্টোবর, ১৯৫৪)

সকালে একটু ঠাণ্ডা পড়ে। শ্রীশ্রীঠাকুর একটা পাতলা জামা গায়ে দিয়ে বড়ালের বারান্দায় ব'সে আছেন। আকুদা সামনে একটা সতরঞ্চির উপরে ব'সে আছেন। এত সকালে এখনও বিশেষ কেউ আসেননি। শ্রীশ্রীঠাকুর আকুদার সাথে পড়া ও পড়ানো নিয়ে আলোচনা করছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—একজনেরই literature (সাহিত্য) এবং science subjects (বিজ্ঞানের বিষয়গুলি) পড়ানো ভাল। তাতে Art (কলাবিদ্যা) কেমন ক'রে science (বিজ্ঞান) হয়েছে, আবার Science-টাই (বিজ্ঞানটাই) বা কেমন ক'রে Arts (কলা) হ'য়ে উঠেছে তা' দেখানো সম্ভব হ'তে পারে। একে কয় তত্ত্বদৃষ্টি। আমাদের আগেকার দিনে অধ্যাপনার নিয়ম ছিল ঐ রকমের। এখানে যেমন কেষ্টদা আছে, একাই সব subject (বিষয়) পড়াতে পারে।

আকুদা—কেষ্টদার মত লোক মেলা কষ্ট।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Science-এর (বিজ্ঞানের) normal conception (স্বাভাবিক বোধ) যাদের গজিয়ে ওঠেনি, তারা philosopher-ও (দার্শনিকও) ভাল হয় না।

আকুদা—তা' তো হয়ই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐরকম একজন teacher (শিক্ষক) যদি থাকে, তাহ'লে যাদের ঐ জাতীয় 'ন্যাক্' আছে তাদের সে একেবারে all round (সর্ব্বতোভাবে যোগ্য) ক'রে ঠিক ক'রে দিতে পারে। আজকাল একজন Science-এর (বিজ্ঞানের) লোক হয়তো Arts-এর (কলার) কথা শুনলে ভয় পায়! তার মানে সে Science-ও (বিজ্ঞানও) ভাল ক'রে জানে না। বৈষ্ণবেরা কয় লীলা—আলিঙ্গন ও গ্রহণ। সৎ-এর সঙ্গে এই লীলা যার যত সুন্দর, তার সাহিত্যও তত সুন্দর। সাহিত্য সৃষ্টি করতে গেলে যেমন পুরুষলোক চাই, মেয়েলোক চাই, তেমনি আবার পরিবেশ চাই, উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক চাই। এর কোনদিকে গণ্ডগোল হ'লে সাহিত্যও বেকায়দা হ'য়ে ওঠে। আবার, যারা বড় scientist (বৈজ্ঞানিক) তারা বড় সাহিত্যিক হ'য়েই থাকে। যেমন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। তাঁর সাহিত্য কোন্ দিক দিয়ে কমা?

আকুদা—হ্যাঁ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সত্যেন বসু, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, এঁরা সবাই ঐ দুটো দিকেই একেবারে সমান master (অধিকারী)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টদা কেমন সুন্দর দুখানা কেমিষ্ট্রি ও ফিজিক্সের বই লিখেছিল, novel-like (উপন্যাসের মতন)। তুই দেখেছিস্?

আকুদা—হ্যাঁ, খুবই সুন্দর হয়েছিল।

সকাল আটটার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার প্রাঙ্গণে এসে একটা চেয়ারে বসলেন। এখানে যে ঘরগুলি তৈরী হচ্ছে, সে-সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশাদি দিলেন। একটু পরে কেষ্টদা এসে বসলেন। নাট্যশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব ও মৌলিকত্ব-সম্বন্ধে তিনি নতুন যা'-যা' পড়েছেন সেগুলি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বলতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর খুশিমনে সব শুনছেন। তারপর বললেন—

সব কিছুরই একটা atmosphere (আবহাওয়া) চাই। তা' না থাকলে হয় না। Atmosphere (আবহাওয়া) সৃষ্টি হ'লে এমন হয় যে এই culture (কৃষ্টি) ছেড়ে বাইরে থাকাই মুশকিল হ'য়ে পড়ে। এই culture-এর (কৃষ্টির) বাইরে যা'-কিছু সেগুলি তাদের কাছে foreign (বিদেশী) ব'লে মনে হয়।

এরপর আরও অন্যান্য কথাবার্ত্তা চলতে লাগল।

১৩ই কার্ত্তিক, শনিবার, ১৩৬১ (৩০শে অক্টোবর, ১৯৫৪)

শ্রীশ্রীবড়মার দালানঘরখানি প্রায় তৈরী হ'য়ে এল। সারাদিন মিস্ত্রীরা ওখানে কাজ করে। বড়াল-বাংলোটা দিনের বেলায় ওদের কাজের ও কথার শব্দে মুখরিত থাকে। শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে-মাঝে ঘরখানির চারিপাশে ঘুরে দেখে আসেন ও প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশাদি দান করেন। বিকালে প্রাঙ্গণে বসেন একখানা চৌকিতে। আজও বসেছেন। বিয়ে করলে যে খানিকটা পেছটান বেড়ে যায়, এই প্রসঙ্গে কথা বলছিলেন পঞ্চাননদা (সরকার)।

পঞ্চাননদা—কামিনী-কাঞ্চন তো যে-কোন মুহূর্ত্তে টেনে নামাতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Balanced (সাম্যভাবাপন্ন) লোককে আর তা' পারে না। সর্ব্বক্ষণের জন্য ইষ্টানতি নিয়ে চলা চাই।

পঞ্চাননদা—নিত্য ইষ্টানতি থাকলে তার রকমটা কেমন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাকে তো দেখেন। আমার যেমনটা হয় তাই-ই কই। এমন কিছু কওয়া বা করা আমার দ্বারা হয় না যাতে principle-এর (আদর্শের) interest (স্বার্থ) suffer করে (ব্যাহত হয়)। সর্ব্বক্ষণের জন্য ইষ্টানতি থাকলে অবশ্য এ-রকমটা normal (স্বাভাবিক) হ'য়ে যায়।

পঞ্চাননদা—তখন কি আর এ-গুলি কসরত ব'লে মনে হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না। তখন ইষ্টের interest fulfilled (স্বার্থ পরিপূর্ণ) করার জন্য মানুষ যদি দুই লাখ বিয়ে করে তাহ'লেও তার কোন ক্ষতি হয় না। আবার, দরকার না হ'লে একটাও বিয়ে না করতে পারে। কোনটাতেই তার কিছু আসে

যায় না। কারণ, ইষ্টই তার প্রধান স্বার্থ।

পঞ্চাননদা—তার মানে সে diseased (রোগদুষ্ট) নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর- Diseased (রোগদুষ্ট) নয় মানে সে balanced (সাম্যভাবাপন্ন)।

বিকাল পাঁচটা বেজে গেল। স্থানীয় ভক্তবৃন্দ এই সময়ে অনেকে প্রণাম করতে আসেন। আশ্রম-প্রাঙ্গণ তাঁদের যাওয়া-আসায় বেশ জমজমাট হ'য়ে ওঠে। ঠাকুর-প্রণাম ক'রে কিছুক্ষণ এখানে ব'সে সন্ধ্যা হ'য়ে যেতে সবাই আবার ঘরে ফিরে যান। শরৎদা (হালদার) আজ বাইরে বেরোচ্ছেন। বড়াল-বাংলো কেনবার চেষ্টা চলেছে। তার জন্য বেশ জোরমত চেষ্টা করার কথা শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন।

শরৎদা—অনেকে হয়তো টাকা পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আর তা' রক্ষা করেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার অনেকে করেনও। মানুষের কাছে এই প্রসঙ্গে যে কথা বলবেন তার মধ্যে সমীচীনতা থাকা চাই। সমীচীনের মধ্যে আছে intelligent appeal (বোধিসমন্বিত আবেদন)। আবার, একটু emotion-ও (ভাবাবেগও) থাকা চাই। যেমন, কোন দুষ্ট লোককে পালাতে দেখে মানুষ চেঁচায়—মার্ শালারে ধ'রে। ঐ-রকম্ emotion (ভাবাবেগ) কথার মাঝে সৃষ্টি করতে হয় যাতে মানুষ কর্ম্মতৎপর হ'য়ে ওঠে। (একটু থেমে) আমার মনে হয়, আপনি একাই এ-কাজ করতে পারেন এবং তা' এখানে ব'সে থেকেই হ'তে পারে।

শরৎদা—কিভাবে হ'তে পারে তা' আমাদের বুদ্ধিতে আসে না। তবে আপনি যখন বলছেন তখন নিশ্চয়ই হওয়া সম্ভব।

হাওড়া থেকে যতীন্দ্রনাথ মাইতি নামে এক দাদা শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যবহারের জন্য একটি আলোয়ান পাঠিয়েছেন। পরমপূজ্যপাদ বড়দা ঐ আলোয়ানের প্যাকেটটি হাতে ক'রে এনে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে খুলে দেখালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর খুশি হয়ে আমাকে ওটা শ্রীশ্রীবড়মার কাছে দিয়ে আসতে বললেন। দিয়ে আসার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—

ওকে ভাল ক'রে চিঠি দিয়ে দিস্। লিখিস্—আলোয়ান খুব ভাল হয়েছে। ঠাকুর খুব খুশি হয়েছেন।

সন্ধ্যা হ'য়ে এল। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় এসে বসলেন। চারিদিকে আলো জেবলে দেওয়া হয়েছে। কাছে মায়েরা কয়েকজন আছেন। কাঠের মিস্ত্রী ভজন এসে প্রণাম ক'রে বলল—একটু বাজারে যাব। শীত প'ড়ে গেছে। গায়ের চাদর কিনতে হবে।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

শ্রীশ্রীঠাকুর—কার চাদর ?

ভজন—ঐ মিস্ত্রীদেরও আছে। আমারও একটা কিনতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাদর কেনার জন্যে কাজ কামাই ক'রে বাজারে যাওয়ার দরকার নেই। অন্য কাম থাকে তো যা। নতুবা চাদরের জন্য বাজারে যেতে হবে না।

ভজন মিস্ত্রী আবার তার কাজের জায়গায় ফিরে গিয়ে কাজে বসল। শ্রীশ্রীঠাকুর বীরেনদাকে (ভট্টাচার্য্য) ডেকে খুব ভাল চারটি চাদর আনতে বললেন। আরও একটি দাদাকে আর চার খানা আনতে আদেশ করলেন। চাদরগুলি যাতে কাল সকালেই এসে যায় সে-কথা বিশেষভাবে ব'লে দিলেন।

তপোবনের শিক্ষক হরিপদদা (দাস) গত অধিবেশনের পর বাড়ী গিয়েছিলেন। আজ এইমাত্র ফিরে এসে প্রণাম করলেন। তাঁকে দেখেই শ্রীশ্রীঠাকুর উৎফুল্ল হ'য়ে ব'লে উঠলেন—আইছিস্ ?

হরিপদদা—আজ্ঞে! আপনার শরীর কেমন আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-রকম হইছিল তার চাইতে ভাল।

এবার তপোবন বিদ্যালয়ের যে ক'টি ছাত্র স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছিল, তারা সবাই পাশ করেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর সানন্দে সে-কথা বলছেন হরিপদদাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এবার তো সবাই পাশ করেছে, তাই না ?

হরিপদদা—আমি এখনও খবর পাইনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, এবার সবাই পাশ করেছে। পরে যারা কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিয়েছিল, তারাও পাশ।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং এই সুসংবাদ দিচ্ছেন। হরিপদদা আনন্দে একেবারে অভিভুত। একটু পরে তিনি উঠে হাতমুখ ধুতে গেলেন।

হাউজারম্যানদা এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। প্রয়োজনীয় দু'-একটি কথার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—রে-র শরীরটা খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে। কী হয়েছে ?

হাউজারম্যানদা—কী জানি!

শ্রীশ্রীঠাকুর—খিদে-টিদে লাগে তো ?

হাউজারম্যানদা—হ্যাঁ, তা' লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পায়খানা পরিষ্কার হয় তো ?

হাউজারম্যানদা—হ'চ্ছে।

কাছে ডাঃ ননীদা (মণ্ডল) বসেছিলেন, তাঁকে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর stool-টা (পায়খানাটা) আর একবার পরীক্ষা ক'রে দেখিস্;

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

তো। তুই নিজে interest (আগ্রহ) নিয়ে করবি কিন্তু।

ননীদা—আচ্ছা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতদিন আগে stool (পায়খানা) দেখেছিস্ ?

হাউজারম্যানদা—সাত-আট দিন আগে। তখন হুক-ওয়ার্ম ছিল। তারপর ওষুধ খেয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও (হাউজারম্যানদা) খালি পায়ে বেড়ায়, মাঠে পায়খানায়ও যায় খালি পায়ে। এখানে হুক-ওয়ার্ম খুব বেশী।

ননীদা—হ্যাঁ, এখানে ওটা একটু বেশীই আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যে এত ক'রে কই, খালি পায়ে মাঠে-ঘাটে যাস্ নে। কেন ? পায়খানায় যাওয়ার জন্যে একটা রাবারের জুতো কিনে রাখলে পার। দামও তো বেশী না। করলেই হয়।

হাউজারম্যানদা—আচ্ছা কিনে নেব।

রাত বেড়ে যাচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরে যেয়ে বসলেন। এই সময় রমণদার (সাহা) মা এলেন একখানা আসন হাতে ক'রে। অন্যান্য সকলে তাঁর সাথে নানারকম রঙ্গরস করতে লাগলেন।

২২শে কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৬১ (৮ই নভেম্বর, ১৯৫৪)

শীতের আমেজ প'ড়ে গেছে। সকালের মিষ্টি রোদ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। বড়াল-প্রাঙ্গণে একখানা চৌকিতে শ্রীশ্রীঠাকুর উপবিষ্ট। কাছে আর একখানা ছোট জলচৌকিতে ব'সে আছেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)। ননীদা (চক্রবর্ত্তী) এসে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ননীর understanding (বুঝ) খুব ভাল, কিন্তু অনুশীলন কম।

কেষ্টদা—অনুশীলন করতে হলে তো বাইরে যেতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাইরেই যাক আর এখানেই থাকুক, অনুশীলন না করলে কি হয় ?

কেষ্টদা—কিভাবে অনুশীলন করবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' কথায় কয় সেগুলি কাজে করা চাই। করতে হয় শরীর, মন ও অবস্থা ঠিক রেখে।

কেষ্টদা—দিন কয়েকের জন্য বাইরে ঘুরে আসতে পারলে ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, এই দুমকায় যেতে পারে, মধুপুরে যেতে পারে। ঘোরাঘুরি

করলে ভালই হয়। (ননীদাকে) যা' কও সেগুলি যদি practically (বাস্তবভাবে) করতে পার, তবে wisdom-ও (জ্ঞানও) বাড়ে। তা' না হ'লে understanding (বুঝ) থাকতে পারে, wisdom (জ্ঞান) হবে না।

রমেশ ঘোষ নামক জনৈক ভদ্রলোক—মনে অনেক সময় খারাপ চিন্তা আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসে আসুক। কাজে না করলেই হ'ল। ওদিকে যত conscious (সচেতন) হওয়া যাবে, ততই কিন্তু ঐ ভাব চেপে ধ'রবে।

বেলা ৯-৩০ মিঃ হ'ল। আমি একপাশে ব'সে চিঠি লিখছিলাম। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—

—অনেকে চিঠিতে লেখে, 'এত চেষ্টা করছি কিন্তু কোন কাজকর্ম পাচ্ছি না। সংসার আর চলে না। বহুদিন ধ'রে অনাহার, অর্দ্ধাহার চ'লছে। তবে কি দয়ালের দয়া হবে না?' এ-সব ক্ষেত্রে কেমন উত্তর দিতে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, ঐ চেষ্টা করার মধ্যেই গলতি আছে। মানুষের কাছে তার approach (এগোনো)-টাই এমন হয় যে, তার আর কাজ দেবার প্রবৃত্তি থাকে না। দেখ না, কেউ এসে তোমার কাছে একটা কথা বলল, তুমি অমনি তার প্রতি inclined (আকৃষ্ট) হ'য়ে উঠলে। আবার, কেউ হয়তো খুব gorgeous dress-এ (জমকালো পোষাকে) এসে কথা বলল, তুমি তার প্রতি repelled (বিরূপ) হয়ে উঠলে। এ দেখতে পাও না। কাজ চাইতে হ'লে তোমার approach (এগিয়ে যাওয়া)-টাই এমন হওয়া চাই যে, মানুষ যেন বুঝতে পারে, তুমি faithful (বিশ্বাসী), নির্ভরযোগ্য। Cordial dealing (হৃদ্য ব্যবহার) থাকা চাই প্রায় সব ক্ষেত্রেই।

আমি—একজন দাদা লিখেছেন, ঠাকুর আমাকে যা'-যা' করতে বলেছিলেন, আমি তার কিছুই ক'রে উঠতে পারিনি। তাঁকে কী জানাব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর, পারার আগ্রহ নিয়ে কর। ছোটখাট জিনিস দিয়েই আরম্ভ করা যায়। আর, করতে-করতেই হয়। তোমার মত লোকের পারার সম্ভাবনাও অনেক বেশী। আসল জিনিস হ'ল আগ্রহ। আগে করা আছে এইরকম একটা কাজের চিন্তা কর। দেখতে পাবে, কি-রকম আগ্রহ নিয়ে সেটা সম্পাদন করেছ। ঐ আগ্রহই দেয় এমন একটা impetus (ধাক্কা), যা'-থেকে কিভাবে কী করতে হবে তার ফন্দী-ফিকির আপনা থেকেই বেরিয়ে আসে। আবার, শুধু আগ্রহ থাকলেই হয় না। আগ্রহ নিয়ে কাজে actively engaged (সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত) হওয়া চাই। এইভাবে করলেই পার।

২৯শে কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৬১ (১৫ই নভেম্বর, ১৯৫৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় এসে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), মেণ্টুদা (বসু), শান্তি দেবী, ক্ষিতীশদা (সেনগুপ্ত) প্রমুখ আছেন। ক্ষিতীশদার সাথে তপোবন-সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা চলছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর নতুন ক'রে পাঠ্যপুস্তক লেখা-সম্বন্ধে কেষ্টদাকে বলছেন—

—আমি বই-টই লেখার কথা অনেককে কইছিলাম। আমি নিজে আর ওগুলি নিয়ে বলতে পারব কিনা জানি না। তাই, আমার মনে হয়, আপনি যদি বইগুলি লিখতে আরম্ভ করেন, তাহ'লে খুব ভাল হয়।

কেষ্টদা—করার জিনিস অনেক বেশী, কিন্তু লোক এত কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পথের বাধা ভাবতে গেলে তো আর এগোনো যাবে না।

শান্তি দেবী কাছে ব'সে আছেন। তিনি জাতিস্মর। পূর্ব্বজন্মের কথা তাঁর স্মরণে আছে। সুশীলদা তাঁর সম্বন্ধে বললেন—শান্তি বলছিল, সেদিন নাম করতে ব'সে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে দেখল, ওঁ তৎসৎ শব্দটি পেল। পরে আপনাকে দেখল। আপনি একটা সিংহাসনে ব'সে আছেন। কপালটি সোনার মত উজ্জ্বল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল। তবে আমি যা'-যা' বলেছি তাই করার দরকার। মহাদেবের মূর্ত্তি দেখি আর শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি দেখি আর ঠাকুরেরই মূর্ত্তি দেখি, তাতে কিছুই আসে যায় না। আসল কথা হ'ল, তাঁর wish-(ইচ্ছা)-গুলি, তাঁর চরিত্রগুলি আমার চরিত্রে মূর্ত্ত ক'রে তোলা চাই, adjusted (বিন্যস্ত) ক'রে নেওয়া চাই। সেজন্য চাই ইষ্টের 'পরে adherence (নিষ্ঠা)। তা' না হ'লে যত মূর্ত্তিই দেখি তাতে কিছু হবে না। সেইজন্য গীতার আসল কথাই হ'ল—

> "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।"

তারপর—

> "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
> অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

আরো আছে—

> "যা যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।"

চিরদিনই ঐ একই কথা। গীতার বেলাতেও ঐ, রামচন্দ্রের বেলাতেও ঐ, রামকৃষ্ণ ঠাকুরের বেলাতেও ঐ।

মেণ্টুদা—Complex-এর (প্রবৃত্তির) meaningful adjustment-টা (সার্থক সঙ্গতিসাধনটা) কি-রকম ঠিক বোঝা যায় না। যেমন, আমার রস খাওয়ার খুব ইচ্ছা হয়েছে, সেটা কিভাবে adjust (সঙ্গতিসম্পন্ন) করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখতে হবে, আমার রস খাওয়ায় তিনি profitable (লাভবান) হ'য়ে উঠবেন কিনা! এই রস খাওয়াতে আমি কেমন স্বাস্থ্য পাব, তার দ্বারা তাঁর কাজ হবে কিনা। মোট কথা, আমার এই খাওয়া তাঁতে সম্পূর্ণভাবে meaningfully adjusted (সার্থকভাবে সঙ্গত) হবে কিনা! তাহ'লে খাব, না হলে খাব না। আর education-ও (শিক্ষাও) তাই। শুধু কতকগুলি বই পড়লেই educated (শিক্ষিত) হয় না। কথাগুলি চরিত্রে মূর্ত্ত হওয়া চাই। এই রকম হ'লে একজন নিরক্ষর মানুষও কিন্তু well-educated (সুশিক্ষিত) হ'তে পারে। তৎ-সূত্র-সঙ্গত ক'রে যা'-কিছু জটিলকে সরল ক'রে নেওয়া লাগে। আর, এ যে যত পারবে, সে তত wise man (বিজ্ঞ পুরুষ)।

মেংটুদা—কিন্তু ঐভাবে ঠিক ধরতে গেলে তো অনেক করা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফাঁকি দিয়ে কি কোন কাজ হয়? যাতে তোমার whole being-টা (সমস্ত সত্তাটা) বদলে যাবে, মানুষটা বদলে যাবে, তার জন্য proper urge and activity (বিহিত আকূতি ও কর্ম্মতৎপরতা) না থাকলে কি হয়?

২রা অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬১ (১৮ই নভেম্বর, ১৯৫৪)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় সমাসীন। কয়েকজন ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন। কাছে সুশীলদা (বসু), হরিনন্দনদা (প্রসাদ) প্রমুখ আছেন। প্রণাম ক'রে ওঁরা বসলেন। তারপর অনুমতি নিয়ে কথা সুরু করলেন।

প্রশ্ন—কেউ বলেন আমরা ভগবানের দাস, কেউ বলেন আমরা তাঁর সন্তান। এর মধ্যে কোন্ ভাবের ভজনা করা আমাদের পক্ষে ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তো ওটাই ভাল লাগে, আমি তাঁর সন্তান, তাঁর দাস।

প্রশ্ন—কিন্তু দাস বললে তো একটা obligation (বাধ্যবাধকতা) আসে, তাঁর কথামত আমাকে চলতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দাস বললে পরেই আমার বৈধী চলনে চলা লাগে। সন্তানও যদি বাবার ইচ্ছামত চলে তবে তার মনুষ্যত্বের বিকাশ হ'য়ে ওঠে। আর, তাই-ই তার প্রাপ্তি। সমস্ত universe-এ (বিশ্বে) যা'-কিছু আছে সেগুলি যদি আমরা অর্থান্বিত ক'রে তুলতে পারি, তাহ'লেই ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন—তবে তিনি আমাদের বন্ধনে রেখেছেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি বন্ধনে রাখবেন কেন? আমাদের ছেলেপেলেদের কি আমরা বন্ধনে রাখতে ইচ্ছা করি? আমাদের passion (প্রবৃত্তি) আছে। তার বন্ধনে আমরা আবদ্ধ হ'য়ে পড়ি। Passion (প্রবৃত্তি) দিয়ে ভগবানকে utilise (ব্যবহার)

করতে যাই। সংসারে আপনার বহু করণীয় আছে, সেগুলি যখন তাঁর জন্য হয় তখনই তা' meaningfully adjusted (সার্থকভাবে সঙ্গত) হ'য়ে ওঠে।

প্রশ্ন—কিন্তু কথায় তো আছে যে, ভগবানই সব করাচ্ছেন। তাহ'লে আর আমরা কী করি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ছেলে যখন কোন কাজ করে তা' আমি করাই না সে করে ? কিন্তু সে যদি পিতার পরিচর্য্যা করে তবেই তার ব্যক্তিত্ব বিকশিত হ'য়ে ওঠে।

প্রশ্ন—তাহ'লে ভগবানের ইচ্ছা না হ'লে কিছু করা যায় না, একথা আছে কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা চলি আমাদের ইচ্ছামত। আমাদের আত্মিক শক্তি আছে, সেই জোরেই আমরা চলি। তিনি করান মানে তাঁর ঐ শক্তিতে আমরা করি। কিন্তু তুমি যদি ডাকাত হও, তাহ'লে তিনি তোমাকে ঐ ডাকাতভাবেই ভালবাসবেন। সেইজন্য বলা আছে—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

আবার, তিনি আমাদের কতখানি ভালবাসেন কি না-বাসেন, তাতে আমাদের খুব যায় আসে না। আমি তাঁকে কতখানি ভালবাসতে পারলাম তাই হ'ল আসল কথা।

প্রশ্ন—মনে ভাল চিন্তাও ওঠে, মন্দ চিন্তাও ওঠে। খুব অস্থির বোধ হয়। স্থির হয় কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চিত্ত সাধারণভাবে অস্থির। কিন্তু সব চিন্তাই যখন তাঁকে কেন্দ্র ক'রে হয়, তাঁতে সার্থক হ'য়ে ওঠে, তখনই চিত্ত স্থির হয়। আমি হয়তো চারটা রসগোল্লা খেলে সুস্থ থাকি, আটটা খেলে অসুস্থ হ'য়ে পড়ি। তাই, আমার মধ্যে যে তিনি আছেন, তিনি কষ্ট পাবেন ব'লে আটটা খেতে পারলেও আর তা' খাই না। আত্মিক অনুবেদনা এইভাবে নিয়ন্ত্রিত হলেই তাঁর প্রতি টান হ'তে পারে।

প্রশ্ন—গুরু তো তত্ত্ব। তত্ত্বজ্ঞান হ'লেই তো হয়। দেহধারী গুরুর আর কী প্রয়োজন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু তত্ত্ব থাকলেই হয় না। গুরু হাওয়ায় থাকলে সব হাওয়া হ'য়ে যাবে। শ্রীকৃষ্ণের কথা আছে—"যো মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ"।

প্রশ্ন—তা' তো শরীর নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু শরীর বাদ দিয়েও তো নয়। তত্ত্বতঃ আমাকে জান, তার মানে যা'-যা' নিয়ে এই সমগ্র সংসার তাই জান।

প্রশ্ন—আমি তো তাহ'লে ভগবানকে বা শিব, কালী, দুর্গা বা অন্য যে-কোন দেবতাকেই গুরু ব'লে মানতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবাইকেই মানতে হয়। কিন্তু যিনি ব্রহ্মকে জানেন, এমন লোককে ধরতে ও জানতে হবে। একজন professor (অধ্যাপক)-কে ধ'রে তবে তো শিক্ষার পথে এগোনো লাগবে। সেইজন্য তাঁকে কয় আচার্য্যগুরু। তাঁকে ধ'রে জানা লাগে।

প্রশ্ন—আমার জ্ঞান তো মাত্র ক, খ, আমি ব্রহ্মজ্ঞানী কে, তা' চিনব কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর সঙ্গ কর। করতে-করতে বুঝবে। তোমার সত্তার সাথে মিল খাবে। কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েও এমনভাবে প্রস্তুত থাকা লাগে যেন সদ্‌গুরু পেলেই তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে পার। সদ্‌গুরু হলেন আচার্য্য, তিনি জানেন। মুসলমান আচার্য্যই হোন, আর হিন্দু আচার্য্যই হোন, তাঁদের ভাষা আলাদা হ'তে পারে, কিন্তু কথা সব এক।

প্রশ্ন—আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, মানুষ কখনও গুরুকে জানতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের ভেতরে given thing (প্রদত্ত-জিনিস) আছে ভালবাসা। সেই ভালবাসাই বুঝতে পারে সঙ্গ করতে-করতে। ঐ যে কথা আছে—

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে শ্রদ্ধা শ্রদ্ধয়া দৃষ্টিশুদ্ধতা।
দৃষ্টিশুদ্ধেহি বিশ্বাসঃ বিশ্বাসাৎ নির্ব্বিচারতা।
নির্ব্বিচারাৎ ভবেৎ প্রেম প্রেম্নশ্চাত্মসমর্পণম্‌॥

কথার শেষে ভাবের আবেগে জায়গাটি ভ'রে উঠল। সবাই মশগুল! ভদ্রলোকগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেমাকুল মূর্ত্তি দেখছেন আর চিন্তা করছেন। একটু পরে ওঁরা সবিনয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন। সকাল ৮-৩০ মিঃ হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরা আমার কথায় অসন্তুষ্ট হয়নি তো?

সুশীলদা—না, না। সবাই খুব খুশি।

১৫ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৬১ (১লা ডিসেম্বর, ১৯৫৪)

সকালবেলার রোদে শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকটা হেঁটে বেড়ান। আজও যতি-আশ্রমের সামনে দিয়ে শ্রীশ্রীবড়মার ঘরের পূর্বদিকটা দিয়ে ঘুরে আসছেন। সাথে আমরা অনেকে আছি। ঠাকুর-বাড়ীর একটি সুন্দর স্বাস্থ্যবান বাছুর শ্রীশ্রীবড়মার ঘরের বারান্দা দিয়ে হেঁটে পশ্চিমের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকিয়ে রহস্যভরে বলছেন—ঐ দ্যাখ্‌। ওরা ভাবে—আমাদের জন্যেই তো ঘর বানিয়েছে। আমরা একটু থাকব না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার ভঙ্গীতে উপস্থিত সবাই হেসে উঠলেন। তারপর আরও একটু

ঘুরে বড়ালের বারান্দায় এসে বসলেন। পঞ্চাননদাকে (সরকার) বললেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাধ্-ধাতু মানে কী দেখেন তো পঞ্চাননদা! আর রাধ্-এর মূল ধাতুটা কী সেটাও দেখবেন। এমন ক'রে দিতে পারেন কিনা—রাধ্ মানে গ্রহণ ও ধারণ; রা এবং ধা, এই দুই ধাতু দিয়ে গঠন করা যায় কিনা!

পঞ্চাননদা অভিধান দেখতে গেলেন। ইতিমধ্যে হরিনন্দনদা (প্রসাদ) এসে আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অধি-আত্মা; অধি হ'ল ধা-ধাতু থেকে এবং আত্মা অত্-ধাতু থেকে। আত্মাকে ধারণ করে যা' তাই আধ্যাত্মিক। আত্মাকে ধারণ ক'রে যে-চলন তাই আধ্যাত্মিকতা। তাই, শরীরকে বাদ দিয়ে যে আধ্যাত্মিকতা তা' আমি বুঝি না। আত্মাকে যা' ধারণ করে, পালন করে, পোষণ করে, তাই নিয়ে হ'ল আধ্যাত্মিকতা।

কথা বলতে-বলতে সকাল নয়টা বেজে গেল। অনেকে এসে বসেছেন। কয়েক-দিন যাবৎ লীলা-মা'র সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস্ হয়েছে। শচীন গাঙ্গুলীদা এসে জানালেন, লীল-মা'র অবস্থা আজ একটু ভাল। লীলা-মা'র ঘরটা ছোট, লোকের ভীড়ও খুব। তার জন্য অসুবিধা হ'চ্ছে। শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

—আগে পাবনাতেও আশ্রমে ঐরকম হ'ত। যদি কারো অসুখ করত তখন বাড়ীর চারপাশে যেমন সৈন্য মোতায়েন থাকে তেমনিভাবে মানুষ থাকত। কখন কী প্রয়োজন সেটা বুঝে serve করত (জোগান দিত)।

ইতিমধ্যে মেণ্টুদা (বসু), ক্ষিতীশদা (রায়) ও আরও অনেকে এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। ভাল বক্তা কিভাবে হওয়া যায় তাই নিয়ে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বক্তব্য বিষয়ের 'পরে যদি ভালবাসা থাকে তাহ'লে emotion (ভাবাবেগ), sentiment (ভাবানুকম্পিতা), observation (পর্য্যবেক্ষণ) সবই এমনি হ'য়ে ওঠে, এমনই কথা বেরোয় যে লোক মুগ্ধ হ'য়ে যায়। সে-মানুষ হয়তো লেখাপড়া জানে না, কিন্তু যা' কয় তাতেই কাজ হয়। একটা extreme example (চরম উদাহরণ) আছে—ডেমাস্থিনিস। আসল কথা হ'ল concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়া।

ক্ষিতীশদা—Oratory (বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতা) বলতে আমরা বুঝি হাততালি পাওয়া, বাহ্‌বা নেওয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে একজাতীয় জিনিস, আর এ একজাতীয় জিনিস। এর দ্বারাও খুব বড় কাজ করা যায়। আগে Ideal-এ (আদর্শে) concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়া চাই। এ হ'লেই প্রেরণা পাওয়া যায়।

একটু থেমে আবার বলছেন—

—এক বোষ্টমী দেখেছিলাম ছোটকালে। সে ভগবানকে 'ঈশ্বর' বা 'ভগবান' নামে ডাকত না, বলত 'তুমি' বা 'সে'। ঐ একরকম পাগল ছিল। আমার মাকে খুব শ্রদ্ধা করত। আর করত কি, হয়তো পথের মাঝে একটা বড় আমগাছ, তার ফাঁক দিয়ে একবার এদিক তাকাত, একবার ওদিক তাকাত। আমি স্কুলে আসতাম। আমর সঙ্গে পথের মাঝে ঐভাবে গাছের ফাঁকে-ফাঁকে যেন লুকোচুরি খেলত। ভাঁটিফুল নিয়ে চুলে গুঁজত। তারপর তাকে হয়তো খেতে দিত। ভাত খেতে ব'সে ভগবানকে উদ্দেশ্য ক'রে বলত, 'তুমি খাওনি এখনও, আর আমি রাক্ষসী খেতে বসলাম।' এইরকম বলত। শান্তিপুরী ভাষায় কথা কইত। মেয়েলোক কিনা! তাই, কত পুরুষ যে তার পিছনে ঘুরত তার ঠিক নেই। যেখানে-সেখানে প'ড়ে থাকত। কিন্তু যারই সামনে সে পড়ত, তার সাথে যেন একটা দরদী মায়ের মতন ব্যবহার করত। আর, তা' শুধু মুখে না, কাজেও তেমনি করত। পাগলাটে ছিল, কিন্তু সে-পাগলামির মধ্যে consistency (সঙ্গতি) ছিল।

মেণ্টুদা—তার বোধহয় অন্য কোন desire (বাসনা) ছিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো desire (বাসনা) দেখতাম। সে হরিও বলত না, কেষ্ট ঠাকুরও বলত না, 'তুমি' ক'রেই কইত। খেতে বসত। ব'সেই বলত, 'আহা, তুমি খাওনি এখনও?' সে এক অসম্ভব মানুষ ছিল। আমি তখন দেখেছি। কিন্তু একটা impression (ছাপ) র'য়ে গেছে। এই বুড়োকালেও মনে পড়ে। (পরে বলছেন) একমুখী না হ'লে উপায় নেই। ভালবাসতে হবে। কিন্তু বুদ্ধি ক'রে ভালবাসলে হবে না। যেমন, আমি আমার মাকে ভালবাসি, সেটা normal (স্বাভাবিক)। কিন্তু যদি এমন হয় যে, অমুককে ভালবাসলে আমার উন্নতি হবে, সেটা হ'লো বুদ্ধি ক'রে ভালবাসা। তুমি তোমার বৌকে ভালবাস, তার মধ্যে যেন অমনটা থাকে না। Love (ভালবাসা) হওয়া দরকার out of urge (আকুতির থেকে)। অনেক সময় মানুষ মক্স করতে-করতেও ভালবাসে। মক্স করতে-করতে ভালবাসা গজায়। আর-একটা হ'ল নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতন চলতে থাকে।

ক্ষিতীশদা—ভালবাসাটা কি পূর্ব্বজন্ম থেকে পাওয়া যায়, না practice (অভ্যাস) ক'রে অর্জ্জন করতে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা সবার মধ্যেই আছে। মূলতঃ সে-জিনিসটা হ'ল affinity—যোগাবেগ। করতে-করতে ওটা জেগে ওঠে। যতক্ষণ বুদ্ধি ক'রে করা লাগে, ততক্ষণ বুঝতে হবে সে ঠিক জায়গায় আসেনি। ঐ যে কী একটা গান আছে—

'সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে, পড়ে মনে।'

ঠিকপথে থাকলে ঐ-রকম হ'য়ে ওঠে। সেইজন্য তাকে কয় অনুরাগ, মানে ঐভাবে

অনুরঞ্জিত হ'য়ে ওঠে। ঐ করতে-করতে নিজের বোধি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হ'য়ে ওঠে সার্থক সঙ্গীত নিয়ে, জেগে ওঠে সমস্ত বোধ। পাতঞ্জলে আছে—"তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্।" 'বীজম্' ব'লে লেখা আছে। মানে, ধর যেমন বটগাছের একটা বীজের দানা। কিন্তু সেই দানাটার মধ্যে এতবড় একটা বটগাছ লুকিয়ে আছে। সেটা দেখা যায় না। ধরাই যায় না যে ওখানে অত বড় একটা বটগাছ ছিল। যথাযথ প্রক্রিয়ার মধ্যে যেয়ে পড়লে সেটা sprout করে (গজিয়ে ওঠে)। সেইরকম বীজাকারে যোগাবেগ আছে তোমার মধ্যে। তার প্রেরণায় তুমি কখনও-কখনও এমন কাজ কর যাতে হয়তো তুমিই অবাক হ'য়ে যাও। মেয়েরা যেমন ছেলে প্রসব করে, কিন্তু পরে ভেবে অবাক হ'য়ে যায়—অত বড় একটা ছেলে পেটের মধ্যে ছিল কিভাবে। অথচ রেখেছে কিন্তু সেই-ই, করেছেও সেই-ই সব।

প্রবোধ মিত্রদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ব'সে অনেকক্ষণ 'প্রাইভেট' কথা বললেন। তিনি উঠে যাওয়ার সময় তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—

—দুনিয়ায় যারা একমনা হয়নি, তাদের আর যে-কোন গুণই থাকুক না কেন, তাদের কেউ successful (কৃতকার্য্য) হয়েছে তা' শোনা যায়নি।

ক্ষিতীশদা—কেউ যদি অন্যায় করে, তাকে কিভাবে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে অন্যায়টা করল কেন, কেমন ক'রে করল, এগুলি যদি লক্ষ্য রাখ তবে অনেকখানি পার। যেমন, তুমি হয়তো ডাক্তার আছ। রোগী তার ব্যথার চোটে তোমাকে একেবারে 'শালার বেটা শালা', 'বদ্‌মাইশ' ব'লে 'মা-মাসী' তুলে গালপাড়া আরম্ভ ক'রে দিল। তখন তুমি যদি না চ'টে তার উপর compassionate (দরদী) হও, আর বুঝতে চেষ্টা কর যে সে তার ব্যথার জন্যই ঐ-রকম করছে, তাহ'লে তার ভাল করতে পারবে। পরমপিতা তোমার ভিতর এমন কিছু দেননি যা' তোমার প্রয়োজন নেই। তুমি যা'-যা' চেয়েছ, তিনি তাই-ই দিয়েছেন। কিন্তু তুমি তার অপব্যবহার না ক'রে ঠিকভাবে প্রয়োগ কর। ওগুলি ব্যবহার করতে জানা চাই। কত জায়গায় কত রকম করতে হয়। কোথাও বা হেসে দিলে, কোথাও বা গম্ভীর হ'লে, আবার কোথাও বা গালাগালি দিলে,—জায়গামতো সব করতে হয়। ধর, তোমার ছাওয়াল পড়তে চায় না। সে হয়তো ঐ ডোবায় যেয়ে প'ড়ে সাঁতার কাটতে চায়। তুমি জান যে ওখানে খুব bacteria (জীবাণু) আছে। ওভাবে সাঁতার কাটলে ওর অসুখ হ'তে পারে। তখন তুমি যদি তাকে বল—'বাবা! তোমাকে এত ক'রে বললাম, তুমি শুনলে না?' ঐ তার হ'য়ে গেল। তোমার মুখখানা অন্ধকার দেখলেই ছেলে যেন একেবারে পাগল হ'য়ে যায়,

এমন হওয়া চাই। তাহ'লেই হবে। এই যে কাজলা মোটেই পড়তে চাইত না। দুমকা থেকে এসে ও ম্যাট্রিক পড়া আরম্ভ করল। না-পড়ার জন্যে ওর মা ওকে কত বলত, দু'-একটা চিমটিও কাটত। কিন্তু কিছুতেই আর কিছু হয় না। তখন ওর মা একদিন ওর দিকে তাকিয়ে ছলছল চোখে বলল—'বাবা! আমার বড় আশা ছিল তুমি পড়বে, বড় হবে, ইউনিভার্সিটিতে বড় পাশ করবে। কিন্তু সে-সবের কী হ'ল!' এই বলার সাথে-সাথেই ওর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তখন থেকেই কাজল পড়া সুরু করল। পড়ায় ওর interest (আগ্রহ) লাগত না, তবুও পড়ত। তারপর ম্যাট্রিক তো পাশ করলই, এখন শুনি কলেজেও খুব ভাল বোঝে। পড়তে interest-ও (আগ্রহও) পায়। কিন্তু ছেলের মা যদি ছেলের বাবার প্রতি সহজ অনুগতিসম্পন্ন না হয়, তবে আর হয় না। ও-রকম না হ'লে ও হাজার কথাতেও হওয়া মুশকিল। ছেলের বাবা যদি ছেলের মা'র ইয়ার হ'য়ে পড়ে তাহ'লেই সব্বর্নাশ। আজকাল এ-রকম অনেক দেখা যায়। আর, মা-বাবার প্রতি ঐ-রকম সহজ অনুগতিসম্পন্ন হ'লে তাদের ছাওয়ালও একেবারে সোনার ছাওয়াল হয়।

কালিদাসী-মা—কাজলের মা কাজলকে মারতও খুব। ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে মারত। আর ছেলেও এমন, টুঁ-শব্দটি করত না। কারণ, যদি কাঁদে, আর সেই কান্নার শব্দ যদি ঠাকুর শুনতে পান তবে মাকে বকবেন। তাই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে মার খেত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবুও নাকি তার ছেলেকে খুব মারে। মারা ভাল না।

একটু পরে সরোজিনী-মাকে দেখিয়ে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর ছাওয়াল এখান থেকে থার্ড ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাশ করল। তখন ওর বানান ভুল, grammar-এর (ব্যাকরণের) ভুল কিছু-কিছু ছিল। আমি বললাম, সেগুলি ঠিক ক'রে নিয়ে তারপর কলেজে দে। কিন্তু মায়-বেটায় যুক্তি ক'রে আমাকে না জানিয়ে যেয়ে কলেজে ভর্ত্তি করালো ছেলে। তারপর আর পাশ করতে পারে না। কিন্তু ছাওয়ালের এত অসম্ভব tenacity (লেগে থাকার বুদ্ধি) যে repeatedly (বারংবার) fail করছে (অকৃতকার্য্য হচ্ছে), আর repeatedly (বারংবার) পড়ছে। কী অসম্ভব, বাপ্‌রে বাপ্! বারবার একই বিষয় পড়তে থাকায় ওর বোধ বেড়ে গেছে, কিন্তু গোড়ার ভুলগুলি সংশোধন না হওয়ার জন্য ঠিকমত লিখতে পারে না, ফলে পাশও করতে পারে না। কেষ্টদাই বলে, সরোজিনীর ছেলের conception (বোধ) একেবারে এম-এস-সি'র মতন। কেষ্টদা সহজে যার-তার সম্বন্ধে যা'-তা' কথা কয় না। ছেলেদের যে tenacity

(লেগে থাকার বুদ্ধি) বা অন্যান্য যে-সব সদ্‌গুণ তা' ঐ-রকমভাবে guardian (অভিভাবক)-রাই নষ্ট করে।

রাঙ্গামা (ভূষণী-মা) এসে দাঁড়িয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভূষণী কোথা থেকে পাশ করিছিল ?

রাঙ্গামা—আমিও আশ্রম থেকেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার এই যে method (প্রণালী), এর বহু experiment (পরীক্ষা-নিরীক্ষা) হয়েছে, খুব ফল দিয়েছে। এখনকার মাষ্টাররা আর মোটেই মারে না।

ক্ষিতীশদা—একেবারে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব cordially (দরদের সাথে) behave (ব্যবহার) করে। আর, শিক্ষাও যা' হচ্ছে তাও ভাল।

সরোজিনীমা—এখনকার ছেলেরা বড় খারাপ হ'য়ে গেছে। না মারলে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ-হ্যাঁ, ছেলেরা খারাপ না ছেলেদের বাপ-মা খারাপ, তা' বলা যায় না।

সবাই খুব হেসে উঠলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের বলার ভাবে। এগারোটা বেজে গিয়েছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর এবার স্নান করতে উঠে পড়লেন। আমরাও চ'লে এলাম সবাই।

২রা পৌষ, শনিবার, ১৩৬১ (১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৫৪)

শিশির দাঁড়া তরুমায়ের ছেলেমেয়েদের পড়ান। আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যখন বড়াল-প্রাঙ্গণে একখানা চৌকিতে ব'সে আছেন তখন শিশিরদা এসে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের কথা বললেন।

শিশিরদা—মোটেই কথা শোনে না ওরা। পড়া দিলেও করে না। সেইজন্য কাল সারাদিন যাইনি। ওরাও বই ছোঁয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে তোর উপর interest (আগ্রহ) নেই। পড়ার দুটো দিক আছে—একটা understanding (বোঝা), আর একটা অনুশীলন। Uuderstanding-এর (বোধের) দ্বারা বুঝা হয়, আর অনুশীলনের দ্বারা আয়ত্ত হয়।

শিশিরদা—ওদের একটা জিনিস শেখালেও টক ক'রে ভুলে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে interest (আগ্রহ) ওদের গজায়ইনি। পড়ায় interest (আগ্রহ) হ'লেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে
ঢোল মেখর ঘাগর বাজে।

এই যেই ক'লে অমনি ছাত্রের মাথায় তা' set ক'রে (ধ'রে) গেল। ঐ-রকমের মধ্যে-দিয়ে না যেয়ে যদি তাকে শুধু পড়ার জন্য চাপ দিতে থাক তখন সে ভাবে, বাধ্য হ'য়ে মাস্টারের হাতে প'ড়ে গেছি। বাবা-মাও শোনে না। আর উপায় কী? তাই কোনরকমে ঠেকা দিয়ে চলে, হয়তো পড়েও না। পড়াতে হলে ছাত্রের কাছ থেকে interest (আগ্রহ) কেড়ে নেওয়া চাই।

কয়েকদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর বেশ খারাপ গেল। সকালের দিকে রোদে বসেন। একটু বেলা হ'লে প্রতিদিনকার মতন আজও বড়ালের বারান্দায় যেয়ে বসলেন। মুংলীদিকে দেখে রমণদার (সাহা) মা'র কথা জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর— বেগমবাহার ক'নে?

মুংলীদি—কি জানি!

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেগম-টেগম ক'লি খুব খুশি হয়। রাধা ক'লি আরো খুশি হয়। আবার দুর্গা, কালী এসব ক'লি তো আর কথাই নেই।

আজকাল প্রতিদিন রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর নানারকম রান্না ক'রে রমণদার মাকে খাওয়াতে বলেছেন। তদনুসারে যতি-আশ্রমে সব পদ প্রস্তুত হয়। ননীদাই (চক্রবর্ত্তী) সব খাদ্য তৈরী করেন। সাথে গোপাল, পরিতোষ, নরেশ প্রমুখ কয়েকজন সহযোগী থাকে। কপি-আলুর মোগলাই তরকারী, ক্ষীর, ভাল ময়ান দেওয়া রুটি, ভুনি-খিচুড়ি এবং আরও অনেক জিনিস নিয়মিত তৈরী হয়। রোজ রাত নয়টার পরে রমণদার মা এলে খাওয়া সুরু হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে সস্নেহ দৃষ্টিতে এই ভোজনযজ্ঞ দেখেন।

১৮ই পৌষ, সোমবার, ১৩৬১ (৩রা জানুয়ারী, ১৯৫৫)

দারুণ ঠাণ্ডা পড়েছে আজ ক'দিন। সকালের দিকে হাত-পা জ'মে যাওয়ার মতন অবস্থা হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর নিভৃত-কেতনের মধ্যে চৌকিতে সমাসীন। পাশে একখানা চেয়ারে ব'সে আছেন শ্রীশ্রীবড়মা। প্রফুল্লদা (দাস) ও নিখিলদা (ঘোষ) কাছে আছেন। পরমপূজ্যপাদ বড়দা এসে তাঁর পিতৃদেব ও মাতৃদেবীকে প্রণাম ক'রে গেলেন।

একটু পরে পরমপূজনীয়া ছোটমা এলেন। তিনি আজ পূজনীয় কাজলদাকে নিয়ে কলকাতায় যাচ্ছেন। কাজলদা কলকাতায় পড়াশুনা করছেন। কাজলদা এসে দাঁড়াতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—

—বাপাই স্নন্, বাপাই স্নন্, যেয়েই চিঠি লিখো কিন্তু। সাবধান হ'য়ে চ'লো। আর সবাইকে সাবধান হ'য়ে চলতে ক'য়ো।

কাজলদা হাসিমুখে সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়লেন। কিছু পরে ওঁরা প্রস্তুত হবার জন্য বাড়ীর ভেতরে গেলেন।

একটি দাদা ব্যবসা করার অনুমতি চাইছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যবসা আমারও ভাল লাগে। ব্যবসা কর, কিন্তু লোকসান দিও না। অল্প profit (লাভ) হয় তাও ভাল, কিন্তু লোকসান ভাল না। যখনই লোকসান দেখি তখনই মনে হয় আমার intelligence-কে (বুদ্ধিকে) আমি insult (অপমান) করলাম।

উক্ত দাদা—এতকাল শুধু ভণ্ডামি করেছি। আশীর্ব্বাদ করবেন এখন যেন ভাল হ'তে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাই করি, তা' ইষ্টার্থ-উপচয়ী যদি হয় তাহ'লে ভণ্ডামি সব পণ্ড হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর এক দাদাকে মধু আনার নির্দ্দেশ দিলেন। পরে নিজের মনেই আবৃত্তি করছেন—

"মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।"

ইতিমধ্যে ভোলানাথ ভদ্র এসে প্রণাম করলেন। তিনি এবারে বি-কম পাশ করেছেন। এখন কী করবেন জানতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তপোবনে লেগে যা as a teacher (শিক্ষকরূপে)।

ভোলাদা—ওখানে চলতে হবে কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের কথাবার্ত্তা, আচার-আচরণ সব যেন দীপক-রাগিণীর মতন হ'য়ে ওঠে। আর, teacher (শিক্ষক) যদি student (ছাত্র) না হয় তাহ'লে মুশকিল। Student-এর (ছাত্রের) মত করে তাকে শিখতে হবে। আর, ছাত্রের কাছে হ'তে হবে একেবারে মায়ের মতন। তবেই সে ideal teacher (আদর্শ শিক্ষক)। ধর, তুমি স্কুলে mathematics (অঙ্ক) পড়াবে। এমন ভাল শেখানো চাই যে, তুমি বি-কম পাশ ক'রেও যেন এম-কম-এর মতন শেখাতে পার। (শরৎদার দিকে তাকিয়ে) শোনেন, আমার একটা plan (পরিকল্পনা) আছে। বড়াল-বাংলো কেনা হ'লে একটা perfect laboratory (পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগার) ক'রে দেব। সমস্ত রকমের science (বিজ্ঞান) পড়াবার ব্যবস্থা থাকবে। Research-এর (গবেষণার) ব্যবস্থাও থাকবে। কলেজ এমন থাকবে যে, হয়তো বটতলায় যেয়ে বসলেন। ছাত্ররা সেখানে বসল, 'নোট' নিল। কোন syllabus (পাঠ্যসূচী) থাকবে

না। বিভিন্ন বিষয়ের উপর পড়ানো হবে। Politics (রাজনীতি) পড়তে হ'লে আদি politics (রাজনীতি) যা'—যেমন চাণক্যনীতি, শুক্রনীতি প্রভৃতি পড়বে এবং শিখবে। Syllabus (পাঠ্যসূচী) দেখে কিছু পড়ানো হ'ল না। কিন্তু university-তে (বিশ্ববিদ্যালয়ে) পরীক্ষা দিতে গেলে যে-কোন question set হোক (প্রশ্ন আসুক), তার professor-like (অধ্যাপকের মতন) উত্তর দিতে তো পারবেই, এমন কি তার বেশীও পারবে। এমনি ক'রে আমার করার ইচ্ছা আছে। লাইব্রেরীতে বই থাকবে। যার যে বই ইচ্ছা নেবে, পড়বে। চেয়ার, বেঞ্চ থাকবে শুধু laboratory-তে (গবেষণাগারে)। আপনারা তো বসবেন গাছতলায়। আর কতকগুলি cottage (কুটির) থাকবে। বর্ষাকালে সেখানে বসবেন।

এরপরে ননী-মার ছেলে নীলু এসে প্রণাম ক'রে কলকাতায় যাওয়ার অনুমতি চাইল—

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল ক'রে প'ড়ো। Science-এর (বিজ্ঞানের) 'পরে তোমার interest (আগ্রহ) থাকাই উচিত। ঘাবড়ায়ো না। এমন ক'রে পড় যাতে তা' তোমার একেবারে সত্তাসঙ্গত হ'য়ে ওঠে। এতদিন এখানে বাস ক'রে গেলে। বাংলা, ইংরাজী, হিন্দী ভালই শেখা চাই। আবার গান-টান গাও তো! গান শেখা ভাল। কিন্তু গানের আড্ডায় সময় নষ্ট ক'রো না। আগে নিজে প্রস্তুত হও। তা' হ'তে পারলে, বলা যায় কি, একেবারে রজনী সেনের মতনও হ'য়ে যেতে পার।

২০শে পৌষ, বুধবার, ১৩৬১ (৫ই জানুয়ারী, ১৯৫৫)

প্রাতঃকাল। প্রচণ্ড শীতের প্রকোপ। শ্রীশ্রীঠাকুর নিভৃত-কেতনের প্রকাণ্ড চৌকিখানায় সমাসীন। পাশের চেয়ারে ব'সে আছেন শ্রীশ্রীবড়মা নিত্যদিনকার মত। রোদ ভাল ক'রে উঠতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বাইরে পূবের বারান্দায় পাতা চৌকিতে এসে বসলেন। শ্রীশ্রীবড়মা ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে সাংসারিক কাজে চ'লে গেলেন।

একটু পরে কিশোরী মণ্ডল নামে একটি ভাই এসে নিজের জীবনে কৃত দুষ্কর্ম্মের কথা বলতে লাগল। সে কিছুদিন আগে ঋত্বিকের পাঞ্জা পেয়েছিল। কিন্তু অসৎ চলায় চ'লে অনেকের ইষ্টভৃতি সংগ্রহ ক'রে আত্মসাৎ করেছে। এখন সেই কাজের জন্য অনুতপ্ত। শুনে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—খবরদার ও-কর্ম্ম কখনই করিস্ নে। ইষ্টে concentric (সুকেন্দ্রিক) না হ'লে কিন্তু কিছুই হয় না। ঐ যে—সিদ্ধ নয় মন্ত্র দেয়, মরে মারে করেই ক্ষয়।

হীরালালদা (চক্রবর্ত্তী)—কেষ্টদার কাছে বলা হয়েছিল। কেষ্টদা ওকে পাঞ্জা ফিরিয়ে দেবার জন্য বলেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, পাঞ্জা ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। ওর (কিশোরীর) parts (শক্তি) ছিল, কিন্তু ও-ই তা' নষ্ট করল। কি-রকম যে করিস্ তোরা—আমি ভেবে পাইনে। যা' সম্পদ নিয়ে আসিস্ তা' কেমন ক'রে নষ্ট ক'রে ফেলিস্! পান্তাভাতের জল খাস্?

কিশোরী—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রোজ খাবি। পান্তাভাত খুব ক'রে খাবি।

কিশোরী—অপরের আধিপত্য আমি সহ্য করতে পারতাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আধিপত্য সহ্য করার মধ্যে ঈশিত্ব আছে। যে তা' পারল না তার মধ্যে আছে satan (শয়তান)!

কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর এক আঙ্গুল তুলে বিকট ভ্রূভঙ্গী ক'রে এক অদ্ভুত শয়তানের রূপ দেখালেন। তারপর আবার বলতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আধিপত্য যার মধ্যে আছে তার মধ্যে ধারণ-পালনী ক্ষমতাও আছে। আধিপত্য যার আছে, সে মানুষকে সহ্যও করতে পারে।

কিশোরী—মানুষকে সহ্য করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু পারলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইচ্ছে ছিল, কিন্তু প্রবৃত্তির দিকে প্রবণতা ছিল। মানুষের ইচ্ছে থাকে নিজে বাঁচবার, আর অপরকে বাঁচাবার। কিন্তু যেই প্রবৃত্তিটা prominent (প্রধান) হয়ে দাঁড়ায়, তখন আর অমনটা থাকে না। তুমি আধিপত্যকে ধারণ করতে চাও, প্রবৃত্তি তাকে ধারণ করতে চায় না। তুমি যদি আধিপত্যকে ধারণ করতে না পার, তবে প্রবৃত্তিকে কিছুতেই কাবেজে আনতে পারবে না। ঐ যে বিবেকানন্দের কথা আছে—Carrying out the commands of the Guru (গুরুর আদেশ পালন করা), ওটাই আমার ঠিক মনে হয়। আমার সর্ব্ব প্রবৃত্তি দিয়ে তাঁকে সেবা করা চাই। আর, সেবা করা মানে তাঁকে ধারণ করা, পালন করা, পোষণ করা।

কিশোরী—আমি এখন কোথায় থাকব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জিতেনের (দেববর্ম্মণের) কাছে থাকতে পারিস্। জিতেন কেমন শক্ত সাধু। সে কখনও নিজেকে ক্ষমা করে না বা ক্ষমা করতে চায় না। তার আধিপত্য সহ্য করার ক্ষমতা আছে।

এই সময় ননীদা (চক্রবর্ত্তী) মনোরঞ্জন শীল নামে একটি ছেলেকে নিয়ে এলেন। সে এখানে থাকতে চায়! সব ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—ও এখন কী করবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' করে করুক, কিন্তু মানুষের ক্ষতিকর কিছু না করলেই হয়। যত পারে ভালর জন্য করবে। আর, ওর বাবার কাছে চিঠি লিখে জান, ও এখানে থাকলে ওর বাবার আপত্তি আছে কিনা।

পরেশদা (ভোরা)—আমি সবার হাতে খাই না, কিন্তু এই না খাওয়ার কারণটা ঠিক ধরতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চিন্তা করলে হয়, কেন পূর্ব্বতনরা সবার হাতে খাওয়াটা পছন্দ করতেন না। চিন্তা ক'রে সেটা ঠিক করতে হবে তো! সেটা আবার rational (যুক্তিযুক্ত) হওয়া চাই। আমি যা' বললাম তা' শুনে আবার অন্যকে কোস্ নে। নিজের experience-এর (অভিজ্ঞতার) উপর দাঁড়িয়ে ক'বি।

পরেশদা—আগে যেখানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকত সেখানেই খেতাম। এছাড়া আর কিছু বুঝি না। আজকাল তেমনভাবে খাই না বটে। কিন্তু খেলে কী হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা তো grossly think (স্থূলভাবে চিন্তা) করলে। ব্যক্তিগত সংস্কার তো আছেই, কিন্তু সেটা rational (যুক্তিযুক্ত) হওয়া চাই! কী হয়, সে-উত্তরটা তোমার কাছ থেকে বেরোনো চাই। কেন খাও না, তারও একটা কৈফিয়ত চাই।

পরেশদা—আমি আগে যাদের ওখানে খেতাম, তারা দিলে খাব না কেন বুঝতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার ঐ খাওয়া বা না-খাওয়া সত্তাপোষণী ব্যাপারে কতখানি helpful (সহায়ক) তা' আমারে বুঝিয়ে কওয়া চাই। মানুষের কাছে শোনা কথা ক'লে হবে না। তোমার experience-এর (অভিজ্ঞতার) মধ্য-দিয়ে যেটা gain (লাভ) করেছ সেটাই বলবে। আগেরটা হ'ল cramming (চাপানো বোধ), আর পরেরটা education (শিক্ষা)।

কথায়-কথায় বেলা ৯-৩০ মিঃ হ'য়ে গেল। রাণাঘাটের অশ্বিনীদা (দাস) এসে বললেন—

—আমার ছত্রিশ দিন প্রাজাপত্য শেষ হ'ল। আমরা পারশব। এখন উপনয়ন গ্রহণ করতে চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক বছরের মধ্যে নেওয়া লাগে। মনে রেখো, সব পারশব কিন্তু বিপ্রবর্গের নয়। এদের মধ্যে যারা শিয়েলী (শ্রীপালী), তারা বিপ্রবর্গের। তা' ছাড়া যারা মোঘো, ধানী এরা কিন্তু বিপ্রবর্গের নয়, অন্য কিছু। তাদের মধ্যে কিছু প্রতিলোমও থাকতে পারে। ঐতরেয় উপনিষদে এদেরই ঋষির নাম আছে।

ঐতরেয় মানে ইতরার পুত্র। ইতরা ছিল শূদ্রাণী।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বসেছেন নিভৃত-কেতনের পূর্ব বারান্দায়। উত্তরের পাশের একটি আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেকে প্রণাম ক'রে এসে দাঁড়াচ্ছেন। বারান্দার এককোণে সবার পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন বৈকুণ্ঠদা (প্রসাদ সিংহ)। তাঁর শরীরটা খারাপ যাচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর দেখতে পেয়ে ডেকে বললেন—বৈকুণ্ঠ, কেমন আছিস্ রে?

বৈকুণ্ঠদা—ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজ দুধ খাইছিস্?

বৈকুণ্ঠদা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ দেখ্। তোকে যে আমি রোজ একটু ক'রে দুধ খেতে বলেছি। তুই একটা boy (ছেলে) ঠিক ক'রে নিতে পারিস তো ভাল হয়।

তারপর জ্ঞান গোঁসাইদাকে ডেকে বলছেন—

জ্ঞান! ওর জন্যে একটা বাচ্চা ঠিক ক'রে দিতে পারলে ভাল হয়। দুর্বল শরীর। জল-টল তোলা লাগে।

জ্ঞানদা—আচ্ছা আমি দেখব।

শীত বেশী পড়ায় শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরের মধ্যে যেয়ে বসলেন।

২১শে পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬১ (৬ই জানুয়ারী, ১৯৫৫)

রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর নিভৃত-কেতনের মধ্যে চৌকিতে সমাসীন। কাছে আছেন ননীমা, সুশীলামা, মঙ্গলামা, মায়া মাসীমা। আশেপাশে আরো বহু লোক এসে বসলেন। বনবিহারীদা (ঘোষ), সূর্যদা (দত্ত), ক্ষিতীশদা (চৌধুরী), কার্ত্তিকদা (পাল), রমণদার মা প্রমুখ।

নানারকম কথা চলেছে। একবার শ্রীশ্রীঠাকুর গুন্-গুন্ ক'রে দু'-এক কলি গান গাইলেন। তারপর বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখিছিস্ গলা এখনও কেমন ঠিক আছে!

ননীমা—গলা ঠিকই আছে। আজকাল তো আর গান গানই না।

তারপর ডাঃ বনবিহারীদার সাথে আজ রাতে খাবার কেমন হবে তাই নিয়ে কথা বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

মালদহের ক্ষিতীশদা (চৌধুরী) কয়েকদিন যাবৎ এখানে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি না-পাওয়ায় বাইরে যেতে পারছেন না। ক্ষিতীশদা স্কুলে শিক্ষকতা করেন। স্কুলে ফিরে যাওয়ার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ তাঁকে একখানা চিঠি দিয়েছেন। এ-সব

কথা জানিয়ে ক্ষিতীশদা জিজ্ঞাসা করলেন—আমি কী লিখে দেব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' লিখতে হয়।

ক্ষিতীশদা—Resignation letter (পদত্যাগ পত্র) দিয়ে দিই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার এই কাজ করতে হ'লে, খাও না-খাও জানিনে, করাই লাগবে। আর, পেছটান থাকলে 'পাই কি পাই না' বা 'হয় কি হয় না' থেকে যায়। তা' থাকা পর্য্যন্ত কাম হ'তে চায় না। নিঃসন্দেহ হ'তে হয়।

এরপর বিবাহ, কুলকুষ্টি ইত্যাদি নিয়ে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখ, কায়েতদের মধ্যে মৌলিক যারা তাদের মৌলিকের মেয়েই বিয়ে করা উচিত। মৌলিকরা কুলীনের মেয়ে বিয়ে করতে-করতে এখন এমন ক'রে ফেলেছে যে আর একটা ভাল কায়েতই পাওয়া যায় না। আবার, ঐ-রকম বিয়ে যারা করেছে, তাদের মেয়ে তোমরা বিয়ে ক'রেও সর্ব্বনাশ করেছ। তোমার family-র (পরিবারের) বর্ণরেখা আছে। তার ভিতর-দিয়ে ঠিক পাওয়া যায় কোথায় কী আছে। গুণগুলি কোন জায়গায় excess (বেশী), কোথাও balanced (সাম্য-ভাবাপন্ন), কোথাও বা nil (শূন্য) হ'য়ে আছে। এ-সবটাই নির্ভর করে ঠিকমত বিয়ে-থাওয়া হওয়ার উপর। কোন এক জায়গায় প্রতিলোম বিবাহ হ'লে তার ছিট বত্রিশ পুরুষ পর্য্যন্ত সংক্রামিত হ'তে পারে।

সূর্য্যদা—তা' দেখা তো সম্ভব না। অনেকে পূর্ব্ব-পুরুষের কথা জানেই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই অন্ততঃ সাত পুরুষ দেখাই লাগে।

সূর্য্যদা—বিয়ের সময় তো চার পুরুষের নাম নেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা নামায়ে আনিছ। সাত পুরুষই ঠিক। কারণ, ঐ সাত পুরুষের মধ্যে যদি কোন গণ্ডগোল ঢুকে থাকে তবে back cross-এর (মেয়েদের উচ্চে বিবাহদান রীতির) দ্বারা সাত পুরুষেই সেটা ঠিক হ'তে পারে।

বনবিহারীদা—পিতামাতা দুই দিকেই কি দেখা লাগবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় দুই দিকেই দেখা ভাল।

বনবিহারীদা—কুলীনদের মধ্যে প্রতিলোমের ছিটে লাগার সম্ভাবনা কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লেও দেখ গে কত লেগে গেছে। দেখ, একটা non-pedigree dog (বংশমর্য্যাদাহীন কুকুর) যতই giant-like (দৈত্যের মতন) হোক না কেন, তার দাম পাঁচ টাকা। আবার একটা pedigree dog (উচ্চবংশজাত কুকুর) তার দাম পাঁচশ' টাকা।

সূর্য্যদা—আচ্ছা, এই বিবাহের ব্যাপারে ছেলেমেয়ের length (দৈর্ঘ্য) দেখার দরকার হয় নাকি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার কোন প্রয়োজন নেই। Length (দৈর্ঘ্য) বেশী হ'য়ে গেলে অনেক সময় দোষ থাকে। ভাল বিয়ে হ'লে তোমার ছেলে তোমার চাইতে দু'চার আঙ্গুল tall (লম্বা) হবে। দেখ, মণি, বড় খোকা, এরা আমার চাইতে লম্বা। আবার, কাজল পনের বছরের ছেলে, দেখ কতখানি লম্বা হ'য়ে গেছে। Matching (মিলন) ভাল হ'লে সন্তান-সন্ততি পূর্বপুরুষের length-এর (দৈর্ঘ্যের) দিকে যেতে চায়। আবার, আমার নাতিদেরও যদি ঠিকমতো বিয়ে দেওয়া যায়, তবে তাদের সন্তানরা বড়-খোকাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। ওখানে গণ্ডগোল হ'লে কী হয় কওয়া যায় না। সুপ্রজনন যদি না হয় তাহ'লে শিক্ষা দেওয়া কঠিন হয়।

সূর্যদা—আজকাল শিক্ষা হচ্ছে না। লেখাপড়া শিখে ছেলেরা সব কম্যুনিস্ট হ'য়ে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওতে আমার আভিজাত্যে লাগে। আমি কম্যুনিজম্ নিতে পারি ততটুকু যতটুকু আমার কৃষ্টির পক্ষে প্রয়োজন। কিন্তু আমার কৃষ্টিকে অগ্রাহ্য ক'রে কম্যুনিজম্ গ্রহণ করা মানে আমার পিতৃপুরুষকে অনেকখানি অবহেলা করা।

এরপরে বহুবিবাহ ও প্রতিলোম-বিবাহ নিয়ে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-রকম উচ্চশিক্ষার প্রচলন হচ্ছে, তাতে বহুবিবাহ যদি বন্ধ কর তবে অচিরেই এমন অবস্থার উদ্ভব হ'তে পারে যে বহু ব্রাহ্মণের মেয়ের বিয়ে হ'য়ে যাবে চণ্ডালের সাথে। এ-যে কত হবে তার ঠিক নেই। একবার খুঁজেছিলাম, প্রতিলোম blood-এর (রক্তের) একটা লোকও বড় হয়েছে কিনা! না, ইউরোপেও তা' নেই।

সূর্যদা—ইউরোপে প্রতিলোম-অনুলোম ঠিক করা কষ্টকর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরা মানে superior-inferior (উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট)। হাউজারম্যানের মা-ও আমাকে এ-কথা বলেছিল। এ-বিষয়ে ওদের মধ্যে এখনও cruelly fanatic (দুর্দান্তভাবে গোঁড়া) এমন লোক দেখতে পাওয়া যায়। Divorce-এর against-এ (বিবাহ-বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে) Christ (যীশুখ্রীষ্ট) কেমন ক'রে বলেছেন। কিন্তু শুনেছি ওটার প্রচলন করেছিল পল।

সূর্যদা—তা' যীশুকে বাদ দিয়ে পলকে প্রাধান্য দিল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, সুবিধামত করেছে আর কি! পল-এর সাথে যীশুর দেখা হয়নি। যীশু যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন পল ছিলেন সল, মানে anti-Christ (যীশুখ্রীষ্টের বিরুদ্ধে)।

কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর একটু সুপারি-তামাক চাইলেন। দেওয়া হ'ল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। শুধু শ্রীশ্রীঠাকুরের গড়গড়ার নলে টান দেওয়ার সুমধুর শব্দ ঘরখানি ভরিয়ে রেখেছে। কাশীর তামাকের সুন্দর গন্ধ ঘরের মাঝে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। সবাই মশগুল হ'য়ে তাকিয়ে দেখছেন সেই নয়নাভিরাম মূর্ত্তি।

তামাক খাওয়া শেষ হ'লে আহার-সম্বন্ধে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুলপে, ধনে আর পুদিনা একটু আমলকী দিয়ে বেঁটে খেলে natural vitamin (প্রাকৃতিক খাদ্যপ্রাণ) খাওয়া হয়। আমি regular (নিয়মিত) খেতাম। মাঝে কয়দিন পাওয়া গেল না। তখন বাদ গিয়েছিল। তারপরও আমি খেয়েছিলাম। কিন্তু ইদানীং আর খাওয়া হয়নি। (একটু পরে) মেডিক্যাল কলেজে কত 'সিট' আছে?

বনবিহারীদা—বোধহয় ১২০০।

শ্রীশ্রীঠাকুর—১০০০।১২০০ হ'লে একটা বড় কলেজই হয়।

বনবিহারীদা—আজকাল টি, বি, রোগের চিকিৎসার জন্য বহু হাসপাতাল হ'চ্ছে। কিন্তু শুধু হাসপাতাল ক'রে টি, বি, বন্ধ করা যাবে না, poverty (দারিদ্র্য) হ'ল আসল কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু poverty-ই (দারিদ্র্যই) নয়। Poverty (দারিদ্র্য) বাদে আরও কতগুলি জিনিস আছে যা' দিয়ে টি, বি, ছড়ায়, যেমন দোকানে খাওয়া, সবার-খাওয়া-গ্লাসে চা খাওয়া, সদাচারের অভাব, ইত্যাদি। এ-সব যখন ছিল না, মানে সেইকালে তোমাদের ঠাকুরদাদারা টি, বি, দেখেছেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু এখন টি, বি, ম্যালেরিয়ার মতন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আজকাল রেস্টুরেণ্টে খাওয়ার পরে পাত্রগুলো গামলার মধ্যে ফেলে ধুয়ে আনে। সেখান থেকেই নানারকম bacteria (জীবাণু) form (গঠন) করে।

বনবিহারীদা—দোকানে চা খেতে হ'লে মাটির পাত্রে খাওয়া ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু মাটির পাত্রটা যদি ঐ জলে ধুয়ে দেয় তাহ'লে আর হয় না।

বনবিহারীদা—গরম জলে ধুয়ে দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও অল্প গরমে কিছুই হয় না। টি, বি, germ (জীবাণু) নাশের পক্ষে sunshine (সূর্য্যকিরণ) খুব ভাল।

বনবিহারীদা—তাও না-পাওয়ার প্রধান কারণ হ'ল poverty (দারিদ্র্য)। যেমন কলকাতা congested area (লোকবহুল অঞ্চল)। সেখানে টাকার অভাবেই অনেকে আলো-বাতাসওয়ালা ভাল ঘর জোগাড় ক'রে নিতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু poverty (দারিদ্র্য) হ'লে টি, বি, হবে কেন? এমনিই শুকিয়ে ম'রে যাবে। একটু সদাচার যদি থাকে তাহ'লে আর সহজে ও-সব হয় না।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

কলকাতার আবহাওয়া খারাপ থাকতে পারে। কিন্তু দোকানের গ্লাসে চা খাওয়া ইত্যাদির ভিতর-দিয়ে যত ছড়ায় তত আর কিছুতেই হয় না। দেখ, টি, বি, রোগীদের যারা nurse (সেবা) করে তাদের কিন্তু সহজে টি, বি, হয় না। কারণ, তারা সাবধানে থাকতে জানে। আবার, যারা ত্যাঁদড়ামি করে তাদের টক ক'রে ধ'রে যায়। যেমন, ঐ রোগীকে হয়তো একটু দুধ খেতে দিল, তারপর সেই পাত্রটা একটু ধুয়ে নিয়ে নিজে আবার তাতেই দুধ খেল। এ-রকম করলে তো খারাপ হবেই। আমি তো আমার কোন ছেলেপেলেকে আমার পাতেই খেতে দিই না।

বনবিহারীদা—আজকাল তো বিশেষ ক'রে পল্লী-অঞ্চলে বাপের বা গুরুজনের পাতে খাওয়া একটা ফ্যাশন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি বাপ আছ, তোমার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে। ছেলে তোমার পাতে ব'সে খেলে তারও ইনফ্লুয়েঞ্জা হবে। পাতে ব'সে খেলে অনেক রোগ সঞ্চারিত হ'তে পারে। বড় খোকাও তার পাতে কাউকে খেতে দেয় না।

বনবিহারীদা—Wife (স্ত্রী) খেলে কি কোন বাধা আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবার পক্ষেই বাধা। কারণ, বৌ সুস্থ না থাকলে আমার সুস্থ থাকা মুশকিল। জানিনে বড়-বৌ কী করে!

বনবিহারীদা—অনেকে পাতেরটা গরীবকে দিয়ে দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কেন ? তুমি যদি পার, গরীবকে একটা কিনে দিও, কিন্তু পাতেরটা দিও না। আমি আমার পাতেরটা কাউকেই দিই না! ওরা কী করে তা' জানিনে।

ঘরের ভেতরটা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার ভাবের আবেগে ভরপুর। সবাই তন্ময়। হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর রসসঞ্চার ক'রে ব'লে উঠলেন—

—দেখেছ, এতলোক ব'সে আছে। কিন্তু তার মধ্যে রমণের মা'র মুখখানা কেমন চকচক করিতেছে।

সবাই হেসে উঠলেন। রাত হ'য়ে যাওয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তামাক খেয়ে উঠে পড়লেন।

৮ই ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৬১ (২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫)

আজ শিবরাত্রি। ভোর থেকে অনেকে এসে শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম ক'রে যাচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর নিভৃত-কেতনের ভিতরে উপবিষ্ট। কাছে একটি চেয়ারে শ্রীশ্রীবড়মা ব'সে আছেন। পূজ্যপাদ বড়দা এসে বাবা-মাকে প্রণাম ক'রে একটি সতরঞ্চির উপরে বসলেন। শ্রীশ্রীবড়মার পোষা বেড়ালটি বড়দার ডান হাঁটুর উপরে উঠে নিশ্চিন্ত মনে

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

বসল। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মা বেড়ালটির এই কাণ্ড দেখে হাসতে লাগলেন।

সকাল সাতটা বাজল। শ্রীশ্রীবড়মা উঠে রান্নাঘরের দিকে কাজে চ'লে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর গিরীশ পণ্ডিত-মশাইকে ডাকতে বলেছিলেন। পণ্ডিত-মশাই এলে তাঁকে শ্রীশ্রীবড়মার কোষ্ঠীপত্র ভালভাবে বিচার ক'রে দেখতে বললেন। পণ্ডিত-মশাই কোষ্ঠীর ফলগুলি এক-এক ক'রে বললেন।

ইতিমধ্যে জিতেনদা (দলুই), পরমেশ্বরদা (পাল), গৌরদা (মণ্ডল) ও আরও অনেকে এসে বসেছেন। খবর এসেছে যে আশ্রমের কাজের জন্য কলকাতা থেকে কিছু মালপত্র নিয়ে যতীন এতবরদা এখানে আসছিলেন। কিন্তু মালের টিকিট না-থাকায় সেগুলি ঝাঁঝিড স্টেশনে নামাতে দেওয়া হয়নি এবং যতীনদাকে পুলিশে আটক করেছে। এই সংবাদ পাওয়ার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বেশ বিমর্ষ হ'য়ে বলেছেন—

এখন যেভাবে যা' করতে হয় তাই কর। ও বিনা টিকিটে মাল আনতে গেল কেন? টিকিট তো করাই উচিত। নিজেদের prestige (সম্মান) রাখতে জানে না।

বড়দা—পরমপিতার দয়াটাকে ওরা এমনভাবে অবহেলা করে যে তা' কওয়ার না। একবার হয়তো বিশেষ ক্ষেত্রে একটা বিশেষ যোগাযোগ হ'য়ে কোন কাজ হ'য়ে গেল। কিন্তু নিজেদের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি আবার ঐ সুবিধা ভোগ করার চেষ্টা করে তাহ'লে এইরকমই হয়।

একটু পরে বড়দা ঐ-সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে উঠে গেলেন।

বেলা নয়টা বাজে। চিত্তরঞ্জন থেকে রাধারমণদা (মুখোপাধ্যায়) দুইজন শিখ ভদ্রলোককে নিয়ে এলেন। সবাই প্রণাম ক'রে বারান্দাতেই বসলেন।

রাধারমণদা—ওঁরা বলছেন যে, ওঁদের গ্রন্থে আছে, মহাপুরুষের কাছে গেলেই ভগবানের নাম হয়। আপনার কাছেও ওঁরা সেই প্রার্থনাই জানাচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও পরমপিতার কাছে প্রার্থনা, সবাই নীরোগ সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে সুখে বেঁচে থাকুক পরিবার-পরিবেশ নিয়ে।

শিখ ভদ্রলোক—ভগবানের নাম যেন আমাদের স্মরণে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও প্রার্থনা তাই, আমার স্বার্থও তাই। ইষ্টনিষ্ঠা আর হৃদ্য চলন—এই দু'টি হ'ল শান্তির পথ।

ঐ ভদ্রলোক দু'জন ঘরের বাইরে দক্ষিণের বারান্দায় ব'সেই কথা বলছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে কথা বলার সুবিধার জন্য এইবার ঘরের মধ্যে এসে বসলেন। একজন

বললেন—আমার মন সব সময় চঞ্চল থাকে। তার মধ্যে ভগবানের নাম করি কী ক'রে? মন স্থির করারই বা উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাই ইষ্টনিষ্ঠা আর নামজপ। ইষ্টের চরণে দীক্ষিত হ'য়ে তাতে concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'য়ে চলতে পারলে মনে ধীরে-ধীরে সাম্যভাব আসে।

প্রশ্ন—কিন্তু মনের চঞ্চল অবস্থায় কি ভগবানের নাম নেওয়া ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাম নেওয়াই ভাল, মন চঞ্চলই হোক আর অচঞ্চলই হোক।

প্রশ্ন—জপ করার সময় কি কোন বিশেষ জায়গায় মন নিবদ্ধ করতে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখন এমনি চলাফেরা করি তখন ইষ্টচিন্তার সাথে নাম করলে ভাল হয়। আর, যখন মন্ত্রসাধন করতে বসি তখন আজ্ঞাচক্রে ইষ্টচিন্তা ও মনে-মনে নামজপ করতে হয়। আর, সমস্ত চিন্তাগুলি ইষ্টার্থপরায়ণ ক'রে তুলতে হয়।

তারপর রাধারমণদাকে বললেন—

—ঐ হরিনন্দনের ওখানে নিয়ে গেলে হয় ওঁদের। ওখানে ব'সে সব বিষয় আলাপ কর।

জনৈক শিখ ভদ্রলোক—আমরা আর কিছু শুনতে চাই না। শুধু আপনার মুখের একটু আশীর্ব্বাদ চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার আশীর্ব্বাদ আছেই। মানুষের ভাল হোক—তার লোভী আমি।

এর পরে শিখ দু'জন ঘরের মধ্যে আর একটু থাকার অনুমতি চাইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুমতি দিলে বসলেন। আরও কিছু পরে নিখিলদা (ঘোষ) এসে ঐ শিখ দাদাদের উঠিয়ে নিয়ে হরিনন্দনদার কাছে যেতে চাইলেন। প্রথমে ওঁরা একটু আপত্তি করলেও পরে উঠে গেলেন। নিখিলদা ওঁদের বসিয়ে দিয়ে এলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

—দেখ, এখানে দু'জন মানুষ থাকা লাগে। মানুষজন এলে তাদের সাথে কথাবার্ত্তা বলার জন্যই একজন দরকার। নিখিল থাকে বটে, কিন্তু ওর তো আবার ফোন-টোন নিয়ে ঘোরা লাগে। ননী সকালবেলায় কী করে?

নিখিলদা—রান্না-টান্না করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু ব্যবস্থা ক'রে এখানে অন্ততঃ দু'জনের constant (সব সময়) থাকা লাগে। ঐ যে ভদ্রলোকরা এসে বসেছিল, ওদের উঠতে বলায় অসন্তুষ্ট হ'য়ে গেল। ঘরে এসে একবার বসলে তো আর উঠতে বলার কথা নিরর্থক হ'য়ে যায়। বাইরে থাকতে-থাকতেই একজনের যেয়ে attend ক'রে (সঙ্গে থেকে) যেখানে নিয়ে যাওয়ার দরকার তা' যাওয়া লাগে।

বেলা ১০-১৫ মিনিট। হাউজারম্যানদা এসে জানালেন যে বিনোদানন্দ ঝা সাড়ে দশটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসতে চেয়েছেন। উনি তাঁকে আনতে যাচ্ছেন। এ-বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে পূর্ব্বে কিছু জানানো হয়নি। কিন্তু এগারোটার সময় তিনি স্নানে উঠবেন। এই সময় বিনোদাবাবু এলে তাঁর স্নানাহারের বিলম্ব হবে, অন্য কাজেরও ক্ষতি হবে। হাউজারম্যানদা সেটা বুঝে ব্যবস্থা ঠিকমত ক'রে আসতে পারেননি। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বুঝিয়ে বললেন—

—কথা সব সময় এমন ক'রে mould (গঠন) করা লাগে যাতে তা' cordial to everyone (সবার কাছে হৃদ্য) হয়। এইরকম অভ্যাস করতে-করতে কোথায় কী বলতে ও করতে হবে তার বোধও টক-টক ক'রে এসে যায়।

হাউজারম্যানদা—তাহ'লে এখন ওঁকে আসতে বারণ করি। যেয়ে বলি যে বিকালে যাবেন আপনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, তা' বলা যায় না। বলতে হয়, আপনি এখুনি চলেন। তা' না হ'লে ঠাকুর তো উঠে পড়বেন। চান ক'রে খাবেন, খেয়েই শুয়ে পড়বেন। তখন কথা বলাও মুশকিল হবে। আর, তা' না হ'লে বিকালে যাওয়া লাগে। এমনি ক'রে কথা কওয়া লাগে। কথা দিয়েই তো সব হয়।

হাউজারম্যানদা বেরিয়ে গেলেন গাড়ী নিয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর অপেক্ষা করছেন। ঘড়ির কাঁটা এগারোটার ঘর পার হ'য়ে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নানের কাল অতিক্রান্ত হ'য়ে গেছে। বেশ চিন্তাকুল হ'য়ে ব'সে আছেন তিনি। কথা বিশেষ বলছেন না। একবার বললেন—মানুষের মনের উৎকণ্ঠা যখন বেশী হয়, সময় তখন দূরে স'রে যায়, কাটতেই যেন চায় না। আবার, যখন enjoyment (উপভোগ) হ'তে থাকে, তখন টুক ক'রে সময় চ'লে যায়। একটা পুরো রাতকেও মনে হয় কত ছোট, কত তাড়াতাড়ি শেষ হ'য়ে গেল।

প্রায় সওয়া এগারোটায় হাউজারম্যানদা এসে খবর দিলেন, বিনোদাবাবু এখন আসছেন না, বিকালে আসবেন। খবর পেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর নিশ্চিন্ত হ'য়ে স্নানে উঠলেন।

১১ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৬১ (২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫)

আজ ভোরে সুশীলদা (বসু) কলকাতা থেকে এসেছেন। সকালে নিভৃত-কেতনে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে কলকাতার নানা খবর বলছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও আগ্রহভরে শুনছেন। কথায়-কথায় তাঁর শরীর-সম্বন্ধে কথা উঠল। শঙ্খপুষ্পী-রসায়ন খেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্লাড্‌প্রেসার ক'মে গেছে সে-কথা বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু আমি কেন,

শান্তির মা, বিনোদাবাবু এবং আর যা'কে-যা'কে দিলাম প্রত্যেকেই উপকার পেয়েছে। ননী (মা) তো একেবারে অসম্ভব কথা কয়। ওর ব্লাড্‌প্রেসার নাকি ২৩০ থেকে ১৪০-এ নেমে এসেছে।

সুশীলদা—এটা কি রাউলফিয়ার চাইতেও ভাল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা হ'ল nervine (স্নায়ুর পক্ষে উপকারী)। নার্ভের অসুবিধা কিছু থাকলে ব্লাড্‌প্রেসারে এটা ব্যবহার করা ভাল।

ধর্ম্মনগর (ত্রিপুরা) থেকে গোবিন্দ মল্লিক শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে টেলিগ্রাম করেছেন—We wish to open agriculture co-operative. Want blessing. (আমরা কৃষি-সমবায় খুলতে চাই। আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি)। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে টেলিগ্রামটা প'ড়ে জানতে চাইলাম কী লিখে দেব। তিনি বললেন—"Do everything with keen accuracy and be blessed." (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিখুঁতভাবে সব-কিছু কর এবং আশীর্ব্বাদ লাভ কর)।—এই মর্ম্মে গোবিন্দদাকে টেলিগ্রাম ক'রে দেওয়া হ'ল।

বেলা ৯-৩৫ মিঃ। পাব্‌লিসিটি অফিসার উমানাথদা আরও দু'জন সহকর্ম্মীকে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে দেখা করতে এলেন। বারান্দায় তিনখানা চেয়ার দেওয়া হ'ল, ওঁরা বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর হাতজোড় ক'রে ওঁদের অভ্যর্থনা জানালেন। সুশীলদা (বসু), কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), প্রফুল্লদা (দাস), ননীমা প্রমুখ আছেন। কথায়-কথায় নানা প্রশ্ন উঠে পড়ে। ঐ ভদ্রলোকদের একজন জিজ্ঞাসা করলেন—Preacher-এর (প্রচারকের) কাজ বড় না shepherd-এর (মেষপালক অর্থাৎ চালকের) কাজ বড় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শরীর বড় না spirit (আত্মা) বড় তা' বোঝা যায় না।

কেষ্টদা—Shepherd and preacher—part of the same system, fulfilling each other (চালক ও প্রচারক—একই বিষয়ের পরস্পর পরিপূরক অংশবিশেষ)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Christ-ও (খ্রীষ্টও) ব'লে গেছেন, shepherd (চালক) হ'লে সে সব-কিছুর উপরই নজর রাখতে পারে। আমার পরিচালনার মধ্যে যদি কেউ অন্যায় ক'রে punished (শাস্তিপ্রাপ্ত) হয় তবে বুঝতে হবে আমি অতখানি incompetent (অযোগ্য)। কারণ, আমি সে লোকটাকে control-এ (শাসনে) রাখতে পারিনি।

প্রশ্ন—এই কথাই কি ঠিক ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা আমি ক'চ্ছি, আমার কথা।

বর্ত্তমান দেশ ও সমাজতান্ত্রিকতা নিয়ে কথা উঠল—

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, socialism (সমাজতান্ত্রিকতা) নির্ভর করে individualism-এর (ব্যক্তিতন্ত্রের) উপর। Society (সমাজ) সুন্দর ক'রে গড়তে হ'লে আগে individual (ব্যক্তি)-কে গড়ার দরকার। আমি ঠিক না হ'লে আমার পরিবার ঠিক হয় না। আবার, পরিবার ঠিক না হ'লে আমার পরিবেশ ঠিক হয় না। আবার, পরিবেশ ঠিক না হ'লে রাষ্ট্র ঠিক হয় না। আমার এই পরিবার-পরিবেশ নিয়ে তথা ভরদুনিয়াটা নিয়ে আমি একটা।

প্রশ্ন—কিন্তু এই চেতনা আনবে কে? ধর্ম্ম তো—?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মের factor (উপাদান)-ই হ'ল বাঁচাবাড়া—being and becoming. মনে রাখতে হবে, আমি দুনিয়ার প্রত্যেকের সাথেই inter-interested (পারস্পরিক স্বার্থান্বিত)। তাই প্রত্যেকের বাঁচাবাড়াকেই উচ্ছল করবার জন্য যা' করণীয় তা' করতে হবে।

প্রশ্ন—বর্ত্তমানে দেশে যে এতগুলি party (দল) আছে, এটা কি দেশের পক্ষে ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এতগুলি party (দল) আছে মানে সবার ideal (আদর্শ) আলাদা। Ideal (আদর্শ) আলাদা হ'লেই তাদের মধ্যে conflict (বিবাদ) থাকে। আর, এ-সবের কারণই হ'ল ignorance (অজ্ঞতা)।

প্রশ্ন—তাহ'লে তো কেবল অজ্ঞতা দূর করলেই সব হ'তে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিক। আর তার জন্য চাই বৈধী ইষ্টানুগ চলন।

উমানাথদা—তাহ'লে তো আইন ক'রে party (দল)-গুলি নষ্ট ক'রে দেওয়া উচিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আইন ক'রে party (দল) নষ্ট করা যায় না, বৈধী ইষ্টানুগ চলনে party (দল) নষ্ট হ'য়ে যায়। এক সমাজ গঠনের এই কথা বেদের মধ্যেও আছে—"সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী"—সমান মন্ত্র, সমান সমিতি, ইত্যাদি। সমান মানে equal (তুল্য) নয়, equitable (যার যেমন প্রয়োজন), according to the weight (মান-অনুসারে)। (একটু ভেবে বললেন) আমাদের যতটুকু করা দরকার তা' করতে পারছি না; সব এলোমেলো হ'য়ে যাচ্ছে!

প্রশ্ন—তাহ'লে এখনকার এই বিচ্ছিন্নতা দূর করার উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে গীতায় আছে, "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।" "মদ্‌যাজী" মানে আমাকে যাজন করা চাই। আমার service (সেবা) দেওয়া চাই, আমাতে inclined (আকৃষ্ট) হওয়া চাই। এই যে ঠাকুর কয়। ঠাকুরের কথা

মানুষের কাছে শোন, তাঁকে গ্রহণ কর, তাঁকে দেখ, তাঁর অনুসরণ কর,—হও, পাও। আর তাই তোমাকে ignorance-এর (অজ্ঞতার) পারে নিয়ে যাবে। সমস্ত আইন-কানুন আমার বাঁচাবাড়াকে যা'তে accelerate (বর্দ্ধিত) ক'রে দেয় তাই করতে হবে। আর, আইন যদি party instrument (দলের অস্ত্র), punishment-এর (শাস্তির) ইঞ্জিনস্বরূপ হ'য়ে ওঠে, তা' কিন্তু ভাল না। ধর্ম্মের ঐ definition (সংজ্ঞা) খুব ভাল—যেনাত্মনস্তথান্যেষাং জীবনং বর্দ্ধনঞ্চাপি ধ্রিয়তে স ধর্ম্মঃ।

কেষ্টদা—ধর্ম্মনীতিই হ'ল যথার্থ সাত্বত আইন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—And there lies the root of Socialism (আর সমাজতন্ত্রের মূলও ওখানে)। তার জন্য যীশুর ঐ কথা মনে হয়—Lord-এর (প্রভুর) সান্নিধ্য চাই। Lord (প্রভু) ছাড়া আমরা God-কে (ঈশ্বরকে) বুঝতে পারি না।

প্রশ্ন—How Thakurji differs between God and Lord (ঈশ্বর ও প্রভুর পার্থক্য ঠাকুর কিভাবে করছেন) ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা বলি incarnate (অবতার)। ওরা বলে Son of God (ঈশপুত্র)। এঁরাই হলেন এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের জীয়ন্ত বেদী। এঁরাই প্রভু। এঁদের প্রতি শ্রদ্ধাবান হ'য়ে চলতে হয়। গীতায় আছে—"শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ," যে যাতে যেমনতর শ্রদ্ধান্বিত সে তেমনিই হ'য়ে থাকে।

সমাগত ভদ্রলোকেরা ইংরাজীতেই কথাবার্ত্তা বলছেন। বাংলা ওঁরা জানেন না। তাই কেষ্টদা অনুবাদ ক'রে-ক'রে সব বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কয়টা জিনিস আছে, Love (ভালবাস), do (কর), be (হও), have (পাও)। আর, To be is to have (হওয়াই পাওয়া)।

প্রশ্ন—বর্ত্তমানের মানুষ এত বেশী material gain (জাগতিক লাভ) নিয়ে ব্যস্ত যে তাদের পক্ষে এই be (হওয়া) আর have (পাওয়া) কি সম্ভব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Material gain (জাগতিক লাভ) করে কেন ভেবে দেখ। খারাপটাই ভাব'। মানুষ লোকের ক্ষেত থেকে ধান চুরি করে কেন, ডাকাতি করে কেন ?—সবই কিন্তু তার existence-এর (বাঁচার) জন্য। তাদের ঐ খারাপ দিকটা ধরলে কাজ করা যাবে না। তাহ'লে chaos (বিশৃঙ্খলা) হ'য়ে যাবে। Being (সত্তা)-টা ধরতে হবে। বলতে হবে—তুমি বাঁচ, বাড়। তোমাকে দশজনে ধন্য-ধন্য করুক। অপরকেও বাঁচাও। এতেই আছে আমাদের enjoyment (উপভোগ)। আমরা থাকতে চাই এবং বাড়তে চাই। আমরা যখন সবাইকে নিয়ে becoming-এর (বৃদ্ধির) পথে চলতে চাই তখনই আসে আমাদের সব্যাপ্তি বর্দ্ধনা। আবার,

যখনই সত্তাহারা চলনে চলি তখনই অধঃপাত এগিয়ে আসে। আমার একটা বাচ্চাও যেন decrease করার (নেমে যাওয়ার) দিকে না যায়। আমার কতখানি কী হয়েছে, আমি কতখানি grow করেছি (বৃদ্ধি পেয়েছি), ঐই হবে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

উপস্থিত একজনের পরিচ্ছদের দিকে দেখিয়ে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই যে আমি ঐ জামাটা গায়ে দিই কেন, ঐ কোটটা অমনভাবে পরি কেন? একটা কারণ হ'ল শীত-নিবারণ, আর একটা হ'ল মানুষকে attract (আকর্ষণ) করা। মানুষ আমায় চিনুক, ভেতরে এমন ভাব থাকে। এই অবস্থায় যখন আমি গাড়ীতে উঠি, কুলীকে ডাক দিই, তখন সে আমাকে 'বাবু বাবু' করে, আমাকে খাতির করে। এটা আমি চাই। কারণ, আমি আমার প্রসার চাই, বর্ধনা চাই। এইজন্যেই ঐভাবে জামাকাপড় পরি। না কি?

কেষ্টদা সবটা ইংরাজীতে বুঝিয়ে দেওয়ার পর ওঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা সমর্থন করলেন। বেলা ১০-৩০ মিঃ। এইবার সবাই বিদায় চাইলেন। শুনে স্মিতহাস্যে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনারা এখন চ'লে যাচ্ছেন। মাতালের দল ভেঙ্গে চ'লে যাওয়ার সময় যেমন মনে হয়, আমার তেমন মনে হচ্ছে।

সবাই তৃপ্ত অন্তরে বিদায় নিলেন। কিছুক্ষণ ওঁদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে থেকে পরে শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্বকথিত কয়েকটি কথা পুনরাবৃত্তি ক'রে বলতে লাগলেন—কী ক'লাম? কথাগুলো ভাল। ঠাকুরের কথা শোন, তাঁকে গ্রহণ কর। দেখ, অনুসরণ কর, হও, পাও। আর, তাই-ই তোমাকে ignorance-এর (অজ্ঞতার) পারে নিয়ে যাবে।

এরপর আরো কিছু কথার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তামাক খেয়ে উঠে স্নান করতে গেলেন।

অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-প্রাঙ্গণে একখানা চৌকিতে সমাসীন। বেলা ৪-৪৫ মিঃ। সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কিছুদিন যাবৎ দেওঘরে আছেন। প্রায়ই শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে দেখা করতে আসেন। আজ এখন এলেন। দূর থেকেই তাঁকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন—ভাল আছেন তো?

নৃপেনবাবুও 'আজ্ঞে হ্যাঁ' ব'লে নমস্কার জানালেন। তারপর এগিয়ে এসে সামনে রাখা চেয়ারটিতে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি নাকি শীঘ্র চ'লে যাবেন?

নৃপেনবাবু—হ্যাঁ, একটা টেলিগ্রাম চ'লে এল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার কোন্ পর্যন্ত এদিকে আসবেন?

নৃপেনবাবু—জ্যৈষ্ঠমাসে একবার আসতে পারি, নয়তো একেবারে পূজোর সময়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসলেই যেন জানতে পারি।

নৃপেনবাবু—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা' তো নিশ্চয়ই। ভাবছি, এবার এদিকেই একটা বাড়ী-টাড়ী নিয়ে থাকব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল হয়, হৈ-হল্লা করা যায়।

নৃপেনবাবু—আপনার শরীর কেমন আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার শরীর খুব ভাল না। এই বিকালের দিকেই খারাপ হ'য়ে পড়ি।

ডাঃ কালীদাকে (সেন) ডেকে বললেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—কালী! দেখ তো আমার pulse (নাড়ীর স্পন্দন) কত?

কালীদা একজনের হাত থেকে ঘড়ি নিয়ে দেখে বললেন—১০২। ইতিমধ্যে সুশীলদা (বসু), পঞ্চাননদা (সরকার) ও আরও অনেকে এসে বসেছেন।

নৃপেনবাবু—এবার এখানে প্রচুর আম হবে দেখছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, এ বাড়ীর মধ্যে খুব বেশী নয়। কিন্তু রাস্তার গাছগুলো বোলে একেবারে ভ'রে গেছে।

নৃপেনবাবু—ইচ্ছা ছিল, বালানন্দ-আশ্রমের যজ্ঞটা দেখে যাব। তা' আর হ'ল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনারা যে মহাপুরুষদের কথা লেখেন, সাধকদের জীবনী লেখেন, এও কম যজ্ঞ না। মহাপুরুষদের জীবনই তো দেশকে পথ দেখায়।

নৃপেনবাবু—আমার এই অসুখটাই সব মাটি ক'রে দিচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরম পিতার দয়ায় আপনি সুস্থ হ'য়ে ওঠেন। (কালীদাকে) ওঁর কাছে মাঝে-মাঝে চিঠি লিখিস্—কেমন থাকেন!

নৃপেনবাবু—সি, আর, দাশের সাথে আপনার কোথায় দেখা হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কলকাতায় যখন আমি মাণিকতলায় ছিলাম, তখন তিনি আসেন। তিনি যখন দীক্ষা নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, আমি মাকে বললাম—'দাশদা দীক্ষা নিতে চায়।' কিছুদিন আগে একজন বড়লোক দীক্ষা নিয়ে বলেছিল—আমি দীক্ষা নিয়েছি ব'লে সৎসঙ্গ ধন্য হয়েছে। মা তাতে খুব ব্যথা পেয়েছিলেন। দাশদাকে বললেন—তোমরা চাও তো সৎসঙ্গকে ধন্য করতে। এ ধন্য করার দরকার নেই। আমি দীক্ষা দেব না। তখন ছলছল চোখে দাশদা বললেন—মা, চিত্তরঞ্জন সহজে

কোন জায়গায় মাথা নোয়ায় না। আর যেখানে নোয়ায় সেখান থেকে তুলতেও জানে না। তারপর মাও কাঁদে, দাশদাও কাঁদে। এইভাবে দীক্ষা নেন তিনি।

এর পরে নৃপেনবাবুর রচনা নিয়ে কথা উঠল। সবাই খুব প্রশংসা করতে লাগলেন। সম্প্রতি "রাণী রাসমণি" ছায়াছবির সংলাপ রচনা করেছেন নৃপেনবাবু। সেটিকেও সবাই ভাল বললেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তৃপ্তিভরা চোখে সবটা শুনছেন। কিছুক্ষণ পরে নৃপেনবাবু বিদায় চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার সুবিধা হলেই চ'লে আসবেন।

নৃপেনবাবু নমস্কার ক'রে আস্তে-আস্তে চ'লে গেলেন।

রমণদার মা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে বললেন—ঠাকুর, আজ পা পিছলে প'ড়ে গিছিলাম।

শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর 'এ্যাঁ' ক'রে এমন একটা চমকে ওঠার ভঙ্গী করলেন যে সবাই হেসে অস্থির। যতি-আশ্রমে রান্না করে গোপাল। তাকে ডেকে বললেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই গোপাল, আজ আধ হাত পরটা করবি। (হাত দিয়ে মেপে দেখিয়ে) এই আধ হাত। ক্ষীরও করবি দগদগে। আর তরকারিও করবি বেশ সুস্বাদু। আজ রমণের মা প'ড়ে গিছিল। একটু বেশী ক'রে করবি।

গোপাল প্রণাম ক'রে রান্নার জোগাড়ে চ'লে গেল। ছয়টা বেজে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর বারান্দায় উঠে এসে বসলেন।

২৩শে ফাল্গুন, সোমবার, ১৩৬১ (৭ই মার্চ, ১৯৫৫)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে জামতলার প্রাঙ্গণে ব'সে আছেন। পশ্চিমাস্য। সমস্তিপুরের উকিল কামেশ্বরপ্রসাদ চিঠিতে জানতে চেয়েছেন তিনি থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে যোগদান করবেন কিনা। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সে-কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—You may join anywhere (তুমি যে-কোন জায়গাতে যোগ দিতে পার) তোমার principle-এ (আদর্শে) untottering adherence (অচ্যুত নিষ্ঠা) রেখে। এই চলনে যদি চল, তবে you will find everything in its true perspective and you will not fall in the den of obsession (তুমি সব-কিছুকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পারবে এবং প্রবৃত্তির গর্ত্তে পড়বে না)।

২৪শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৬১ (৮ই মার্চ, ১৯৫৫)

আজ দোলপূজা। শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার প্রাঙ্গণে পশ্চিমদিকের ছোট চৌকিতে

ব'সে আছেন। সকাল প্রায় আটটা। অনেকে আবীর হাতে ক'রে এনে তাঁর সামনে রেখে প্রণাম ক'রে যাচ্ছেন। সবার মন বেশ প্রফুল্ল। ছেলেমেয়েরা দোলখেলার উপযোগী জামাকাপড় প'রেই বেরিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে বাইরের প্রাঙ্গণে যেয়ে গুরুজনদের পায়ে আবীর দিচ্ছে, সমবয়সীদের দিচ্ছে মুখে ও মাথায়। শ্রীমান চুনু (পূজনীয় ছোড়দার জ্যেষ্ঠ পুত্র) সঙ্গীদের নিয়ে দাদুকে প্রণাম করতে এল। শ্রীশ্রীঠাকুর ওদের বললেন—

যারা আবীর দিলে বা রং দিলে দুঃখিত হয় তাদের দিও না কিন্তু। তোমাদের আনন্দের জন্য কেউ যেন দুঃখিত না হয়। জিজ্ঞাসা ক'রে তারপর রং দিও।

এরপর স্ফূর্ত্তিভরা কণ্ঠে নিখিলদাকে (ঘোষ) ডাকছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিখিল! আজ রমণের মারে খাওয়াতে পারবি—দোলের খাওয়া?

নিখিলদা—আমরা তো সব সময়েই প্রস্তুত। কৈ, তিনি কৈ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাড়ী গেছে, আসবেনে একটু পরে। বেশ ছানা, পোলোয়া, লুচি ক'রে খাওয়াবি।

নিখিলদা—আচ্ছা, আমি গোপালকে ডাকি।

গোপাল যতি-আশ্রমে রান্না করছিল। ডাকতেই চ'লে এল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও গোপাল! আজ তোর দিদিমারে খাওয়াতে পারবিনি? লুচি, পোলোয়া, আলুর দম, বুটের ডাল আর ছানার পায়েস।

গোপাল—এই বেলা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, দুপুরেই। তা'-না হ'লে আর কী হ'ল? আর তোরাও যাতে একটু নিতে পারিস্ এমন বেশী ক'রেই করিস্। এখন নিখিল হাতজোড় ক'রে নেমন্তন্ন ক'রে আসলে হয়। বলবি—'মা! আজ আপনার দোলের নেমন্তন্ন আমাদের ওখানে।' আর হ্যাঁ, পাটভাজার কথা ক'স্। (ননীমাকে দেখিয়ে) ও কী একরকম আলুর পাটভাজা করে গোলা-টোলা ক'রে। সে এক অপূর্ব্ব মাল। তেমনি ক'রে করার ব্যবস্থা কর।

গোপাল এর মধ্যে চ'লে গিয়েছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর গোপালের খোঁজ করলেন—গোপাল কনে গেল?

নিখিলদা—গোপাল গেল দুধের জোগাড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে তুমি যেয়ে হাতজোড় ক'রে নেমন্তন্ন ক'রে আস। নেমন্তন্ন করতে গেলেই কিন্তু ক'বেনে—না, আমি আজ আর খেতে পারব না। পেট একেবারে ভরা—এই সব কথা।

নিখিলদা চ'লে গেলেন। একটু পরে সুশীলদা (বসু) এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রমণের মা আজ এখনও এল না কেন?

সুশীলদা—কাল রাত্রে 'ডোজ' বোধহয় একটু বেশী হ'য়ে গেছে। অতখানি ক'রে ক্ষীর, লুচি—রোজ রোজ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর মুখের পুণ্যি থাক্ আর না-থাক্, পেটের পুণ্যি আছে। আপনি বোধহয় এই বয়সে অতটা পারবেন না।

অনেকক্ষণ পরে এলেন রমণদার মা। দুপুরে খুবই আয়োজন সহকারে তাঁকে খাওয়ানো হ'ল।

২৭শে ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৬১ (১১ই মার্চ, ১৯৫৫)

প্রাতে জামতলার প্রাঙ্গণে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সাথে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলছেন। কাছে ননীমা ও ননীদা (চক্রবর্ত্তী) আছেন। ব্রজেনদা (চ্যাটার্জী) এসে প্রণাম ক'রে আগামী কাল বাইরে বেরোবার অনুমতি চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(ওদিকে নজর না দিয়ে)—এই যে ব্রজেনদা, এরা, এরা যদি ঠিকভাবে লাগে তাহ'লে হয়। সংসারের দিকে চিন্তাটা একটু কম ক'রে ইষ্টের জন্য যদি করে, তাহ'লে সবদিক ঠিক হয়।

কেষ্টদা—সেজন্য সঙ্কল্প নিতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সঙ্কল্প মানে actively (সক্রিয়ভাবে) চলা, মনে-মনে করা না। ঐ-রকমভাবে চললে নিজে তো উপ্‌চে যেতই, অপরের জন্যও করতে পারত। ঐ-জাতীয় লোকের income (আয়) সব auto-income (স্বতঃ-আয়) হ'য়ে থাকে। হাজার ঋত্বিক্ হয়তো আপনার আছে। তার মধ্যে কয়েকটাকেও যদি ঐভাবে তৈরী করতে পারেন। বাড়ীর জন্যই এরা বেশী চিন্তা করতে যায়। কিন্তু চিন্তা রাখতে হয়—ইষ্টই আমার সব, তাঁর কর্ম্ম এবং স্বার্থপ্রতিষ্ঠাই আমার সবার আগে।

কেষ্টদা—কলকাতায় দিলীপের যখন জ্বর হ'ল, তখন ব্রজেনদা একেবারে অস্থির হ'য়ে পড়লেন।

ব্রজেনদা—ঐ-রকম অবস্থায় পড়লে সকলেরই হ'তে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হোক। আগে আসলটা ঠিক করেন। আসল হ'ল ঐ ইষ্টস্বার্থ। ঐটা ঠিক হ'য়ে উঠলেই everything will be added unto you (সব-কিছুই তোমার কাছে এসে যাবে)। এই যেমন ননীকে আমি কই, ওর conception (বোধ)-গুলো clear (পরিষ্কার)। কিন্তু তার অনুশীলন না করলে তো হয় না।

কেষ্টদা—ব্রজেনদা এখনও young man-এর (যুবকের) মতন আছেন, যেমন ক'রে হাসেন-টাসেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্রজেনদা! আমি কই, ঐটুকু করলেই হয়। ঐ ভাবটা যদি prominent (প্রধান) না হ'য়ে ওঠে, তবে অভাব কিন্তু কিছুতেই যাবে না।

২৭শে চৈত্র, রবিবার, ১৩৬১ (১০ই এপ্রিল, ১৯৫৫)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার প্রাঙ্গণে পশ্চিম দিকের চৌকির উপরে ব'সে আছেন। শরীরটা তাঁর একটু খারাপ। ভক্তবৃন্দ এসে প্রণাম ক'রে যাচ্ছেন। দিলীপদা (চ্যাটার্জী) এসে প্রণাম ক'রে বললেন—এইমাত্র কলকাতা থেকে এলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এইতো আইছিস্। রসকদম তৈরী করবিনে?

দিলীপদা—করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখ্ তিনরকম করিস্। একরকম রসগোল্লা দিয়ে—রসকদম। আর-এক রকম ক্ষীর দিয়ে ঐ-রকম গোল ক'রে—ক্ষীরকদম। আর-একটা বাদাম-পেস্তা দিয়ে ঐ-রকম—মেওয়া কদম।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইগুলি একজনকে দেবেন। সেইজন্য ঐভাবে রকমারি ক'রে তৈরী করতে বলছেন।

নিখিলদা (ঘোষ) সামনে ব'সে ব্যস্তভাবে একটা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছেন। সেদিকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই, ও-রকম ক'রে পাতা ওলটাস্‌নে। মা-বাবার পায়ে যেমন ক'রে হাত দিস্, বইয়ের পাতায় তেমনি ক'রে হাত দিতে হয়।

নিখিলদা তখন সতর্ক হ'য়ে পাতা ওলটাতে লাগলেন। একটু পরে শচীনদা (গাঙ্গুলী) এসে বসলেন সামনের একখানা চেয়ারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শচীনদা! আপনার মা আপনাকে আদর করে না, চুমু খায় না?

শচীনদা—নাঃ, রোগে ভুগেই শেষ হচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, আমার মা যদি বেঁচে থাকত আর অমনি জড়িয়ে ধ'রে আমাকে আদর করত, চুমু খেত, তবে বোধহয় আমার energy (শক্তি) বেড়ে যেত।

শচীনদা—মানুষ যদি নীরোগ হ'য়ে থাকতে না পারে তাহ'লে দীর্ঘজীবন লাভের কোন মানে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, সুখসমৃদ্ধ হ'য়ে নীরোগ সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক, এই আশীর্বাদ বা প্রার্থনা হ'লে গিয়ে হয়।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাশি আসে। কথাবার্ত্তা আর হয় না।

৮ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৬২ (২৩শে মে, ১৯৫৫)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার প্রাঙ্গণে পশ্চিমদিকে ব'সে আছেন। শরীর কিছুটা ভাল। ননী-মা মাঝে-মাঝে তামাক ও সুপারি দিচ্ছেন। বাইরের থেকে দু'জন ভদ্রলোক এসেছেন। গুরুকরণ, দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি নিয়ে অনেকক্ষণ কথা বললেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করলেন একজন—গুরু কি বদলানো যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সদ্‌গুরু বদলানো যায় না। অন্য গুরু বদলানো যায়। সদ্‌গুরুর কাছে যে দীক্ষা হয় তা' অন্যান্য সব দীক্ষার পরিপূরক।

প্রশ্ন—তাহ'লে আমরা এখন কী করব? আপনি কিছু বলুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—শুঁড়ির দোকানে গেলে তোমারে ক'বে—এক গ্লাস খাও। আমিও তেমনি কই, এক গ্লাস খেয়ে দেখ।

প্রশ্ন—আচ্ছা, এই যে গান্ধীজী, বিনোবা, এসব বড়-বড় লোক তো দীক্ষা নেননি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দীক্ষা না নিলে পরে সার্থক সঙ্গতিপূর্ণ intelligence (বোধ) হয় না।

উক্ত ভদ্রলোক—গান্ধীজীর মধ্যে একটু খাঁকতি ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' আমি জানি না। তবে আমি এই জানি। (একটু থেমে) মানুষ ভাবে, দীক্ষা নিলাম, গুরু করলাম, সন্ন্যাস নিলাম, বানপ্রস্থ নিলাম, তাতেই সব হ'ল। তা' কিন্তু নয়। Activity-র (কর্ম্মের) মধ্য-দিয়ে যতটা adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হ'য়ে উঠতে পারব, হবে সেইটুকু, meaningful adjustment (সার্থক সঙ্গতি) চাই। তার জন্য চাই সুকেন্দ্রিকতা। তুমি যা'-কিছু কর তা' আমাতে meaningful (সার্থক) হ'য়ে উঠুক। কেমন? ঐ যে আছে—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

মানে, আমাকে রক্ষা ক'রে চল। তোমার x, y, z যে-কোন ধর্ম্মই থাক্, তুমি আমাকে পরিপালন ক'রে চল। তাহ'লে—

"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"

প্রশ্ন—আমি যদি সদ্‌গুরু গ্রহণ করি, তাহ'লে তিনি আমাকে সর্ব্বপাপ থেকে রক্ষা করার assurance (নিশ্চয়তা) দেবেন তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও assurance (নিশ্চয়তা) সদ্‌গুরু দেনই তো। কিন্তু তার

জন্য তোমার concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়া লাগবে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।"

For me, মানে আমার জন্য কর। ঐটুকু ঠিক রাখা লাগবে।

প্রশ্ন—গীতার একাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনটা কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরাও অমনি ক'রে দেখতে পাই। But you should follow your Lord (কিন্তু তুমি তোমার প্রভুকে অনুসরণ করবে)। অর্জ্জুনের মধ্যে অর্জ্জন আছে নাকি ? (মিষ্টি হাসলেন)। কোন একটা-কিছু করতে যদি ভুল হ'য়ে যায়, ভুলটাকে তখনই correct (সংশোধন) করতে চেষ্টা করতে হয়, complete (সম্পূর্ণ) ক'রে ফেলতে হয়। তবেই তা' তোমাকে আরও wealthy (সম্পন্ন) ক'রে তোলে।……Keep alive your good habits (তোমার সৎ-অভ্যাস-গুলিকে সজাগ রাখ)। আর, habit মানে have it (ইহা পাও)।

প্রশ্ন—জীবনের কষ্টগুলি দূর করা দরকার তো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কষ্টের ভিতর-দিয়ে আমরা made up (প্রস্তুত) হই। Worries and difficulties (কষ্ট ও বাধা) overcome (অতিক্রম) ক'রে যত চলি, ততই আমাদের intelligence (বোধ) grow করে (বৃদ্ধি পায়)। Evil-কে (অসৎকে) আমি জানব। কিন্তু evil (অসৎ) যাতে আমাকে influence (প্রভাবিত) না করে তার চেষ্টা করব। এমনি ক'রে আমার intelligence and personality adjusted (বোধ ও ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রিত) হবে। এইভাবে আমরা প্রজ্ঞার অধিকারী হ'য়ে উঠি। একটা কাজের পথের মাঝে obstacles (বাধা) আছে, difficulties (কষ্ট) আছে। সেগুলিকে overcome (অতিক্রম) ক'রে না গেলে সে-কাজে সিদ্ধিলাভ হয় না। ঐ যে গীতায় আছে—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥"

আর-একটা আছে, বোধহয় তুলসীদাসের ছড়া—

"তুম্ য্যায়সা রামকো তুমকো ত্যায়সা রাম।
ডাহিনে যাও তো ডাহিন বামে যাও তো বাম॥"

প্রশ্ন—যে যেমন ভজনা করবে, তেমন পাবে। তাহ'লে রাবণও তো তার মতন ক'রে পেয়েছিল। কিন্তু সমস্ত দেবতা একসাথে রাবণের বিরোধী হ'য়ে উঠল কেন ? ঐ অবস্থার জন্যেই তো রাবণ মারা গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ-রকম conception (ধারণা) আছে বটে। আমি যদি তোমার 'পরে হিংসা করি সেটা অসৎ। অসৎ যে সে আমার existence-কে (অস্তিত্বকে)

ধ্বংস করে। আর, existence-কে (অস্তিত্বকে) যে preserve (রক্ষা) করে সে সৎ। কিন্তু রাবণ যে পরের wife-কে (স্ত্রীকে) টেনে নিত, অপরের রাজত্ব দখল করত, এগুলি কি সৎ-ভাবের লক্ষণ? এই সব ক'রেই সে ভগবানের উপাসনা করত। তার মানে সে তার অন্তরস্থ ভগবানকে deceive (বঞ্চিত) করত। তার উদ্দেশ্যই ছিল রামচন্দ্রকে deceive (বঞ্চনা) করা। সত্তা চায় চারটা রসগোল্লা খাবে। কিন্তু আমি যদি আধা সের রসগোল্লা খাই তবে সত্তা সেটা নেবে না। এগুলি যদি করি তাহ'লে সেটা প্রবৃত্তির জন্যই করি। আর, আমি যদি রামচন্দ্রকে ভালবাসি তবে আমার চলন-চরিত্র ঐ-রকমই হ'য়ে উঠবে। একজন chaste wife-এর (সতী নারীর) যেমন হয় আর কি! Enmity (শত্রুতা) ভাল না। Enmity (শত্রুতা) যখন খতম হ'য়ে যায় তখনই ভাল হয়।

প্রশ্ন--আমরা যে এইসব বিষয় নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা করছি, এতে আপনার কোন কষ্ট হ'চ্ছে না তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার খুব ভাল লাগে। আমার ছেড়ে যেতেই ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে, একটু পরেই হয়তো আপনারা চ'লে যাবেন। কিন্তু থাকলেই আমার ভাল লাগে। মনে হয়, খাই না খাই, এক জায়গায় জড়িয়ে থাকি।

প্রশ্ন—কেউ দীক্ষিত হ'লে লোকে হয়তো তাকে নানাভাবে নিন্দা করল, উপহাস করল। এখন ঐ সব সহ্য করার মত তার শক্তি থাকা চাই তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-কথা ভাবারই জিনিস না। লোকে নিন্দা করতেই পারে। আমরা তো পুরুষ মানুষ। মেয়ে মানুষ মীরারও বহু লোকে নিন্দা করেছিল। কবীর সাহেবকেও অনেকে নিন্দা করত। কিন্তু তিনি তাঁর প্রভুর মহিমাই প্রচার করতেন। সেণ্ট জন ছিল। সে যীশুখৃষ্টের কাছে বসে থাকত। লোকে বলত, তুমি এরকম ব'সে থাক কেন? কথাবার্ত্তা কিছু বল না। সে বলত—I see love (আমি মূর্ত্ত প্রেম দেখছি)।

প্রশ্ন—কিন্তু তবুও তো একটা শক্তি থাক চাই যার দ্বারা আমরা লোকনিন্দাকে ঠেকাতে পারব!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, এই ভাবটুকুই যথেষ্ট—আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি মুখে যেমন বল 'ভালবাসি' কাজেও তাই কর যেমন ক'রে ভালবাসে, আর চলও তেমনি। এমনি চল, যেমন থিয়েটার ক'রে চলে। সেইজন্যে কথাও আছে—ধর্ম্মের ভানও ভাল। Pretention of Dharma is good (ধর্ম্মের ভান ভাল)। ঐ করতে-করতে ধ'রে যদি যায় তো গেল। If it is for show (যদি এটা দেখাবার জন্য হয়) তাহ'লেও ভাল। বৈষ্ণবদের একটা গল্প আছে। এক ব্যাধ পাখী মারত,

খুব তকলিফ ক'রে মারত। দূর থেকে বাণ দিয়ে মারত। হয়তো পাখী উড়েও যেত। একদিন সেই বিলের ধারে যেখানে পাখী মারত, দেখে—এক সাধু-মহারাজ 'রাম-রাম' ব'লে জলে নামল। স্নান ক'রে পাড়ে এসে ধ্যানে বসল। তখন তার গায়ে মেলা পাখী উড়ে এসে বসতে লাগল। ব্যাধ ভাবল, এ তো ভারী মজা! আমার গায়ে যদি অমনি ক'রে পাখী এসে বসে তাহ'লে ধরব আর মারব। তারপর সাধু চ'লে গেলে সেও অমনি চান ক'রে ফোঁটা-তিলক কেটে ধ্যান করতে বসল। অমনি পাখীগুলিও উড়ে এসে তার গায়ে বসতে লাগল। তখন ঐ ব্যাধের বিবেক খুলে গেল। ভাবল—'এতেই এই! আমি যদি সত্যিকারের সাধু হ'তে পারি তাহ'লে না জানি কী হয়!' আমি যখন ছোট ছিলাম তখন কলকাতার স্টার থিয়েটারে থিয়েটার দেখতে যেতাম। ভাল-ভাল play (অভিনয়) হ'লে মধ্যে-মধ্যে যেতাম। যারা ভাল play (অভিনয়) করত, তারা খাওয়া দাওয়াও তেমনি করত, চলতও তেমনি। একজন ছিল, সে খুব ভাল অভিনয় করত। গিরিশ ঘোষের বুদ্ধদেব-চরিত না কী একখানা নাটকে সে একদিন অভিনয় করছে। করতে-করতেই তার বিবেক খুলে গেল। সে আর বাড়ীই গেল না। ঐখান থেকেই সন্ন্যাসী হ'য়ে চ'লে গেল। সেজন্য বাংলা কথায় আছে, ধর্ম্মের ভানও ভাল। কিন্তু ধর্ম্মের ভাবালুতা ভাল না। ওতে মানুষ bluffer (ধাপ্পাবাজ) হ'য়ে যায়। করার ভিতর-দিয়েই মানুষ grow করে (বাড়ে), কিন্তু শুধু ব'সে philosophise করলে (তত্ত্ব আওড়ালে) তা' হয় না।

বেলা পোনে এগারটা হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নানের সময় হয়েছে। এবার সবাই উঠে পড়ছেন। ভদ্রলোক দুটিও এখনকার মত বিদায় নিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রায় আপন মনে বলছেন—পুরুষোত্তমের সংবাদ যাদের কাছে যেয়ে পৌঁছায়নি, তারা বরং blessed (আশিসপুষ্ট)। কিন্তু যারা সংবাদ পেয়েও তাঁকে গ্রহণ করল না তারা fateless (ভাগ্যহীন)।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার ছাউনিতে ব'সে আছেন। একটি লেখা দিলেন—

শ্রদ্ধোষিত অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
তদনুগ অনুনয়নী তাৎপর্য্যে
যে যেমনতরভাবে
আত্মনিয়মন ক'রে থাকে,
জ্ঞানও লাভ করে সে তেমনি।

তারপর বলছেন—

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

শ্রীশ্রীঠাকুর—"শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।" সেজন্য শ্রদ্ধা চাই। শ্রদ্ধার ভিতর-দিয়ে সর্ব্বতোভাবে জানা হয়। শ্রদ্ধা আবার অনুচর্য্যা না হ'লে বাড়ে না। তৃপ্ত করার আকূতি থাকা চাই।

বেলা শেষ হ'য়ে আসছে। শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম করার জন্য দাদা ও মায়েরা অনেকে এসেছেন ও আসছেন। চারিদিকে একটা শান্ত পরিবেশ। ইতিমধ্যে ব্রজেনদার (দে) বাড়ীর মা ব্যস্তভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে কান্নায় ভেঙ্গে প'ড়ে জানালেন যে তাঁর মেয়ের দুইবার টাইফয়েড হয়েছিল, আবার খুব বাড়াবাড়ি হ'য়ে পড়ছে। জ্বর বেশী, অবস্থা ভাল না। শ্রীশ্রীঠাকুর উৎকণ্ঠিত মনে সূর্য্যদাকে (বসু) ডাক দিলেন—

—ও সূর্য্য! যাও, ভাল ক'রে মেয়েটিকে দেখ। চিকিৎসার যেন কোনরকম ত্রুটি না হয়।

সূর্য্যদা তৎক্ষণাৎ ঐ মায়ের সাথে রওনা হ'য়ে গেলেন। এরপর কিছুক্ষণ পর-পরই শ্রীশ্রীঠাকুর খোঁজ নিতে থাকলেন। কেউ-কেউ চ'লে গেলেন খবর আনতে। প্রায় রোজই এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়দার বাড়ীতে বেড়াতে যেতেন। সেই কথা উল্লেখ ক'রে বললেন—ভাবছিলাম বেড়াতে যাব।

বনবিহারীদা (ঘোষ)—আপনি যাবেন না কেন? আমরা তো আছিই। আমি আছি, সূর্য্যদা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে কী? আমার তো মন নিয়ে বাস। মন যে ভাল না।

বনবিহারীদা—তা' আপনি ঘুরে আসেন। Weather (আবহাওয়া) ভাল আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Weather (আবহাওয়া) কি ভাল থাকতে তোরা দিস্? বুঝিস্ নে তো কিছু। যা, মেয়েটাকে একবার দেখে আয়।

বনবিহারীদা চ'লে গেলেন। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে হাঁটতে-হাঁটতে প্রাঙ্গণের তাম্বুটির পাশ দিয়ে ঘুরে কাঠের কারখানায় এলেন। চেয়ার নিয়ে আসা হয়েছিল সাথে-সাথে। পেতে দেওয়ার পরে সেখানে বসলেন। সন্ধ্যা সাতটার পরে বনবিহারীদা এসে খবর দিলেন মেয়েটি অনেকটা ভাল। পায়খানা হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

সাধন মিত্র নামে একটি ছেলে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করল। সে হরিদ্বার, হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থান ঘুরে এসেছে। সেইসব জায়গায় কী-কী দেখেছে, তার গল্প শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে করছে। শ্রীশ্রীঠাকুরও আগ্রহভরে সব শুনছেন।

সাধন—কয়েকজন সাধুর সাথে দেখা হ'ল, তারা সৎসঙ্গের খুব নিন্দা করে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

বলল, ঠাকুর সন্ন্যাস-আশ্রমকে শ্রেষ্ঠ বলেন না। তারপর এখানে নাকি জোর করে ধ'রে দীক্ষা দেওয়া হয়, ইত্যাদি কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই কী বললি ?

সাধন—কিছু বলিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বলতে হয়, আপনারা যেমন ধ'রে-ধ'রে সন্ন্যাসী করেন, তেমনি ক'রে দীক্ষার কথাও বলতে হয়। দীক্ষা নেয় মানুষ ভগবান লাভের জন্য। এটা মঙ্গলের পথ। মঙ্গলের পথের কথা কওয়া তো ভালই।

সাধন—সাধুরা 'শালা' কথাটা বেশী বলে। একদিন এক সাধু আমাকে বলে শালা চোর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই বললি না যে, আমি কি তোমারে বোন দিছি যে তুমি আমারে শালা ক'চ্ছ!

কারখানায় মিস্ত্রীরা কাজ ক'রেই চলেছেন। মাঝে-মাঝে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখে নিয়ে আবার পূর্ণোদ্যমে হাত চালাচ্ছেন। সাধনভাই গল্প বলছে—ওখানে চোর বড় বেশী। একদিন আমার জলপাত্রটা হারিয়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাউকে জিজ্ঞাসা করলি না, আমার জলপাত্র কোথায় গেল ?

সাধন—তা' আর করিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দূর পাগল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের রকম দেখে সবাই হাসছেন। একটু পরে পূজ্যপাদ বড়দা এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সাথে প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন। আমরা সবাই উঠে এলাম।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৬২ (১৩ই জুন, ১৯৫৫)

গত রাতে বৃষ্টি হ'য়ে আবহাওয়া একটু শীতল হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে জামতলার ঘরেই আছেন। সুশীলদা (বসু), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), হেমপ্রভা-মা, ননীমা প্রমুখ আছেন। হরিনন্দনদা (প্রসাদ) একটি দাদাকে সাথে ক'রে নিয়ে এসে জানালেন যে, ঐ দাদার স্ত্রীর মাথা খারাপ। তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে বড় কষ্টে আছেন। এখন কী করবেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার নাম কর। ভাল কাজ কর। লোকের সাথে ভাল ব্যবহার কর। অলক্ষ্মীকে এমনি ক'রে দূর ক'রে ফেলাও। আর, ঐ যে পাগল হয়েছে, ওর বাপের বাড়ীর দিক থেকে কেউ কোনদিন পাগল ছিল নাকি ?

উক্ত দাদা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে হরিপদর কাছে ওষুধ আছে। তাই খাওয়ানো ভাল।

হরিনন্দনদা দাদাটিকে নিয়ে হরিপদদার (সাহা) কাছে গেলেন।

সুশীলদা—একটি মেয়ের চৌদ্দ বছর বয়সে বিয়ে হয়। কিন্তু ষোল বছর বয়সেই সে বিধবা হয়। তার কি আবার বিয়ে দেওয়া চলতে পারে? ছেলেমেয়ে হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারে, ঐ মেয়ের যদি ইচ্ছা থাকে।

কারও ব্যাপারে শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যথা পেয়েছেন। বলছেন—মানুষের কথায় যাদের যোগসূত্র ছিঁড়ে যায়, বুকের টান ক'মে যায়, তাদের উপর প্রীতি থাকতে পারে, কিন্তু আস্থা আমার মোটেই নেই।

ননীমার পেটের গণ্ডগোল সুরু হয়েছে। মুখে টক-টক ভাব। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে সে-কথা জানালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাঁধুনি, জিরে, গর্জপিপ্পলী, থানকুনি, আদা, জোয়ান, বড় এলাচ এগুলি সমপরিমাণে নিয়ে একসঙ্গে বেঁটে কুলের আঁটির মতন বড়ি ক'রে রোজ দু'বেলা খাওয়ার পরে একটা ক'রে খাস্। (পরে বলছেন) বদ্‌হজম, পেটে বায়ু, বমি-বমি ভাব, এ-সবের পক্ষেও এটা ভাল।

ইতিমধ্যে বৈদ্যনাথদা (শীল) এসে বললেন—ঠাকুর! আমি লোককে criticise (সমালোচনা) করি ব'লে আমার এখানে থাকাটা আপনি ছাড়া কারও অভিপ্রেত নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Criticise (সমালোচনা) করতে হ'লে পরে এমনভাবে করবে যে, সে যদি ঐ ত্রুটিটুকু ঠিক ক'রে নেয় তাহ'লে ভাল হয়। Criticise (সমালোচনা) করার সাথে-সাথে তাকে একটু তুলে ধর না কেন!

বৈদ্যনাথদা—আমার যে একটা দোষ আছে, আমি ভুলকে support (সমর্থন) করতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা ভুলকে ভালবাসে, ভুলকে নানাভাবে সমর্থন করে, তারা তো ঠিক করেই না। কিন্তু তাই ব'লে আমার ভুল থাকবে না, তোমার ভুল থাকবে না, তা' তো হয় না। একজনের ভুল দেখে তুমি হয়তো taunt (উপহাস) করলে, তাতে তার সংশোধন হয় না। আমি তো কত লোকের কাছে তাদের ভুলের কথা কই। কৈ, কেউ তো অসন্তুষ্ট হয় না। আর, অসন্তুষ্ট হ'লে চলবে কেন? ভুল সারাবার জন্যেই তো এখানে আসা।

বৈদ্যনাথদা আর কথা না ব'লে চুপ ক'রে শুনছেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর কথার মোড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—মেয়েদের চূড়াকরণ-প্রথা আছে নাকি?

বৈদ্যনাথদা—পি, ভি, কানের বইতে এটা দেখেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চূড়াকরণ মানে হ'চ্ছে প্রস্তুতিকরণ—স্বামীর ঘরে যাওয়ার প্রস্তুতি। চূড়াকরণ লাগেই। আমি পরগৃহে যাব। সেখানে যেয়ে আমি কেমন ব্যবহার করব, এ-সব গিন্নীবান্নীরা শেখায়। তাতে মেয়েদের অনেকখানি help (সাহায্য) হয়।

হরিনন্দনদা (প্রসাদ) ও বৈকুণ্ঠদা (সিংহ) এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানকার অম্বষ্ঠরা কি কায়স্থ ?

হরিনন্দনদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু বাংলার অম্বষ্ঠরা কায়স্থ নয়, তারা বৈদ্য। অম্বষ্ঠরা বিপ্র by origin (জন্মের দ্বারা)। বিপ্রের ছেলে যদি ভাল বৈশ্যের মেয়েকে বিয়ে করে তবে ঐ জাতক অম্বষ্ঠ হয়। এ-রকম অনুলোম বিবাহ আগে ছিল। এখানকার ভূঁইহার বামুন এই আমাদেরই মতন।

বৈকুণ্ঠদা—ওরা জমি চাষ কি ইচ্ছা ক'রে করত না আপদ্ধর্ম্মের জন্য করত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথমে হয়তো আপদ্ধর্ম্মের জন্যই করেছিল, পরে সেটা custom-এ (প্রথায়) পরিবর্ত্তিত ক'রে নিয়েছে।

১০ই আষাঢ়, শনিবার, ১৩৬২ (২৫শে জুন, ১৯৫৫)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে জামতলার প্রাঙ্গণে একখানা চৌকিতে সমাসীন। কাছে রমেশদা (চক্রবর্ত্তী), কালিদা (সেন), ননীমা ও আরও অনেকে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন একখানা জলচৌকিতে। কথায়-কথায় বৈদিক মন্ত্র, ছন্দ ইত্যাদি নিয়ে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছন্দ মানে ছাঁদ। ছাঁদ মানে ভঙ্গী, attitude. মন্ত্রে এইরকম ছন্দ লাগবে মানে এইরকম ভঙ্গী করবে, এইরকম attitude (ভঙ্গী) নেবে।

কেষ্টদা—ইংরাজীতে unaccented (জোরের সাথে উচ্চারণবিহীন) কোন কথা নেই। বেদেও তাই। যেমন আছে—"অগ্নিমীলে পুরোহিতম্" (সুরে পাঠ করলেন)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুরের থেকে mood (ভাব) আসে। মন্ত্রের থেকে clue (কৌশল) আসে। মন্ত্রার্থবোধ থেকে আসে তার অভিব্যক্তি—ব্যক্তিত্বে।

আদিত্যদা (মুখোপাধ্যায়) এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আইছিস্! তোর এম-এস-সি পরীক্ষার আর ক'দিন বাকী ?

আদিত্যদা—চার মাস।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(কেষ্টদাকে) ওর তো আর মাত্র চার মাস আছে। ওরা যদি কয়েকটা একসাথে মিলে একটা batch (দল) গ'ড়ে ওঠে তাহ'লে খুব ভাল হয়।

ভাল পড়াশুনা করলেই যে সব সময় ভাল হয় তা' নয়। শ্রদ্ধান্বিত কে কতখানি, কার কতখানি উপস্থিতবুদ্ধি, এইসব হ'ল মাপকাঠি।

কেষ্টদা (আদিত্যদাকে)—তুমি খেলাধুলা কর ?

আদিত্যদা—কলকাতায় আমার বিশেষ হ'য়ে ওঠে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফুটবল বা অন্যান্য খেলাধুলার চাইতে সাংসারিক কাজ, মানে কয়লা ভাঙ্গা, কোদাল চালানো ইত্যাদি খুব ভাল। ও তো আবার সংসারের কর্তা! ও এ-সব করতেই পারে। তুই বাজার করিস ?

আদিত্যদা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাজার করা ভাল। ওতে experience (অভিজ্ঞতা) বাড়ে। ধর, সত্যি-সত্যি আমার ইউনিভার্সিটি যদি হয়, আর তোমরা সবাই মিলে যদি সেটা take up (গ্রহণ) কর, তাহ'লে এর থেকে ছাওয়াল-পাওয়াল যা' বেরোবে সে একেবারে বাছা মাল। ইউনিভার্সিটি—আমার মনে হয়—To love variety at the interest of the Unit (একের স্বার্থে বহুকে ভালবাসা)। অথবা উলটেও বলা যায়—To love One for the interest of the variety (বহুর স্বার্থে এককে ভালবাসা)। Unit (এক) বাদ দিয়ে যে universal love (বিশ্বপ্রেম) তার মধ্যে class-ও (শ্রেণীও) থাকে না, variety-ও (বৈচিত্র্যও) থাকে না। যে যেমন তাকে তেমনি ক'রে ভালবাসাই universal love (বিশ্বপ্রেম)। এককে ধ'রে, একের স্বার্থে conflict-এর (সংঘাতের) মধ্য-দিয়ে চলতে-চলতে love realise (প্রীতি উপলব্ধি) করা যায়। তা' না হ'লে universal love meaningless (বিশ্বপ্রেম অর্থহীন)। ব্যষ্টি বাদ দিয়ে যদি সমষ্টি হয়, সে সমষ্টির মানে কী? Variety-কে (বৈচিত্র্যকে) এক-এ সার্থক ক'রে তোলা চাই, meaningful (অর্থযুক্ত) ক'রে তোলা চাই, একসূত্রসঙ্গত ক'রে তোলা চাই।

পরে আদিত্যদাকে জিজ্ঞাসা করছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই ক'টার সময় উঠিস্ ?

আদিত্যদা—সাড়ে পাঁচটা থেকে ছয়টার মধ্যে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাড়ে চারটা থেকে পাঁচটার মধ্যে উঠতে পারলে ভাল হয়। উঠে দূরে যেতে হয়, ফাঁকায় যেতে হয়। Horizon (দিগন্ত)-এর দিকে তাকাতে হয়। দু'দিন করতে-করতেই ঐ অভ্যাস পেয়ে বসে।

মনোহর মিস্ত্রীদা একটা নতুন ঘরে চৌকি কেমনভাবে রাখবেন জানতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে মানসচোখে দেখা লাগে, কোন্ জিনিসটা কোথায় রাখলে

কেমন দেখাবেনে। এই চৌকিটা যদি এমনভাবে রাখি তো কেমন হবেনে। তারপর তাই বুঝে কাজ করা লাগে।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করছেন—ভজ্-ধাতুর মানে মনিয়র উইলিয়ম্‌স্ কী লিখেছে ?

আমি বললাম—অন্যান্য অনেক অর্থের সাথে serve, enjoy, love (সেবা, উপভোগ, ভালবাসা) এগুলিও আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ ঠিক। Love, serve এবং enjoy—সবাইকে ভালবাস, সেবা কর, আর তার ভিতর-দিয়ে উপভোগ কর। এই হ'ল ভক্তি বা ভজন। আবার, আমি আমার ইষ্টকে ভালবাসি। আমার প্রতিটি চলা, বলা যেন তাঁর মনোজ্ঞ হ'য়ে ওঠে তা' করাই চাই।

একটি মা জিজ্ঞাসা করলেন—সংসারে বড় অশান্তি। এর মধ্য-দিয়ে কিভাবে চলব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেদের মেয়ে বাঁশী বাজায়, সাপ ধরে। কোন্ সাপটা কেমন তা' সে ভালই চেনে।

একটু আগে রমণদার (সাহা) মা এসে একপাশে আসন পেতে বসেছেন। গোঁসাইদা (সতীশচন্দ্র গোস্বামী) সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। তাঁকে ডেকে বললেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—গোঁসাইদা, রমণের মা'রে একপোয়া দুধ খাওয়াতে পারেন ?

রমণদার মা—আবার গোঁসাইরে কেন ? গোঁসাই বুড়ে মানুষ। গোঁসায়ের আছে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও কিছু নাই, গোঁসাইয়েরও কিছু নাই। আবার আমারও সব আছে, গোঁসাইয়েরও সব আছে। নাই কও ক্যা ? তোমার এ-কী কথা। মায়বদ্ধ জীবের নাই কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান !

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার ভঙ্গীতে সবাই খুব হাসছেন। গোঁসাইদা দুধের জোগাড়ে গেলেন।

১৫ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৬২ (৩০শে জুন, ১৯৫৫)

কয়েকদিন যাবৎ বেশ বর্ষা নেমেছে। আকাশ প্রায় সময়েই কালো মেঘে ঢাকা থাকে। আজ সকালেও ঝর-ঝর বৃষ্টি ঝরছেই। শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার ঘরের চৌকিতে উত্তরাস্য হ'য়ে সমাসীন। শ্রীশ্রীঠাকুরের বড় জামাতা শ্রীসুধাংশুসুন্দর মৈত্র এসেছেন। সামনের সতরঞ্চিতে বসেছেন তিনি। তাঁর সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—

সুবিধা যারা পায়, তাদের চাইতে সুবিধা যারা ক'রে নেয় তারা বড়। কারণ, তারা সুবিধা create (সৃষ্টি) করার তুক জানে।

একটু পরে সুধাংশুদা বললেন—অনেকে অনেক কথা বলে। কিন্তু কোন্ কথাটা আপনার, কোন্‌টা আপনার নয় তা' অনেক সময় বুঝে উঠতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেন, একটা চিঠি লিখলেই হয়। তোমাকে কেউ হয়তো ছয়টা টাকা পাঠাতে বলল। তখন তোমার মনে সন্দেহ হ'লে ঐ ছয় টাকার জন্য যদি তিন টাকা টেলিফোন খরচ লাগে তাও করা ভাল। যে তোমার নিন্দা করে তার সাথেও হেসে-খেলে চল, যে ভাল বলে তার সাথেও হেসে-খেলে চল। ঐ যে আছে—

"সব্‌সে রসিয়ে সব্‌সে বসিয়ে সবকো লিজিয়ে নাম।
হাঁ জী হাঁ জী করতে রহো বৈঠা আপনা ঠাম॥"

দেখ না, প্রতিমুহূর্তে আমি কত conflict-এর (সংঘাতের) মধ্য-দিয়ে কেমনভাবে চলি। অনেকে হয়তো বোঝে না যে আমিই তাদের interest (স্বার্থ)। তারা চলেও তেমনিভাবে। একজন আমার সম্বন্ধে ক'ত—ছেলে ভাল, কিন্তু বুদ্ধি একটু কম। তাতে আমার কী হয়েছে!

সুধাংশুদা—সহ্যশক্তি বাড়াবার কি কোন উপায় আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—করলেই বাড়ে। যেখানে যেমন করা দরকার তাই করবে। কোন জায়গায় কিছু না ব'লে হয়তো একটু হেসে চ'লে গেলে। আজ যে তোমার নিন্দা করছে, কালই হয়তো তোমাকে তার প্রয়োজন হ'তে পারে। সেই যে কেষ্টঠাকুর সম্বন্ধে বলা আছে—

"নিন্দাস্তুতি সমান তোমার,
কী হইবে রুষ্ট কথা ক'য়ে"—

ঐ রকম হ'য়ে ওঠা লাগে।

সুধাংশুদা—কখনও মনে হয়, সহ্য করলে compromise (আপোষ) করা হ'য়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওকে compromise (আপোষ) করা কয় না। ভালমন্দের একটা প্রকৃতি আছে। সেই প্রকৃতি বুঝে কখন কেমনভাবে কী কওয়া বা করা দরকার তাই করতে হয়।

সুধাংশুদা—অনেক জায়গায় হয়তো unbalanced (সাম্যহারা) হ'য়ে পড়তে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Unbalanced (সাম্যহারা) হওয়ার সম্ভাবনা যেখানে আছে সেখানেই তো balanced (সমভাবাপন্ন) থাকতে হয়।

সুধাংশুদা—Balanced (সমভাবাপন্ন) থাকার ক্ষমতা কি বয়সের সাথে-সাথে বাড়ে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইতরবিশেষ তো আছেই। চেষ্টা করতে হয়। আস্তে-আস্তে গজায়। খুব watchful eye (সতর্ক দৃষ্টি) থাকা লাগে। প্রতিপদেই খুব conscious (সচেতন) হ'য়ে এগোতে হয়।

সুধাংশুদা—Plan (পরিকল্পনা) ক'রে কোন কাজে এগিয়ে যাওয়ার কথা আপনি বলেছেন। কিন্তু তা' যেন হ'তেই চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অভ্যাস করতে-করতে হয়। যেখানে-যেখানে ফস্‌কে গেছ, সেখানকার experience (অভিজ্ঞতা)-গুলিকে পরবর্ত্তী সময়ে কাজে লাগানো লাগে। সুতোর ডেলা একবার হাত থেকে প'ড়ে গেলে আবার জড়াতে অনেক সময় লাগে। সেজন্য খেয়াল রাখতে হয় যাতে হাত থেকে প'ড়ে না যায়। অভ্যাস কোন সময় ছাড়তে নেই। কিছু না—শুধু একটা mood (ভাব) লাগে, যেমন থিয়েটারের সময় লাগে তেমনি। ঐটুকু হ'লেই হয়। এত চিন্তারই ব্যাপার না।

সুধাংশুদা—এই যেমন আমাদের পাড়ার একজন আছেন। আমি তাঁর সাথে কখনও খারাপ ব্যবহার করিনি। বরং লোকের সামনে তাঁকে একটু বড় ক'রেই ধরতাম। হঠাৎ তিনি আমার নিন্দা করতে সুরু করলেন। অনেককে দিয়ে আমাকে অপমানও করালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে সে হয়তো ভাবিছিল, বিশিষ্ট লোক—তাকে যদি একটু পকেটে ক'রে রাখতে পারি তাহ'লে অনেক সুবিধা হয়। তা' যখন হ'ল না, তখন ঐ-রকম আরম্ভ করল। আসল কথা, তোমার চলা ঠিক থাকা চাই। তোমার প্রত্যেকটি কথা, আচরণ, ব্যবহার যেন মানুষের কাছে cordial (হৃদ্য) হয়। যদি কেউ কোন উপদেশ দেয় তা' তোমার principle (আদর্শ)-কে কতখানি fulfil (পরিপূরণ) করে তা' দেখবে। যদি কোথাও কিছু resist (প্রতিরোধ) কর তাও যেন cordial (হৃদ্য) হয়।

সুধাংশুদা—Resistance (প্রতিরোধ) আবার cordial (হৃদ্য) হয় কী ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চোখ খোলা রাখলেই দেখতে পাবে। কতকগুলি আছে দেখার জিনিস, দেখে-দেখে ঠিক করা লাগে। অভিনেতারা যেমন দেখে-দেখে অনেক কিছু ঠিক করে। কেবল বই প'ড়ে শেখার চেষ্টা করতে গেলে হয় না। করার ভিতর-দিয়ে হওয়া, আর হওয়াই পাওয়া। এগুলি হ'তে দেরী হয় না—যদি আমার শ্রেয় যিনি তাঁর প্রতি অনুগতিসম্পন্ন হ'য়ে উঠি। Concentric (সুকেন্দ্রিক) শ্রদ্ধা,

love (ভালবাসা) যতই তাঁর প্রতি irresistible (অদম্য) হ'য়ে ওঠে, মানুষের ব্যক্তিত্বও ততই বাড়ে। আবার, যার প্রতি love (ভালবাসা) থাকে, মানুষ তার মনোজ্ঞ হ'য়ে উঠতে চেষ্টা করে। ভাবে, সে যেন আমাকে দেখে খুশি হয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যেমন ভালবাসা থাকে। তারা একে অন্যের মনোজ্ঞ হ'য়ে ওঠে। এ কিছুই না। এতটুকু মাত্র ব্যাপার। এর চাইতে অঙ্ক কষা কঠিন। তবে হ্যাঁ, করার একটা clue (তুক) চাই। Clue (তুক) না পেলে হয় না। আমি স্কুলে যখন সেভেন্‌থ্‌ ক্লাশে পড়ি তখন আমার এক মাষ্টার-মশাইয়ের কাছে clue (তুক)-টা পেয়ে গেলাম। তিনি শেখালেন—Do unto others as you wish to be done by (অপরের প্রতি তেমনি ব্যবহার কর যেমন তুমি পেতে চাও)। আমি চোরই হই আর সাধুই হই, যেমন ব্যবহার পেতে চাই অন্যের প্রতিও আমাকে তেমনি করতে হবে। একজন হয়তো ভাল কথাই বলে, তার মধ্যে হামবড়াই ভাব ভরা; উপদেশ দেয়, তার মধ্যেও ঐ ভাব। তার সাথে ব্যবহার করতে হ'লেও ঐ clue (তুক)। একজনের কাছে হয়তো কোন কাম বাগাবো, সেখানেও ঐ Do unto others……। এ habit (অভ্যাস) করলেই হয়। এর জন্য চার বেদ, চতুর্দ্দশ শাস্ত্র, কিছুরই দরকার হয় না। আবার, তুমি একজনকে হয়তো অনেক টাকা দিয়েছ। তার কাছে চার আনা পয়সা চাইলে সে দিল না। তাতে দুঃখিত হ'য়ো না।

সুধাংশুদা—এতে তার ব্যবহার তো ঠিক হ'ল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন তাকে বোঝাতে হয়, তুমি অন্যের কাছ থেকে কেমন ব্যবহার প্রত্যাশা কর। (একটু থেমে বলছেন) এত কথা কওয়াই লাগে না। মন করলেই পারা যায়। সব একেবারে হস্তামলকবৎ হ'য়ে ওঠে।

সুধাংশুদা—Automatic (স্বতঃ) হ'য়ে ওঠে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। ঐ চলনের সাথে-সাথে বুদ্ধি আসে—লোকের যোগ্যতা বাড়ানো যায় কী ক'রে! লোকের ক্ষেত আছে। সেই ক্ষেতের ফসল বাড়ানো যায় কিভাবে তার চিন্তা আসে। Love-এর (ভালবাসার) মধ্যে খুব energetic volition (উদ্যমী ইচ্ছাশক্তি)-ওয়ালা adherence (নিষ্ঠা) থাকা চাই। তাতে যখন যেটা ভাল বুঝবে তখনই সেটা করতে পারবে। আজ একটু করলে, কাল একটু করলে, এ অভ্যাস ভাল না। কারণ, কাল তোমার এমন বাধা আসতে পারে যা' তোমাকে ঠেকিয়ে দেবে। আমি কখনই ও-রকম করি না। এই যে কেষ্টদা, কিশোরী, অনন্ত এরা হাতে-কলমে অনেক করেছে। বড় খোকারও ঐ-রকম আছে।

সুধাংশুদা—সংসারে চলতে গেলে ফণার মাথায় ঘাই দেবার দরকার আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফণার মাথায় ঘাই দেবে তাকে ভাঙ্গবার জন্য নয় তো, গড়বার জন্য। ঘাই দিলে মানুষ আবার অনেক সময় পাগল হ'য়ে যায়। বকতে হলেও এমনভাবে বকবে যাতে সেটা মিষ্টি হয়। বকার ধরণ আছে তো!

ইতিমধ্যে সুরেশদা (সাহা), ক্ষিতীশদা (দাস), পূজনীয় কাজলদা প্রমুখ অনেকে এসে বসলেন। কাজলদা জিজ্ঞাসা করলেন—বাবা, অনুকরণ আর অনুসরণের মধ্যে পার্থক্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুকরণ হ'ল একজনেরটা দেখে-দেখে তাই করা। আর অনুসরণ—তিনি যা' পছন্দ করেন তেমনিভাবে চলা। অনুকরণের মধ্যে অনুসরণ নাও থাকতে পারে।

কাজলদা—আচ্ছা, অনুকরণ করতে-করতে কি অনুসরণের ভাব আসে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না আসতেও পারে। অনুকরণের মধ্যে যদি তাঁর ইচ্ছামত চলার আকূতি না থাকে তাহ'লে তো হয় না। ঐ যে এক ভদ্রলোক এখানে আসেন। রবিঠাকুরের মত জামা গায়ে দিয়ে ঐ রকমভাবে পা ফেলে-ফেলে হাঁটেন, ঐ হ'ল অনুকরণ।

২৮শে আষাঢ়, বুধবার, ১৩৬২ (১৩ই জুলাই, ১৯৫৫)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার ঘরে উপবিষ্ট। তপোবন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ক্ষিতীশদা (সেনগুপ্ত) ও ভোলাদা (ভদ্র) আছেন। বিদ্যালয়-সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা চলছে। ক্ষিতীশদা ছাত্রদের শাসন করার পদ্ধতি-সম্বন্ধে জানতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি under the control of a teacher (একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে) থাকলে, ততক্ষণ কোন শাসনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু যখনই তাঁর শাসনের বাহিরে যেয়ে undesirable something (অবাঞ্ছিত কিছু) কর, তখনই শাসনের কথা আসে। এমন যদি কেউ করে তাহ'লে তুমি তাকে warning (সাবধান ক'রে) দাও। First time, second time, third time (প্রথম বার, দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বার) পর্য্যন্ত warning (সাবধানবাণী) দিলে। Third offence (তৃতীয় অপরাধ) হ'লেই guardian-এর (অভিভাবকের) কাছে report (সংবাদ) দেওয়া লাগে। বলা লাগে—আমরা বাধ্য হব to expel your son (আপনার পুত্রকে বহিষ্কৃত করতে)। Fourth time-এ (চতুর্থ বারে) হয়তো expelled (বহিষ্কৃত) ক'রেই দিলে।

ক্ষিতীশদা—কয়েকজন আবার দলও বাঁধে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-সব কথা ছেড়ে দে। দল বাঁধেই!

ক্ষিতীশদা—আমাদের বিরুদ্ধে নানারকম কথা বাইরে শুনতে পাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথা হ'ল তো ব'য়ে গেল। কেমন ক'রে কী করতে হয় তোমরা জান। যারা কয়, তাদের কথাকে তোমরা care (গ্রাহ্য) কর কেন? আবার ধর, যেমন কেষ্টদা আছে। তার কাছে তুমি student-ই (ছাত্রই)। সে কথা ক'বে না? তোমাদের নামে মিথ্যা কথা ব'লেও যদি কেউ charge (অভিযোগ) করে তোমরা নিজেদের adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে নিয়ে চল। তোমাদের student (ছাত্র)-রাও তোমাদের তেমনি দেখে-দেখে শিখুক।

ক্ষিতীশদা স্কুলের একজন বিশিষ্ট কর্ত্তাব্যক্তির নামে একটা কথা বললেন—তিনি কর্ত্তাব্যক্তি হ'য়েও এমন অন্যায় করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-সব কথা ছেড়ে দাও। আমি যা' বলি সেটুকু ঠিক থাকলেই হয়। একটা মানুষের কাছে তোমরা ঠিক থাক। সে তোমাদের যা' ইচ্ছা তাই করবে। তোমরা তার জন্য প্রস্তুত থাকবে। তোমরা culture (অনুশীলন) কর। Whole subject (সমস্ত বিষয়) যাতে একলা পড়াতে পার তার অভ্যাস কর। কারণ, ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে পড়ানো লাগবে তো? এক মাষ্টারই যেন আই-এস-সি পর্য্যন্ত পড়াতে পার, নিজেরা সেইভাবে adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হও।

ভোলাদা—আমাদের রাসবিহারীদা (সিংহ) একটু মারেন। অবশ্য না মারলে ছেলেরা পড়াও করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মেরো না। মারলে আর না-মেরে কেমনভাবে ভাল করা যায় তা' জানতেই পারবে না। সকলের 'পরেই awe command (ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার আধিপত্য) করা চাই। তুমি যদি পেচ্ছাপ কর, তার ভিতর-দিয়েও ঐ loving awe command (দরদী ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার আধিপত্য) করা চাই। তোমার behaviour (ব্যবহার), চলনই এমন হয়তো হ'য়ে যায় যে ছেলেরা আর তোমাকে মানছে না। দেখ, ছাওয়াল মানুষ করার চাইতে কঠিন কাজ আর আছে কিনা আমি জানি না। একটা মুখ্যমন্ত্রীও এর চাইতে বড় কাজ করে না। একটা মানুষের character (চরিত্র), behaviour (ব্যবহার) সব ঠিকমত মালুম ক'রে গ'ড়ে তোলা কি সহজ কথা? ছেলেকে পড়া চাই। তার feeling (বোধ), exposition (প্রকাশভঙ্গী) সব দেখে তবে তো তাকে guide (পরিচালনা) করা লাগবে।

ক্ষিতীশদা—বোর্ডিংএ এবার সাতটি candidate (পরীক্ষার্থী) আছে। তার

মধ্যে দু'টি পাশ করবেই। আর পাঁচটি কথা বললে গোনে না। তাদের বলেছি, ভালভাবে না পড়লে ফেল করবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—'ফেল করবে' বলিস্ কেন? বলবি, আমি যা' বলি তা' না করলে আমি পারব কী ক'রে? ফেল করার কথাই মোটে ক'বি না।

ক্ষিতীশদা—এবারকার স্কুলের পরীক্ষায় যারা ফেল করেছে তাদের প্রোগ্রেস্ রিপোর্টে আমি লিখেছি--Not satisfactory (সন্তুষ্টিজনক নয়)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' লিখিছিস্ কেন? আমি তা' লিখতাম না। আমি হ'লে লিখতাম—Though not satisfactory, yet if he tries, he may get passed (যদিও সন্তুষ্টিজনক নয়, তবুও সে চেষ্টা করলে পাশ করতে পারে)।

২৯শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৬২ (১৪ই জুলাই, ১৯৫৫)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার ঘরেই ব'সে আছেন। বাইরের প্রাঙ্গণে ঘাসের উপরে বিন্দু-বিন্দু জলকণা জ'মে চিকচিক করছে। বর্ষা হ'য়ে গেছে কাল রাতে। ঘরের ভেতরে মায়েরা অনেকে আছেন। শান্তিদি (সরকার), ননীমা, লক্ষ্মৌর মা, সুশীলামা (হালদার), কালীষষ্ঠীমা, কালিদাসীমা প্রমুখ আছেন। ওঁদের সাথে কথাবার্ত্তা বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। কথাপ্রসঙ্গে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—আধ্যাত্মিক তৃপ্তি মানে কোন একজনকে ধ'রে সেবা ক'রে তৃপ্তি পাওয়া।

লক্ষ্মৌর মা—আমার যত অশান্তি সব বাণীর বাবার (উক্ত মায়ের স্বামী) জন্য। তাঁর জন্যই আমার এ-পথে এগোনো হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হ'তে যাবে কেন? সে টাকা উপায় করিছে, ইচ্ছামত খরচ করিছে। ও-রকম ভাবতে নেই। শ্রীবৎস-চিন্তা, নল-দময়ন্তী, এদের কথা স্মরণ কর।

পরে শান্তিদির দিকে ফিরে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ সাধারণতঃ চলে কাম-কামনা নিয়ে। স্ত্রী-পুরুষে মিলে উপভোগ করে। কিন্তু সে-মিলনে শান্তি দিতে পারে না। কারণ, সে তো বেশ্যা মেয়েলোক বা লম্পট পুরুষ সকলেই উপভোগ করতে পারে। আসল কথা হ'ল একায়নী অনুগতি। ঐটি থাকলে অন্যান্য সব দিকও সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ওঠে। কেমন পা ফেললে, কেমনভাবে হাতখানা নাড়লে, কেমনভাবে কথা কইলে, কেমনভাবে চললে আমার প্রিয় খুশি হবেন—এ-সব আপনা থেকেই তার ঠিক হ'য়ে ওঠে। সে প্রিয়ের অনুকূল চিন্তা, অনুকূল অনুসেবনা, এই সব নিয়ে চলে। প্রতিকূল যা' তা'

সে তখনই বর্জ্জন করে। ধর, তুমি সিগারেট খাও, কিন্তু তোমার স্বামী পছন্দ করে না যে মেয়েলোক সিগারেট খায়। তখন তুমি এক লহমায় তা' ছেড়ে দিতে পার। তাতে তোমার একটুও কষ্ট হবে না। দেখবে, আগে যে শান্তিতে ছিলে এখন তার থেকে অনেক বেশী শান্তিতে থাকবে। একেবারে অন্যরকম। কী যে ক'রে ফেলে, সে ভাবাই অসম্ভব। তখন কাম-উপভোগও ঐ-রকম হয়। "প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর"—এমনতর হয়।

ননীমা—তাঁকে ভালবাসা মানে তো তিনি যা' ইচ্ছে করবেন, তাইতেই আমার সুখ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার হয়তো একটা কিছু পাওয়ার লোভ আছে। তিনি যদি আমাকে তা' দেন তাহ'লে আমার দেখতে হবে, তাতে তিনি কতখানি সুখী হচ্ছেন। আমি তোমাকে টাকা দিই। সে-টাকা তুমি নিজে কত রকমে ব্যবহার করলে কি না-করলে, সেটা কথা নয়। ঐ টাকা দিয়ে তুমি আমার কতখানি উপচয় করতে পার তা' দেখতে হবে। ভালবাসা থাকলে এ-সব বোধ আপনা থেকেই আসে। যেমন কালী-ষষ্ঠীর হাতে আমি খাই না। এখন তাতে সে যদি দুঃখ পায় তা' হ'লে তো হবে না। তার ভাবা উচিত—আমি হাতে ক'রে দিতে পারছি না, কিন্তু আমি তাঁকে দেব, লক্ষ জনম ধ'রে দেব, যার হাতে তিনি খেতে পারেন তার হাতে ক'রেই তাঁকে দেব। আমি এ-সব কথা ক'চ্ছি বটে। কিন্তু কথায় আর কামে বহুৎ তফাৎ। যার জাগে তার জাগে। ভালবাসলে তুমি আর নিজের কথাই ক'বা না, তার কথাই ক'বা। কত রকমভাবে তার লওয়াজিমা সংগ্রহ ক'রে কইতে থাকবা যে তার আর ঠিক নেই। (শান্তিদিকে বলছেন) তুমি যে বি-এ, পাশ করেছ তখন আর তা' বলবা না; বলবানে, তাঁর জন্য কতটুকু কী করতে পারছি। ঐ যে লায়লী-মজনুর কথা আছে, ওদের love-affair (ভালবাসা) খুব জবর ছিল। শিরী-ফরহাদের কাহিনীও ঐ-রকমের।

এই সময় সুশীলদা (বসু) এসে বসলেন। জামতলার পাঁচিলের ওপাশে এসে দাঁড়িয়েছেন হাউজারম্যানদা। এখান থেকে তাঁকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

—এই রে! তোর শরীর কেমন আছে?

হাউজারম্যানদা—সর্দ্দি আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাড়াতাড়ি সারায়ে ফেল্।

ইতিমধ্যে শান্তিদি উঠে চ'লে গেছেন। সেদিকে লক্ষ্য ক'রে—

শ্রীশ্রীঠাকুর—শান্তি চ'লে গেছে?

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ননীমা—হ্যাঁ। বললাম, কাল সকালে আবার এসো। তোমার অনেক উপকার হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-রকম ক'রে কথা কইতে নেই। কইতে হয়—যদি তুমি আস, তবে অনেক কথা হয়। তাতে তোমারও উপকার হয়, আমারও উপকার হবে। কারও দোষের কথা কইতে গেলে 'তোমার এই দোষ' তা' বলতে নেই। বলতে হয়—আমরা এই দোষ ক'রে থাকি।

সুশীলামা—শান্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করল—আজকের কথাগুলো কেমন লাগল আপনার? আমি বললাম, রোজকার কথাই তো আমার ভাল লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' নয়। রোজকার কথা তোমার ভাল লাগতে পারে। কিন্তু আর একজনের তো ভাল নাও লাগতে পারে। তুমি এক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমার কেমন লাগল?' যখন সে ক'বে 'ভাল', তখন তুমি ক'বে 'আমারও ভাল লাগল।' তাতেই ভাল হয়।

৩০শে আষাঢ়, শুক্রবার, ১৩৬২ (১৫ই জুলাই, ১৯৫৫)

সকালে বলিহারের রাজাবাহাদুর শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে দেখা করতে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার ঘরেই আছেন। ননীদা (চক্রবর্ত্তী), রমেশদা (চক্রবর্ত্তী), প্যারীদা (নন্দী), সরোজিনীমা, ননীমা প্রমুখ আছেন। রাজাবাহাদুরকে ননীদা যাজন করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে তিনি নিজের কথা কইতে লাগলেন।

রাজা—আপনি একটা ফুঁ দিয়ে আমাকে উন্নতির পথে এনে দিন। ঐ ত্রিসন্ধ্যা ব'সে-ব'সে সন্ধ্যা-আহ্নিক করা আমার পোষাবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে বললাম, যা' করবার করেন। জপ করতেই হয়। ব'সে-ব'সে না পারেন, চলতে-ফিরতে করবেন।

রাজা—আমার ভাগ্যকে আপনি গ'ড়ে দিন। আমি unconditionally surrender (নিঃসর্ত্তভাবে আত্মসমর্পণ) করছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে যা' বললাম তাই করুন।

রাজা—কিন্তু ওটা পারব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে তো surrender (আত্মসমর্পণ) হয়নি।

রাজা—আমি বিয়াল্লিশ বছর পর্য্যন্ত ত্রিসন্ধ্যা করেছি। তারপর বাবা মারা গেলেন। গয়ায় বাবার পিণ্ড দিতে যেয়ে ত্রিসন্ধ্যাও হরিপাদপদ্মে দিয়ে এসেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর (মৃদুহাস্যে)—সে কী!

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

রাজা—আমি স্কুলে ও কলেজে ভাল ছাত্র ছিলাম। বহু prize-ও (পুরস্কারও) পেয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানেও পরমপিতার দরবারে prize (পুরস্কার) পাওয়া যায়। আপনি বলছিলেন আপনার ডায়াবেটিস্ আছে। তার জন্য আপনি রোজ ওষুধ খান। আর বাঁচার জন্য এইটুকু করতে পারবেন না?

রাজা—আমার যে আস্থা কিছুতেই আসে না। হ্রীং ক্লীং কত কী কয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' ইচ্ছে তাই বলুক, তাতে কী হ'ল।

রাজা—এইভাবে কথা ব'লে আপনাকে বোধহয় বিরক্ত করছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিরক্ত নয়। আমি চাই আপনি আবার সুষ্ঠুভাবে চলুন।

রাজা—কাল থেকে আমাকে একটা আশীর্ব্বাদের আওতায় এনে দিন যাতে আমি একটা অক্ষয় বর্ম্মের মধ্যে আসি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আশীর্ব্বাদ কথার মানে অনুশাসনবাদ, মানে বিধিবাদ। ঐ অনুশাসন নিয়ে চলুন, আশীর্ব্বাদও আসবে।

রাজা—রোজ করা তো একটা binding (বাঁধন)। ও আমি পারব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেন, নিঃশ্বাস টানেন না?

রাজা—সে তো normal (স্বাভাবিক)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবই ঐ-রকম normal (স্বাভাবিক) হ'য়ে আসে।

রাজা—আমি আপনাকে একই কথা ব'লে বার-বার বিরক্ত করছি। আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে দিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও প্রার্থনা করি, আপনি অক্ষয় আশীর্ব্বাদের অধিকারী হোন। দোষ আমাদেরই। এতদিন যা' করণীয় ছিল করা হয়নি। এখন পরস্পরের পোঁদে হাত না ঘ'ষে যা' করণীয় সেগুলি তাড়াতাড়ি করা উচিত।

রাজা—আমি এখানে থেকে মনে হয় সকলকে কষ্ট দিচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ বাড়ী কখনই পরের ব'লে ভাববেন না। ওরা যেমন নিজেদের বাড়ী ব'লে মনে করে, আপনিও তাই করবেন। কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার হয়তো কষ্ট হবে।

রাজা—কী বলেন, আজ সকালে লুচি খেলাম যা' আমি কোনদিনই খাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজ লুচি খেলেন, কাল হয়তো লুচিও পাবেন না। আবার পোলোয়াও পেতে পারেন।

এর পরে রাজাবাহাদুর বিদায় নিলেন। পরে আবার আসবেন ব'লে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একবার উঠে যেয়ে প্রস্রাব ক'রে এসে বসলেন। পরে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের গাধারা সব বইতে পারে, কিন্তু ভাত বইতে পারে না। মানুষও ভাগ্য চায়, কিন্তু ভজন চায় না। টাকা চাই, কিন্তু লোকসেবা চাই না। উকিল হতে চাই, কিন্তু মানুষের জন্য কিছু করব না। মামলায় হার-জিত যাই হোক, টাকা আমার ঠিক চাই। তা' কি হয়?

এই সময় ডাঃ এস-কে নাগচৌধুরী (চোখ-কান-নাক বিশেষজ্ঞ) এলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে। তাঁর সাথে কুশল প্রশ্নাদির বিনিময় চলতে লাগল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কান মাঝে-মাঝে চুলকায়।

ডাঃ নাগচৌধুরী কান পরীক্ষার যন্ত্র আনিয়ে ভালভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের কানের ভিতর পরীক্ষা করলেন। তারপর আসনে বসলেন। ভারত সরকার ওঁকে বাগদাদে পাঠাচ্ছেন সে-কথা জানালেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওখানে যাচ্ছেন। নাম ঠিক রাখবেন, আর ঠিক রাখবেন ইষ্টভৃতি। ইষ্টভৃতির মত মালই নেই। কাঁটায়-কাঁটায় করবেন নিজের daily (প্রতিদিন) খাওয়ার মতন। আর, ঠিকমত পাঠাবেন। এর যেন কোন অন্তরায় না আসে। এই ইষ্টভৃতি নিয়ে যে আমার কত experiment (পরীক্ষা) হ'য়ে গেছে তার ঠিক নেই। কলকাতায় বোম পড়ল, দাঙ্গা হ'ল, কিন্তু তখন একটা সৎসঙ্গীও মারা যায়নি। অবশ্য সে-কথা কথা না। মরব না বা আমার কিছু হবে না, এইরকম কোন কামনা নিয়ে যেন কিছু করা না হয়। আমি ক'রে যাব, মনে করব—আমার ইষ্ট! তুমি খাও, খেয়ে তৃপ্ত হও।

ডাঃ নাগচৌধুরী—ছেলেটাকে কী পড়াব? Mathematics (অঙ্ক) ও Chemistry-তে (রসায়নবিদ্যায়) খুব ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সায়েন্সই তো পড়ছে! ডাক্তারী পড়ানোই ভাল।

ডাঃ নাগচৌধুরী—ডাক্তারী পড়তেই চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই দেখেন, ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার হওয়াই ভাল। নতুবা ঐ কুলাচারটা ভেঙ্গে যায়। Eminent (নামকরা) মানুষ পাওয়া আমাদের পক্ষে দুষ্কর হ'য়ে ওঠে। গুরু, বৈদ্য, পুরোহিত, এদের সম্মানই আলাদা। ঐ দেখেন না, আপনি জনতা এক্সপ্রেসে যান, সবাই আপনার জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়। কারণ, আপনার সম্মানই আলাদা।

ডাঃ নাগচৌধুরী—আমার ছেলেটা পড়াশুনায় prize (পুরস্কার) পায়, আর মেয়েটা পায় খেলাধুলায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছেলেমেয়ে যাই হোক, যদি পিতৃভক্ত বা মাতৃভক্ত হয় তাহ'লেই ভাল হয়।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—

—সব চেয়ে ভাল কথা হ'ল, আমার ঠাকুর থাকা চাই, নামজপ থাকা চাই, আর চাই ইষ্টভৃতি। আমার কাজকর্ম্ম, আমার প্রবৃত্তি সব যেন তাঁর service-এ (সেবায়) আসে। এই যে ডাক্তারী করেন, এও তাঁরই সেবার্থে হওয়া চাই। সেইজন্যে কয় ভক্তির মত মালই নেই। ভক্তির মধ্যে আছে activity and intelligence (কর্ম্ম ও বোধ)। ওকে কয় ভজন। ভজন না থাকলে মানুষ concentric (সুকেন্দ্রিক) হয় না। সব ছড়ানো থাকে।

ডাঃ নাগচৌধুরী—বুঝি সবই, কিন্তু করতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করা কিছুই না। একটু লেগে থাকলেই হয়।

ডাঃ নাগচৌধুরী—হ্যাঁ, আরম্ভ করলে কিছুই না। সাইকেল চড়ার মতো সহজ হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একেবারে। কিছু কঠিন না। অত্যন্ত সোজা। এই সোজা জিনিসটাকেই মানুষ কঠিন ক'রে ভাবে।

এইবার ডাঃ নাগচৌধুরী বিদায় নিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও স্নানে উঠলেন। বাইরে বেশ বৃষ্টি হচ্ছে।

৩১শে আষাঢ়, শনিবার, ১৩৬২ (১৬ই জুলাই, ১৯৫৫)

কাল রাত থেকে বৃষ্টির বিশেষ কামাই নেই। আজ সকালেও বর্ষা থাকায় অনেকে আসতে পারেননি। জামতলার ঘরের পূব দিকের পাল্লাগুলি দেওয়া আছে যাতে পূবে-হাওয়ায় ঘরের ভেতর জলের ছাঁট না ঢোকে। শ্রীশ্রীঠাকুর খালি গায়েই ব'সে আছেন। জিজ্ঞাসা করলাম—একজন কোন কারণে আমার উপর রেগে আছে, আমার সাথে কথা বলে না। অথচ আমার একদিন ইষ্টভৃতির পয়সা জোগাড় হয়নি শুনে আমাকে পয়সা দিয়ে গেল। এখন ঐ পয়সা কি আমার নেওয়া উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিশ্চয়ই। কথা বলার ঐ তো পথ।

আমি—কিন্তু সে যে বিদ্বেষভাব পোষণ করে আমার উপরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হোক। সে কথা না বলতে পারে, কিন্তু আমি বলব না কেন? আমি ঐ পয়সা নিলাম না মানে আমি এখনও বেঁকা আছি। সে-ও বেঁকা। আবার আমিও যদি বেঁকা হই, তাহলে (আঙ্গুল বাঁকা ক'রে) এই বেঁকায়-বেঁকায় আর মিলই হবিনানে।

এই সময় হরিনন্দনদা (প্রসাদ) পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রকে সাথে ক'রে নিয়ে এলেন। প্রণাম ক'রে ব'সে কথা সুরু করলেন।

হরিনন্দনদা—End of education (শিক্ষার লক্ষ্য) কী হওয়া উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার দেওয়া আছে—Adjustment of complexes (প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ)। ব্যক্তিত্ব, character (চরিত্র) এ-সবের একটা meaningful adjustment (সার্থক সঙ্গতি) হওয়া দরকার। (ছেলেটির দিকে তাকিয়ে) ও এখানে এলে পরে তোমার কাছে থাকল, বৈকুণ্ঠের কাছে থাকল, সেই ভাল। আজকে তো যাচ্ছে, আবার যখন আসবে ঐ-রকম ক'রেই থাকবে। তাতে একটা হল্লা নিয়ে থাকা যায়। শিক্ষাতে লাগে concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়া। তা হ'তে গেলে সত্তা-centric (সত্তা-কেন্দ্রিক) হওয়া লাগে। ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি, ম্যাথেমেটিক্স্ সবটাই কী ক'রে আমাদের সত্তাসঙ্গত হ'য়ে উঠতে পারে তা দেখা লাগবে। তাই হ'ল education (শিক্ষা)। আবার, এর সাথে-সাথেই চাই ব্যক্তিত্ব, character (চরিত্র)।

কথা চলছে। এর মধ্যে এলেন বলিহারের রাজা। সঙ্গে ননীদা (চক্রবর্ত্তী), রমেশদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ আছেন। সামনে রাখা চেয়ারে রাজাবাহাদুর বসলেন। কালকের সুরেই কথাবার্ত্তা আরম্ভ করলেন।

রাজা—আমার সব প্রার্থনাই নিবেদন করেছি আপনার শ্রীচরণে। আমার নিজের আর কোন কথা নেই। আপনি একটু দয়া করুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব চাইতে যাতে ভাল হয় আমি তাই বুঝি আর তাই কই। আপনার মতন করলে আপনার অসুবিধা হবে। কিন্তু আমার কথাটায় আপনার সুবিধাই হবে।

রাজা—আপনি আমাকে একটু freedom (স্বাধীনতা) দেন, আমি নিত্য কিছু করতে পারব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Freedom (স্বাধীনতা) কী? আপনার দেহের cell (কোষ)-গুলি যদি freedom (স্বাধীনতা) চায়, concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'তে না চায়, তবে তো আপনি ম'রে যাবেন। তারা কী ক'রে জীবিত থাকে তা' দেখা লাগবে। তাদের জীবনই আপনার জীবন। আমি যা' বুঝি তাই বলি—মানুষের ভালর জন্য।

রাজা—অনেক কথা ব'লে আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম। অনেক বেয়াদবি করেছি। মাফ করবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেয়াদবি কিছুই হয়নি। আপনার মনে যা' ওঠে তাই কইছেন।

আমার মনে যা' ওঠে তাই ক'লেম। করেন। আশা করি, আপনার ভাল হবে।

রাজা—আমি আপনার চরণে complete surrender (পূর্ণ আত্মসমর্পণ) করেছি। আমাকে একটু স্বাধীনতা দিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Surrender (আত্মসমর্পণ) মানে কিন্তু আমরা যা' ভাবি তা' নয়। Surrender হ'ল to render above (উপরের দিকে তুলে ধরা)। যেটাতে surrender (আত্মসমর্পণ) করবেন, সেইটাকেই মুখ্য ক'রে রাখা লাগবে। আপনি একজন রাজা, পণ্ডিত মানুষ। অত প্রজার 'পরে ছড়িদারী ক'রে এসেছেন। আর আমি সামান্য একটা ন্যাংটা মুখ্যু মানুষ হ'য়ে যদি এত করতে পেরে থাকি, তবে আপনি তো পারবেনই। যা' জীবনীয়, তাই গ্রহণীয়। যা' unfavourable (বিরুদ্ধধর্ম্মী) তাই বর্জ্জনীয়। তাই বলে পাপ। পা হ'ল রক্ষা, আর প হ'ল পতন। রক্ষা থেকে যা' পাতিত করে তাই পাপ। নরক মানেও তাই—বর্দ্ধন থেকে যা' পাতিত করে।

রাজা—আমি কোন প্রতিশ্রুতি আপনার সামনে করতে সাহস করি না। কারণ, যদি তা' ভঙ্গ হয় তবে পাপ তো হবেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কত প্রতিশ্রুতি যে ভঙ্গ হয়েছে তার কি ঠিক আছে? এক জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল। হঠাৎ জ্বর হয়ে পড়ল, যেতে পারলেন না। ধরুন, এই যে লাঠিটা আপনার, এটা কখনই হারাবে না তা কি আপনি বলতে পারেন?

রাজা—আমার সাধ্যমত আমি না হারাবার চেষ্টা করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ, ঐটুকু হ'লেই হয়। ঐ যে কাছে-কাছে রাখছেন, শোবার সময় হাতের কাছে রাখেন, এতে কত গ্রহদোষ যে কাটে তার ঠিক নেই। না কি? (আমাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন)

রাজা—একদিন যদি আমি না করতে পারি তবে তো মুশকিল! একদিন না করলেও না করতে পারি, এই freedom (স্বাধীনতা)-টুকু আমায় দিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একদিন যদি আপনি করতে না পারেন, তবে সেটা আপনার গভীর পাতক হবে নানে। এইতো আপনাকে কথা দিলাম। আবার কী? যে freedom (স্বাধীনতা) থাকলে আপনার সুবিধা হবে না, তা' কি নেওয়া উচিত? স্বাধীন হ'ল স্ব আর ধা, অর্থাৎ self-কে (নিজেকে) ধারণ ক'রে চলা। দুনিয়ার সর্ব্বত্রই 'ধা' আছে। 'ধা'কে বাদ দিয়ে চলেন তো! তা' সম্ভব না। কারণ, বিধাতাই 'ধা' থেকে।

রাজা—আপনি যদি আমাকে একটু দয়া ক'রে দিতেন, তাহ'লে আমার আর কিছু বলারই থাকত না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ কেমন একটা complex (গাঁট)-এর মতন কথা কচ্ছেন। যেমন ক'রে আপনি চলেন, খান, এও সেই রকম। কিছু মুশকিল না। এ এমন একটা অনুষ্ঠান, যা' আপনি প্রস্রাব করতে ব'সে করতে পারবেন, গাড়ীতে ব'সে, শুয়ে-শুয়ে করতে পারবেন। এর চাইতে সহজ আর কী আছে? ছেলেকে খাওয়ান না? বৌকে খাওয়ান না? গবর্ণমেণ্টকে খাজনা দেন না? ঐ-রকম ক'রে করলেই হয়। জীবনভোর এত ক'রে আসছেন। হার্নিয়া চলার পথে একটু অসুবিধা করল, অমনি অপারেশন ক'রে ফেললেন। এত করলেন, আর এটুকু পারবেন না?

রাজা—আমি আপনার সম্পূর্ণ অধীনে থেকে মুক্ত থাকতে চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অধীনের ভিতরে থাকলেই মানুষ স্বাধীন হয়। একজনকে ধারণ ক'রেই তো মানুষ স্বাধীন হয়, না কি! অধি-র মধ্যে 'ধা' নেই?

আমি—আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো, ঐ ক'রে চললেই হয়। যে-স্বাধীনতায় আপনার অমঙ্গল হবে সে-স্বাধীনতা তো আমি আপনাকে দিতে পারি না।

রাজা এখনকার মতন বিদায় নিলেন। ....আবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় শ্রীশ্রীঠাকুর যখন জামতলার প্রাঙ্গণে সমাসীন, তখন রাজা দেখা করতে এলেন। এবার তাঁর মন যেন অনেকটা স্থির হয়েছে। দীক্ষা নেবার আগ্রহ জেগেছে। এসেই প্রথমে বললেন—

—আমার wilful negligence (ইচ্ছাপূর্ব্বক অবহেলা) কখনই হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐটুকু হ'লেই হবে।

রাজা—হ্যাঁ, তা' করব। কিন্তু একটু কৃপা রাখবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করাই কৃপা আনবে।

রাজা—তাহ'লে আদেশ করুন, আমি ওটুকু সেরে চলে যাই। (শ্রীশ্রীঠাকুর সানন্দে সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়লেন।)

হরিনন্দনদা—তাহ'লে দীক্ষা কে দেবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ ননী।

রাজা প্রণাম ক'রে হরিনন্দনদার সাথে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বলছেন—আমার পায়ে কেটে যাওয়ায় বড় লাগছে। সুরকী, ইট ফোটে মাঝে-মাঝে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওষুধ দেননি?

রাজা—নাঃ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে কী!

রাজা—না, দিইনি।

ওঁরা বেরিয়ে গেলেন। একটু পরে ভক্তদা (ঘোষ) প্রণাম করতে এলেন। তাঁকে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই, একটা 'সল্‌মিণ্ট্' কিনে এনে ঐ দেবুর কাছে দে তো!

ভক্তদা এনে আমাকে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ ভদ্রলোক আসলে ওটা দিস্। বলিস্ যে, এটা আপনি ঐ কাটা জায়গায় লাগাবেন। এটা শুধু ঐ কাটার জন্যেই না। Any kind of (যে-কোন প্রকারের) কাটা, ঘা এই সবের পক্ষেই ভাল হবে।

আমি সল্‌মিণ্টটা কাছে রাখলাম। সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরের মধ্যে এসে বসেছেন। জামতলার গেটের কাছে চেঁচামেচি শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর কারণ জানতে চাইলেন। বলা হ'ল—রমণদার মা জোর ক'রে ঢুকবেন ভেতরে, আর সাধন (মিত্র) তাঁকে কিছুতেই ঢুকতে দেবে না। এই নিয়ে চেঁচামেচি। শ্রীশ্রীঠাকুর সাধনকে ডেকে বললেন—

—এই সাধন! শোন্, রমণের মা যখন আসতে চায়, আসবের দিস্, ক'য়ে দিস্—আপনি ওখানে যেয়ে বসতে পারেন। কিন্তু যখন কোন লোকজন এসে কথাবার্ত্তা বলে বা ঠাকুর কারও সাথে কথা কইতে থাকেন, তখন এদিকে এসে বসবেন। এই যদি স্বীকার হন, তবে যেতে দিতে পারি। বুঝিস্ তো, পাগল মানুষ! ও-রকমভাবে আটকালে মনে ব্যথা পায়।

৮ই শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৬২ (২৫শে জুলাই, ১৯৫৫)

ভোরের দিকে খুবই বৃষ্টি হচ্ছিল। সকাল আটটার পরে ক্রমশঃ ক'মে এল। শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার ঘরে আছেন। আমি, প্রফুল্লদা (দাস) ও নিখিলদা (ঘোষ) কাছে আছি। আমেরিকান গুরুভাই স্পেন্সারদা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্পেন্সার! তুমি Lord (প্রভু)-কে কয়বার দেখেছ?

স্পেন্সারদা—Many times (অনেক বার)।

শ্রীশ্রীঠাকুর (মৃদুহাস্যে)—সে মাঝে-মাঝে আসে।

এরপরে স্পেন্সারদা বাইবেলের "Poor in spirit" কথার মানে জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Poor in spirit মানে হামবড়াই—হাম্ হ্যায়। আর strong in spirit মানে তুমিই আমার spirit (আত্মা)।

স্পেন্সারদা—Is there anybody who is pure in heart (এমন কি কেউ আছে যার হৃদয় পবিত্র) ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—God-loving and Lord-loving heart is everpure (ঈশ্বর-অনুরাগী এবং প্রভু-অনুরাগী হৃদয় চির-পবিত্র)।

স্পেন্সারদা—How to deal with men of perverted nature (বিকৃতস্বভাব মানুষের সাথে কেমনভাবে ব্যবহার করতে হয়) ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাকে ভালবাস, service (সেবা) দাও, কিন্তু তার perversion-কে (বিকৃতিকে) follow (অনুসরণ) ক'রো না। তোমার প্রতি সে যত attracted (আকৃষ্ট) হবে, তার perversion-ও (বিকৃতিও) তত ক'মে যাবে। Distorted (মোচড়ানো ধরণের)-গুলি ভাল না। তার থেকে Damaged (ক্ষতিগ্রস্ত)-গুলি ভাল। সেণ্ট অগাষ্টিন্ ঐ-রকম damaged (ক্ষতিগ্রস্ত)। রত্নাকরও damaged in early life (প্রথম জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত), পরবর্ত্তী জীবনে ঋষি। বিল্বমঙ্গল, সুরদাস এরাও ঐরকম। তাই, damaged (ক্ষতিগ্রস্ত)-গুলি খারাপ হ'লেও তাদের ভাল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বিকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর একটু খারাপ লাগছে। ডাঃ প্যারীদা তাঁর রক্তের চাপ ও নাড়ীর গতি পরীক্ষা করলেন। দেখা গেল রক্তচাপ ১৫০ এবং নাড়ীর গতি ৯০। শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

আগে ৯০ হ'লে আমার কিছুই হ'ত না। কিন্তু এখন এ-রকম ঠেকে কেন, ভেবে কিছু ঠিক পাইনে।

একটি দাদা সকালবেলায় দীক্ষা নিয়েছেন, এসে জানালেন—আগে আমি 'সীতারাম' জপ করতাম, এখন আবার এই জপ পেলাম। মনে দ্বন্দ্ব আসছে, কোন্‌টা কিভাবে করব!

শ্রীশ্রীঠাকুর—সর্ব্বতোভাবে একটা করাই ভাল। আগেরটা যদি করতে ইচ্ছা হয় তাহ'লে আগে সেটা ক'রে তারপর এটা ক'রো।

উক্ত দাদা—আজ যেতে চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাও, আবার যখনই সুবিধা হয় চ'লে এসো।

উক্ত দাদাটি প্রণাম করার সময় একেবারে হাপুস নয়নে কেঁদে প'ড়ে বললেন—গুরুদেব রক্ষা কর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাও, ওদের সাথে আরও ভাল ক'রে আলাপ ক'রে চলনার নীতিগুলি জেনে নাও।

দাদাটি প্রণাম ক'রে উঠে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর খারাপ থাকার জন্য

বিকালের দিকে তাঁর কাছে মানুষের ভীড় বেশী হয়নি। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। ধীরে-ধীরে সন্ধ্যা নেমে এল পৃথিবীর বুকে। শ্রীশ্রীঠাকুর একটু খিদে হয়েছে ব'লে জানালেন। প্যারীদা তাড়াতাড়ি ছানা আনার ব্যবস্থা করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আধশোয়া অবস্থায় অল্প-অল্প কাতরাচ্ছেন।

ননীমা—লোকের সাথে এত কথা বলার জন্যেও শরীর খারাপ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথা আমার চিরকালই বলা লাগে। ছোটবেলা থেকেই এই কথা ব'লে আসছি। (প্যারীদার দিকে ফিরে বলছেন) আজ তো temperature (শরীরের তাপ) নিসুনি।

প্যারীদা—হ্যাঁ, নিইনি। শরীর তো ভালই আছে। আচ্ছা এখন দেখি।

প্যারীদা দেখলেন—সাড়ে সাতানব্বই। এরপর ছানা নিয়ে আসা হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর তার একটু খেলেন। এরপরে কলকাতা, মেদিনীপুর, নদীয়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলের কর্ম্মীরা কয়েকজন কাছে এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। একজন জানালেন, তাঁর ঋণ ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে, কিছুতেই সামলাতে পারছেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঋণ মানে sufferings-এর (কষ্টের) চক্রবৃদ্ধি। ঋণ বেশী করা ভাল না। তাড়াতাড়ি শোধ দেবার ব্যবস্থা কর।

এই সময় হাউজারম্যানদা, জনার্দ্দনদা (মুখার্জ্জী), প্রফুল্লদা (দাস) প্রমুখ আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ছোটবেলায় কলকাতায় থাকার সময় কত কষ্টের মধ্যে-দিয়ে চলতেন সেই গল্প করতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কত কষ্ট ক'রেই যে চলতাম! কয়লার গুদামে কুলীদের সাথে থাকতাম। রাস্তায় যখন বেরোতাম মনে হ'ত বুঝি ইঞ্জিনের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলাম। একজন বলেছিল, তুমি এত filthy (নোংরা) থাক কেন? শুনে শুধু একটু হাসলাম। অবশ্য, প্রথমে যেয়ে এ-মেসে একটু, ও-মেসে একটু এইভাবে থাকতাম। তাতে আর ক'দিন চলে। শেষে ঐ কয়লার গুদামে চ'লে এলাম। রাস্তার আলো ছিল। সেখানে পড়তাম আর শুতাম। কখন যে কোন্ গাড়ী এসে গায়ের উপর ওঠে তার ঠিক কি। এইভাবে কিছুদিন যায়। তারপর শিয়ালদহ ষ্টেশনের কাছে যেয়ে শুতেম। তখন ঐ বসুমতী না হিতবাদী কী একখানা কাগজ বেশ বড় ছিল, তার একখানা পেতে শুতাম, আর একখানা গায়ে দিতাম। তখন আবার শীতকাল ছিল।

শুনতে-শুনতে অনেকে অস্ফুটস্বরে "ওরে বাবা" ব'লে উঠলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একটু থেমে আবার ব'লে চলেছেন—কাছে পয়সাও বিশেষ থাকতো না। খিদে

লাগলে কল্‌কল্‌ ক'রে কলের জল খেতাম। একবার তিন দিন কলের জল খেয়ে কাটাবার পরে faint (অজ্ঞান) হ'য়ে পড়ি। তারপর উঠে একটা ফিফ্‌থ্‌-ইয়ারের ছাত্রের কাছে সব বললাম। সে আমাকে কিছু পয়সা দিল। তা' দিয়ে সোডি-বাই-কার্ব্ব কিনে খেয়ে খানিকটা ভাল লাগল। তারপরে একদিন নৈহাটী গেলাম। সেখানকার লাহিড়ী কোম্পানীর সাথে ভাব ক'রে নিলাম। ঐখানকারই এক ভদ্রলোক আমাকে একখানা চিকিৎসা-বিজ্ঞান দিল। সেখানা পড়তাম আর তাই নিয়ে চলতাম। থাকতাম ঐ কুলীদের সাথেই। তাদের ভালবাসতাম। তারাই এক টাকা, দেড় টাকা ক'রে মাঝে-মাঝে দিত। তাই দিয়ে কোনরকমে চলতাম, আর তাদের কাজ ক'রে দিতাম। তারপর পরীক্ষা দিলাম, তাতে করলাম ফেল। তারপর পাততাড়ি গুটায়ে বাড়ী চ'লে আসলাম।

জনার্দ্দনদা—কেন, ফেল হলেন কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে একটু অহঙ্কার এসে গিয়েছিল। আমার হচ্ছিল ভালই। কিন্তু ঐ যে মুখে-মুখে প্রশ্ন ক'রে পরীক্ষা নেয়, সেই সময় midwifery (ধাত্রী-বিদ্যা)-সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করছিল, তাকে আমি ক'লেম—সবটা আগে ক'ন, একসাথে উত্তর দেব। তাইতেই ফেল করায়ে দিল।

জনার্দ্দনদা—তাতে তো ফেল করানো উচিত হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' করাবে না কেন, আমারই তো impertinence (ঔদ্ধত্য)!

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে সবাই হাসছেন। পূর্ব্ব সূত্র ধ'রে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার ব'লে চললেন—কুলীদের সাথে থাকতাম, ওষুধপত্রের বিনিময়ে তারা যা' দিত তাতে শেষের দিকে মাসে প্রায় ত্রিশ টাকা হ'ত। তা' থেকে অসময়ে তাদের সাহায্য করতাম, আবার নিজেও কিছু-কিছু খরচ করতাম। কারও জামাটা বা কাপড়টা ছিঁড়ে গেলে আমি কইতাম, ওখানা খুলে আর একখানা পরু। তারপর সেই ছেঁড়াটা আমি সেলাই ক'রে রাখতাম। এইভাবে চলতাম। বহুদিন পরে যখন হরিতকীবাগানে গিয়েছিলাম তখনও সেই কুলীদের কয়েকজন কলকাতায় ছিল। তারা এসে আমাকে দেখে কত যে খুশি হ'ল!

হাউজারম্যানদা—তখন কী খেতেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ডাল-ভাত খেতাম।

জনার্দ্দনদা—আপনি মাছ খেয়েছেন কোনদিন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, কিন্তু তাতে brain (মস্তিষ্ক)-টা কেমন যেন হ'য়ে যেত। অনেক সময় স্বপ্ন দেখলে যেমন কিছু মনে থাকে না, মাথার ভেতরটা ঐ-রকম হ'য়ে যেত। ভাল কথাও মনে থাকত না। তখন ভাবলাম—দূর, এত সব মহাপুরুষরা

experiment (পরীক্ষা) ক'রে দেখেছেন যে না-খাওয়া ভাল। আর আমি শালা লোভের বশবর্ত্তী হ'য়ে কেন খাই? দিই ছেড়ে। আমি যে বাড়ীতে খেতাম ওদের একটা রাঁধুনী ঝি ছিল। আমাকে খেতে দিয়ে দূরে ব'সে থাকত। আমি চাইলে ডাল-ভাত দিত। তারপর এসে আমার বইটইগুলি ঝেড়েপুছে ঠিক ক'রে রাখত। ও অমনি চুপ ক'রে ভালবাসত। বাড়ীর দু'-একটা তরকারি যদি ভাল হ'ত, তার থেকেও আমাকে দিত। তারপর যখন থেকে চল্লিশ টাকা ক'রে পেতাম তখন ট্রামে যেতাম, খেতাম ভাল। যা' বাঁচত সেটা জমা রাখতাম। তখন ডাক্তারীতে আমার একটু নামও হয়েছে। কেউ-কেউ একেবারে আমার পা জড়ায়ে ধরত, বলত—'ডাগদার বাবু, তুমি একেবারে মা-বাপ।' বাবুদের অনেকের kept (রক্ষিতা) থাকত। তারাও অসুখ-বিসুখের সময় আমাকে ডেকে নিয়ে যেত। দুই টাকা, আড়াই টাকা বা দেড় টাকা ক'রে দিত। আবার হাসপাতালে আমার alloted duty (নির্দ্দিষ্ট সময়ের কাজ) থাকত। সেখানে নার্সরা আমাকে ভজাত, ভজায়ে রেখে বেড়াতে যেত। ভাবত, এ বেটা বেকুব আছে, খাটায়ে নিই। কিন্তু তাতে আমার সুবিধাই হ'ত। হাতে-কলমে শেখার সুবিধা অনেক পেতাম। তখন কলকাতায় বড় ডাক্তারদের ভিজিট ছিল ষোল টাকা, হিমায়েতপুরে আমারও ভিজিট ষোল টাকা ছিল। তারপর যখন ডাক্তারী ছেড়ে দিই তখন উঠেছিল একশ' এক টাকা পর্য্যন্ত। সেইজন্য কই suffering-এর (কষ্টের) মধ্যে zeal (উদ্যম) না থাকলে হয় না। এ তো আমার একদিনে হয়নি। কলকাতায় কলেজের এক-একটা মেসে অনেকের friend (বন্ধু) হ'য়ে খেতাম। তাতে তারা খুশি হ'য়ে খেতে দিত, গল্প করত, তাদের কাছে বেশীদিন থাকার জন্য খোসামোদও করত। কিন্তু আমি একজনের কাছে একবেলার বেশী খেতাম না।

জনার্দ্দনদা—তখন কি যাজন করতেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ-রকম করতাম। এটার যে কোন value (মূল্য) আছে তা' তখন বুঝিনি। করতে হয় তাই ক'রে গিয়েছি। এটা যে life-এর (জীবনের) সাথে বিশেষভাবে জড়িত তখন তা' বুঝতাম না। সেইজন্য তোদের কই—এই হ'ল পথ, এ না হ'লে মানুষ ঠিকই হয় না।

জনার্দ্দনদা—আপনার কষ্টের সময় যারা সুখভোগ করত তাদের দেখে আপনার হিংসা হ'ত না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(সবেগে মস্তক আন্দোলিত ক'রে) কখনও না।

তারপর আবার কলকাতায় থাকার স্মৃতি রোমন্থন ক'রে বলছেন—

ওখানে পাওয়া যেত শুঁটকী নারকেল আর চাঁপা কলা। তাই খেয়ে কতদিন

কাটিয়েছি। বুদ্ধি ক'রে খেতাম। কলাটাও nutritious (পুষ্টিকর), নারকেলটাও nutritious (পুষ্টিকর)। কিছুদিন একটা হোটেলে আমার খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। সেখানে সাত টাকা ক'রে নিত। যে জায়গায় আমাকে খেতে দিত সেখানে অনেকগুলি ছাগল বাঁধা থাকত। তাদের লোম, নাদি এই সবে জায়গাটা ভরাট থাকত। আবার, এখানে-ওখানে পাকা কাশ ফেলাও থাকত। একদিন খেতে যেয়ে দেখি, আমার ভাতের উপর একদলা কাশ! থালা সরাতে যেয়ে হাতে লেগে গেল। তারপর ভাল ক'রে হাত ধুয়ে থালার সেই ভাত ফেলে দিলাম…………আমার বাড়ী যাওয়ার দিন কত কুলী যে আমার বাক্স নিয়ে টান পাড়াপাড়ি করত তার ইয়ত্তা নেই। প্রত্যেকেই আমার বাক্স ঘাড়ে ক'রে নিয়ে যেতে চায়। মানুষের কাছে দরদী বান্ধব হ'য়ে ওঠা, খুব বেশী কিছু নয় কিন্তু।

এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর একটু জল ও সুপারি চাইলেন। দেওয়া হ'ল। জল খেয়ে সুপারিটুকু মুখে ফেলে বলতে লাগলেন—এই যে কেষ্টদা, বড় খোকা, মণি ওরা আছে। মানুষে যখন ভাল খেত, তখন ওরা ফ্যান দিয়ে খেত। পরমপিতার এমন দয়া। আমার সানু তখন তো ছোট মেয়ে, ওর আবার ফ্যানের উপরে লোভ ছিল। এইসব দেখে একজন তো সেই ভাল খেয়ে-প'রে-থাকা লোকদের শুনিয়েই দিল—'মশাই, আপনারা তো বেশ ভালই আছেন! কিন্তু ওঁর ছেলেমেয়েরা দেখেন ছেঁড়া কাপড় পরে, ভাতের ফ্যান খায়।' টাকা-পয়সা তখন যার কাছে থাকত, পাঁচটা টাকা চাইলে সে বলত অমুকের কাছে যাও, অমুকের কাছে যাও। এইভাবে পঞ্চাশ জনের কাছে ঘুরিয়ে টাকা দিত। সেই ছোটকালেও বড় খোকাকে কোন জিনিস দিলে সে সঙ্গীদের ভাগ না দিয়ে নিত না। ওর এখনও সে রকম আছে। ওকে হয়তো কোন ভাল জিনিস আলাদা ক'রে দিচ্ছ, তা' সে সহ্য করতে পারে না। সবাইকে সমান দেওয়া চাই। বড় খোকার কুকুর, পাখী এই সবের বাই আছে। কুকুর বাই আমার ছোটবেলায় ছিল, এখনও আছে। পাখী বাইও আমার ছোটবেলায় ছিল। এখন আর তেমন ভাল পাখী দেখি না। একবার একটা কুকুরের গায়ে ঘা হ'য়ে গিয়েছিল। বড় খোকা তার পরিষ্কার করা, ওষুধ দেওয়া, কতরকম করেছিল। তারপর ও কলকাতায় গেল। যখন ফিরল, তখন ওর শব্দ পেয়ে কুকুরটা দোতালা থেকে লাফিয়ে পড়েছিল। তারপর ল্যাংড়াতে-ল্যাংড়াতে ওর কাছে গেল। একেবারে যেন মানুষের চাইতেও বেশী। (একটু থেমে বলছেন) আমার ছোটবেলায় এত বেশী কষ্ট গেছে—বাপ্‌রে বাপ্! এত মার খেয়েছি যে তা' আর কওয়ার না। পাড়াপড়শী যার যখন খুশি কান ধ'রে আমাকে একটা চড় দিয়ে যেত।

জনার্দ্দনদা—আচ্ছা, এর জন্য আপনার রাগ হ'ত না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাগ ক'রে আমার লাভ কী!

এরপরে আনন্দবাজারে খাওয়া, allowance (ভাতা) নেওয়া ইত্যাদি নিয়ে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন আর হয় কিনা জানি না। আগে কেষ্টদাদের আমলে যা' ছিল তাই করার কথা ভাবি। থালা নিয়ে যেয়ে আনন্দবাজারে ব'সে সবাই খেল, এসে শুয়ে থাকল, আর দিনরাত কাম করল। Allowance (ভাতা) কেউ নেবে না। আর, allowance (ভাতা) নিলেও এমন করা লাগে যে allowance-এর (ভাতার) উপর দাঁড়িয়ে allowance (ভাতা)-শূন্য হব। আগে allowance (ভাতা) ছিল না। খ্যাপা করল এটা। বলল, সবাই এই যে কাজ করে তার জন্য কিছু allurement (প্রলোভন) তো থাকা চাই। এইভাবে ওটার প্রবর্ত্তন করল। কিন্তু এটুকু করার ফলে এতগুলি মানুষকে এমনভাবে নষ্ট করল যে তাদের একেবারে মাথা খাওয়া হ'য়ে গেল।

জনার্দ্দনদা—আপনি যখন বুঝেছিলেন, এভাবে মাথা খাওয়া হ'য়ে যাবে, তাহ'লে করতে দিলেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী করব? আমি ওদের কাছে ভোটে হেরে গেলাম। Allowance (ভাতা) যখন দেওয়া হ'ত না, তখন কুড়ি বছরের মধ্যেও আশ্রমে একটা লোক মরেনি। ঐ সময় ওরা আবার ধুয়ো তুলল, আনন্দবাজারে এইরকম খাওয়া খেয়ে nutrition (পুষ্টি) হয় না। সব below-nutrition (অপুষ্ট) হ'য়ে যাচ্ছে। এইরকম সব কত কথা। এরপরে ভাল খাওয়া-দাওয়া আরম্ভ করল। কিছুদিন পরে কানাই মারা গেল। সেই প্রথম মানুষ মরল আশ্রমে। এর জন্য নানান জায়গা থেকে প্রশ্ন আসতে লাগল—সৎসঙ্গে মানুষ মরে কেন?………আগে আমি খুব ঘুরতাম। যেখানেই যেতাম, একটা স্পেশ্যাল ট্রেণ automatically (আপনা থেকেই) হ'য়ে যেত।

হরিচরণদা (ভুঁইয়া)—আপনি কি আমাদের মেদিনীপুরে কোনদিন গিয়েছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছোটবেলায় একবার গিছিলাম।

হরিচরণদা—এবার একবার weather (আবহাওয়া) দেখে চলুন, সব ব্যবস্থা করা যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন যাওয়ার পথ অন্যদিকে হ'য়ে গেছে।

হরিচরণদা—কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেখানে সকলে যায় সেখানে।

এরপর আবার পুরানো দিনের কথা বলতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একবার বড়-বৌ একলা নিজে জল পর্য্যন্ত এনে তিন-চারশ' লোকের রান্না করেছিল। তাছাড়া আরও কতবার যে কত কী করেছে তার ইয়ত্তা নেই। ঐ-সব মানুষ যারা অমনিভাবে educated (শিক্ষিত) হ'য়ে উঠেছে তারাই দশের মা হ'তে পারে। কেবল জোরজবরদস্তি ক'রে তা' হয় না। ঐ যে একটা কথা আছে, বাঁশের উপর বসলেই যদি মিস্ত্রী হ'ত তবে তো আর কথা ছিল না। একবার আমাদের বাড়ীতে বামুনরা খাচ্ছিল। পরিবেশন করছে একা বড়-বৌ। একবার নিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ প'ড়ে গেল। পরে আমি বড়-বৌকে ক'লাম—দেখ, তুমি অত মানুষের মধ্যে প'ড়ে গেলে, আমার কিন্তু খুব লজ্জা করছিল। তারপর থেকে আর কোনদিন বড়-বৌকে পড়তে দেখিনি, পড়েওনি।

হাউজারম্যানদা—ইচ্ছা থাকলে মানুষ সব-কিছু করতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—All-round (সর্ব্বতোভাবে) ইচ্ছা থাকলে মানুষ পারে।

প্রভাতদা (দে)—All-round (সর্ব্বতোভাবে) মানে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন তোমার শরীর আছে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা আছে, এ-সবগুলি বিবেচনা করবে তো! মোট কথা, তোমার করা, চলা, বলা, আবেগ, উন্মাদনা, attitude (ভঙ্গিমা), এক কথায় ব্যক্তিত্ব যাকে কয় তা' যদি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) করতে পার তবে সব আপনা হ'তেই ঠিক হ'য়ে আসবে নে।

এই সময় একটি মা এসে জানালেন, তাঁর ছেলের অসুখ, স্বামীর হাতে পয়সা থাকে না, স্বামী রাগারাগিও করে, ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যোগদৃষ্টি মানে কী জানিস্ তো! কোন বিষয়ে যুক্ত হ'য়ে তাকে all-round survey (সর্ব্বতোভাবে নিরূপণ) ক'রে তার common factor (সামান্য সূত্র) বের করাটাই হল যোগদৃষ্টি। স্বামী হয়তো ধ'রে মারে, হাতে পয়সা থাকে না, যে-কারণে এই সব হয় সেই কারণটাকে খুঁজে বের ক'রে দূর ক'রে ফেলাটাই হ'ল যোগদৃষ্টি। সেই যোগদৃষ্টি বাদ দিয়ে অন্য কোনভাবে সমস্যার সমাধান করা যায় না। ঐ কর।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এদের কাছে গল্প করছিলাম কেষ্টদা, সেই আগেকার দিনের আশ্রমের গল্প। দুইশ' মানুষ খাবে। ডাল হয়তো মোটে একসের আছে। কিন্তু তাই দিয়েই ঐ দুইশ' মানুষকে কুলানো লাগবে তো! বাধ্য হ'য়ে তখন জলের ভাগ বেশী দিয়ে রান্না করতে হয়েছে। ভাতের সাথে সেই ডাল সবাই পরমানন্দে খেত।

কেষ্টদা—ঐ সময় লঙ্কা বেশী খাওয়া অভ্যাস হয়। এই বিংশ শতাব্দীতে আশ্রমে প্রথম যেয়ে অমন যে একটা রিক্ত অবস্থায় আমাকে পড়তে হবে তা' আমার ধারণাতীত

ছিল। ব'সে-ব'সে আউস চালের ভাত চিবোচ্ছি, আদর করার কেউ নেই, মিষ্টি কথা বলার কেউ নেই। কেবল আপনি মাঝে-মাঝে যেয়ে এই সব কথা কইতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার আবার ইচ্ছা করে ঐ allowance (ভাতা)-গুলি বন্ধ ক'রে দিই। আনন্দবাজার খোলা থাক্। বোম্বে থেকে, আসাম থেকে, যেখান থেকেই যে আসুক না কেন, ঐ আনন্দবাজারে খেয়ে কাজ করবে। অবশ্য সে-অবস্থা আর সম্ভব কিনা জানি না। কলকাতায় ডাক্তারী পড়তে গিছিলাম, সে গল্পও করলাম। হিতবাদী না বসুমতী কাগজ গায়ে দিয়ে প্রচণ্ড শীতে শিয়ালদহ ষ্টেশনের কাছে সেই পাথরের 'পরে শুয়েছিলাম। একবার কলকাতায় একটা দোকানে চটিজুতা কিনতে গেলাম। আমার কাছে মাত্র তেরো আনার পয়সা ছিল। তাই দিলাম। দোকানী জুতো দিল। সে জুতোয় গন্ধ কি! শালা! একেবারে কাঁচা চামড়ার গন্ধ। দেখে আমি ক'লাম, ও জুতো নেব না। আমার পয়সা ফেরত দাও। কিন্তু দোকানী জুতোও দিল না, পয়সাও ফেরত দিল না। ক'ল, তেরো আনার পয়সায় তুমি জুতো চাও?

কেষ্টদা—আবার কয়েকদিন ষ্টীমারঘাটায় কুলীগিরি করেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, সে সময় অনেকে আমার মা-মাসী তুলেও গাল পাড়ত। সেই একবার একজনের মাল নিচ্ছি। তার বৌ সাথে আছে। সেই মালটা ভার কি! ভীষণ ভার। বাক্সর মধ্যে কী ভরা ছিল ভগবান জানেন। চার-পাঁচ পা যাওয়ার পরই কেমন যেন পা স'রে গেল। স'রে যেতেই হাতের থেকে ওগুলো পড়ে গেল। একটা পাত্রে ঘি ছিল, সেটা অবশ্য নষ্ট হয়নি। তখন সে আমার মা-মাসী তুলে সে কী চীৎকার ক'রে গাল পাড়তে লাগল। বলে 'চল শালা, তোমারে জুতায়ে ঠিক করবানে।' আমি কোনরকমে নেমে এসে অন্ধকারের মধ্যে গা ঢাকা দিলাম। আর, ও ওখানে দাঁড়ায়ে কী চীৎকার করতে লাগল—'শালা গেলে ক'নে? আসো, তোমারে জুতায়ে ঠিক করব' ইত্যাদি। ফল কথা, আমি দেখেছি, টাকা-পয়সা কিছু না। টাকা-পয়সা শুধু লোভানি সৃষ্টি করে। মানুষ চায় একটু দরদী অনুকম্পা, একটু helping attitude (সাহায্যের মনোভাব)। আমার first-hand knowledge (প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা) হ'ল, যারা স্বার্থপ্রত্যাশায় কাউকে ভালবাসে, সে-ভালবাসা তারা enjoy (উপভোগ) করতে পারে না। তারা ভালবাসে ঐ চাহিদাকে। তাদের কথা হ'ল—'ফেল কড়ি মাখ তেল, তুমি কি আমার পর?' এরা কখনও সুখী হ'তে পারে না।

বাইরের দরজার কাছে খগেনদা (তফাদার) এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি এখন বিবেক-বিতানের নির্ম্মাণ-কাজ করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই শোন্, ঐ বাড়ীতে এমন সব গাছ লাগাবি যাতে ফলও হয়, ছায়াও হয়। ভাল আম, বড়-বড় জাম, বড় জামরুল, কাঁঠাল, এই-জাতীয় গাছ ভাল-ভাল দেখে এনে লাগাবি।

এই সময় কালী চক্রবর্ত্তীদা এসে বললেন যে, তিনি নিজের স্ত্রীর সাথে গণ্ডগোল ক'রে এসেছেন। শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

—মেয়েলোকের sentiment (ভাবানুকম্পিতা) কখনও ভাঙ্গতে নেই। ওরা জাত-ইজ্জত এইসব রক্ষা ক'রে চলে।

কালীদা—আমার বাপ-মা তুলে গালাগালি করছিল। আমি তাকে চুল ধ'রে একটা থাপ্পড় দিছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' করলি কেন ?

কালীদা—আমি যার হাতে খেতে কই, ও তার হাতে খাবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই যেখানে খাস্ খাবি। কিন্তু তার sentiment-এ (ভাবানুকম্পিতায়) আঘাত দিস্ কেন ? পয়সা দিলে কি আর মানুষ পাবিনে ? সে যার হাতে খেতে চায় না, তার হাতে খাওয়াবি কেন তাকে ?

কালীদা—আমি আর বাসায় যাব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাসায় যাবি না ক্যা ? চোর আছে, ছ্যাঁচড় আছে। যা বাসায় যা।

কালীদা প্রণাম ক'রে উঠে গেলেন। রাত দশটা হ'য়ে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ওঠার সময় হ'ল। এক দাদা প্রশ্ন করলেন—নাম ভাল ক'রে করি, তবুও মন অনেক সময় ভেঙ্গে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ ভেঙ্গে পড়ার মধ্যেও নাম করতে হয়।

রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘুম ভাল হয় না, সে-কথা তিনি ডাঃ সূর্য্যদাকে (বোস) বললেন।

সূর্য্যদা—প্রস্রাবের বেগ বেশী থাকার জন্য কি ঘুম হয় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রস্রাবের বেগও আছে। তার সাথে treacherous shock (বিশ্বাসঘাতী আঘাত)-গুলি যখন মাথায় জাগে তখন বড় কষ্ট হয়। ঘুম ভেঙ্গে যায়। আবার, চিন্তা হয় নানারকম। অমুকে এই করে, অমুকে এই করে না, এই যদি করত তো ভাল হ'ত, এটা কিন্তু ভাল করে না—ইত্যাকার কত রকমের চিন্তা। মানুষের 'পরে কেমন একটা মমতা বা নেশার মত হ'য়ে পড়েছে। একটা মানুষ নিয়েই কেমন বিব্রত হ'য়ে উঠি। আচ্ছা, ভজ্-ধাতুর মধ্যে সেবা আছে নাকি ?

আমি—আছে, তা' ছাড়া আপনি বলেছিলেন love (অনুরাগ), serve (সেবা), enjoy (উপভোগ), তিনটিই আছে ভজ্-ধাতুর মধ্যে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আছে ?

সূর্য্যদা—ভজনার মধ্যে enjoy (উপভোগ) আছে, এর উদাহরণ ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর, তুমি একটা রোগী সারায়ে তুললে, তাতে তোমার মনে কেমন আনন্দ হয় ? ভাল তো হ'ল তার। তোমার হ'ল আত্মপ্রসাদ। একটা ছাত্র পড়ায়ে first-class first (প্রথম-শ্রেণীতে প্রথম) ক'রে পাশ করালে। তা'তে লাভ হ'ল তা'র। কিন্তু তোমার হ'ল আত্মপ্রসাদ। ঐ হ'ল enjoyment (উপভোগ)। ভজনার সাথে ওটা থাকেই।

রাত অনেক হওয়াতে এবার সবাই প্রণাম ক'রে উঠলাম।

১২ই শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৬২ (২৯শে জুলাই, ১৯৫৫)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার ঘরে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী), বীরেনদা (পাণ্ডা), হরিনন্দনদা (প্রসাদ), বীরেনদা (মিত্র), সেবাদি, ননীমা প্রমুখ আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বীরেন পাণ্ডাদাকে বলছেন—

—Genetics (প্রজনন-বিজ্ঞান) নিয়ে কতকগুলি বই লিখতে পারলে হ'ত। তা' তোরা তো এখানে থাকিস্‌নে। আবার, সাধারণ ঋত্বিকরা তো এ-সব বিষয়ে পড়াশুনাও করে না। ইংরাজী, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় কে কোথায় আমাদের কথা সমর্থন করেছেন তার উল্লেখ ক'রে-ক'রে ঐসব বই লিখতে হয়। কেষ্টদা কচ্ছিল, বিদেশের অনেক লেখক নাকি বর্ণাশ্রম support (সমর্থন) করেছে। বর্ণাশ্রম ব'লে একখানা বই লিখলে। তাতে বর্ণাশ্রমকে scientifically support (বৈজ্ঞানিকভাবে সমর্থন) ক'রে দেখালে, আর ওদের কথাও উদ্ধৃত করলে। হ্যাভ্‌লক এলিস্ তার sex-psychology-তে (যৌন-মনোবিজ্ঞানে) নাকি বর্ণাশ্রম support (সমর্থন) করিছে। কেষ্টদা এ-সব কচ্ছিল। এগুলি খুঁজে-খুঁজে বের করতে হয়। কেষ্টদা ও-কথাও ক'ল—Religion is an opium (ধর্ম্ম আফিং-এর মতন) এ-কথা ওরা বলেছে বটে, কিন্তু কথা তা'-না। Religion-কে (ধর্ম্মকে) খুব extol (প্রশংসা) করেছে। ক'রে এখনকার যে বিকৃত religion (ধর্ম্ম) তাকে opium (আফিং) বলেছে। বইগুলি এমন হওয়া চাই যাতে অল্প লেখাপড়া যারা জানে তারাও যেন ওসব বই পড়বের পারে। অথচ পড়লে তাদের একটা common sense (সাধারণ জ্ঞান) বেড়ে যায়। আর, ঐ যে বই লিখবি সেগুলোর

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

দাম করতে হয় এই তিন-চার আনা ক'রে। বিশ্বভারতীর বইয়ের মত ক'রে বের করতে হয়।

বীরেনদা (পাণ্ডা)—Quantity (সংখ্যা) আমাদের যে পরিমাণ আসছে, সেই পরিমাণ quality (গুণোৎকর্ষ) আসছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Quality (গুণোৎকর্ষ) না হ'লে তো কাম হয় না। সে আনা যায়, কিন্তু তোমরা সেইভাবে কাম কর না তো! দেখতে হয় যাদের কৌলিন্য আছে, বড়-বড় enlightened (আলোকপ্রাপ্ত) যারা, তাদের tackle (আয়ত্ত করার চেষ্টা) করতে হয়। Tactful-(ব্যবহারকুশল) হ'তে হয়। Tactful (ব্যবহারকুশল) মানে কিন্তু bluff (ধাপ্পা) দেওয়া নয়, আমি যে কুশল-কৌশলী কইছি তাই হওয়া।

হরিনন্দনদাকে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—Genetics (প্রজনন-বিজ্ঞান)-এর বই যদি লেখ তবে ancient (প্রাচীন) জিনিস দরকার। Ancient literature-এর (প্রাচীন সাহিত্যের) মধ্যে এই-সব কথা খুঁজতে হবে। হ্যাভ্‌লক এলিস্ নাকি বর্ণাশ্রমকে support (সমর্থন) করেছে। হ্যাভ্‌লক এলিস্-এর বইখানা আনতে অর্ডার দিলে হয়। ঐ sex-psychology-র (যৌন-মনোবিজ্ঞানের) সাথে যদি বাৎস্যায়নখানা নিয়ে বস তাহ'লে অনেক কাম হয়।

চুনীদাকে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোকে বেশী চাপ দিই ব'লে তোর মন খারাপ হয় না তো? ভাবিস্ না তো যে ঠাকুর কেবল আমার কাছেই চায়।

চুনীদা সলজ্জ হেসে বললেন—না, না।

এরপরে শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—চারদিক দেখে চলা মানে কী?

বীরেনদা (মিত্র)—ভালমন্দ সবটা দেখে চলা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টঠাকুরকে চতুর চূড়ামণি বলত। 'চতুর' মানে চারদিক। চারদিক দেখে যে চলে সে চতুর হয়।

১৭ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৬২ (২রা আগষ্ট, ১৯৫৫)

আজ সকালে আকাশ একটু পরিষ্কার আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার প্রাঙ্গণে চৌকিতে এসে বসেছেন। কাছে বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), সুধীরদা (দাস), ডাঃ হরিপদদা (সাহা) এবং আরও অনেকে আছেন। এক দাদা জিজ্ঞাসা করলেন—বিমাতাকে সৎ-মা বলে কেন?

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন সতীন কয় মানে দু'জনের অস্তিত্ব এক ঐ স্বামীকে ঘিরে। তেমনি সৎ-মা কয় মানে মায়ের অস্তিত্বের মতন।

মণি সেনদা এসে প্রণাম করলেন। তাঁকে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই, আমারে ষোল ক্যাপ্‌সুলওয়ালা পনের ফাইল টেরামাইসিন দিবি ?

মণিদা—দেখি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(সুরে গাইছেন)—

'মন হারালি কাজের গোড়া,
ও তুমি দিবানিশি ভাবছ বসি'
কোথায় পাবে টাকার তোড়া।'

কিন্তু যাদের জন্য আমি এই রকম করি, তারা যদি আমার দিকে একটু হাত বাড়ায়ে দেয় তাহ'লে আমি কিন্তু ভেসে যাই। আমার দিকে হাত বাড়ানো মানে তুমি হয়তো বীরেনদার জন্য একটু করলে, ওর জন্যে একটু করলে, এতেই হয়।

তারপর আবার মণিদাকে খুব আদর ক'রে ডেকে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—মণি। ও মণি! দেখ তো জোগাড় করতে পার কিনা! পনের জন মানুষ প্রত্যেককে এক ফাইল ক'রে দিলেই হ'য়ে যাবেনে। চেষ্টা কি করবে নে ?

মণিদা—দেখি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখ লক্ষ্মি, দেখ! এমনতর ভিক্ষুক খুব কম পাবে।

বীরেনদা—তা' ঠিক।

একখানা 'ধাতুপাঠ' বই আনতে দেওয়া হয়েছিল। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বললেন, বইখানা এসে গেছে। কেষ্টদার হাতেই ছিল বই। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দেখেন তো, যজ্‌-ধাতু মানে সেবা বা'র করতে পারেন কিনা!

কেষ্টদা খুঁজতে লাগলেন। একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বাইরে থেকে উঠে ঘরে যেয়ে বসলেন। ঘরে এসে বসতে-বসতে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ সাধারণতঃ দায়িত্বের চাপে যেই পড়ে অমনি সক্রিয়তা বন্ধ হ'য়ে যায়। তখন হয়—'কোথা আসিয়াছি, কেন আসিয়াছি, কবে আসিয়াছি, গেছি পাসরি।' কিন্তু দায়িত্বের চাপে সক্রিয়তা যদি বন্ধ হ'য়ে যায় তবে উন্নতি করা কঠিন। এটা আমার করতে হবে ব'লে দায়িত্ব নিলাম, কিন্তু তা' ঠিকমত করলাম না। তাতে উন্নতি হওয়া মুশকিল। পাবনায় আমার ওখানে একটা ইঞ্জিন ছিল।

এমনি খুব জোরে চলত। কিন্তু যেই load (ভার) দেওয়া গেল, অমনি ঘুটুং ঘুটুং ঘুটুং ঘুটুং ক'রে চলত।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর হাত মুখ ধুয়ে এসে বসেছেন। কাছে সেবাদি, ডাঃ হরিপদদা (সাহা) ও আমরা কয়েকজন আছি। হরিপদদা তামাক সেজে দিলেন। আলবোলার নল মুখে লাগিয়ে একটু-একটু টানছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। মুখ থেকে নির্গত ধোঁয়ার ভিতর-দিয়ে এক স্নিগ্ধ মৃদু সৌরভ বের হ'য়ে সমস্ত ঘরখানি ভরিয়ে রেখেছে! প্রশান্ত সে মুখচ্ছবির দিকে তাকালে অশান্ত মন শান্ত হয়, সমস্ত চপলতা যেন নিমেষে স্তব্ধ হ'য়ে আসে। প্রাণ লুটিয়ে প'ড়ে ধন্য হ'তে চায় ঐ রাঙা চরণে।

সেবাদি বাইবেল নিয়ে এসে এক জায়গা খুলে জিজ্ঞাসা করলেন—He who will not take his cross and follow after me is not worthy of me (যে তাঁর ক্রুশ নিয়ে আমাকে অনুসরণ করবে না সে আমার যোগ্য নয়), বাইবেলের এই উক্তিটির মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানে cross মানে sufferings (দুঃখকষ্ট)।

সেবাদি—এটার মানেও তো বুঝতে পারি না। He who has found his life will lose it, and he who loses his life for my sake will find it (যে নিজ জীবনের খোঁজ করবে সে জীবন হারাবে; আর যে আমার জন্য তার জীবন হারাবে সে তার জীবন খুঁজে পাবে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে তুমি যদি নিজের স্বার্থ দেখে-দেখে চল তাহ'লে জীবন হারাবে। আর যদি আমার স্বার্থ পরিপূরণে তৎপর হও তবে অনন্ত জীবন লাভ করবে।

সেবাদি এই কথাগুলি এক জায়গায় টুকে রাখলেন।

হরিপদদা সামনে এসে বললেন—নরেন তপস্বী চিঠি লিখেছে, তার বাড়ীতে রোগ লেগেই থাকে। বার-বার ডাক্তার দেখিয়েও সারাতে পারছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বার-বার অসুখ হয় কেন?

হরিপদদা—চেষ্টা তো করছে অনেক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো বুঝলাম। কিন্তু অসুখ হয় কেন? ভাল ক'রে লিখে দে। বার-বার অসুখ হয় কেন? তোমার পারিবারিক সদাচারের কি গোলযোগ আছে? সেগুলি খুঁজে বের কর। ক'রে যাতে সেগুলি দূর করতে পার, তাই কর।

এই সময় মণি ভাদুড়ীদা এসে একটি মেয়ের কথা বললেন। তার ঘাড়ে কয়েক-দিন হ'ল ভুত চেপেছে। ঘণ্টাখানেক প্রায় অজ্ঞান ক'রে রাখে। মুখ দিয়ে বলায়—

তুই দীক্ষা নিলি কেন ? ইত্যাদি। অত্যাচার খুব করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হরিপদর ওষুধ খেলে বোধহয় ভূত যায়। জিজ্ঞাসা করে দেখ্ তো।

মণিদা—তার বাড়ীর লোক খুব কাতর হ'য়ে লিখেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ ওষুধের কথা শুনে লিখে দিস্। আর লিখে দে—ভালভাবে নামধ্যান ক'রো। সদাচার পালন ক'রে চ'লো। আর, অন্তর খুব পবিত্র রেখো।

মণিদা প্রণাম ক'রে উঠে গেলেন। একটি বিবাহিতা মেয়ে এতক্ষণ শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এইবার তাঁর কাছে এসে কান্নায় ভেঙ্গে প'ড়ে বলল—আমার যেখানে বিয়ে দিয়েছে, আমি আর সেখানে যাব না। স্বামী মদ-গাঁজা খায়। একদম বুদ্ধি নেই। আমাকে জোর করে বিয়ে দিয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কে দিয়েছে ?

মেয়েটি—বাবা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর বাবাকে ডেকে নিয়ে আয়।

মেয়েটি যেয়ে তার বাবাকে ডেকে নিয়ে এল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সব শুনলেন। তারপর বলছেন—

—যাকে স্বামী ব'লে গ্রহণ করেছ তার যদি শত-দোষও থাকে, তোমার মধ্যে গুণ থাকলে কিন্তু তাকে একমুহূর্তে ঠিক ক'রে ফেলতে পার। সেই কোন্ রাজার মেয়ে অত বড় মূর্খ কালিদাসকে অমর কবি কালিদাস ক'রে তুলল। সে তো কালিদাসকে তিন তুড়ি দিয়ে উড়ায়ে দিতে পারত। তা' কিন্তু দেয়নি। নিজের গুণ থাকা চাই। কেউ হয়তো তোর স্বামী সম্বন্ধে কইছে (মুখ বিকৃত ক'রে বিকৃত স্বরে বলছেন)—'ও মা, দেখিছ, ওর স্বামী মাগীবাড়ী যায়, মদ-গাঁজা খায়। কী কালো কুৎসিত রে বাবা! মা—গো!' আর অমনি হ'য়ে গেল ? তাহ'লে হবে না কিন্তু। কালিদাসের example (উদাহরণ) মনে রাখিস্। কত বড় মূর্খকেও পণ্ডিত ক'রে তুলল। মেয়ের গুণ থাকলেই হয়। স্বামীকে সে এক লহমায় ঠিক ক'রে নিতে পারে। বাবায় জন্ম দিছে। বাবার নাম যদি রাখতে না পারিস্ তাহ'লে আর কী হ'ল।

এই সময় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ও জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়) এলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসেন, বসেন কেষ্টদা।

ওঁরা সামনেই বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(জনার্দ্দনদাকে) তুই সংস্কৃত কতটুকু পড়িছিস্ ?

জনার্দ্দনদা—ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টদাও তো ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত জানত। কিন্তু পরে চেষ্টা ক'রে কত শিখেছে।

জনার্দ্দনদা—আপনি বললে শিখে নেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রাচীনের farsight (দূরদৃষ্টি) কতখানি ছিল, প্রাচীনের সাথে নবীনের সঙ্গতি কতখানি আছে, এ-সব জানার জন্য সংস্কৃত জানা দরকার। সংস্কৃত-জানা লোক রাশিয়ায় আছে, জার্ম্মানীতে তো কথাই নেই। ইংলণ্ডও এ-বিষয়ে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। আমেরিকাতেও নাকি বড়-বড় সংস্কৃত পণ্ডিত আছে। কেষ্টদাই এ-সব কচ্ছিল। শিখে নে। কেষ্টদা, দেবী এদের সাথে আলাপ করতে-করতেই হ'য়ে যাবেনে। (একটু পরে) আমার ইচ্ছা ছিল, যারা আর্টস্ পড়েছে তারা সায়েন্সেও একেবারে well-equipped (খুব পাকা) হ'য়ে উঠবে।

কেষ্টদা—এই 'মিত্র লজ্'টা পেলে সেটা হ'তে পারবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর 'মিত্র লজ্'। দিনই ফুরায়ে গেল। দেখেন, আমাদের জাতিকে যদি বাঁচাতে হয় তবে আমার যেমন কওয়া আছে সেই রকম একটা ইউনি-ভার্সিটি সৃষ্টি করতে না পারলে হবে নানে। কন্‌ফুসিয়াসের নাকি মোটে আশি জন শিষ্য ছিল। তাই নিয়েই সে কী বিরাট ব্যাপার করিছিল। ঐ-রকম কতকগুলি মানুষ চাই।

রেবতী (বিশ্বাস) এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। হাতে একখানা বই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওখানা কী বই রে?

রেবতী—ব্যাকরণকৌমুদী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও টুক-টুক ক'রে ঐ ব্যাকরণকৌমুদী দিয়েই করে মন্দ না। একটু জাপানী type (ধরণ) হ'য়ে গেছে এই যা'। একটু (বুক চেতিয়ে) চেতানো যদি হ'ত তো বেশ হ'ত। কিন্তু এমনি tenacious (লাগোয়া) আছে খুব।

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য)—হ্যাঁ, তা' আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(আমাকে দেখিয়ে) এটাও খুব tenacious (লাগোয়া)। তবে এটা একটু সাত্ত্বিক প্রকৃতির, ওটা (রেবতী) একটু রাজসিক প্রকৃতির। এ (আমাকে দেখিয়ে) কিন্তু বেশ জোরালো। কোন গণ্ডগোল নেই, কিছু না।

রাত্রি হ'য়ে এসেছে। চারদিকে মার্কারি লাইটগুলি জ্ব'লে উঠেছে। আরও অনেকে এসে বসলেন। হাউজারম্যানদা এসে agriculture (কৃষি) ও industry (শিল্প) নিয়ে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Agriculture (কৃষি) যদি ভাল না হয় তাহ'লে industry (শিল্প) চালানো যায় না। Agriculture (কৃষি) হ'ল production

(উৎপাদন), যাতে মানুষ nurture (পোষণ) পায়—physical nurture (শারীরিক পোষণ)। আর, physical nurture-কেই (শারীরিক পোষণাকেই) adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে পায় mental nurture (মানসিক পোষণ)। দুনিয়ায় apostle (ধর্ম্মপ্রচারক)-দের প্রয়োজন এই সবগুলিকে accelerate (বর্দ্ধিত) করার জন্য। আর, apostle-রা (ধর্ম্মযাজকরা) যত successful (কৃতকার্য্য) হয় দুনিয়ায় peace-এর (শান্তির) সম্ভাবনাও তত বেশী থাকে।

২৫শে শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৬২ (১০ই আগষ্ট, ১৯৫৫)

জামতলার প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীঠাকুরের বসার জন্য একটি তাম্বু ক'রে দেওয়া হয়েছে। মাঝে-মাঝে শ্রীশ্রীঠাকুর ওখানে এসে বসেন। কাছে যাঁরা এসে বসবেন, তাঁদের জন্য অনেকগুলি ছোট ছোট বেঞ্চ ও পিঁড়ি তৈরী করিয়ে রাখা হয়েছে। আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুতে এসে বসেছেন। পার্শ্বতী কবিরাজ-মশাই এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। কলকাতার খবরাখবর বলতে-বলতে বলছেন—আজকাল আর কাজকর্ম্ম করার সুযোগ কোথায়? আগে বামুনের হাতেই ছিল বেদ। কিন্তু এখন সব উল্টো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরাও যে হয়েছি অমানুষ। বামুনের রকম যদি থাকে তবে মানুষের শ্রদ্ধা normally (স্বাভাবিকভাবে) আসে। দেশই ছিল আগে তাদের হাতে। তারা চলতও সেইভাবে। মানুষই ছিল তাদের স্বার্থ। এই যেমন আপনি রোগী দেখে fees (টাকা) নেন, সেটা ভাল না। মানুষ শ্রদ্ধায় যা' দেয় দেবে। এই ধরেন, আমাকে লোকে প্রণামী দেয়। কেন দেয়? আমি তো কই না যে আমাকে প্রণামী দেও। কিন্তু তারা দেয়, দিয়ে তৃপ্তি পায়। আগেকার দিনে বড়-বড় লোক মানে রাজা-মহারাজারা যারা আশ্রমে আসত, তারা আশ্রমে কিছু দিয়ে যেত। আবার উঞ্ছবৃত্তি ছিল। সে আবার দুই রকম হয়। এক হ'ল—জমিতে প'ড়ে থাকে, তার থেকে আমি নিলাম। আর-এক রকম—মানুষের খেয়ে-নিয়ে যা' উপচে পড়ে তা' অমনি ক'রে এসে দিয়ে যায়। আজকাল আমরা তা' তো করি না। কোন জায়গায় যেতে হ'লে দেখি, তার মধ্যে আমার দু'পয়সা হবে কিনা! বামুনের ধাঁচই হ'ল, মানুষকে ইষ্টের পথে তুলে ধরা। কিন্তু তা' যে কেউ করি না। সেইজন্যে আমার ইচ্ছা আছে, জায়গায়-জায়গায় এইরকম এক-একটা গুচ্ছ গ'ড়ে তুলি যারা এই ideal (আদর্শ) প্রতিষ্ঠা করবে।

পার্শ্বতীবাবু—প্রাচীনকালে এইসব ব্যবস্থাই ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রাচীনের 'পরে যে-নবীন দাঁড়ায় না, সে-নবীনের আভিজাত্য ক্লীব

হ'য়ে যায়। আপনার পূর্ব্বপুরুষের 'পরে দাঁড়িয়েই আপনি। তাঁদের বাদ দিয়ে তো আর আপনি হ'তে পারেন না। আজ অবশ্য এ-সব চিন্তা ক'মে যাচ্ছে। বামুনরা দেখেন গে হয়তো কত মহাপ্রতিলোম, মহা-মহাপ্রতিলোম বিয়ে করছে। এতে সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত হচ্ছে। কৃষ্টিঘাতী চলনে আমাদের লোকসান ছাড়া লাভ নেই। আজ দেখা লাগবে, মানুষ কতভাবে profitable (লাভবান) হ'য়ে ওঠে। মানুষকে profitable (লাভবান) করতে না পারলে আমাদেরও profit-এর (লাভের) পথ বন্ধ হ'য়ে যাবে। বেগুন খেতে যেয়ে একেবারে বেগুনগাছের শিকড় শুদ্ধ তুলে খেয়ে ফেললাম। তাহ'লে তো আর ফলই পাব না। ধরেন, কারো অসুখ করেছে। আপনার কাছে যেয়ে একটু চ্যবনপ্রাশ চাইল। মওকা বুঝে আপনিও ষাট টাকা দর হাঁকলেন। তাতে কিন্তু ঐ শিকড়শুদ্ধ খাওয়া হ'য়ে গেল। আগেকার বড় কবিরাজদের কাছে ওষুধের দামের কথা শোনাই যেত না। রোগীকে ভাল করার দিকেই তাঁরা নজর রাখতেন। গঙ্গাধর কবিরাজের ঐ-রকম ছিল। তাঁরই ছাত্র হলেন হারান কবিরাজ।

পার্শ্বতীবাবু—কিন্তু বর্ত্তমানের পরিস্থিতি যে সব কাজের পক্ষে অনুকূল নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরিস্থিতি হয় কেমন ক'রে! পরি-স্থিতি। আপনি যেমন স্থিতি লাভ করলেন, আপনার পরিবেশও তেমনতর স্থিতি লাভ করল। এইভাবে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এখন হয়তো বলি, অমুক জায়গায় গেলাম, আমাকে সেখানে সম্মান দিল না। কিন্তু সম্মান দেবে কেন তা' কি ভাবি? আমি কি মানুষকে সম্মান দিয়ে থাকি? নিজের দিকে না তাকিয়ে আমরা শুধু কই—এর দোষ, ওর দোষ। কিন্তু আমরা নিজেরাই হ'লাম worst culprits (নিকৃষ্টতম অপরাধী)। আপনি কলকাতায় নতুন field (কর্ম্মক্ষেত্র) করছেন। বামনাই চরিত্র নিয়ে চলেন। প্রকৃতির দ্বারা পুরস্কৃত হবেন।

পার্শ্বতীবাবু—গঙ্গাধর এই পরিস্থিতিতে এলে কতটা কী করতে পারবেন কে জানে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—গঙ্গাধর যদি গঙ্গাধর হ'য়ে আসেন তাহ'লে এই পরিস্থিতি তাঁর কাছে হস্তামলকবৎ। তিনি চরিত্র দিয়েই করেছেন, খেয়েছেন। কিন্তু গঙ্গাধর যদি এই-সৃষ্টিধর হ'য়ে আসেন তবে এই সৃষ্টিই বেড়ে যাবে।

পার্শ্বতীবাবু—আচ্ছা, এইবার উঠব। শরীর আপনার ভাল আছে তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ আছে একরকম। ভাল হ'লে মনে হয় আর একটু ভাল হ'লে হ'ত। খারাপ হ'লে মনে হয় ঐ-ই ভাল ছিল।

এর পরে পার্ব্বতীবাবু প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন। তারপর কথাপ্রসঙ্গে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমাকে যদি আমার চাহিদামাফিক গ'ড়ে তুলতে হয় তবে তোমাকে আমার চাপ দিতে হবে। আমার কথামত কাজ করার জন্য তুমি attempt (চেষ্টা) করলে, successful (কৃতকার্য্য) হ'লে,—তাতে আমার তৃপ্তি। আবার, তোমার fail করার (বিফল হওয়ার) জন্য আমার দুঃখ থাকা চাই। আবার দেখ, তুমি হয়তো অন্যায় করলে, আমি তোমাকে গালাগালি করলাম, তাতে তুমি shock (আঘাত) পেলে। সেই shock (আঘাত)-টাকে তুমি adjust (নিয়ন্ত্রণ) না করতে পারলে হবে না। Shock (আঘাত) দিলে তুমি কতখানি ঠিক থাক, আর exalt (উদ্দীপিত) করলেও বা কতখানি balanced (সাম্যভাবাপন্ন) থাক, তা' দেখে ঠিক পাওয়া যাবে তুমি কতখানি আশার মানুষ। আবার, তোমাকে হয়তো একসাথে অনেক কাজের ভার দিলাম। তুমি কতখানি নিজেকে adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে balanced (সাম্যভাবাপন্ন) থেকে কত কম সময়ে কাজগুলি ক'রে তুলতে পার তাও দেখা লাগবে।

বেলা দশটা বেজে গেছে। আজ জন্মাষ্টমী। তপোবন-বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ছাত্রদের সাথে নিয়ে এলেন শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম করতে। প্রণাম ক'রে সবাই সমবেত-ভাবে গান ধরলেন—"পাঞ্চজন্য বাজে কি আবার আসিলে কি তুমি বিশ্বভূপ !........." গাইতে-গাইতে সবাই শ্রীশ্রীবড়মাকে প্রণাম করতে গেলেন। একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুরও স্নানে উঠলেন।

৩০শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৬২ (১৬ই আগষ্ট, ১৯৫৫)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর কারখানার দিকে গেলেন। ওখানে একখানা চেয়ারে ব'সে কাজকর্ম্ম দেখেন ও কথাবর্ত্তা বলেন। আজ আর বসলেন না। জামতলায় ফিরে এসে ঘরের মধ্যে চৌকিতে বসলেন। কাছে হাউজারম্যানদা, চন্দ্রেশ্বরদা (শর্ম্মা), পঞ্চাননদা (সরকার), সেবাদি প্রমুখ আছেন। গত কয়েকদিনে শ্রীশ্রীঠাকুর অনেক-গুলি বাণী দিয়েছেন। বাইরে তাম্বুর নীচে একটা পিঁড়িতে ব'সে প্রফুল্লদা (দাস) সেগুলি পরিষ্কার ক'রে খাতায় টুকে রাখছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ হাউজারম্যানদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এই, কী চিন্তা করছিস্ ?

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করায় হাউজারম্যানদা কোন উত্তর দিতে পারলেন না। চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আরও দু'বার ঐ একই কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তাতেও হাউজারম্যানদা কোন উত্তর না দেওয়ায় বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—Complex-এর obsession (প্রবৃত্তি-অভিভূতি) যদি থাকে তবে আর 'কী চিন্তা করছিস্' জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিতে পারে না। তখন impulse (প্রেরণা) আর vocal chord-এর (স্বরযন্ত্রের) মধ্যকার connection-টা (সংযোগসূত্রটা) কেটে যায়।

তারপর আপন মনে বলছেন—

—মানুষ ভারাক্রান্ত হ'য়ে পড়ে মাঝে-মাঝে। তখন আসে ঐ যীশুর কথা—হে ভারাক্রান্ত! তুমি আমার কাছে আস, আমি তোমাকে শান্তি দেব। He who loves his beloved, loves His cat too (যে তার প্রিয়পরমকে ভালবাসে, সে তাঁর বিড়ালটিকেও ভালবাসে)। একটির সাথে সবগুলিই কেমনভাবে জড়িত। আশ্চর্য্য!

হাউজারম্যানদা—সত্যিই আশ্চর্য্য। Concentration (সুকেন্দ্রিকতা) যদি থাকে তবেই ঐ-রকম ভালবাসা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Concentration (সুকেন্দ্রিকতা) হ'ল con মানে with (সহ) the centre (কেন্দ্র)। Everything for the centre (সব-কিছুই কেন্দ্রের জন্য) হওয়া ও করা লাগবে। ঐ হ'ল education (শিক্ষা)। ওটা exercise (অভ্যাস) করা লাগে।

যোগেনদার (সিং) সাইকেলটা চন্দ্রেশ্বরদা অসাবধানতাবশতঃ হারিয়ে ফেলেছেন। তা' শুনে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক লহমার একটু বেচাল
একটু বেসামাল,
দক্ষতাহীন বেকুব চলন
ভাঙ্গেই জীবনতাল।

ও সাইকেলের দাম কত রে?

চন্দ্রেশ্বরদা—১৭৫ টাকা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জোগাড় করতে পারবিনি?

চন্দ্রেশ্বরদা—আচ্ছা, চেষ্টা করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কিন্তু এখনই পারি হয়তো। আচ্ছা, তুই দেখ্ আগে, দেখাই যাক।

এরপর কথাপ্রসঙ্গে বলছেন—

Aversion (অনিচ্ছা) যেই আসে, সেই attention break করে (মনোযোগ ছিন্ন হয়)। Attention break (মনোযোগ ছিন্ন) হ'লেই memory fail

করে (স্মরণশক্তি অক্রিয় হ'য়ে যায়)। বড়-বৌ-এর কিন্তু তা' হয় না। সব আছে তার। অবশ্য এখন অনেক জিনিস হারায়েও গেছে। হাঁড়িকুড়িগুলো এখনও এমন সুন্দর ক'রে সাজায়ে রাখে! (সেবাদিকে) এই বড়-বৌ-এর কত পুরোনো তোষক আছে রে?

সেবাদি—একটা বলেছিলেন ত্রিশ বছর আগেকার।

পঞ্চাননদা—সবাই কি এমন হ'তে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—One white crow (একটি সাদা কাক) বুঝিয়ে দেয় crow may be white (কাক সাদা হ'তে পারে)।………

কিছুক্ষণ পরে বলছেন—

—আমার জন্মের থেকে কেমন একটা রকম। এ ঘরখানা খুব পছন্দসই। কিন্তু থাকতে ইচ্ছা করে (উঠান দেখিয়ে) ঐ ওখানে—বেদুইনদের মত। আগে ছোট-বেলায় আমি কাপড়, জামা, আলোয়ান এ-সব মানুষকে দিয়ে দিতাম। তখন মা'র খুব কষ্ট। পয়সা জোগাড় ক'রে কাপড় কেনা যে কতখানি কষ্ট তা' আমি কখনও বুঝি না। ঐ সময় একদিন স্কুলে শুনে আসলাম—Do unto others as you wish to be done by (তোমার প্রতি যেমন করা পছন্দ কর, তুমি অপরের প্রতিও তেমন ব্যবহার কর)। তখন থেকে আমার বাবা, মা, কর্ত্তামা আমাকে যা' দিতেন তা' আর অপরকে দিতাম না। আবার, কোন ছেলেপেলের কাছ থেকেও কিছু নিতাম না। কারণ, তারও পয়সায় তার মা-বাবার স্মৃতি থাকতে পারে। তখন দরকার হ'লে মা-বাবার কাছে ভিক্ষা করতাম, ষ্টীমারেও ভিক্ষা করতাম। আমার সাথে আরও দু'একজন থাকত। কখনও-কখনও দিনে পঞ্চাশ-ষাট টাকা পর্য্যন্ত তুলেছি। কিন্তু এটা যদি আমাকে তখনই strike (আঘাত) না করত তাহ'লে আর হ'ত না। ঐ habit (অভ্যাস) বড় খোকার মধ্যে আছে, মণির মধ্যেও আছে বোধহয়, কাজলের মধ্যেও বোধহয় আছে। বড় খোকা আমার দেওয়া পাঁচ টাকার ফাউণ্টেন পেন কাউকে দেয় না, কিন্তু হয়তো আঠাশ টাকার শেফার্স পেন এমনি দিয়ে দেয়। ছোটবেলায় মাঝে-মাঝে কত টাকা ভিক্ষা ক'রে দিত।

পঞ্চাননদা—দান করাটা মানুষের অনেক সময় অহঙ্কারে পর্য্যবসিত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, যেমন দাতা কর্ণ। দান করাটা তার ego (অহং) হ'য়ে গেল। তখন একদিন একজন যখন বামুনের ছদ্মবেশে যেয়ে তার কাছে কবচকুণ্ডল চাইল, সে বুঝল সর্ব্বনাশ উপস্থিত, তবুও দিয়ে দিল। মানে, তার জীবন দিয়ে দিল।

হাউজারম্যানদা—আচ্ছা, আপনি রমণের মাকে তিন-চারটা টর্চ্চ দিলেন। এখন যদি কারও দরকার হয়, সে কি তার থেকে একজনকে একটা দিতে পারে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি দেই না। আমাকে যদি কোন গুরুজন দেয়, তার থেকে আমার দিতে ইচ্ছা করে না। ঐ ছোটবেলায় ঐ কথা শোনার পর থেকেই আমি তৈরী হয়ে গেছি। এখন আগের থেকেই আমি তৈরী থাকি how to achieve something (কিভাবে কিছু পেতে হবে)। দাতা কর্ণের কথা যখন শুনলাম, সেগুলিও ভেবে দেখতে লাগলাম। ঐ-রকম কর্ম্ম যারা করে তারা শেষ পর্য্যন্ত বোম্বেটে হ'য়ে যায়, ডাকাত হ'য়ে যায়। (পঞ্চাননদাকে) ধরেন, আপনি বাবুলকে একটা আংটি দিলেন, সে সেটা তার এক friend-কে (বন্ধুকে) দিয়ে দিল। ঐ গোড়া সুরু হ'ল। তার মানে, his friend is more pet than his father (বাবার থেকেও তার বন্ধু অনেক প্রিয়)। তারপর ধরেন, আপনি আমাকে একটা জিনিস দিলেন। আমি যদি সেটা আর-একজনকে দিতে চাই তাহ'লে আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করব—ওকে কি আমি এটা দেব? আপনি যদি দিতে ক'ন তবে দেব। আগে ,এই-রকম জিজ্ঞাসা করতাম; এখন আর করি নে। আমার মনে হয় আমার রকমগুলি যীশুর মধ্যেও ছিল। অবশ্য ভেবে-ভেবে এগুলি ঠিক করি। তুমি যতই আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার কর আমি তোমাকে কিছুতেই undo (নস্যাৎ) ক'রে দিতে পারি নে। কিন্তু যদি বুঝি যে আমার কাছে থাকতে তোমার কষ্ট হচ্ছে তখন হয়তো তোমাকে দূরে থাকতে বলি।

পঞ্চাননদা—দাতা কর্ণের কথা বলতে-বলতে তো শেষ করলেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে বললাম। আমার শ্রেয় যিনি তাঁর কোন অবদানকে যদি আমি অন্যকে দিয়ে দিই তবে ঐ-রকম হয়।

পঞ্চাননদা—কিন্তু বিদ্যাসাগর যে দান করেই দয়ার সাগর হলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে বোধহয় তাঁর earned (উপার্জ্জিত) জিনিস।

পঞ্চাননদা—আপনার দানটা অনেক সময় অপাত্রে হ'য়ে যায়। এটা কেমন বুঝি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ভাবি পাত্রটা অপাত্র হ'তে পারে, কিন্তু তার জীবনের মমতা আমারই মতন। সে রসগোল্লা ভালবাসে আমারই মতন, ভাল জায়গায় থাকতে চায় আমারই মতন, ভালবাসা পেতে চায় আমারই মতন। আর, আমি যে তাকে দিই, কতটুকু দিই? যা' দিই তা' বড় insufficient (অপ্রচুর)। আপনারা হয়তো sufficient (প্রচুর) ভাবেন। কিন্তু তা' কিছুই না।

পঞ্চাননদা—আচ্ছা, আপনার এই দানের সুযোগ নিয়ে কেউ যদি আপনাকে ঠকিয়ে যায়, তাতে আপনার কষ্ট হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' আমি জেনেই ঠকি। জেনেই টাকা দিই! সেইজন্য কষ্ট কমই হয়।

পঞ্চাননদা—বাইবেলে এক জায়গায় আছে—যীশু বলছেন, lost sheep-এর (হারানো মেষশাবকের) জন্য আমার কষ্ট হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও তা' হয়। তাই মনে হয়, যীশুরও আমার রকমটা ছিল। কাউকে আমার হারাতে ইচ্ছে করে না। এর জন্য কষ্টও পেয়েছি কম না।

পঞ্চাননদা—ঐ কষ্টটা manage (নিয়ন্ত্রণ) করা যায় কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Friend (বন্ধু) থাকলে manage (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারে। এমন friend (বন্ধু) চাই যে auto-initiative urge (স্বতঃ-প্রণোদিত আকূতি) নিয়ে manage (নিয়ন্ত্রণ) করবে।

হাউজারম্যানদা একজন পূজনীয় ব্যক্তির সাথে মতবিরোধ করেছেন। তার জন্য মনটা খারাপ। চুপচাপ কথা শুনছেন। এইবার জিজ্ঞাসা করলেন—তাহ'লে আমি এখন কী করতে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কি আমার বলা ঠিক হবে?

হাউজারম্যানদা—আমি বুঝতে পারছি না, এ-ক্ষেত্রে কী করণীয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যদি আমাকে ভালবাসতে চাও, আর সেজন্য আমার দ্বারা 'এই কর, এই কর' ব'লে tutored (প্ররোচিত) হও, তাতে আর love (ভালবাসা)-টা enjoy (উপভোগ) করা যায় না। কারণ, তখন ঠিক-ঠিক করলেও আমার মনে হবে—তুমি আমার দ্বারা tutored (প্ররোচিত) হ'য়ে এই-সব করছ।

এগারোটা বেজে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর স্নানে উঠলেন। আমরাও প্রণাম ক'রে চ'লে এলাম।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর অশথতলায় কারখানার পাশে একখানা চেয়ারে এসে বসলেন। একটু-একটু ক'রে কাছে বেশ ভীড় জ'মে গেল। পাশেই রাস্তা দিয়ে গ্রাম্য লোকজন মাঝে-মাঝে বাজার ক'রে ঘরে ফিরছে। কেউ-কেউ একটু দাঁড়িয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শন ক'রে যাচ্ছে। পূজ্যপাদ বড়দা, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী), প্রফুল্লদা (দাস), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ এসে বসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়দা ও কেষ্টদার সাথে পূর্ব্বেকার পাবনা আশ্রমের নানা কথা বলছেন। ওঁরাও গল্প করছেন—খোলা রাস্তার উপরে বাঘের উৎপাত, মানুষের ভালবাসা, আবার মানুষের হৃদয়হীন আচরণ, ইত্যাদি বিষয়ে। শ্রীশ্রীঠাকুর স্মিত বদনে তৃপ্তির সাথে সব শুনছেন। মাঝে-মাঝে তামাক খেয়ে সুপারি মুখে দিচ্ছেন। আবার নিজেও গল্প করছেন। শেষে ওঠার সময় বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই সমস্ত কথা যখন কই বা শুনি তখন মনে হয় আমার জরা অনেকখানি ক'মে গেছে।

২রা ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৬২ (১৯শে আগষ্ট, ১৯৫৫)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার প্রাঙ্গণে তাম্বুটিতে বসেছেন। অনেকে প্রণাম ক'রে-ক'রে চ'লে যাচ্ছেন। কাছে আমরা কয়েকজন আছি। বেশ শান্ত পরিবেশ। জ্ঞানদা (গোস্বামী) ও শ্রীযুত সুনন্দা (পূজ্যপাদ বড়দার দ্বিতীয় পুত্র) প্রণাম করতে এলেন। ওঁরা প্রণাম ক'রে দাঁড়াবার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর সুনন্দার হাতের দিকে তাকিয়ে বলছেন—

—ওর হাতের আঙ্গুলগুলি ওর বাবার মত। ওর হাত কি আমার হাতের চাইতে বড়? কাছে আয় তো দেখি!

সুনন্দা কাছে আসতে শ্রীশ্রীঠাকুর তার হাতের উপরে নিজের হাত রেখে মিলিয়ে দেখলেন। পরে বললেন—প্রায় সমান, না?

বলা হ'ল—হ্যাঁ, প্রায় সমান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার দয়ায় ওদের পাও কম নয়। বাজারে ওদের জুতো কিনতে পাওয়াই কঠিন। ওর হাতের এক থাপ্পড় খেলে সওয়া মুশকিল আছে। যে খাবে সে একেবারে ঘুরে পড়বে। ওরা ভাইগুলি বেড়ে যাচ্ছে কেমন! পণ্টাই দু'বছর আগেও কেমন ছোট ছিল। দু'বছরের মধ্যেই কেমন বেড়ে উঠেছে। ভাল matching (মিলন) হ'লে ছেলেপেলের growth (বৃদ্ধি) অমনিই হয়! (জ্ঞানদাকে) ওকে নিয়ে যেয়ে দেখে আয় তো বড়-বৌ-এর সাথে ওর পাঞ্জার মাপ কেমন!

জ্ঞানদা দেখে এসে বললেন—একই প্রায়, পাশে একটুখানি বেশী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড়-বৌ আর আমাকে দিয়ে তো বড় খোকা। সে আবার যেয়ে বৌমার মধ্যে ঢুকল। ঢুকে ঐ বড় খোকাই অশোক, সোনা এই সব হয়েছে। (সুনন্দাকে) এই দেখ্, তোর বাবাকে বলতে আমি ভুলে গেছি। কাল মনোহর মিস্ত্রীর মাথায় ঐ ছাদ থেকে কাঠ পড়েছে। আর একটু হ'লে একেবারে মরেই যেত। মাথা ফেটে গেছে। আজও নাকি একটু জ্বর হয়েছে। ছাদের উপরে ওভাবে খড়ি বা ইঁট রাখা কখনই ভাল না। মানুষে হয়তো খড়ি বা ইঁট দিয়ে কাপড় চাপা দিয়ে শুকাতে দিল। ও-সব অভ্যাসও খারাপ।

ওঁরা বড়দাকে সব জানাবেন ব'লে চ'লে গেলেন। ছাদের উপরের সেই কাঠগুলি গতকালই শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশে নগেনদা (দে) সরিয়ে ফেলেছেন। কাঠ সরাবার সময় অমূল্য দাসশর্ম্মা নামে এক দাদা সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। নগেনদা মাথায় কাঠ পড়তে পারে ব'লে বার-বার নিষেধ করা সত্ত্বেও উনি সেখান দিয়েই গেলেন।

নগেনদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে এসে সে-কথা জানালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন অমূল্যদাকে ডাকতে বললেন। অমূল্যদা এলে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরা বারণ করা সত্ত্বেও তুমি গিয়েছিলে ওখান দিয়ে?

অমূল্যদা—গিছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খবরদার, আর কখনও অমনভাবে যেও না। ভাল কথা যে না শোনে, সে খারাপ কথা শুনতে বাধ্য। এই সামান্য ব্যাপারটাতে বোঝা যায়, তুমি কতখানি সহজে enticed (প্রলুব্ধ) হ'তে পার। মন্দবুদ্ধি দেওয়ার লোক অনেক আছে। একজন এসে তোমাকে বলল—'এই চল্, একটান গাঁজা খাবি! তাতে আর কী!' আর তুমি enticed (প্রলুব্ধ) হ'য়ে গেলে। আবার, তোমার দেখাদেখি কত লোকের যে ঐ দশা হ'তে পারে তার ঠিক নেই। আর কখনও ও কর্ম্ম করো না। বুঝলে?

অমূল্যদা 'আচ্ছা' ব'লে প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন।

এর পরে পূজ্যপাদ বড়দা এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে নিয়ে ঘরে যেয়ে অনেকক্ষণ নিভৃতে কথাবার্ত্তা বললেন। তারপর উঠে যেয়ে শ্রীশ্রীবড়মার ঘরের বারান্দায় বসলেন। ব'সে ননী চক্রবর্ত্তীদাকে ডাকতে বললেন। ননীদা যতি-আশ্রমে রমণদার মা'র রান্না নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। আজকাল রোজই দুপুরে রমণদার মাকে ছানার ডালনা এবং রাতে পরমান্ন খাওয়ানো হচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ডাকছেন শুনে ননীদা তাড়াতাড়ি এসে সামনে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজ দুপুরে রমণের মা'র জন্য ছানার পাটভাজা করবি—বেশ ভাল করে ভেজে নিয়ে। আর কী করবি—ডাল? কী ডাল ও ভালবাসে?

ননীদা—মটরের ডাল, ছোলার ডাল দুটোই ভালবাসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে ছোলার ডাল কর্। অল্প ঘি দিয়ে জলের ছিটে দিবি। আর, প্রত্যেকটা রান্নার মধ্যে রাঁধুনি, জিরে, গোলমরিচ এই-সব দিবি। ছানার 'পরে ওর রোখ। ও যতক্ষণ চায় ততক্ষণ দিতে থাকবি। ভাঙ্গা জিনিস দিস্ নে কিন্তু। আর, তোর ওখানে আজ চন্দ্রেশ্বর, যোগেন আর বৈকুণ্ঠর খাওয়ার ব্যবস্থা কর্।

ননীদা—আজ্ঞে, আচ্ছা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর শোন্। ও-বেলায় যে-পায়েস করবি, তাতে বাদাম, পেস্তা ভাল ক'রে বেঁটে দিবি। বাদাম-পেস্তার মধ্যে ঘি থাকা চাই! ঘি দিয়ে চাল মেখে নিয়ে তারপর পায়েস রান্না করবি! পায়েস যেন খুব ঘন হয়। কাল আর-

একরকম পায়েস করতে হবে। তাতে থাকবে এক সের মিষ্টি, এক সের বাদাম, এক সের পেস্তা, এক সের আখরোট আর এক ছটাক কিস্‌মিস্‌।

ফর্দ্দ শুনে সবাই পুলকিত ও বিস্মিত। ননীদাকে ফর্দ্দটা লিখে দেওয়া হ'ল। তিনি প্রণাম ক'রে আবার রান্নার দিকে গেলেন।

একটি ছেলে সুশীলদার (বসু) কাছে থেকে রান্না করে। এসে বলছে—আমার একটা কসুর হ'য়ে গেছে। আপনার পায়ে ক্ষমা চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কসুর করিস্‌ নে, কসুর করা ভাল না। কসুর করলে ভাল হ'তে পারবে না।

ছেলেটি প্রণাম ক'রে চ'লে গেল। একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে এসে জামতলার ঘরে বসেছেন। চন্দ্রেশ্বরদা (শর্ম্মা) সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের দোষ থাকলে দোষ স্বীকার করা ভাল। বলা ভাল, I have done so foolishly (আমি বেকুবের মতন এ-রকম করেছি)।

তারপর নিজে ঐ-রকম সুমোহন ভঙ্গিমা ক'রে বলছেন—এইভাবে বলতে হয়। Master ! I have done so out of foolishness. I seek pardon from you, I shall not do it again. I have come here to be one of yours. (প্রভু, আমি নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ এমন করেছি। আমি আপনার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করি। আমি আর এমন করব না। আপনাদেরই একজন হবার জন্য আমি এখানে এসেছি।)

শুনতে-শুনতে মনে হচ্ছিল, শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা যেন ঐ ভাবের সাথে একেবারে একীভূত হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নানের সময় হ'ল। মায়েরা অনেকে কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। নানারকমের কথা হচ্ছে। একজনের কথার উত্তরে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার এখন মনে হয়, বৌদের বকা ভাল। অবশ্য, প্রীতি না থাকলে বকা ভাল না। তবে গিন্নী যদি বেঁকা হয় তাহ'লে ব্যাটা ছাওয়ালের সাধ্যি নেই কিছু করার।

১০ই ভাদ্র, শনিবার, ১৩৬২ (২৭শে আগষ্ট, ১৯৫৫)

সকাল সাতটার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর কারখানার পাশে অশথতলায় এসে বসেছেন। বিনা অপরাধে অপরের প্রতি দোষারোপ করলে কী হয়, সেই প্রসঙ্গে একটি লেখা দিলেন। এই সময় মেণ্টুদা (বসু) এসে বললেন—ঠাকুর, আমি বড়দাকে বাইরে

যাব কিনা জিজ্ঞাসা করলে বড়দা বললেন, 'ঠাকুর বললে বিশ্বদুনিয়ার যেখানে খুশি যেতে পার!' এখন আমি কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠাকুর বলতে পারে, কিন্তু হিসেব ক'রে বাইরে যাওয়া লাগে। তোর এখন বাইরে যাওয়া ভাল হবে কিনা বুঝতে পারছি না। কতকগুলি জিনিস লক্ষ্য রাখতে হয়।

মেণ্টুদা—কী, কী!

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু propagation (প্রচার) হ'লে হয় না, promote (উন্নতি) করা চাই। মানুষ তোমাকে কতখানি provide (ভরণ) করল, কেবল তাই দেখলে হবে না, তাদেরও promoted (উন্নত) করা চাই। শুধু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেলেই হবে না, তাকে সংহত করা চাই।

মেণ্টুদা—তা' কী ক'রে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অফিসে ওদের ওখানে যেয়ে ব'সে এগুলি করতে পার। প্রত্যেক district-এ (জেলায়) কতগুলি সৎসঙ্গী আছে। তার আবার প্রতি sub-division-এ (মহকুমায়) কতগুলি সৎসঙ্গী আছে, তাদের মধ্যে আবার ক'জন উদ্বাস্তু আছে, এ-সব দেখে ঠিক করতে হয়। অনেকের হয়তো address-এরই (ঠিকানারই) খোঁজ নেই। সে-সবও খোঁজ ক'রে ঠিকমত রাখতে হয়। এ-রকম বহু কাজ প'ড়ে আছে।

এরপর মেণ্টুদা চুপ ক'রে একপাশে বসলেন। আরও বহু লোক এসে বসেছেন। সবাই চুপচাপ। কারখানায় একটানা কাজ চলেছে। করাতের খর্‌খর্‌, র্যাঁদার ঘস্‌ঘস্‌, বাটালির ঠুকঠুক, হাপরের ভস্‌ভস্‌ শব্দ অবিরাম চলছেই। কাঠের কারখানা ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর এর নতুন নামকরণ করেছেন "দারুগৃহ"। রমণদার মা'র জন্য একখানা চৌকি তৈরী হচ্ছে। কয়েকজন সেই কাজ নিয়ে ব্যস্ত। অন্যান্যরা অন্য-অন্য দিকে কাজ করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনমনে গুনগুন ক'রে কোন একটা গান গাইছেন। তার মধ্যে দুটি লাইন বোঝা যাচ্ছে—"কোন্ সুদূর দেশে অকূলে চ'লেছি ভেসে………"। যাঁরা রমণদার মা'র চৌকি তৈরী করছেন তাঁদের ডেকে বললেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই দেখ্, এমন ক'রে পালিশ করবি যেন কাঠের উপর দিয়ে শরীর পিছলে যায়। আমি ভাবি রমণের মা'র কী পুণ্যি! ওর পা'র পুণ্যি, হাতের পুণ্যি, পিঠের পুণ্যি, মাথার পুণ্যি।

কিছুক্ষণ পর শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তামাক খাওয়া ননী।

ননীমাও আছেন, ননীদাও কাছে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ননীমার কাছেই তামাক চেয়েছেন। বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুই ননী হ'য়ে অসুবিধা হয়েছে। একজনের নাম বদলায়ে রাখলে হয়। নবনী আর ননী তো এক কথা?

আমি—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন ননীবালা, অমনি নবনীবালা হয় না?

আমি—আজ্ঞে হ্যাঁ, হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নবনীবালা ভালই হয়। তবে ঐ ব'লে ডাকা অভ্যাস করা লাগবে। আর ও থাকল ননী চক্রবর্ত্তী।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার প্রাঙ্গণে তাম্বুর নীচে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), হরিপদদা (সাহা), নিখিলদা (ঘোষ), রমেশদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ কাছে আছেন। দু'টি দাদা এসে বসলেন। তার মধ্যে একজন বলছেন, নাম করতে বসলেই তাঁর বহুরকম শব্দশ্রবণ, মূর্ত্তিদর্শন এইসব হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানে এই হাটের মধ্যে ব'সে কি ও-সব সম্বন্ধে কথা কওয়া যায়? আমি এক-রকম ক'ব, আর একজন হয়তো আর-এক রকম ক'বে। আসল কথা হ'ল—একজন আচার্য্যে সুনিষ্ঠ হওয়া লাগে। আর, তাঁর উপদেশমাফিক চলা লাগে। ভাবতে হয়, সর্ব্বতোভাবে আমি তাঁর। আমার সব প্রবৃত্তি দিয়ে তাঁর সেবা করব। এই বুদ্ধি নিয়ে নিনড় হ'য়ে চলতে হয়। এইভাবে চলতে-চলতে কয়েকটা conflict (সংঘাত) এসে হাজির হয়। এ এসে কয়, এই কর। ও এসে কয়, না এই কর। কৃষ্ণমূর্ত্তি, কালীমূর্ত্তি, বিষ্ণুমূর্ত্তি এই-সব এক-এক জন আসে। এক-এক জন এক-এক রকম করার কথা বলতে থাকে। এ সবই কিন্তু complex-এর (প্রবৃত্তির) দর্শন। আমি মনে-মনে কী হলাম, তা' কিন্তু কথা নয়। আমি বাস্তবতায় কী করলাম সেটাই হ'ল গে কথা। ঐ করার ভিতর-দিয়ে বুদ্ধি গজায়। বুদ্ধি গজালে তখন উন্নতি হয়। আমার কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি আছে। সেগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করব যাতে আমার ইষ্টের স্বস্তি হয়। ইষ্টস্বার্থের অনুকূল যা' তাই গ্রহণ করব, প্রতিকূল যা' তাই বর্জ্জন করব। আবার, যেমন আমার কাম আছে। একটা মেয়েলোক দেখলে সেদিকে inclined (আনত) হলাম। এখন inclined (আনত) হব না কী ক'রে বা inclination (আনতি) এলেও তাকে কিভাবে ইষ্টস্বার্থের অনুকূলে regulate (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারি তা' শেখা লাগবে। এইভাবে করতে-করতে ইষ্টের 'পরে অনুরাগ বেড়ে যায়। অনুরাগ বেড়ে গেলে তখন ঐ-সব নানারকম দেখাশোনা কমতে থাকে। এ না হ'লে মানুষ বাইশ বাজারে

ঘুরে নিজেকে নিকেশ ক'রে ফেলায়! বহুনৈষ্ঠিকতা ধোপার গাধার মত। কতকগুলি কচকচি শেখা হয় মাত্র, তাতে কাজ হয় না। আসল কথা—চাই আচার্য্য এবং তাঁর অনুসরণ। আর, ঐ দর্শন-শ্রবণ এগুলি সব common (সাধারণ)। যাঁরা realised man (অনুভূতিলব্ধ মানুষ) তাঁদের সবারই একরকম হয়। আমার ক'য়ে দেওয়া লাগবে না। ও-সব আপনা থেকেই ফুটে উঠবে। এগুলি উপলব্ধ-সত্য। সত্য মানে সৎ-এর ভাব,—সৎকে যা' এমনি ক'রে হইয়ে তুলেছে, অস্তিত্বকে যা' হইয়ে তোলে।

উক্ত দাদা—কিন্তু নাম করতে বসলেই বহুরকমের শব্দ আসে, গায়ের রোঁয়া কাঁটা দিয়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শব্দ যা' আসে আসুক, যা' বললাম তাই কর। চোখে যা' আসে দেখলে, কানে যা' আসে শুনলে, মনে যা' আসে ভাবলে। কিন্তু গোড়া তোমার ইষ্ট, সে-কথা ঠিক রেখো। তুমি তাঁকে ভালবাস। বল—'তুমি আমার ঠাকুর, আমি তোমাকে ভালবাসি'। তা' মনেও কও, বাইরের জগতেও কও, আর চলও সেইভাবে। এইতো ব্যাপার। একটা pedigreed dog (ভাল বংশের কুকুর) যদি তার প্রভুকে ভালবাসে, সেও ঐরকম হ'য়ে ওঠে।

উক্ত দাদা—স্বুরত মাঝে-মাঝে চাড়া দিয়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বুরত মানে যোগাবেগ। পুরুষ ও নারীর পরস্পরের চাহিদার মধ্য দিয়ে sperm and ova-র (শুক্রাণু ও ডিম্বকোষের) মিলনের ভিতর-দিয়ে যোগাবেগের সৃষ্টি হয়। ঐ যোগাবেগ আমাদের মধ্যে আছেই। সেটা তুমি ভালর দিকেও চালাতে পার, খারাপের দিকেও ব্যবহার করতে পার।

নাম-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের এই নাম স্পন্দনাত্মক। এর মধ্যে স্পন্দন আছে। এই নাম করলে vital energy (জীবনী শক্তি) বেড়ে যায়। আমরা যেমন শরীরের exercise (ব্যায়াম) করি, এটা হ'ল life-এর exercise (জীবনের ব্যায়াম)। এই হ'ল কথা, আমি যা' বুঝি। কর, ভাল হবে। এর ব্যত্যয় হ'লে ব্যত্যয়ও হবে। ভজন মানেও তাই, আশ্রয় ক'রে সেবা করা। ভক্তি prominent (প্রধান) হওয়া চাই। আর, তার জন্য চাই practical service (বাস্তব সেবা)।

কেষ্টদা—আধুনিক কালে আমরা ধর্ম্ম-সম্বন্ধেই যে নানারকম বুঝি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম-টর্ম্ম বুঝি না। আমি যা' বলি তাই কর। তাতেই হবে। আমি একেবারে আকাট মুখ্যু। কোন ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িনি। রাধাস্বামী মন্ত্রের কোন বইও পড়িনি। আমার মা ওখানে দীক্ষিত ছিলেন। তিনি পড়তেন, আমি শুনতাম।

বইয়ের মধ্যে আমি একখানা মাত্র ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়েছি—মায়াবিনী। ঐ মায়াবিনী বইখানাই আমি completely (সম্পূর্ণ) পড়েছি মাত্র। আর এই যা' সব কই, সব আমার ঐভাবে চলার ভিতর-দিয়ে first-hand knowledge (প্রত্যক্ষ জ্ঞান)। ক'রে দেখ।

উক্ত দাদা দু'টি এবারে প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন। একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে কারখানায় অশথতলায় এসে বসলেন। ভগীরথদাকে (সরকার) ডাকিয়ে কয়েকটি ওষুধের নাম নির্দ্দেশ ক'রে সেগুলি এখুনি বোনামাকে দিয়ে আসতে বললেন।

ডাঃ প্যারীদার (নন্দী) কাছে শ্রীশ্রীঠাকুর বাহান্ন টাকা চেয়েছিলেন। প্যারীদা এখন সেটা এনে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে দেখিয়ে বললেন—ওর হাতে দে। জিজ্ঞাসা করলাম—এটা কার জন্য ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা সন্দীপার মা'র হাতে লিখিয়ে নিয়ে দিবি। বলবি, সন্দীপার ফিস্‌-এর টাকা বাবদ।

এরপরে শ্রীশ্রীঠাকুর খগেনদাকে (তপাদার) ডাকিয়ে জামতলার দক্ষিণে যে ঘর-গুলি উঠছে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। কোন্‌ ঘরটা কিভাবে উঠবে, কোন্‌দিকে কয়টা দরজা, বারান্দাই বা কোন্‌দিকে হবে, সে-বিষয়ে যথাযোগ্য নির্দ্দেশাদি দিলেন। তারপর বললেন—কাজলের জন্যে একটা solitary (নির্জ্জন) নিজস্ব ঘর থাকা চাই। যখন আস্‌ল, ওখানেই পড়াশুনা করল আর থাকল।

১৬ই ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৬২ (২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫)

আজ সকালের দিকে আকাশ মেঘলা, থমথমে হ'য়ে আছে। কখন বৃষ্টি নামে ঠিক নেই। শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার ঘরেই আছেন। মনটা তাঁর উদ্বেগপূর্ণ। কারণ, গত রাতে কলকাতা থেকে ফোনে সংবাদ এসেছে, শ্রীযুত কাজলদা সেখানে জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। জ্বর একশ' চার ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠেছে। (কাজলদা এখন কলকাতায় পড়াশুনা করছেন)।

একটু পরে পূজ্যপাদ বড়দা এলেন। প্রণাম ক'রে উঠে বললেন—কাজলের জ্বরের জন্য চিন্তা নেই। ওটা সাধারণ ম্যালেরিয়া। পেটে কোন গণ্ডগোল নেই; পায়খানা পরিষ্কার আছে, প্রস্রাবও ভাল। জিভেও কোন অপরিষ্কার নেই। সুর্য্যদা দেখছেন। তাড়াতাড়িই সুস্থ হ'য়ে যাবে আশা করা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই একটু পরে আবার ফোন করিস্‌। ক'রে blood examine (রক্ত পরীক্ষা) ইত্যাদি যা'-যা' করা লাগে সব ঠিকমত করতে ব'লে দিস্‌।

বড়দা—আজ্ঞে। —ব'লে বাইরের দিকে গেলেন।

গিরিশ পণ্ডিতমশাই এসে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গিরিশদা! শুক্লা চতুর্দ্দশীতে জ্বর হ'লে কতদিন থাকে?

পণ্ডিতমশাই—ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে জ্বর হ'লে পনের দিন ভোগায় বটে। কিন্তু গতকাল বৃহস্পতিবার, কাজলের তারা-চন্দ্র দুই-ই শুদ্ধ ছিল। তাই বেশী ক্ষতিকর হবে না।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের ও কাজলদার গ্রহসংস্থান ও তার ফলাফল সম্বন্ধে পণ্ডিতমশাইয়ের সাথে আলোচনা করতে লাগলেন। বললেন—আমার শুক্র নীচস্থ ব'লে অনেক খারাপ কথা শোনা লাগে। এক-এক জন এসে এমন-এমন কথা কয় যা' মুখ দিয়ে বা'র করা যায় না। ওদিক দিয়ে abnormal psychology-র (বিকৃত মনস্তত্ত্বের) উদাহরণ আমি ঢের জানি। আবার, আমার দশমাধিপতি বুধ ব'লে আমার মধ্যে অত logy (তত্ত্ব)। কত logy (তত্ত্ব) যে আছে তা' আর কওয়া যায় না। আর, ঐ জন্যেই আমার কথাগুলি inference (অনুমান) দিয়ে টেনে-টেনে নিতে হয় না—বরং খুব practical (বাস্তব) এবং rational (যুক্তিপূর্ণ)। শনি আবার বাস্তবতার মধ্যে ঢুকে কথাগুলি analytically and synthetically establish (বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের সাথে প্রতিষ্ঠা) করে। আমার লেখার মধ্যে তাই-ই আছে।

দুপুরের পরে বেশ খানিকটা বর্ষা হ'য়ে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার ঘরেই আছেন। কাছে ব'সে আছেন হাউজারম্যানদা, চন্দ্রেশ্বরদা (শর্ম্মা), যোগেনদা (সিং), বিষ্ণুদা (প্রসাদ) প্রমুখ। এখানে অনেকখানি জমি নিয়ে কাজকর্ম্ম সুরু করার কথা চলছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ডিগরিয়া পাহাড় পর্য্যন্ত নেওয়া লাগবে, যশিডি ষ্টেশনের ধারে-ধারে একেবারে ওই পর্য্যন্ত। এদিকে একেবারে দারোয়া পর্য্যন্ত। এর মধ্যে বড় হসপিটাল, মেডিক্যাল কলেজ, ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ এবং অন্যান্য industry (শিল্প) সবই যেন করা যায়। আর, জলের ব্যবস্থা sufficient (প্রচুর) হওয়া চাই। ওখানে কাজ আরম্ভ করতে হ'লে পরেই মানুষের যেয়ে বসা লাগবে নে। মানুষের যাতায়াতেরও সুবিধা হওয়া চাই। না হ'লে হবে না। তোরা আগে যেয়ে দেখে-টেখে ঠিক করলি। তারপর বড়দাকে নিয়ে যাবি। মনে রাখিস্, পাহাড়টা চাই। পাহাড়টা না হ'লে observatory-র (মানমন্দিরের) সুবিধা হবে নানে। জায়গা যেখানে topmost (সর্ব্বোচ্চ), সেখানেই observatory (মানমন্দির) করা ভাল। আবার টি, বি, হসপিট্যাল করতে হ'লে মানুষের বসবাসের boundary-র (সীমার) মধ্যে করতে নেই। গ্রামের মধ্যেও হ'লে ভাল হয় না। কিন্তু এ-সব কাজেই চাই

sufficient water (প্রচুর জল)। তার ব্যবস্থা করতেই হবে।

চন্দ্রেশ্বরদা—ঐ জায়গায় একটা ইউনিভার্সিটি গ'ড়ে তুলতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আস্তে-আস্তে অথচ খুব wisely and tactfully (বিজ্ঞতা ও কৌশলের সাথে) ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া লাগবে। এর জন্য তোমাদের কয়েকজনকে heavily engaged (তীব্রভাবে কর্ম্মব্যাপৃত) হওয়া লাগবে।

হাউজারম্যানদা—এ-সব করতে অনেকদিন লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দূরের হিসাব করলে কি রাস্তা চলা যায়? এদিকেও জমি দেখা লাগে। কোন গোলমাল না থাকে দেখে নিয়ে নিতে হয়, বাড়ী-টাড়ী যা' ভাড়া পাওয়া যায় নিতে হয়। ওদিকে ত্রিকূটের দিকে গিছিলাম, জায়গাটা naturally (প্রকৃতিগতভাবে) খুব সজ্জিত। কিন্তু তবুও ভাল লাগল না। তার চাইতে এই দিকটাই ভাল। খোলা, উদার বেশী।

হাউজারম্যানদা ইউনিভার্সিটির প্রয়োজনীয়তার কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেশের সেবা করতে হ'লে মানুষের দরকার। আর মানুষ-making machine (মানুষ-তৈরীর যন্ত্র) হ'ল ইউনিভার্সিটি। মানুষকে যদি ঠিকমত educated (শিক্ষিত) ক'রে তুলতে পার তখন তাকে দিয়ে do anything and everything (যে-কোন কাজ করাও)।

ইতিমধ্যে ব্যায়ামবীর হরিপদ মুখার্জীদা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বাইরে চ'লে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। বললেন—বাইরে গেলেই আমি ৩৫০।৪০০ টাকা রোজগার করতে পারব। আপনার কাজ আরও ভালভাবে করতে পারব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাও ভালই। কিন্তু এখান থেকে ছেড়ে দিয়ে যাবে, পরে ফিরে এলে তোমাকে এখন যা' দিই সেটা আমি আর দিতে পারি কিনা বলতে পারি নে। Unbalanced (সাম্যহারা) না হ'য়ে যায়। একুল-ওকুল দুকুল না যায় লক্ষ্য রেখো।

হরিপদদা—না তা' হবে না। আপনার দয়ায় আমি পারব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারলেই ভাল।

হরিপদদা প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন।

১৭ই ভাদ্র, শনিবার, ১৩৬২ (৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫)

আজ সারাদিন বেশ দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। আকাশ-ভরা মেঘ, মাঝে-মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে। বাতাসের বেগে গাছগুলি খুব দোলা খাচ্ছে। সন্ধ্যার সময় পূজ্যপাদ বড়দা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে কলকাতায় ফোন ক'রে কাজলদার সংবাদ

নিতে বললেন। কিছুক্ষণ ব'সে বড়দা ফোন করতে উঠে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার ঘরেই আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), প্রফুল্লদা (দাস), হাউজারম্যানদা, প্যারীদা (নন্দী), বৈকুণ্ঠদা (সিং), চন্দ্রেশ্বরদা (শর্ম্মা) প্রমুখ আছেন। নানা বিষয়ে কথা হচ্ছে। এক সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

মত মাথাতে একটি হ'য়ে
দু'টি লোকও ইষ্টনেশায়,
চলে যদি দক্ষ তালে
রুখবে কে তায় ভরদুনিয়ায়।

হাউজারম্যানদা—দু'জন চলা যায়, কিন্তু বেশী হ'লে মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দু'জন যদি চলা যায় তবে দু'শ জনও চলা যায়।

হাউজারম্যানদা—কিন্তু স্বার্থ থাকেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বার্থ তো থাকবেই, সেটা নিজের না হ'লেই হয়। ইষ্টের হ'লেই হয়।

হাউজারম্যানদা—এক-একজনের আবার process (পদ্ধতি) ভিন্ন-ভিন্ন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Process (পদ্ধতি) ভিন্ন হ'য়েও ফল এক হ'লেই হয়। যেমন তুমি হয়তো পাটনায় গেলে, সেখানে যেয়ে পাঁচ জনের সাথে তোমার আলাপ হ'ল। আবার, বৈকুণ্ঠ যেয়ে আরও পাঁচ জনের সাথে আলাপ করল। কিন্তু তোমাদের এই আলাদা-আলাদা আলাপ করার ফল যেন একই উদ্দেশ্যের পরিপূরণী হয়। তোমরা প্রত্যেকেই এক-একটা centre (কেন্দ্র)। আবার, তোমাদের সকলেরই common centre (সাধারণ কেন্দ্র) আমি। এ হ'লে আর গণ্ডগোল হয় না। আর, 'আমি এ পারি, তা' পারি' ব'লে নিজেকে খুব বড় ক'রে জাহির করতে নেই। কর্ম্মীরা যদি পরস্পরের temperament (ধাত) না জানে তবে তারা মানুষ নিয়ে চলতে পারে না।

হাউজারম্যানদা—আপনি যদি কিছু বলেন তাহ'লে তা' করতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, তা' পারিসনে। তোদের ego (অহং) জেগে যায়। পারলে কাজকর্ম্ম সব ঠিকমতো করতিস্। আগে যাবতীয় কাজ আমি একাই করিছি। আমার colleague-ও (সহকারীও) ছিল ঐ-রকম। অনন্ত ছিল, সে আমার চাইতেও মুখ্য। অবশ্য এখন আমি আর তেমন নড়তে-চড়তে পারিনে। এ-রকমটা না থাকলে এখনও আমি কী করতে পারি তার ঠিক নেই।

হাউজারম্যানদা—ওঁদের আপনি কথা শোনাতেন কেমনভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিছু না। আমি শুধু ক'তাম, এই করু, আর ক'রে আসত।

বুদ্ধিও ছিল মাথায়। ক'নতে কী ক'রে আসত, আমাকে আবার সব জানতেও দিত না। নফর মুখুয্য, অনন্ত মুখুয্য, কিশোরী মুখুয্য, এই সব ছিল আমার কাজ করার লোক। পাবনায় একবার বড় riot (দাঙ্গা) হ'ল। হিন্দু মেরে পাট-পাট ক'রে ফেলছিল। কিশোরী যেয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই একেবারে মোড় ঘুরায়ে ঠিক ক'রে তুলল। এমনভাবে কথা ক'ল যে ওরা হিংসা ভুলে মিলনের আনন্দে একেবারে নেচে উঠল।

হাউজারম্যানদা—তখন টাকাপয়সাও বোধহয় বেশ ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—টাকা পাব ক'নে! People-money (লোকসম্পদ) ছিল। এখনও তাই আছে। কিশোরী বলত, 'বড় কাকে বলে তা' জানি না। কিন্তু ঠাকুরের মতন অমনতর মানুষ আর দেখিনি। দেবতাও অমনতর হয় কিনা জানি না।' এমনতর কোন কথা উচ্চারণও করত না যাতে অন্যের সাথে আমার comparison (তুলনা) আসতে পারে। সেই case-এর (মোকদ্দ'মার) সময় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসল। তাঁর সামনে আমি কিশোরীকে খুব বকলাম। ও তাতে insulted (অপমানিত) বোধ না ক'রে এমন attitude (ভঙ্গী) ক'রল যে ম্যাজিষ্ট্রেট তার উপরে তো খুশি হ'লই, আমার 'পরেও অসম্ভব খুশি। তারপর নফর ছিল। সে always (সব সময়) কিশোরী আর মহারাজের ভুল ধরত। ভুল ধরলেও কথা বলত কিন্তু তাদের favour-এই (পক্ষেই)। ওরাও ক'ত—'কী করব ভাই, আমার অহঙ্কার তো যায়নি। অহঙ্কার আছেই। সেটা খাটাবার চেষ্টা করি in favour of Thakur (ঠাকুরের জন্যে)।" কিশোরী একবার কীর্ত্তন করতে-করতে ভাবে আত্মহারা হ'য়ে বিশ্বেশ্বরের মূর্ত্তির উপরে যেয়ে উঠেছিল। শেষকালে আসার সময় হাত জোড় ক'রে ক্ষমা চেয়ে আসে।

হাউজারম্যানদা—সে-সময় আপনিও impulse (প্রেরণা) দিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Impulse (প্রেরণা) কী! Impulse ঐ love (প্রেরণা ঐ ভালবাসা)। Untottering adherence (অস্খলিত নিষ্ঠা) ছিল আমার 'পরে। ওর থেকেই যা' impulse (প্রেরণা) আসে আসত। অনেকে আবার impulse (প্রেরণা) দিলেও পায় না। যেমন lead-এর (সীসার) মধ্যে-দিয়ে এক্স-রে pass করে না (যায় না)। পঞ্চানন তর্ক'রত্ন ছিলেন বিরাট পণ্ডিত। তাঁর সাথে অনন্ত কয়েকদিন কথা ক'ল। শেষে তিনি এমনভাবে moved (অভিভূত) হলেন যে অনন্তকে খুব ভাল ব'লে তো গেলেনই, তাঁর নিজের অনেকগুলো বইও দিয়ে গেলেন। অনন্তর রকমই এমন ছিল যে ওর বক্তব্য কারো 'পরে thrust করত না (চাপাত না)। কথা বলতে-বলতে এমন একটা pose (ভঙ্গী) নিয়ে বসত যেন সে প্রশ্ন করছে। যাকে

প্রশ্ন করত সে তখন আর উত্তর দিতে না পেরে অনন্ত যা' বলেছিল তাই-ই বলতে লাগত। রামানুজের নাকি অনেক শিষ্য ছিল। শুনেছি তার মধ্যে একজন ছিল চাঁড়াল। সে আর তার স্ত্রী দু'জনে মিলেই রামানুজের চান করানো, পায়খানার জল দেওয়া ইত্যাদি কাজ করত। খুব love (অনুরাগ) ছিল রামানুজের প্রতি। রামানুজ তাকে কোনদিন গালাগালি করতেন না। বামুনদের তাই দেখে হিংসা হ'ত। তারা বলত—'ঠাকুর ওর জলে কেন চান করেন? বেটা চাঁড়াল। আমরা বামুন, আমাদের জল নেন না কেন?' রামানুজ একদিন সেই বামুনদের একজনকে ডেকে বলছেন—'এই, ওর ঘরে চুরি করতে পারিস্?' ও কয়—'আপনি বললে পারি।' তখন তিনি বললেন—'যা তো'। ও তো সেই রাত্রেই যেয়ে চুরি করল। চুরি করতে যেয়ে ঐ চণ্ডালের স্ত্রীর গায়ে হাত দিল। হাতে যে গয়না ছিল, তাই খুলতে আরম্ভ করেছে। একে-একে সব গয়নাগুলো খুলল। আর একটা হাত চাপা আছে। ঐ বৌ কিন্তু বুঝতে পেরেছে যে ঘরে চোর ঢুকেছে, হাত থেকে গয়না খুলছে। সে কোন কথা না ক'য়ে উঁ-উঁ ক'রে পাশ ফিরে আর একখানা হাত বের ক'রে দিল। ঐ বামুন সে-হাতেরও সব গয়না খুলল। কেবল একটা কঙ্কণ আর খুলতে পারল না। এর মধ্যে কী একটা শব্দ হয়েছে। তখন ও দৌড় মেরেছে। বৌ তাড়াতাড়ি উঠে ওর পেছন-পেছন ছোটে আর ডাকে—'আপনি আসেন, আপনি আসেন। আমার অসাবধানতার জন্যেই আপনি আমার হাতের থেকে কঙ্কণ নিতে পারেননি। আপনি এত কষ্ট ক'রে এসেছেন। আসেন, আমিই খুলে দিচ্ছি।' তখন আর কার কথা কে শোনে। সে বামুন দৌড় তো দৌড়। তারপর একদিন রামানুজ আর একজনকে ডেকে ঐ বামুনের একখানা কাপড় পরতে বললেন। একটু পরে বামুন এসে ঐ লোকটা তার কাপড় পরেছে দেখে তাকে ধ'রে বেদম মার দিল আর বলতে লাগল—'শালা, আমার কাপড় চুরি করিছিস্, চোর।' তখন রামানুজ ঐ বামুনকে ডেকে নিয়ে বললেন—'এখন বুঝতে পারছ তো কেন ঐ চণ্ডালের জল দিয়ে চান করি, প্রস্রাব করি, সবই করি, আর তোমার জল নিই-ই নে?' ঐ চণ্ডালের মত adherence (নিষ্ঠা) যদি থাকে তাহ'লেই হয়। সেই বামুনবেটাদের মতন হ'লে মুশকিল আছে। কোন কাজ নিজে করতে না পারলেই হয়তো বলতে আরম্ভ করলে 'অমুকের দোষ, অমুকের দোষ।' কিন্তু ঐ চণ্ডালের মতন ভক্তি থাকলে তখন বলবে—'হেঁ হেঁ, না—আমারই দোষ।'

হাউজারম্যানদা—তাহ'লে ঐভাবে কথা বলতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে শিখে-প'ড়ে mechanical (যান্ত্রিক) হ'লে হবে নানে। ওর তা' না। ওর feeling (বোধ)-ই ঐ-রকম ছিল।

হাউজারম্যানদা—কিশোরীদার অহঙ্কার একেবারে চ'লে গিয়েছিল, না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওঃ, অহঙ্কার ছিল, কিন্তু অন্য রকমের। ইষ্টার্থে যখন লাগত তখন করত। সেও খুব tactfully (কৌশলের সাথে)—in the affair of his Love (তার প্রিয়তমের ব্যাপারে)। নফরকে ক'ত—'আমার অহঙ্কার দিয়ে তাঁর সেবা করব। শালা অহঙ্কারের সাথে আর পারা যায় না। দেখি পারি কিনা!'

হাউজারম্যানদা—আপনার সঙ্গে সব সময় থাকতেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রায়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ঘণ্টা আটেক বোধহয় থাকত না। আর সব সময় থাকত। বড় খোকাকে 'বাবা' ব'লে ডাকত, মণিকেও 'বাবা' ক'ত। খুব আদর-টাদর করত। নফরও সেবাযত্ন খুব করেছে। টাকা জমাইছিল অনেকগুলি, তা' কেউ জানত না। যাওয়ার আগে সেগুলি বড় বৌকে দিয়ে গেল। বলল, 'আমার এ-টাকা আপনারই। একটু-একটু ক'রে বাঁচায়ে আমি এটা করেছি। আমি যদি হঠাৎ ম'রে যাই তাহ'লে অন্যের হাতে প'ড়ে যাবে। তাই আপনার হাতে দিয়ে গেলাম।' আর, কিশোরী ছিল ভীষণ শয়তান। কিন্তু বদমায়েসী করত না। Pros-quarter-এ (বেশ্যাবাড়ীতে) যারা যেত তাদেরও ফিরায়ে আনত। ওদের ওখানে গানের দল ছিল। কীর্ত্তন হ'ত। সব কথা শুনত আর হুঁ হুঁ করত। তার মধ্যে-দিয়ে loss (লোকসান) না হয় এমনভাবে profit-টা (লাভটা) বেছে নিত। ওর শয়তানী একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় ছিল। কিন্তু সে-শয়তানী লাগাত ভালর দিক-দিয়ে।

হাউজারম্যানদা—সববাই ওঁকে ডাক্তার বলত কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ডাক্তারী করত যে। পাবনা হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার ছিল। হোমিওপ্যাথ। খুব নামডাক ছিল। আমার কাছে শুনত। শুনে সেইভাবে কাজ করত। পয়সাও পেত খুব। একজন লোক lame-like (খোঁড়ার মত) ল্যাংচায়ে-ল্যাংচায়ে চলে। কিশোরীর কাছে আসতেই কিশোরী তাকে নেড়েচেড়ে দেখল, কোনও organic defect (অঙ্গের বৈকল্য) নেই। আগে ওর একটা ব্যথা হয়েছিল পায়ে। তারপর থেকে একটা obsession (অভিভূতি) হ'য়ে আছে যে, বোধহয় পা ভালভাবে সোজা ক'রে আর হাঁটতে পারবে না। তাকে ক'ল কিশোরী 'আমি তোকে একটা ওষুধ দেব, পাঁচ মিনিটের মধ্যে action (ক্রিয়া) হবে। কিন্তু আমি যা' ক'ব তা' না করলে action (ক্রিয়া) হবি নানে। আমি দৌড় মারলে তুইও আমার পাছে-পাছে দৌড় মারবি।' এই ব'লে ওকে কী একটু জল-টল খাওয়াল। তারপর হঠাৎ মারল দৌড়। আগে ওকে এমনভাবে বিশ্বাস করিয়েছে যে দৌড় মারতেই হবে। এখন কিশোরী দৌড় মারতেই ওর পিছন-পিছন সে-লোকটাও ছুটল। প্রথমে

একটু ল্যাংচায়ে-ল্যাংচায়ে ছোটে। তারপর একেবারে ভাল মানুষের মত দৌড়াতে লাগল। ঐভাবে তার সে পা একেবারে ভাল হ'য়ে গেল। কোন অন্ধ হয়তো এসেছে। তাকে (মাথায় হাত দিয়ে একটু-একটু থাবা দিয়ে দেখাচ্ছেন) এমনি করত আর নাম করত। বলত—'এই, দেখ্ তো দেখা যাচ্ছে কিনা!' সে হয়তো বলত, 'হ্যাঁ বাবু, একটু-একটু দেখা যাচ্ছে।' আবার বলত, 'দেখ্ তো ওটা কী?' এই-রকম করত। আগেই দেখে নিত কোনরকম organic defect (অঙ্গের বৈকল্য) আছে কিনা? তা' যদি না থাকত তখন অনেক রোগ এইভাবে সারাত। মানুষে বলত, 'বাবা, এমন ডাক্তার তো দেখিনি।'

শ্রীশ্রীঠাকুরের অমিয় কথানির্ঝরে ঘরের ভেতরে এক শিষ্ট মাদকতার সৃষ্টি হয়েছে। রাত অনেক হওয়ায় সবাই উঠে পড়লেন।

১৯শে ভাদ্র, সোমবার, ১৩৬২ (৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫)

আজ আকাশে বিশেষ মেঘ নেই। কিন্তু খুব ঝোড়ো হাওয়া বইছে। সারাটা দিনই এমন কাটল। বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার ঘরেই আছেন। বাতাসটাও প'ড়ে এসেছে। বিষ্ণুদা (প্রসাদ), হাউজারম্যানদা, জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), হরিপদদা (সাহা) প্রমুখ আছেন।

বিষ্ণুদা কথায়-কথায় বললেন—এখানকার লোকগুলি খুব মূর্খ। এদের মধ্যে কাজ করাই মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রার্থনা কর পরমপিতার কাছে, এরা বেড়ে উঠুক গতরে, মাথায়, ঐশ্বর্য্যে সব-দিক দিয়ে। এই তো আমাদের স্বার্থ। চেষ্টা কর যদি এদের কিছু করতে পার। অকিঞ্চিৎকর মানুষ আমরা। কিঞ্চিৎ যদি কিছু করা যায়। মানুষদার হওয়া ভাল, জমিদার হওয়া ভাল নয়।

হাউজারম্যানদা—জমিদার আর মানুষদার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জমিদার হ'ল জমিওয়ালা, মাটির মালিক। আর মানুষের মালিক হ'ল মানুষদার। যত মানুষদার হবে, প্রত্যেকটা মানুষ ভাববে, আমি এতজন। মানুষদারই তো ভাল। জমিদার ভাবে, আমার এত জমি আছে। কিন্তু সবগুলি inanimate (অচেতন)। টাকা খেয়েও পেট ভরে না, জমি খেয়েও পেট ভরে না। মানুষের মানুষ লাগেই।

বিকাল চারটায় কলকাতায় ফোন ক'রে জানা গেল, কাজলদার জ্বর ক'মে গেছে। সবদিক দিয়েই এখন ভাল। শ্রীশ্রীঠাকুরও অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'লেন। দীক্ষাগ্রহণ

সম্বন্ধে একটা লেখা দিলেন। তারপর হাউজারম্যানদাকে লক্ষ্য ক'রে হঠাৎ বলতে স্বরু করলেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—কৃতো স্মর! কৃতং স্মর! কে আমাকে খারাপ করল, এই চিন্তা ক'রে escape করা (ফাঁক কাটানো) ভাল না। অবশ্য, মানুষ স্বভাবতঃ এমন করে। কে আমাকে deviate (পথচ্যুত) করালো, এই চিন্তা নিয়ে থাকলে মানুষ weak (দুর্ব্বল) হ'য়ে পড়ে। ঐ-রকম চিন্তা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ strong unit (শক্ত সংহতি) হয় না। There may be thousands and thousands of faults of a man (মানুষের হাজার-হাজার দোষ থাকতে পারে)। তার দ্বারা আমি carried (বাহিত) হব কেন? আমার কথা আমার কাছে, তোমার কথা তোমার কাছে। কিন্তু ঐ-রকম যতদিন চলবে ততদিন কখনও development (উন্নতি) হবে না। একজন যদি বলে, আমি অমুকের দোষে খারাপ হলাম; তার মানে সেটা তারই দোষ। কারও কথায় চট্ ক'রে carried (বাহিত) হওয়াটাই দোষের।

এর পরে প্রেরিত পুরুষদের পরিকর নিয়ে কথা উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রীরামচন্দ্রের খুব strong group (শক্তিমান দল) ছিল। হনুমান, সুগ্রীব, জাম্বুবান, অঙ্গদ, নল, নীল এরা সবাই ছিল একটা strong unit (শক্তিমান একক)। রামচন্দ্রের সাথে ওদের একজন-না-একজন থাকতই। এক সময় বিভীষণকে সন্দেহ করেছিল লক্ষ্মণ। বিভীষণ তাতে বলেছিল, 'আমি জানি তোমরা আমাকে সন্দেহ করবে। কারণ, আমি রাবণের ভাই। আমি ভাই হ'য়ে ভাইয়ের বিরুদ্ধে treachery (বিশ্বাসঘাতকতা) করেছি। কিন্তু করেছি অসতের বিরুদ্ধে।' হজরত রসুলের group-ও (দলও) খুব strong (শক্তিমান) ছিল। তিনি বেঁচে থাকতে-থাকতেই অনেকখানি ভূখণ্ডের king (রাজা) হয়েছিলেন। কার যেন কথা আছে—England! with all thy faults I love thee. (ইংল্যাণ্ড! তোমার সমস্ত দোষ সত্ত্বেও আমি তোমাকে ভালবাসি)। তেমনি Lord (প্রভু)-কেও বলতে হয়, I shall serve you all through my life (সারাজীবন ধ'রে আমি আপনার সেবা করব)।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বাইরে তাম্বুর নীচে চৌকিতে এসে বসলেন। হাউজারম্যানদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—Spirit is willing but flesh is weak (প্রাণ ইচ্ছা করে, কিন্তু শরীর দুর্ব্বল) কে কইছিল?

হাউজারম্যানদা—Christ (খ্রীষ্ট) বলেছিলেন Peter (পিটার) সম্বন্ধে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Christ-এর follower-দের (খ্রীষ্টের অনুগামীদের) অনেক কিছুর lacking (অভাব) ছিল। কিন্তু রসুলের অনুগামীদের অমন ছিল না। আবার, রামচন্দ্রের ওদেরও ছিল না। হনুমানের ছিল otherwise (অন্যরকম) বুদ্ধি। সুগ্রীব রাজা হবে, ও মন্ত্রী হবে। কিন্তু রামচন্দ্রের কাছে যেয়ে কয়, না, আমি মন্ত্রী-টন্ত্রী হ'তে চাই নে। হনুমান Dravidian (দ্রাবিড়ের অধিবাসী), খুব পণ্ডিত ছিল। আবার গানও গাইতে পারত। ষাঁড়ের মতন গলা নিয়ে গান গাইত। লক্ষ্মণ হনুমানকে ঢের গালাগালি করেছে। কিন্তু হনুমান তাতে টলেনি। আবার সীতাও লক্ষ্মণকে গালাগালি করত। কিন্তু লক্ষ্মণ তাতে রাগ করত না।

এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কমলসদৃশ করপল্লব সামনে এগিয়ে দিলেন। জনৈকা মা সেই হাতের উপরে দিলেন একটু সুপারি ও এক টুকরা লবঙ্গ। সেটুকু মুখে ফেলে শ্রীশ্রীঠাকুর তামাকের কথা বললেন। সেবাদি তামাক সেজে এনে দিলেন। আলবোলা মুখে দিয়ে একটা টান দিয়ে ধীরে-ধীরে বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মের কাজই হ'ল ধারণ-পালন-পোষণ-সম্বর্দ্ধন। আর, সংস্কার হ'ল নিজেকে সম্যকভাবে ক'রে তোলা, হওয়ায়ে তোলা।

কথা বলতে-বলতে সন্ধ্যা হ'য়ে আসে। শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে দারুশিল্প-গৃহের (কাঠের কারখানার) দিকে গেলেন। কিছুক্ষণ সেখানে ব'সে কাজকর্ম্ম দেখে উঠলেন। আকাশ পরিষ্কার হওয়াতে কৃষ্ণাতৃতীয়ার চাঁদ দেখা যাচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর এমন জায়গা-টায় দাঁড়িয়েছেন যেখান থেকে চাঁদের পাশেই দেখা যাচ্ছে ইঁদারার নিকটস্থ মার্কারি ল্যাম্পটাকে। চাঁদের দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কী সুন্দর চাঁদ উঠছে।

মায়ামাসীমা—পাশের ঐ আলোটাও কত সুন্দর। এ বলে আমায় দেখ্, ও বলে আমায় দেখ্।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু চাঁদ বলে, তুইও আলো দিস্ বটে, কিন্তু জগৎকে আলো দিতে পারিস্ নে।

ব'লে একটু হেসে শ্রীশ্রীঠাকুর হাঁটতে আরম্ভ করলেন। তারপর জামতলায় চ'লে এলেন।

২১শে ভাদ্র, বুধবার, ১৩৬২ (৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫)

আজ সকাল থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার ঘরে ব'সে অনেক ছোট-ছোট লেখা দিচ্ছেন। লেখাগুলি খুব সহজ এবং চার-পাঁচ লাইনের মধ্যে। লেখা দেওয়ার মধ্যেই পূজ্যপাদ বড়দা এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর দিকে তাকিয়ে একটু আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে বললেন—

—অনেককাল পরে এ-রকম বেরোচ্ছে। এগুলো সত্যানুসরণের ঢং-এ হ'চ্ছে না?

বড়দা—আজ্ঞে হ্যাঁ।

বড়দা সামনের সতরঞ্চির উপর বসলে তাঁকে লেখাগুলি সব প'ড়ে শোনানো হ'ল। বীরেন ভট্টাচার্য্যদা সামনের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়েছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকেও জিজ্ঞাসা করলেন—এগুলো সত্যানুসরণের ঢং-এ হচ্ছে না?

বীরেনদাও সম্মতি জানালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর খুব উৎফুল্ল হ'য়ে তৃপ্তির সাথে ব'লে উঠলেন—কতদিন পরে ভারত আবার জাগিছে রে!

একটু পরে বড়দা উঠে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ-রকম ছোট-ছোট লেখা দিলেন পর-পর পনেরটা। দুপুরে শ্রীশ্রীঠাকুর-ভোগের আগে পর্য্যন্ত এই লেখার স্রোত চলল। অফুরন্ত উৎস থেকে অমৃতধারা যেন ক্রমাগত আসছেই—আসছেই।

বিকালেও শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকটি লেখা দিয়েছেন। তার মধ্যে একটি লেখার আরম্ভে আছে—

প্রত্যহ ইষ্টভৃতি ক'রো
অতি প্রত্যুষে
বিনা সত্ত্বেই………

লেখার শেষে জিজ্ঞাসা করলাম—অতি প্রত্যুষে বলতে কি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে বুঝব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, সেইজন্য 'অতি' বলেছি।

আমি—কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে হ'লে সেটা পূর্ব্বদিনের মধ্যে গণ্য হবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত অনেক আগেই আরম্ভ হয়।

আমি—অনেকে উষাপান করেন, সেটা ইষ্টভৃতি না ক'রে করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা'—ইষ্টভৃতি ক'রেই করা ভাল। ইষ্টভৃতি ক'রে ফেললে মানুষ অনেকখানি vitally enriched (জীবনীশক্তিতে সমৃদ্ধ) হয়।

কয়েকটা লেখা হ'য়ে যাওয়ার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর একজনকে ডেকে রামপ্রসাদী গান শুনলেন কয়েকখানা। গান হ'য়ে যাওয়ার পর প্রায় পঁচিশ মিনিট হয়ে গেল। তারপর—

শ্রীশ্রীঠাকুর—রামপ্রসাদী গান শুনলেই আমার বুকের মধ্যে কেমন করে। শুনতেও ভাল লাগে, আবার শুনলে ঐ-রকম হয়।

কাঠের মিস্ত্রী রাধানাথদা (কর্ম্মকার) শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে একটি মাকে দু'টো ছোট আলমারি তৈরী ক'রে দিয়েছিলেন। ঐ মায়ের তা' পছন্দ হয়নি শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর

রাধানাথদাকে ডাকিয়ে বললেন—যা' করবি সুন্দর ক'রে করবি। একটা দাঁতখোঁটাও যদি তৈরী করিস তাও এমনভাবে করবি যেন সুন্দ—র হয়, সুযোগসিদ্ধ হয়।

জনার্দ্দনদার সাথে ধর্ষিতা মেয়েদের সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা ধর্ষিতা তাদের wilful submission (স্বেচ্ছাকৃত বশ্যতা-স্বীকার) হয় না। Husband-রা (স্বামীরা) তাদের গ্রহণ করবে। কেউ যদি কয়, আমি অমুক মেয়ের সাথে এই করেছি, তখন সমস্ত সাক্ষীপ্রমাণ থাকা সত্ত্বেও সেই মেয়ে যা' ক'বে সেই কথাই গ্রাহ্য হবে।

জনার্দ্দনদা—যদি তার স্বামী তাকে না নিতে চায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নেওয়ার জন্য pressure (চাপ) দিতে হবে। আর নিতান্তই যদি না নিতে চায় তাহ'লে তার ভরণ-পোষণ দিতে ঐ স্বামীকে বাধ্য করা উচিত।